# INDEX

# PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVF ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Wednesday the 13th December, 1972.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Wednesday the 13th December, 1972 at 11-00 A. M.

## PRESENT

Mr. Speaker ( Shri Manindra Lal Bhowmick ) in the Chair, 4 Ministers 2 Deputy Ministers, Deputy Speaker and 48 Members.

**Mr. Speaker**—To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned, Shri Nripendra Chakraborty.

**Shri Nripendra Chakraborty**—Sta rred Question No. 85.

**Shri Sailesh Chandra Shom**—Question No. 85.

## STARRED QUESTION NO. 85.

By **Shri Nripendra Chakraborty.**

Will the Hon'ble Minioter-incharge of the Transport Department be pleasen to state—

প্রশ্ন

১) Tripura State Transport Corporations (T. R. T. C.) এর ট্রাক কি বে-সরকারী মাল পরিবহন করেন :

২) গত ১৫ই জুন কি T. R. T. C. এর নং T.R.L. ৪১১, TRL ১৪১৪, TRL ১৩২১ TRL ১৩১৯, TRL ১৩১৭ ট্রাক কি কোন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে ভাড়া করেছিলেন ;

৩) যদি ভাড়া করে থাকেন ভাড়ার হার কি ?

উত্তর

১) হঁ্যা

২) হঁ্যা

৩) প্রতি কিলোমিটার টাঃ ১·৫০পঃ (এক টাকা পঁঞ্চাশ পয়সা) হারে অন্যুনা দৈনিক টাঃ ২০০ (দুইশত টাকা) প্রতি ট্রাকের ভাড়া।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী**—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে কোন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানকে ১৫ই জুন ট্রাক ভাড়া দেওয়া হয়েছিল।

**শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম**—ত্রিপুরা কৃষক সমাজের সেক্রেটারী ঐ ট্রাকগুলি ভাড়া করে।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী**—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি কত ট্রাক টি, আর, টি, সি, ভাড়া দিয়েছিল।

**শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম**—৯টি ট্রাক।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী**—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে সরকার বে-সরকারী ট্রাক ভাড়া করে মাল পরিবহন করেন কি না।

**শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম**—যখন প্রয়োজন হয় জরুরী প্রয়োজন পরে তখন করা হয়।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী**—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে বর্ত্তমান জরুরী পরিস্থিতিতে আমাদের বহু মাল এমন কি ড্রেনও ট্রাকের অভাবে ডিটেরিয়রেট করে ধর্ম্মনগরে।

**শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম**—যে সময় ট্রাক ভাড়া করে সেই সময় ছিল না।

**শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :**—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি বহু ইরিগেশান পাইপ এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি এমন কি সিডস ইত্যাদি এই ট্রাকের অভাবে দীর্ঘদিন বিলম্বিত হয়।

**শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :**—দীর্ঘদিন হয় না।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :**—সাপ্লিমেন্টারী প্লিজ…

**মিঃ স্পীকার :**—অনেক বেশী হয়ে গিয়েছে।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :**—স্যার, এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমাদের কয়লা আসছে না আমাদের পি, ডাব্লিও, ডি'র কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে (গণ্ডগোল) মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি যে কৃষক সমাজ ছাড়া গত ১২ মাসে কোন কোন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে।

**শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :**—যদি জানতে চান তাহলে সেপারেট কোয়েশ্চান করুন।

**মিঃ স্পীকার :**—শ্রীবুলু কুকী।

**শ্রীবুলু কুকী :**—প্রশ্ন নং ৩৪৭

**শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :**—প্রশ্ন নং ৩৪৭

## STARRED QUESTION NO. 347
### By—Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-chorge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) তেলিয়ামুড়া হইতে অমরপুর পর্য্যন্ত বাস সার্ভিস চালু করার জন্য বাস মালিকদের পারমিট দেওয়া হইয়াছে কিনা ? এবং দেওয়া হইলে কতটি বাসের পারমিট দেওয়া হয়েছে এবং

২) ইহা কি সত্য যে উক্ত রাস্তায় বাস চালু রাখার জন্য পারমিট প্রাপ্ত বাস মালিকদিগকে ঋণ দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ ১৭টি (সতর) বাসের পারমিট অদ্যাবধি দেওয়া হইয়াছে।

২) সরকার কোন ঋণ মঞ্জুর করে নাই।

**শ্রীবুলু কুকী :**—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কি বলবেন, ঐ রাস্তায় কয়টি বাস এখন চালু আছে ?

**শ্রীশৈলেশ সোম :**—বর্ত্তমানে দুইটি বাস চালু আছে।

**শ্রীবুলু কুকী :**—১৭টি বাসের পারমিট দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে ২টি মাত্র চালু আছে, বাকীগুলি চালু হবে কখন ?

**শ্রীশৈলেশ সোম :**—যারা পারমিট নিয়েছে, ওরা যখন পেসেঞ্জার যথোপযুক্ত হবে, তখন বাস চালাবে। প্যাসেঞ্জার যদি অসুবিধা ভোগ করে, জানায়, তাহলে এদের বলা হবে তারা যাতে ইমিডিয়েট বাস চালায় এবং চালু করার জন্যই আমরা পারমিট দিয়েছি।

**শ্রীবি. দাস :**—এই যে বাকী ১৫টি বাস চলেনা, এটা কি আবাহমান তাই থাকবে, যে যখন প্যাসেঞ্জার হবে তখন চালানো হবে, এটা মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীশৈলেশ সোম :**—বাসগুলি ব্যবসায়ী ভিত্তিতে তারা চালু করে, প্যাসেঞ্জার টানার জন্য তারা চালু করে।

**শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য :**—এই যে বাসের পারমিট দেওয়া হল ১৭টার, কি ভিত্তিতে দিলেন ? এটা কি প্যাসেঞ্জারের আধিক্য দেখে দিলেন, না কি অন্য কোন ভিত্তিতে দিলেন ?

**শ্রীশৈলেশ সোম :**—প্যাসেঞ্জার যাতে যথারীতি চলতে পারে,তার জন্য দেওয়া হয়েছে।

**শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য :**—প্যাসেঞ্জারের আধিক্য দেখে যদি দিয়ে থাকেন, তাহলে এখন পর্যান্ত বাস চালু না হওয়ার কারণ কি ? এইগুলি চালু করার ব্যবস্থা করবেন কি সরকার ?

**শ্রীশৈলেশ সোম :**—প্যাসেঞ্জার যদি ডিম্যাণ্ড করে, তাহলে নিশ্চয়ই তাদের বলা হবে চালু করার জন্য। প্যাসেঞ্জার না থাকলে বাস খামাকা চালু করা যায় না।

**শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য :**—তবে দেখা যাচ্ছে প্যাসেঞ্জার ডিম্যাণ্ড করেনি, ডিম্যাণ্ড না করা সত্বেও এই ব্যবসায়ী ভিত্তিতে বাসের পারমিট দেওয়া হয়েছে, এটা কি ঠিক ?

**শ্রীশৈলেশ সোম :**—চালু করার যখন প্রয়োজন পরে, তখন বাস যাতে চালু করতে পারে তার জন্য পারমিট দেওয়া হয়েছে, যাতে সংগে সংগে টেকিকালটিজগুলি দূর করা যায়।

**শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য :**—এটা কি ব্যবসায়ী ভিত্তিতে, কবে প্যাসেঞ্জার দরকার পড়বে, এর বহু পূর্ব্বেই দেওয়া হয়, এটাই কি সরকারী নীতি ?

**শ্রীশৈলেশ সোম :**—প্যাসেঞ্জারের সুবিধার্থে সেই বাসের পারমিটগুলি দেওয়া হয়।

**শ্রীতাপস দে :**—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কয়টি এই ব্যাপারে ঐ রুটে ওভার লোডের কেস আছে ?

**মিঃ স্পীকার :**—ইট স্যুড বি এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

**শ্রীতাপস দে :**—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি বলেছেন ঐখানে প্যাসেঞ্জারের ডিম্যাণ্ড নেই, কিন্তু আমরা জানি যে ঐ রুটে ওভার লোডের জন্য আমরা চলতে পারিনা, বাঁদুর ঝুলা

খুলে আমরা যাই। বাসের পারমিট থাকা সত্ত্বেও সেখানে বাস চালানো হচ্ছে না। তাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে কথা বললেন, তার সংগে বাস্তবের কোন মিল নাই।

**শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই ১৭টির মধ্যে দুইটি চলছে, আর বাকীগুলি কোথায় চলছে?

**শ্রীশৈলেশ সোম** :—এই রুটের যখন পারমিট, এই রুটেই চলবে।

**শ্রীসুনীল রঞ্জন সাহা** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ঐ রুটে কতটা জীপ এবং ট্যাক্সী চলে এবং কি পরিমাণ প্যাসেঞ্জার ঐ রুটে চলা ফেরা করেন?

**শ্রীশৈলেশ সোম** :—সেটা আমার জানা নেই।

**শ্রীসুনীল রঞ্জন সাহা** :—তাহলে আমরা বুঝতে পারি, কোন ষ্টেটিকস না নিয়ে, শুধু হাওয়ার উপর এই ১৭টি বাসের পারমিট দেওয়া হয়েছে, মন্ত্রী বাহাদুর এটা সত্যি কি না?

**শ্রীশৈলেশ সোম** :—এটা সত্য নহে।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, খবর নিয়ে দেখবেন কি, গণ দরখাস্ত করে ওখানে বাস চালু করার জন্য জনসাধারণ সরকারকে জানিয়েছেন?

**শ্রীশৈলেশ সোম** :—খবর নিয়ে দেখব।

**শ্রীতাপস দে** :—একটা পারমিট কতদিন পর্যন্ত চালু না হলে সেটা ইনভেলিড ঘোষণা করা হয়, সরকারের নিয়মটি জানাবেন কি মন্ত্রী বাহাদুর?

**শ্রীশৈলেশ সোম** :—কতদিন চালু থাকবে, এটা অন্য প্রশ্ন। জানতে চাইলে আমি পরে জানাব।

**শ্রীতাপস দে** :—১৭টি বাসের পারমিট দিয়েছেন, এই পারমিটগুলির ভেলিডিটি কদিন পর্যন্ত থাকবে? It is quite relevant Sir.

**শ্রীশৈলেশ সোম** :—আমি বলছি সেটা পরে জানাব।

**মিঃ স্পীকার** :— শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার** :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৬।

**শ্রীশৈলেশ সোম** :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৬ স্যার।

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১) আগরতলা সদর এলাকায় পূর্ব নোয়াগাঁও মালটিপারপাস কোঃ অপারেটিভ সমিতি লিঃ-এর সম্পাদক শ্রীনগেন্দ্র দেবনাথ সমিতির স্টক তছরূপ করিয়াছেন এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষ অবগত আছেন কি? | পূর্ব নোয়াগাঁও মালটিপারপাস কোঃ অপারেটিভ সমিতি লিঃ-এর সম্পাদক শ্রীনগেন্দ্র দেবনাথ সমিতির স্টক তছরূপ করিয়াছেন, এইরূপ কোনও তথ্য কর্তৃপক্ষের গোচরে নাই। |
| ২) অবগত থাকিলে তছরূপকৃত স্টকের মূল্যের পরিমাণ? | প্রশ্ন উঠে না। |

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ইহা কি সত্য যে সেই সোসাইটির লাস্ট অডিট'এ স্টক তছরূপ করা হয়েছে এবং সেখানে অর্থ তছরূপ করা হয়েছে বলে অবজেকশান বা রিপোর্ট আছে ?

**শ্রীশৈলেশ সোম :—** অডিট রিপোর্টের ভিত্তিতে দেখা যায় যে কিছু দ্রব্যের ঘাটতি ঘটেছে। সেটা বাৎসরিক ঘাটতি, স্টক কিছু নষ্ট হয়েছে।

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—** মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, বলবেন কি, এটাকে তছরূপ বলা হয়েছে কি না ?

ঘাটতি বলা হয়েছে, নষ্ট হয়েছে।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে অডিট রিপোর্টে, সেই সমিতির অর্থ ঘাটতি হয়েছে, অথবা তছরূপ হয়েছে, অথবা পাওয়া যায়না, এইরকম কোন রিপোর্টে আছে কি ?

**শ্রীশৈলেশ সোম :—** নাই।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—** মাননীয় মন্ত্র মহোদয় কি জানাতে পারেন, যে সেই সমিতির কর্মকর্তাগণ—বোর্ড অব ডিরেক্টারস, রেজিষ্ট্রার, কো-অপারেটিভ সোসাইটির কাছে লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে আমাদের সমিতির এক হাজার টাকা তছরূপ হয়েছে এবং সেক্রেটারী তছরূপ করেছেন, এমন কোন খবর ডিপার্টমেন্টের কাছে আছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা সত্যি কি না ?

**শ্রীশৈলেশ সোম :—** আমার এই তথ্য জানা নেই।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনার এই তথ্য জানা থাকার কথা নয়। ডিপার্টমেন্ট থেকে যে সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চানের—সম্ভাব্য কোয়েশ্চান যা আসবে তা তৈরী করে দিয়েছেন, তাঁর সামনে সেটা আছে কি না ?

**শ্রীশৈলেশ সোম :—** আমার কাছে নেই।

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—** ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে জেনে জানাবেন কি না ?

**শ্রীশৈলেশ সোম :—** হাঁ, জানাব।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—** এই হাউসে, এই সেশানে জানতে পারব কি না ?

**মিঃ স্পীকার :—** মন্ত্রী যখন বলেন আমি জানাব, তখন ধরে নিতে হবে যে হাউসকেই তিনি জানাবেন।

**শ্রীশৈলেশ সোম :—** হ্যাঁ, এই সেশানেই জানাব।

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—** মন্ত্রী যদি বলে থাকেন, কোন মেম্বার যদি এ্যাসুরেন্স চান, তাহলে সেই পার্টিকুলার মেম্বারকেই জানাবেন, এইরকম এ্যাসুরেন্স তিনি দিতে পারেন।

**মিঃ স্পীকার :—** না। আই ক্লারিফাই দি পজিশান। মন্ত্রী যদি কোন সদস্যের প্রশ্নোত্তরে বলেন, আমি জানাব, তার অর্থ হচ্ছে তিনি হাউসকেই জানাবেন, ইনডিভিজুয়েল মেম্বারকে জানাবেন না।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—** তার ডুরেশান—টাইম ?

**শ্রীশৈলেশ সোম:—** আমি এই সেশানেই জানাব

**শ্রীবি, দাস :—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তরে বলছেন কিছুটা দ্রব্য ঘাটতি হয়েছে, সেই যে ঘাটতি হয়েছিল, তার রেসপনসিবিলিটি ফিক্‌স আপ করা হয়েছে কি ? সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীশৈলেশ সোম :—** অডিট রিপোর্টে রেসপর্নসিবিলিটি ফিক্‌স করা হয় না।

**শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—** মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি কি কি দ্রব্য ঘাটতি ঘটেছে।

**শ্রীশৈলেশ সোম :—** ঘাটতি ঘটেছে চাউল, আটা, ধান, চিনি, লবন, মসুর ডাল, পাট।

**শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—** কোনটা কি পরিমাণ ঘাটতি ?

**শ্রীশৈলেশ সোম :—** দ্রব্যের পরিমাণ নাই, টাকার পরিমাণ, সেটা উল্লেখ করা আছে। চাউলের ঘাটতি—২০ টাকা পরিমাণ, সারা বছরে ১৯৭০-৭১, ১৯৭১-৭২ আটার ঘাটতি দেখা যায়—১১ টাকা পরিমাণ। ধানের ঘাটতি—১৯৮ টাকা পরিমাণ, চিনির ঘাটতি দেখা যায়—৫৯'৪৩ পয়সা পরিমাণ। লবন ৫'২১ পয়সা পরিমাণ। মসুর ডাল—২১৮০ পয়সা পরিমাণ। পাটের ঘাটতি দেখা যাব—৮৮'৬৬ পয়সা পরিমাণ।

**মিঃ স্পীকার :—** শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী।

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—**কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২১ স্যার।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—**কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২১ স্যার।

| প্রশ্ন | উত্তর |
| --- | --- |
| ক) সাবরুম মহকুমার শ্রীনগর গ্রামের ১৪ জন ভারতীয় নাগরিককে সম্প্রতি বাংলাদেশে ধরিয়া নিয়া আটক রাখার সংবাদ সরকার অবগত আছেন কিনা, এবং | না, এইরূপ সংবাদ সরকার অবগত নহেন। |
| খ) উক্ত ভারতীয় নাগরিকদের মুক্তির জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন কি না। | প্রশ্ন উঠে না। |

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী** :— আশ্চর্যের কথা। এমন কোন কথা সরকারের জানা নাই, আশ্চর্য। ভারতীয় নাগরীকদের সেখানে ধরে নিয়েছে, তারা জেলে আছে। একমাস আগে আমি প্রশ্ন করেছি, এটা আশ্চর্যের কথা, সরকারের জানা নাই পর্যন্ত। ছি ছি, এই কি আমার প্রশ্নের উত্তর হল ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—মিঃ স্পীকার, স্যার, ফর ক্লারিফিকেশান আমি উনাকে বলতে পারি। On 16/11/72, 14 Indian Nationals of Shrinagar Village under Subroom Sub-division went to Daoghata Village inside Bangladesh without necessary travel document for the purpose of marketing. They were apprehended there by the Bangladesh Army and prosecuted according to law for illegal entry into Bangladesh. They have been released on bail from Bangladesh national two surity for them. They are now at present under trial there. The next date of hearing of the case has been fixed on 15. 12. 72. On getting information regarding the apprehension of the Indian National in Bangladesh B. O. P. Commandar contacted the Bangladesh army posted opposite of our Shrinagar B. O. P It was learnt from them that Indian National had already been handed over to Chhagalnia P.S. Efforts are being made by the District Magistrate, South Tripura to contact the concerned authority in Bangladesh in this connection. All the District Magistrates have been instructed to announce in border areas that the people should not enter into Bangladesh without travel documents.

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী** :— আমার প্রশ্নটা যখন এসেছিল, তখন তিনি একথা বললেই বুঝতে পারতাম। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, আমাকে যে তথ্য পরিবেশন করা হল, এটা কোন সূত্রে পাওয়া ? আমি এর চাইতে ভিন্ন তথ্য এখানে দেব।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :— সরকারী সূত্রে পাওয়া।

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী** :— মন্ত্রী মহাশয়, আমি যে ঘটনাটা বলছি, এই সম্পর্কে জানেন কি ? ১৪ জন কুম্ভকার, বাংলাদেশে মাটির পাতিল, কলসী পাওয়া যায়না বলে তাদেরকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :— এইরকম সংবাদ সরকারের কাছে নেই।

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী** :— খোঁজ করে দেখবেন কি ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :— সরকার খোঁজ নিয়ে যে তথ্য পেয়েছেন, তা সদস্যদের জানান হল।

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী** :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছি, এটা আমার কনষ্টিটিয়েন্সীর ঘটনা, সেখানে আমি গেছি, খোঁজ নিয়েছি, সেখানকার লোক আমাকে বলেছেন, আমি এটা অভিযোগ আনছি, যে তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে, তার থেকে ভিন্নতর তথ্য আমি

দিচ্ছি। তাদের ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, তারা অত্যন্ত দরিদ্র। এই ১৪ জনকে ধরে নিয়ে গেছে, তারা চিটাগাং জেলে আছে, উনি অবশ্য এখানে বলছেন যে জামিন পেয়েছে, আমি সেটা শুনিনি। কত দরিদ্র হলে ডাকলে পরে সেখানে ওরা যেতে পারে? ওরা গিয়েছিল সত্য, কিন্তু ওদের ডেকে নিয়ে গিয়েছিল।

**মিঃ স্পীকার :—** আপনি কি বলতে চান?

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—** আমি চাই এটা সম্পর্কে তদন্ত করা হবে কিনা?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—** মাননায় স্পীকার, স্যার, আজকে আমাকে যদি ডেকে নিয়ে যায় কিংবা আমি স্বইচ্ছায় যাই, দুইটাই আমার মনে হয় আইনত দণ্ডনীয়।

**শ্রীকালিপদ ব্যানার্জি :—**স্যার, আমি চাইছি, আমি যে অভিযোগ করলাম, সেই সম্পর্কে সরকার তদন্ত করে দেখবেন কিনা?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—**আজকে যদি কেউ স্ব ইচ্ছায় যায় তাহলে আমাদের কোন বক্তব্য নেই। আর সেজন্য আমরা বলেছি যে সরকার এই সম্পর্কে কিছুই অবগত নয়। তাছাড়া উনি যে প্রশ্ন করেছেন, তার থেকে আমরা যে ডিটেইল্‌স পেয়েছি সেই অনুসারে আমরা যেটা কালেক্‌শান করেছি, সেটাই এই হাউসকে জানিয়ে দিয়েছি। এর বেশী কিছু বক্তব্য আমার কাছে নেই।

**শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য :—**স্যার, যাদেরকে এরেষ্ট করে নেওয়া হয়েছে বলে মাননীয় সদস্য বলেছেন, তাদেরকে ডিপেণ্ড করার জন্য কোন ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করবেন কিনা সেটা তো মন্ত্রী মহোদয় জানাতে পারেন?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—**সেই সম্পর্কে আমরা যোগাযোগ রেখে চলেছি।

**শ্রীকালিপদ বানার্জি :—**সেখানে তারা কোর্ট ট্রায়েল থাকবেন, তারা অত্যন্ত দরিদ্র মানুষ, কাজেই তাদেরকে রক্ষা করবার জন্য ডিপেণ্ড করতে হলে উকিল ইত্যাদির জন্য যে খরচ হবে, সেটার সম্পর্কে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে থেকে আমরা সেটা জানতে চাই?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—**ত্রিপুরা সরকারের এই বিষয়ে কোন এক্তিয়ার নাই।

**শ্রীসুনীল চন্দ্রদত্ত :—**মাননীয় সদস্য, কালিপদ ব্যানার্জি যে তথ্য এখানে পরিবেশন করলেন হাউসের সামনে যেহেতু বাংলাদেশ সরকার আমাদের বন্ধুমনোভাবাপন্ন সেই হেতু তার বক্তব্য অনুসারে ত্রিপুরা সরকার এই ব্যাপারে অনুরোধ জানাবেন কিনা?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—**স্পীকার স্যার, আমি এখানে

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—**স্যার, প্রশ্নটার জবাব হল না। মাননীয় সদস্য কালিপদ বাবু যে অভিযোগ এনেছেন যে তাদেরকে ধরে নেওয়া হয়েছে, সেটা তদন্ত করে যদি সত্য হয়, তাহলে বাংলাদেশ গভর্ণমেণ্টকে লেখা হবে কিনা যে তাদেরকে ধরে নেওয়া হয়েছে।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—**কিন্তু আমরা যে বলছি- তাদেরকে ধরে নেওয়া হয় নি, এরূপর কি করে তদন্তের প্রশ্ন আসে?

**শ্রীমধুসূদন দাস :**—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৫২।

**শ্রীশৈলেসসোম :**—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৫২, স্যার,

| প্রশ্ন | উত্তর |
| --- | --- |
| ১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরাতে একটা টেম্পো কো-অপারেটিভ ছিল ? | হঁ্যা এইরূপ একটি সোসাইটি আছে |
| ২। যদি থাকে তবে সেই সমিতি সরকার থেকে কোন ঋণ নিয়েছিল কি ? | হঁ্যা |
| ৩। যদি নিয়ে থাকে সেই ঋণের পরিমাণ কত ? | ৫০,০০০ টাকা। |
| ৪। এখন নেই সমিতির কোন অস্তিত্ব আছে কি ? | হঁ্যা, আছে। |
| ৫। এবং সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক কে কে ছিলেন ? | সভাপতি—শ্রী কে, কে, দেববর্ম্মা। সম্পাদক—শ্রীকপিল কুমার ভট্টাচার্য্য। |

**শ্রীমধুসূদন দাস :**—এই যে ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিল, এই টাকা সরকার আবার ফেরত পেয়েছেন কিনা, জানাবেন কি ?

**শ্রীশৈলেশ সোম :**— না।

**শ্রীমধুসূদন দাস :**—এই টাকা কত সালে ঋণ হিসাবে নিয়েছিল এবং সুদে আসলে বর্ত্তমানে ঐ টাকার পরিমাণ কত হয়েছে জানাবেন কি ?

**শ্রীশৈলেস সোম :**—এই তথ্য এখনিই আমার কাছে নেই।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :**—স্পীকার স্যার, মন্ত্রীরা যখন এখানে আসেন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য, তখন তাদের কিছু তথ্যাদি নিয়ে আসা উচিত। কেন না এই যে প্রশ্ন করা হচ্ছে তার মাধ্যমে কিছু জানার অধিকার এই হাউসের এবং মাননীয় সদস্যদের নিশ্চয় আছে। আমি আশা করব, আপনি এই সম্পর্কে তাদেরকে একটু সতর্ক করে দেবেন।

**মিঃ স্পীকার :**—আচ্ছা, আমি এই সম্পর্কে দেখব।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :**—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই টাকা আদায় করবার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

**শ্রীশৈলেশ সোম :**—বর্ত্তমানে এই সমিতি কোন কাজ কর্ম্ম করিতেছে না। সুতরাং এই সম্পর্কে অডিট করার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

**শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ**—স্পীকার স্যার, এই মাত্র মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে এই সমিতির অস্তিত্ব আছে আবার এখন বলছেন যে ঐ সমিতি কোন কাজ কর্ম্ম করিতেছে না, এটা কেমন ব্যাপার হল ?

**শ্রীশৈলেস সোম**—যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমিতি লিকুইডিশানে না যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাকে বলতেই হবে যে সমিতির অস্তিত্ব আছে।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার**—স্যার, এটাতো সি, বি, আই এর তদন্তাধীন আছে।

**শ্রীশৈলেস সোম**—হঁ্যা, তা আছে।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী**—স্যার, কৃষকদের কাছে যদি বকেয়া ২৫ টাকাও থাকে তাহলে সেটা আদায় করার জন্য সরকার তার গরুবাছুর ক্রোক করার আদেশ জারী করে, অথচ এখানে সরকারের ৫০ হাজার টাকা আদায় হচ্ছে না, সেজন্য সরকার কিছু করছে না। এতে কি বুঝা যায় না যে এই টাকা আদায় করার কোন ক্ষমতা সরকারের নেই? আর সেই ক্ষমতা যদি থেকে থাকে, তাহলে সরকার এই টাকা আদায় করার জন্য কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন, সেটা আমাদেরকে বলুন?

**শ্রীশৈলেস সোম**—অডিট হলে পর, সেই অডিট রিপোর্টের অবজার্ভেশানের ভিত্তিতে এই টাকা আদায় করার চেষ্টা করা হবে।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী**—মন্ত্রী মহোদয়, পি, এ, সি রিপোর্টে এই সম্পর্কে দীর্ঘদিন আগেই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, অথচ সরকার এই সম্পর্কে কোন ষ্টেপ নিচ্ছেন না কেন?

**শ্রীশৈলেস সোম**—এটা আমার জানা নেই।

**শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী**—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানতে চাইছি এই ৫০ হাজার টাকা আদায় করার জন্য সরকার থেকে কেন ক্রোক জারী করা হচ্ছে না। সমিতি সরকার থেকে টাকা নিয়েছে, অথচ যা করার, সেটা করেনি। সুতরাং টাকা তাদের কাছ থেকে আদায় করা উচিত?

**শ্রীশৈলেস সোম**—বলেছি তো, এটা সি, বি, আই এর তদন্তাধীন আছে এবং তাদের তদন্তের পরেই সেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

**শ্রীমধুসূদন দাস**—তদন্তের পর যদি প্রমানিত হয়, তাহলে সরকার এই টাকা আদায় করার জন্য ঐ সমিতির তৎকালীন সম্পাদক ও সভাপতির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি?

**শ্রীশৈলেস সোম**—আমি বলেছি তো, এটা সি, বি, আই এর তদন্তাধীন আছে।

**শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ**—এই সোসাইটির প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারীর সম্পর্কে সরকারের জামাই শ্বশুরের সম্বন্ধ আছে কি না, জানতে পারি কি?

**মিঃ স্পীকার**—মাননীয় সদস্য, এই ধরনের কোন প্রশ্ন হতে পারে না।

**শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ**—তাহলে, স্যার, কোন আত্মীয়তা আছে কিনা, জানতে পারি কি?

**শ্রীশৈলেস সোম**—এটা আমার কিছু জানা নেই।

**শ্রীসমীর বর্মন**—কি কারণে তদন্তের জন্য সি, বি, আই এর কাছে গেল সেটা মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

**শ্রীশৈলেস সোম**—এটা কতগুলি নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তের জন্য দেওয়া হয়েছে।

**শ্রীমুনসর আলী**—স্যার, যেখানে একটা বিষয় তদন্তাধীন আছে, সেই বিষয়ে কোন প্রশ্ন করা উচিত বলে আমি মনে করি না।

**শ্রীসমীর বর্মন**—সি, বি, আই কি কোন কোর্ট যে তার সম্বন্ধে কিছু বলা যাবে না।

**শ্রীমুনসর আলী**—আমি তো আমার অপিনিয়ন সম্পর্কে বলেছি, এখন ঠিক কি বেঠিক তা তো স্পীকার মহোদয় ঠিক করবেন।

**শ্রীসমীর বর্মন**—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, অভিযোগগুলি কি ছিল, তা আমারা জানতে পারি কি?

**শ্রীশৈলেস সোম**—স্যার, অভিযোগ সম্পর্কে আমার ডিটেইল্‌স কিছু জানা নাই।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী**—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা কি সত্য যে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে কিছু কিছু উচ্চ মহলের অফিসার এর সঙ্গে জড়িত আছে বলেই সি, বি, আই এর কাছে তদন্তের জন্য দেওয়া হয়েছে?

**শ্রীশৈলেস সোম**—এটাও আমার জানা নেই।

**শ্রীমুনসর আলী**—এইটা সি, বি, আই এর তদন্তে আছে এইটা প্রশ্ন আসতে পারে বলে আমার মনে হয় না।

**শ্রীসমীর বর্মন**—নিশ্চয় আছে স্যার, সি, বি, আই ইজ নট দি কোর্ট। কাজেই অভিযোগটা কি স্যার, আমরা জানতে চাই।

**শ্রীশৈলেস সোম**—মাননীয় স্পীকার স্যার, অভিযোগটা কিসের আমার জানা নেই।

**মিঃ স্পীকার**—There should not be more supplementary questions.

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী**—মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা কি সত্য যে সরকারী কর্মচারীরা উচ্চ মহলের সঙ্গে জড়িত বলেই এই তদন্ত হচ্ছে।

**শ্রীশৈলেস সোম**—এইটা সত্য নহে।

**শ্রীসমীর বর্ম্মণ**—সাপলিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এইটা কি এই হাউসে জানাবেন যে অভিযোগটা কি ছিল আমরা এই হাউসে জানতে চাই।

**মিঃ স্পীকার**—উনি বলেছেন উনার জানা নেই।

**শ্রীসমীর বর্ম্মণ**—জানা নেই, এক্ষণ জানা নেই, জানাবেন কি না, স্যার।

**শ্রীশৈলেস সোম**—প্রশ্ন করলেই জানাব।

**শ্রীসমীর বর্ম্মণ**—আমি তো প্রশ্ন করলামই স্যার, অভিযোগটা কি, মন্ত্রী মশায় জানেন যে সেটা সি, বি, আইএ রেফার করা হয়েছে। কেন রেফার করা হলো সেটা তিনি জানেন নিশ্চয়ই। কাজেই কেন সেটা জানতে চাই এই হাউসে, স্যার। উনি রেফার হয়েছে জানেন কিন্তু কিসের ভিত্তিতে রেফার হলো—হি ইজ দি মিনিষ্টার অব দেট ডিপার্টমেন্ট স্যার, কাজেই এইটা আমরা জানতে চাই।

**শ্রীশৈলেশ সোম**:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পূর্ব্বেই বলেছি সেটা প্রশ্ন করলে নিশ্চয়ই জানাব।

**শ্রীসমীর বর্দ্ধন :—** আমি তো প্রশ্ন করলামই স্যার, ইট ইজ মাই ডেফিনিট কোয়েশ্চান উনি বলেছেন সি, বি, আইতে মেটারটা রেফার করা হয়েছে।

**মিঃ স্পীকার :—** সেপারেট প্রশ্ন করলে উত্তর দেবেন বলেছেন।

**শ্রীসমীর বর্দ্ধন :—** না না এইটা সেপারেট হলো। কি করে স্যার, উনি বলেছেন স্যার সি, বি, আইতে রেফার করা হয়েছে। রেফার হবে স্যার একটা অভিযোগের ভিত্তিতে What is that fact we like to know in this House, Sir, সেটা আমি জানতে চাই স্যার।

**শ্রীশৈলেশ সোম :—** আমি বলেছি তো সেটা জানতে চেয়ে প্রশ্ন করলে আমি জানাব।

**মিঃ স্পীকার :—** উনি প্রশ্ন করেছেন কিসের ভিত্তিতে, সি, বি, আইতে গেল। এই সম্বন্ধে আপনি উত্তর দিতে পারেন কি না।

**শ্রীশৈলেশ সোম :—** আমার কথা ছিল আমি এই জন্য নোটিশ ডিমাণ্ড করছি স্যার।

**মিঃ স্পীকার :—** He demanded notice for it.

**শ্রীমধুসূদন দাস :—** মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে সরকার কর্তৃক নেয় টাকা আর কোন কোপারেটিভ কর্তৃক দেওয়া হয় নাই। এই রকম কোন প্রমাণ আছে কি? যদি না দিয়ে থাকে তাদের কেসগুলি সি, বি, আইতে তদন্তের জন্য গেছে কি না।

**শ্রীশৈলেশ সোম :—** প্রশ্ন আমি বুঝি নাই স্যার।

**শ্রীসমীর বর্দ্ধন :—** সাধারণতঃ আমরা জানি যে সমস্ত কেস সি, বি, আইতে যায় কোপারেটিভের চার্জে থাকলে স্যার, আমার এইটা ভুল হতে পারে স্যার। আমার প্রশ্ন হলো টাকার রিয়েলাইজেশানের জন্য ডিপার্টমেন্ট আজকে পর্যন্ত কোপারেটিভ রেজিষ্টার বা কোপারেটিভ মিনিষ্টার আজ পর্যন্ত কি কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন। টাকা আদায়ের জন্য স্যার, ৬০ থাউজেন্ট রোপিস স্যার, এবং সেটার জন্য কোন নোটিশ দেওয়া হয়েছে কি না বা কি পরোয়ানা দেওয়া হয়েছে কি না। এইটা তো গভর্ণমেন্ট মানি স্যার।

**শ্রীশৈলেশ সোম :—** সেটা আমার জানা নেই।

**শ্রীসমীর বর্দ্ধন :—** এইটা মন্ত্রী মহাশয় এই হাউসে জানাবেন কি না স্যার, আমি সেটা জানতে চাই স্যার।

**মিঃ স্পীকার :—** তিনি জানাবেন বলেছেন। শ্রীসুশীল চন্দ্র সাহা। কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১৮।

**শ্রীসুশীল চন্দ্র সাহা :—** মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১৮।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—** মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১৮।

**প্রশ্ন**

১। রাজ্য সরকার কতজন অফিসারের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর রিপোর্ট রয়েছে? তাদের সম্পর্কে রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন?

২। কতজনের বিরুদ্ধে তদন্ত চলেছে? পি ডব্লিউডিতে কতজন? তদন্ত চলাকালীন কাউর পদোন্নতি করা হয়েছে কি না? যদি তা হয় তবে তার কারণ?

**উত্তর**

১। যেহেতু বিষয়টি গোপনীয় এবং ভিজিলেনস তদন্তাধীন/বিভাগীয় তদন্তাধীন জনস্বার্থের খাতিরে ইহা প্রকাশ করা যায় না।

২। যেহেতু বিষয়টি গোপনীয় এবং ভিজিলেনসের তদন্তাধীন/বিভাগীয় তদন্তাধীন, জনস্বার্থের খাতিরে ইহা প্রকাশ করা যায় না।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী**:— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে যাদের তদন্ত শেষ হয়ে গেছে এবং বিরূপ মন্তব্য হয়েছে সি, বি, আই থেকে, এই রকম গেজেটেড অফিসার কয়জন।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী**: — সেপারেট নোটিশ ডিমাণ্ড করছি, স্যার।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী**:— সেপারেট কেন স্যার, এটা সেপারেট কেন।

**মিঃ স্পীকার**:— আমার মনে হয় তিনি নোটিশ চান।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী**:— উনি কেন বলবেন সেপারেট কোয়েশ্চান এটা, আপনি না বলবেন?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী**: — সেপারেট নোটিশ ডিমাণ্ড করছি। আমি সেপারেট কোয়েশ্চান বলিনি।

**শ্রীবাজুবন রিয়াং**—মাননীয় স্পীকার স্যার, কতজন অফিসারের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় তদন্ত রিপোর্ট রয়েছে—

**মিঃ স্পীকার**—উনি বলবেন না বলেছেন, কারণ এটা কন্‌ফিডেনশিয়াল।

**শ্রীতাপস দে**—মাননীয় স্পীকার স্যার, কতজন অফিসারের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় তদন্ত রিপোর্ট রয়েছে। এটা জানতে চাই স্যার। আমরা চাই নাম্বার অব দি অফিসার।

**মিঃ স্পীকার**—যাদের সম্বন্ধে সি, বি, আইর ইনকোয়ারি চলেছে?

**শ্রীতাপস দে**—তাদের নাম্বার কত। নাম্বারটা বলতে আপত্তি কোথায়, স্যার?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী**—মাননীয় স্পীকার স্যার, জনস্বার্থের খাতিরে সেটা এখানে প্রকাশ করা যায়না। তবে নাম্বারটা সম্বন্ধে এখন আমার কাছে তথ্য নেই। নতুন করে নোটিশ চাই।

**শ্রীতাপস দে**—সাপলিমেণ্টারী স্যার, এখানে যে প্রশ্নটা রয়েছে কতজনের বিরুদ্ধে তদন্ত রিপোর্ট রয়েছে নাম্বারটা। এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যদি জানেন তবে আমার প্রশ্নটার উত্তর না দেওয়ার জাস্টিফিকেশানটা কি?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী**—আমি বলেছি নূতন করে প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দেব।

**শ্রীতাপস দে**—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানতে চাই নাম্বারটা কত। নাম্বারটা বলতে আপত্তি কি স্যার?

**মিঃ স্পীকার**—উনি বলেছেন উনার জানা নেই।

**শ্রীতাপস দে**—স্যার, আমি যে কোয়েশ্চানটা করলাম, এটা ১৫ দিন আগে, স্পেসিফিক টাইমে করেছি, কাজেই যদি নাম্বারটা জানা না থাকে আমার কোয়েশ্চানের রিপ্লাই যদি না পেলাম, তাহলে আমার কোয়েশ্চান করার কি জাসটিফিকেশান আছে, স্যার।

**Mr. Speaker**—The Ministers have got right to ask for a separate question or he can demand notice.

**শ্রীতাপস দে**—স্যার, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যদি আপনি প্রশ্নটা পড়েন তাহলে দেখবেন এটাতে জানতে চাওয়া হয়েছে যে রাজ্য সরকারের কতজন অফিসারের বিরুদ্ধে তদন্ত রিপোর্ট রয়েছে। মাই কোয়েশ্চান ইজ ফর নাম্বার অব অফিসার্স। আমি যে কোয়েশ্চানটা করলাম স্পেসিফিক ডেটের আগে। এই ডেটে কেন রিপ্লাইটা এল না?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী**—বললাম তো স্যার, এখানে আমার কাছে মেটেরিয়ালস নেই। আমি সময় চেয়েছি।

**শ্রীতাপস দে**—স্যার, আমার অ্যাসেম্বলীর প্রশ্ন করার রুল আছে যে এত দিন পূর্বে নোটিশ দিতে হয়। আমি অ্যাসেম্বলীর নিয়মটা মেনেছি। মানা সত্বেও এখন পর্যন্ত কেন আসেনি?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী**—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মেম্বারদের যেমন উত্তর পাওয়ার রাইট আছে, আমাদের মন্ত্রীদেরও রাইট আছে কোনটা উত্তর দিতে পারব কোনটা পারব না।

(ভয়েস—নো স্যার, নো স্যার)

**শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত**—মেম্বারদের কোয়েশ্চান যদি অ্যাডমিট হয় তাহলে মন্ত্রীরা উত্তর দিবেন। সময় নিতে পারেন, কিন্তু মেটেরিয়ালস নট কালেকটেড এটা হতে পারে না।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী**—স্যার, আমার বলার মীনিংটা এই হল যে আমার কাছে যদি উত্তর না থাকে তাহলে আমি বলতে পারি না।

**শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত**—উইদিন দি কোয়েশ্চান যদি সাপ্লীমেন্টারী হয় তাহলে মিনিষ্টার প্রিপেয়ার্ড হয়ে আসবেন উত্তর দেবার জন্য। আর যদি সাপ্লীমেন্টারী কোয়েশ্চান বাইরে হয় তাহলে তার ডিমাণ্ড নোটিশ জাষ্টিফায়েড। সাবজেক্ট মেটার যদি ভিতরে হয় তাহলে তার তিনি উত্তর দিতে হাউসের কাছে বাধ্য। সেই ক্ষেত্রে আমার সাজেশান হল এই ব্যাপারে যেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়েরা প্রিপেয়ার্ড হয়ে আসেন। কিন্তু তিনি উত্তর দেবেন না, এটা তাঁর রাইট নয় এবং তার কাষ্টডিয়ান হচ্ছেন আপনি যে তিনি কোন্‌টার উত্তর দিবেন না দিবেন ঠিক করে দেওয়া। কাজেই এটা যেই মুহূর্তে এলাও করেছেন, তার পর সাপ্লিমেন্টারী এলাও করেছেন তাহলে মিনিষ্টার উত্তর দিতে বাধ্য, তিনি পারবেন না এটা বলতে পারেন না। ইট ইজ নট হিজ রাইট স্যার।

**মিঃ স্পীকার**—পার্লামেণ্টারী প্র্যাকটিসে আছে—

**শ্রীসমীর বর্মন**—স্যার, কজ কি থাকবে ?

**শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :**—তার জন্য তো আপনি আছেন। আপনি তো সেগুলি অ্যালাও করবেন না। সেখানে তো আপনি ডিস্‌ক্রিশান ইউটিলাইজ করছেন, কোনটা মিনিষ্টার রিপ্লাই দেবেন। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আপনি বলে দিলেন যে এটা রিপ্লাইয়ের উপযুক্ত তখন যদি মিনিষ্টার বলেন যে আমি এটা জনস্বার্থে উত্তর দিচ্ছি না, তখন নো বডি ক্যান অবজেক্ট ইভেন দি অপোজিশন ইজ নট অবজেকটিং। কিন্তু আপনি যখন অ্যালাও করেছেন তখন মিনিষ্টারের ক্ষমতা নেই।

**মিঃ স্পীকার :**—হী ক্যান সে আই ডিমাণ্ড টাইম।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ**—মাননীয় সদস্য তড়িত মোহন দাশগুপ্ত যেটা বললেন, যখন তিনি কোয়েশ্চানটা করলেন তখন আমি দেখব আমি দিব কি দিবনা।

**শ্রীমনসুর আলী :**—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এই তথ্য নাই। এটা কি বলার রাইট নাই ? উনি এই কথা বলেন নি যে এই সম্পর্কে আমি উত্তর দেব না।

**শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :**—তিনি বলেছেন যে উত্তর দেওয়া না দেওয়া আমার রাইট।

**মিঃ স্পীকার ঃ**—আপনি কি এই কথা বলেছেন যে আমি উত্তর দেবনা ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ**—আমি তো কিছুই বলিনি, যা বলেছি আপনার কাছেই বলেছি।

**মিঃ স্পীকার ঃ**—তিনি বলেছেন যে আমি টাইম চাই।

( নয়েজ )

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :**—মাননীয় স্পীকার, স্যার, সেটা তো মুর পড়েই আপনি শোনালেন।

**মিঃ স্পীকার ঃ**—আপনি বলেছেন যে মেম্বারদেরও রাইট আছে প্রশ্ন করার, মন্ত্রীদেরও রাইট আছে উত্তর না দেওয়ার।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :**—আমি বলেছি মেমবাররা যদি এইরকম প্রশ্ন করতে পারেন তাহলে মন্ত্রীদেরও রাইট আছে উত্তর না দেওয়ার। ( ভয়েস নো, নো, এটা তিনি বলেন নি, হী হ্যাজ গট নো রাইট )।

**শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :**—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নটাই ছিল রাজ্য সরকারের কতজন অফিসারের বিরুদ্ধে। স্পেসিফিক। উত্তরটা এসেছে পার্শিয়াল। উনি বলতে পারতেন যে আমার কাছে নেই কিংবা পরে দেব।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :**—আমি প্রথমেই বলেছি যে তথ্য আমার কাছে নেই।

**মিঃ স্পীকার ঃ**—নাম্বার ওয়ান হল প্রশ্নটা অ্যাডমিট হয়েছে। নাম্বার টু হল

আপনি যে বলেছেন আপনি বলেন নি, এত হট্টগোল হয়েছে যে আপনি কি বলেছেন আমি শুনিই নি। এখন আপনি যদি এটা বলে না থাকেন তাহলে ইউ ক্যান সে সো।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** ঃ—আমি বলেছি আমার কাছে নাই, প্রশ্ন করলে পরে আমি জানাব।

**শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত** :— আমার কথা হচ্ছে মেম্বারদের রাইট আছে প্রশ্ন করার এবং মিনিষ্টারদের রাইট আছে রিপ্লাই না দেওয়ার এই কথা রেকর্ডে থাকতে পারবে না। স্পীকার যদি বলে তার উত্তর দিতে তাহলে তাঁকে উত্তর দিতে হবে 'হ্যাঁ", না যা খুশী বলতে পারেন। কিন্তু তার বেসিক কোন রাইট নাই উত্তর না দেওয়ার। ( গণ্ডগোল ) মিনিষ্টারের ফাণ্ডামেনটাল্ এই রাইট নাই হাউসের ফ্লোরে যদি কোয়েশ্চান আসে এবং স্পীকার যদি অ্যালাউ করেন তাহলে তার উত্তর দিতে হবে এই রকম যদি উক্তি থাকে সেটি এক্সপাঞ্জ করতে হবে।

**মিঃ স্পীকার** :—এই বিষয়ে আমি রুলিং পরে দেব ( গণ্ডগোল )।

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন** ঃ—তিনি প্রথমে বললেন জনস্বার্থের খাতিরে দেবেন না তারপর বললেন ফ্যাক্টস এবং ফিগারস নাই তাহলে তিনি উত্তর দিতে উঠলেন কেন স্যার। এটার রিপ্লাই সম্পর্কে কি হবে স্যার।

**মিঃ স্পীকার** :—জনস্বার্থের খাতিরে উনি নাও দিতে পারেন।

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন** :—জনস্বার্থের খাতিরে এই কথাটা আইন অনুযায়ী হবে স্যার। তাহলে করাপ্ট অফিসারদের নাম কনসিল করছেন স্যার। কিন্তু সংখ্যা বলতে আপত্তি কি স্যার।

**মিঃ স্পীকার** :—সংখ্যাটি উনি পরে বলবেন।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** ঃ—সংখ্যাটি আমি বলব কিন্তু নাম বলবনা ( গণ্ডগোল ) যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তদন্ত শেষ হচ্ছে।

**শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন** :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে স্যার, তদন্ত যাদের হয়ে গিয়েছে তাদের নাম বলতে বাধা কি।

**শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত** :—এই পয়েন্ট মিনিষ্টার ইভেন কেন টেক প্রটেকশান তিনি যদি বলেন জনস্বার্থের খাতিরে এই সংখ্যাটা বলতে পারব না এটাও জনস্বার্থের বিরোধী স্যাট কামস উইদিন হিজ প্রটেকশান। তিনি তার প্রটেকশান নিতে পারেন। প্রটেকশান যদি নেন তাহলে আমার আপত্তি করার কোন পথ নাই কিন্তু উত্তর দেব না এই কথা বলতে পারেন না।

**মিঃ স্পীকার** ঃ—না না সেই প্রশ্ন আসে না।

**শ্রীতাপস দে** :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমরা যে প্রশ্ন করছি সেটি জনস্বার্থের খাতিরে করছি। জনস্বার্থের খাতিরে কি কি বলা যায় না সেটা আগেই ঠিক হওয়া উচিত। কারণ স্পীকারের কাছ থেকে কোয়েশ্চান এডমিট হওয়ার পর আর কোন কারণ থাকতে পারে না যাতে মন্ত্রী বাহাদুর উত্তর দিতে না পারেন। যেহেতু স্বীকৃত সেজন্য রিপ্লাই আমরা পেতে পারি।

**মিঃ স্পীকার** :—নো নো (গণ্ডগোল)

**শ্রীতাপস দে** :—এনকোয়্যারী চলাকালীন কোন কোন অফিসারের পদোন্নতি হয়েছে এই রিপোর্ট আমার কাছে আছে। আমার রিপোর্টটা সত্যি কি মিথ্যা যাচাই করার জন্য এই প্রশ্নটা করছি। এখন প্রশ্ন হল এই যে পদোন্নতি হয়েছে এটা স্যার. অ্যানটি-নেশন্যাল ইন্টারেষ্ট বা জনস্বার্থের বিরোধী কি না যাদের বিরুদ্ধে দোষী হিসাবে একটা চার্জ হয়েছে যদিও এট ইজ নট ফাইন্যালাইজড—কত জনের পদোন্নতি হয়েছে এবং হয়ে থাকলে তার কারণ।

**মিঃ স্পীকার** :—সংখ্যা জানা আছে কি না।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—আমার জানা নাই।

**শ্রীতাপস দে** :—আমার প্রশ্নটা জনস্বার্থের বিরুদ্ধে না পক্ষে এটা আমি জানতে চাই। কতজন অফিসারের ইনকোয়্যারী চলাকালীন প্রমোশান হয়েছে এটা জানতে চাওয়া জনস্বার্থের পক্ষে না বিপক্ষে তা আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই।

**মিঃ স্পীকার** :—এটার বিচার করার ক্ষমতা আমার নাই।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে কারও বিরুদ্ধে তদন্ত হলেই সে যে দোষী সাব্যস্ত হবে তার কোন কারন নাই। সুতরাং এই নিয়ে বিচার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা তাকে দোষী করতে পারি না...

**শ্রীতাপস দে** :—কিন্তু প্রমোশান হতে পারে না—প্রমোশান হতে পারে না।

**মিঃ স্পীকার** :—গভর্ণমেন্ট প্রসিডিউর কি তা আমার জানা নাই।

**শ্রীতাপস দে** :—আমি মিনিষ্টারের কাছে ডিমাণ্ড করছি গভর্ণমেন্ট প্রসিডিউর কি জানাবেন কি না (গণ্ডগোল)

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—প্রশ্নটা আবার জানতে চাই।

**মিঃ স্পীকার** :—প্রশ্নটা হচ্ছে তদন্ত চলাকালীন কোন অফিসারের পদোন্নতি হতে পারে কি না।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কারও কোন সুযোগের উপর আমরা হাত দিতে পারি না।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোন লোক যদি এরেষ্টেড হয় গ্রেপ্তার হয় কিন্তু তার বিচার হয়ে যায় নি—তাকে সাসপেণ্ড করার নীতি আছে কি না।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—দ্যাট ইজ সেপারেট কোয়েশ্চান স্যার।

**Mr. Speaker** :—Now the question hour is over. There are five Unstarred Questions. The Ministers may lay on the Table of the House the reply to the Unstarred Questions and also to Starred Questions which were not answered orally.

**শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যেটি লক্ষ্য করেছি ক্রম আওয়ার সাইড এণ্ড দ্যাট সাইড এই যে ১৫ মিনিট ধস্তাধস্তি হয় এর রেজাল্ট কিছুই আসল না...

**মিঃ স্পীকার** :—আমি কি করতে পারি বলুন...

**শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য :**—যার জন্য আমি লক্ষ্য করেছি আর নরেশ বাবু উনার কতগুলি রিলিভেন্ট কোয়েশ্চান ছিল আজকেও কতগুলি ছিল উনি বলতে পারেন নি। কাজেই হাউসের মধ্যে যে সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চান হয় সেগুলি যদি স্পেসিফিক রুলস অনুযায়ী হয় তাহলে ভাল হয়। দুই নম্বর কথা হচ্ছে এই সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চান করার সময় কেউ যাতে লেকচার না দিতে পারেন সেদিকে যদি নজর থাকে তাহলে......

**শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার :**— রুলস ৫০তে আছে স্যার কনডাক্ট অব বিজনেস......

**মিঃ স্পীকার :**— মাননীয় সদস্য উনার কথা শেষ না করতেই আপনি বলছেন।

**শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার :**— এই কথাটাই উনি বলতে চেয়েছিলেন যে নো কোয়েশ্চান শ্যাল বি পারমিটেড ডিউরিং কোয়েশ্চান আওয়ার আণ্ডার রুলস ৩৯ (গণ্ডগোল)।

**মিঃ স্পীকার :**— এটা আমার অজানা নাই কিন্তু দুঃখের সহিত বলছি রুলস থাকা সত্ত্বেও যদি সেটার সম্পর্কে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করি তারাও ডিস্কাসন করতে সুরু করেন যিনি করতে পারেন না তিনি উনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য যিনি বলছেন তিনিও ডিস্কাশনে পার্টিসিপেট করেন। ( গণ্ডগোল )

**শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার :**— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি কোয়েশ্চানের সাপ্লিমেন্টারীর পর আই কুড নট আটার এ সিংগল ওয়ার্ড। আমি যেখানে কোন কথাই বলিনি সেখানে আপনি বলছেন আমি ডিস্কাসনে অংশ গ্রহণ করছি তাহলে আপনার রোষ দৃষ্টি আমার উপর আছে বলে আমি মনে করব।

**মিঃ স্পীকার :**— আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য যিনি বলছেন, তিনিও তা করেন।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :**— ( গণ্ডগোল ) আমি আপনার কথার পর আর একটা কথাও বলি না ( গণ্ডগোল )।

**শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য :**—স্যার, কোয়েশ্চান আওয়ারে কনভেনশান আছে, কোয়েশ্চানটা শুধু মেম্বার পড়বেন। এখানে যে কনভেনশান আছে, মেম্বার কোয়েশ্চান এর নাম্বার পড়লে মন্ত্রী সেটা পড়বেন তারপর উত্তর দেবেন। কিন্তু অন্যান্য হাউসে কোয়েশ্চান পড়লে, মন্ত্রী তার আনসার দেবেন এটার কারণ to save the time so that all the Members get privilege to get their answers. Time savings' এর প্রশ্ন সেখানে রয়ে গেছে, এইরকম ভাবে আজকে দুইদিন ধরে আমি লক্ষ্য করছি যে প্রশ্নোত্তরে স্পেসিফিক কোয়েশ্চান না বলে সেখানে ডিস্কাশন হয়, ডিস্কাশনের পরে মন্ত্রী এবং মেম্বারসদের মধ্যে ধ্বস্তা ধ্বস্তি হয়। দিস ইজ নট এ গুড সাইন। সেইজন্য আমার প্রশ্ন হচ্ছে অন্ততঃ প্রত্যেকে যাতে তার নিজের প্রশ্ন করার প্রিভিলেজ পায়, তার উত্তর পায়, তার জন্য একটা ওয়েজ এণ্ড মীনস ডিভাইস করুন, কেউ যাতে ডিপ্রাইভড না হয়।

**মিঃ স্পীকার :**— আচ্ছা। আমি ১৯৭০ সালের প্রসিডিংসে তায় উল্লেখ আছে আমি রুলিং দিয়েছিলাম।

Ruling on Zero Hour discussion.

**Mr. Speaker** :- Members, in Zero hours raised discussion which mainly dealt with two points (i) Ministers' demand notice frequently in replying to supplementary questions (ii) Postponed questions are not dealt with properly though there is a ruling of the Speaker that Postponed questions should be shown in Order Paper generally after two weeks. I am in agreement with the members that ministers should give reply to the question as far as possible and satisfy the members by replying the different supplementary questions raised in the House. It is not denying fact that Ministers are responsible to the Legislature and asking of questions by the members are their parliamentary privilege seeking clarification on different aspects of the administration. Therefore, it is the basic responsibility of the Minister to be fully prepared with the question and well equipped with the possible supplementaries. It reminds me a ruling of Shri Sardar Hukum Singh in Lok Sabha sometime past during his tenure of office as Speaker of the Lok Sabha.

Supplementary should come from the members like shooting arrows and ministers should be fully prepared to reply to those supplementaries. From the position stated above. I have understood that Sardar Hukum Singh intended to mean that the Ministers should not come unprepared to the House and be ready for the supplementaries that may come up from the members I also appreciate that ministers have also some difficulties to reply to the supplementaries on the floor of the House. But attempt should be made to demand notice to the supplementary questions in very exceptional circumstances.

Regarding postponed questions, though ministers are not debarred to ask postponement of the questions, they should not take shelter of that recourse very frequently. I should request the Hon'ble Ministers to make it a point and instruct their Secretaries so that postponement of question is not sought for too often.

Regarding asking of supplementary question, I would draw the attention of the members that the rules which are applicable in matters of admitting original questions are also applicable in case of supplementary questions. I would request the Hon'ble Members to follow the rules in asking the supplementary questions. It has further come to my notice that during question hour arguments are made on the replies furnished by the Ministers, which should be avoided in future.

Raising of Point of Order during the question hour shoud be restricted the bearset possible necessity.

I have noticed in Parliament and other State Legislatures that asking of supplementary questions by any number are not allowed in the House, as asking too many supplementaries deprive other members to ask their original question given notices of. I would, therefore, request the members to help me to create a healthy parliamentary convention in this respect by giving all the members the opportunity in asking their original question.

As already pointed out by me that it is the privilege of the members to collect information on the various aspects of the Government by asking questions and it is also the duty of the Ministers to reply to all the questions and attain other legislative business of the House with due regard to the Parliamentary democracy.

**মিঃ স্পীকার ঃ—** কাজেই এই বিষয়ে রুলিং ১৯৭০ইং সনে আমি এই হাউসে দিয়েছিলাম। It is for information of the Hon'ble Members, আমি আবার সেটা পড়লাম। কাজেই এই সম্পর্কে একটা রুলিং আমি ১৯৭০ সালেই এই হাউসে দিয়েছিলাম এবং আজকে আবার মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য সেটা পড়ে শুনালাম। আশাকরি মাননীয় সদস্যরা যখন সাপ্লিমেন্টারী করবেন তখন যেন সময়ের কথা চিন্তা করে এবং অন্যান্য সদস্যদের প্রশ্ন করার যে রাইট আছে, তার থেকে তাদের যাতে বঞ্চিত না হতে হয়, সেজন্য নিজেরা চেষ্টা করবেন।

**শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—** স্যার, আপনার এই রুলিংটার একটা কপি আবার না হয় মেম্বারদের কাছে পাঠিয়ে দেন, যাতে তাদের সুবিধা হতে পারে, এই অনুরোধ আমি আপনাকে করছি।

**মিঃ স্পীকার :—** আচ্ছা, তাই করা হবে। আর আজকে আমি বেশ কয়েকদিন যাবত লক্ষ্য করছি মাননীয় সদস্য নরেশ রায় কোন প্রশ্ন পুট করতে পারছেন না। তার কারণ হচ্ছে এত বেশী সাপ্লিমেন্টারী এবং সাব-সাপ্লিমেন্টারী করা হচ্ছে যে তিনি তাঁর দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন প্রশ্ন করার সময় পাচ্ছেন না। আমি আজকে আশা করেছিলাম যে অনেক কম কোয়েশ্চান রয়েছে এবং তাতে তিনি আজকে তাঁর কোয়েশ্চান করতে পারবেন। কিন্তু আমি দুঃখিত যে তিনি আজকেও সেই সময়টা পেলেন না।

**শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—** স্যার, আপনি যে রুলিং কপি দেবেন বলে বলেছেন, সেটা কি ইংরেজীতে দেওয়া হবে, না বাংলাতে দেওয়া হবে। কারণ আমরা অনেকেই ভাল ইংরেজী জানি না, বাংলাতে যদি রুলিংটা দেন তাহলে আমার মনে হয় আমাদের অনেকের সুবিধা হবে।

**মিঃ স্পীকার :—** আচ্ছা বাংলাতেই দেব।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—** স্পীকার স্যার, আমি আপনাকে একটা অনুরোধ জানিয়েছিলাম এই এ্যাসেম্বলীর প্রসিডিংস সম্পর্কে যেন একটা ডিসকাশান হয় এবং সেই ডিসকাশানে আমরা আমাদের বক্তব্য রাখতে পারব —

**মিঃ স্পীকার**—আমি বিষয়ে ঠিক করেছি..

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী**—আমরা এই সেসানে ডিসকাশানটা করার সুযোগ যদি না পাই এবং আগামী কাল যদি সেই সুযোগ না পাই, তাহলে আমরা আমাদের বক্তব্য রাখতে পারব না। স্যার, আমি খুশী হতাম যদি আজকে আমাদের সেটা আলোচনা করার সুযোগ দেওয়া হয়। তারপর আমি আর একটা মোশানের নোটিশ দিয়েছিলাম, আসামের দুঃখজনক দাঙ্গা সম্পর্কে আমার সেটা এ্যাকসেপ্টেড হল না রিজেক্টেড হল, সেই সম্পর্কে আমি এখন পর্যান্ত কিছুই জানতে পারি নি।

**মিঃ স্পীকার**—মাননীয় সদস্য, আমি এই সম্পর্কে আপনাকে পরে বলব।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী**—স্পীকার স্যার, সেশান চলা কালে আমরা আমাদের বক্তব্য এই বিষয়ে যদি রাখতে পারি, তাহলে অনেকটা ভাল হবে। কারণ এই ভাষা দাঙ্গার সংগে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ ওতপ্রোত ভাবে এবং বিভিন্ন ভাবে জড়িত রয়েছি। আমাদের অনেক আত্মীয়স্বজন সেখানে রয়েছে, তারা অনেকেই এবং অনেক ছাত্রও সেখান থেকে পালিয়ে আসছে সেখানে যে একটা দুঃখজনক দাঙ্গা চলছে তার ভয়াভহ রিপোর্ট আমরা পাচ্ছি। তাই আমি মনে করি এই এ্যাসেম্বলীর দায়িত্ব, আমাদের যে মনোভাব সেটা দেশের মানুষকে জানানো। কাজেই সেই সুযোগটা আমরা কখন পাব, সেই সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে জানতে চাইছি।

**মিঃ স্পীকার**—আমি এই সম্পর্কে আপনার সংগে আলাপ করে পরে বলব।

**Mr. Speaker**—I have received a Calling Attention Notice from Shri Jatindra Kr. Majumdar, M.L.A. on the subject of "১২-১২-৭২ইং তারিখে রাণীর বাজার বিদ্যামন্দিরে পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে বোমা বর্ষণ সম্পর্কে"।

I have given my consent to the Motion of Shri Majumdar. Now, I would request the Hon'ble Minister in-charge of the Department to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

**Shri Sailesh Shome**—Sir, I shall give a statement on this subject on 15. 12. 72.

**Mr. Speaker**—Hon'ble Minister has agreed to give a statement on the subject on the 15th December, 1972.

Next business of the House, the Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 10 of 1972 ) is to be introduced in the House. I shall request the Hon'ble Finance Minister to move his motion for leave to introduce the Bill.

**Shri Debendra Kishore Chowdhury**—Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 10 of 1972).

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী**—স্পীকার স্যার, আমরা তো এই বিলের কপি পাই নি, এগুলি আগে থেকে পাওয়ার দরকার, আর তা না হলে আমরা কি করে আলোচনা করব ?

**মিঃ স্পীকার**—কেন, লাইব্রেরী থেকে নেওয়ার জন্য বলে দিয়েছি তো। তবে এটা এখনও দেওয়া হয় নি, কারণ হচ্ছে ইন্ট্রডিউস না করে আগে দেওয়া সম্ভব নয়। হাউসে ইন্ট্রডিউস হলে পরে দেওয়া হবে।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী**—স্যার, আমরা পার্লামেন্টে দেখছি যে রিলিভেন্ট ডকুমেন্টস যা আছে সেগুলি আগে থেকে মেম্বারদের দিয়ে দেওয়া হয় এবং তা করা হলে মেম্বারদের পক্ষে আলোচনা করতে অনেকটা সুবিধা হয়। আর কোন মেম্বারদের যদি এ্যামেণ্ডমেন্ট দেওয়ার থাকে, তাহলে সেটা দেওয়ার সুযোগ সে পেতে পারে।

**মিঃ স্পীকার**—আমি বলেছি তো ইন্ট্রডিউস না হলে পরে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে কনষ্টিটিউশান রেটিফিকেশানের যেটা আছে, সেটা তো লাইব্রেরীতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী**—স্যার আমার একটা প্রস্তাব ছিল, যে প্রত্যেক মেম্বারের কাছে তাদের বাড়ীতে বা অফিসে আগে থেকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য।

**মিঃ স্পীকার**—হাঁ, আমি মনে করেছিলাম যে এটা ইন্ট্রডিউস হয়ে গেছে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখলাম যে এখনও ইনট্রডিউস করা সম্ভব হয় নি, কারণ ইনভেলাপ পাওয়া যাচ্ছে না।

**শ্রীকালীপদ বানার্জী**—ইনভেলাপ না পাওয়া গেলে তো ফাইলে করে পাঠানো যেতে পারে ?

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :—ইনভেলাপ আর ফাইলের জন্য তো আর গভর্ণমেন্ট অচল হয়ে যেতে পারে না, দড়ি দিয়ে বাধলেও হয়।

**মিঃ স্পীকার** :—আমি মাননীয় সদস্যদের এখনই জানাচ্ছি যে আগামী সেশান থেকে আমি এই সাষ্টেম ইনট্রডিউস করব, প্রত্যেক মেম্বারদের বাড়ীতে না হয় অফিসে ফাইলে করে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

**Mr. Speaker** :—Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister for leave to introduce the Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 10 of 1972).

(The motion was put to voice vote and carried over).

**Mr. Speaker** :—The leave to introduce the Bill is granted.

**Mr. Secretary** :—A BILL to authorise payment and appropriation of certain additional sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Tripura for some services of the Financial year 1972-73.

**Mr. Speaker** :—I shall call on Hon'ble Finance Minister to move his motion to introduce the Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 10 of 1972).

**Shri Debendra Kishore Choudhury** :—Mr. Speaker, Sir, I beg to introduce the Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 10 of 1972).

**Mr. Speaker** :—Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that the Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 10 of 1972) be introduced.

(The motion was put to voice vote and carried)

**Mr. Speaker** :—The BILL is introduced. Members are requested to collect their copies of the Bill from the Assembly Library.

**Mr. Speaker** :—Next item in the List of Business is Government Resolution. I shall request Shri Monoranjan Nath, Minister in-charge to move his Resolution—"That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to Clause (2) of Article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Thirtieth Amendment) Bill, 1972, as passed by the two Houses of Parliament".

**Shri Monoranjan Nath** :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that "This House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to Clause (2) of Article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Thirtieth Amendment) Bill, 1972, as passed by the two Houses of Parliament".

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা হচ্ছে আমাদের কনষ্টিটিউশানের থার্টিয়েথ এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল নাইনটিন সেভেণ্টি টু। এই বিল আমাদের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের উভয় সভায় পাশ হয়ে গেছে। এটা গত ১৭ই আগষ্ট লোকসভাতে এবং গত ২২শে আগষ্ট রাজ্য সভাতে পাশ হয়ে গেছে। এখন রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। এটা রেটিফিকেশানের জন্যই আজকে আমাদের এই হাউসে উত্থাপন করছি কারণ কনষ্টিটিউশানে বিধান আছে যে সংবিধানের কোন ধারা যদি সংশোধন করতে হয়, [illegible] ভারত রাষ্ট্রের যে সব অংগ রাজ্য আছে, সেগুলির অর্দ্ধেকেরও বেশী বিধান সভার দ্বারা সেটা অনুমোদিত হতে হবে। এই বিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে আগে ২০ হাজার টাকা হতে তদুর্দ্ধ পরিমাণ টাকার যে কোন এ্যাপীল সুপ্রীম কোর্টে করতে হলে নিম্নতম কোর্ট বা হাই কোর্টগুলির পার্মিশান লাগত। কিন্তু বর্ত্তমান এ্যামেণ্ডমেন্টের ফলে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার প্রশ্ন থাকবে না আর যদি বিশেষ কোন আইনের প্রশ্ন থাকে, তাহলে হাই কোর্টের সার্টিফিকেট নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা মকদ্দমা করা চলবে। বর্ত্তমান এই আইনের দ্বারা টাকার কোয়েশ্চান বা প্রিকশনারী জুরিসডিকশানের প্রশ্ন নেই। হাইকোর্ট থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে করা যাবে। এতে জনসাধারণের উপকার হবে। কখন সুপ্রিম কোর্টে মামলা মোকদ্দমা করা অনেক ব্যয় সাপেক্ষ এবং অনেককে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়। এই অসুবিধার কথা চিন্তা করেই ভারত সরকার এই আইন সংশোধনের প্রস্তাব এনেছেন। আমি আশা করি হাউস তার অনুমোদন দেবেন।

**শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস ঃ—** মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। জানাচ্ছি এই জন্য যে এই সংশোধনের দ্বারা হাইকোর্টের অনুমোদন বলেই কতগুলি বিল সুপ্রিম কোর্টের যে সেংশান লাগে এই ত্রয়োদশ সংশোধনী দ্বারা জনসাধারণের কোন কোন অংশের বিশেষ সুবিধা হবে এই দিক থেকে এই সংশোধনীকে আমি সমর্থন করছি। এই সংশোধনী দ্বারা আমাদের দেশে আইনের সুযোগ সুবিধা গ্রহণের জন্যে ধনী গরীব বৈষম্যের ক্ষেত্রে যে বিরাট অসুবিধা আছে এই সংশোধনী দ্বারা সমস্ত অসুবিধা দূরীভূত হয় নাই। কাজেই আমি আশা করি যে আরও অনেকগুলি সংশোধনী দ্বারা যাতে গরীব অংশের মানুষ আইনকানুনের সুযোগ সুবিধা পায়, আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে মানে সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারে সেজন্য বিভিন্ন ধরণের সংশোধনী করে আরও সুযোগ সুবিধা দিবে। এই ক্ষেত্রে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দূরীভূত হয় নাই। তা সত্বেও যতটুকু হয়েছে তার দ্বারা আমরা এই সংশোধনীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, সমর্থন করছি। এবং এবং সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**Mr. Speaker** :— The question before the House is the Resolution moved by the Hon'ble Minister in-charge that this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to Clause (2) of Article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution ( Thirtieth Amendment ) Bill, 1972, as passed by the two Houses of Parliament.

( The resolution was put to voice vote & passed )

## DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE FOR SHORT DURATION :

**Mr. Speaker** :— Next item in the list of business is discussion on matters of urgent public importance for short duration on —

(১) আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে ঔষধপত্র, পথ্য, যন্ত্রপাতি, বিছানাপত্র নার্স ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর চরম অব্যবস্থা।

Notice has been given by Shri Samar Choudhury.

**Mr. Speaker** :— I call on Shri Samar Choudhury to start discussion.

**শ্রীসমর চৌধুরী** :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সারা ত্রিপুরায় একটি মাত্র হাসপাতাল সে হচ্ছে জি, বি, আগরতলায়। এই জি, বি, তে গত কয়েক বছরের হিসাব নিয়ে দেখা যাচ্ছে যে প্রচণ্ড রাশ, সমানে রোগী আসছে, রোগীরা ভর্তির জন্য চেষ্টা করছে কিন্তু ভর্তি বা তাদের থাকার কোন কোন ব্যবস্থা নেই। এডমিশান পর্যন্ত হয় নাই। এমন কি ইদানীং কালে এম্বুলেনস দিয়ে কিছু কিছু বাইরের থেকে যে রোগী পৌঁছে যে প্রচণ্ড রাশ

আমরা লক্ষ করেছি, বাইরের হাসপাতাল থেকে বাইরের হেলথ্ সেন্টার থেকে অথচ গ্রাম থেকে যদি এম্বুলেনসে কোন রোগী আসে ডাক্তাররা যদি পাঠিয়ে দেন জি, বি, তে এডমিশান পাচ্ছে না। স্থান নেই। এই হচ্ছে অবস্থা। দুই বছরের আগের হিসাবে আমি দেখতে পাই ৪৩০টা অথরাইজড বেড, তার মধ্যে ৬২০ থেকে ৬৮০ টা রোগী থাকছে। ফ্লোরের উপর থাকতে হচ্ছে তাদের। সারজারীর যে ওয়ার্ড এ একটু জায়গা, তার ভিতর যদি কোন নোংড়া কোন ক্ষত স্থানে নোংড়া লাগে যে কোন মুহূর্তে টিটেনাস হতে পারে। কোন ব্যবস্থা নেই। বছরের পর বছর গড়াচ্ছে জি, বি, হাসপাতাল সম্পর্কে কোন কেয়ার নেওয়া হচ্ছে না। কোন যত্নই নেওয়া হচ্ছেনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে এই রাশ কন্টিনিউ করছে, রোগীর সংখ্যা বেড়েছে। বারান্দার উপর লোক থাকতে বাধ্য হচ্ছে। শুধু কি তাই এক একটি ওয়ার্ডে মেডিক্যাল ওয়ার্ডে, সারজারী ওয়ার্ডে বিশেষ এই দুটি ওয়ার্ডে ঔষধ না পেয়ে রোগী মরে যায়, ঠিকমত নার্সিং না পেয়ে। ২৪/৪৮ ঘন্টা রোগী মরে থাকলেও সরানো হয়না। রোগীর আশে পাশে ডেড বডি থাকছে। এই তিন চার দিন আগের কথা সোনামুড়া থেকে একজন বিশেষ অফিসার রোগী হয়ে এসেছেন। তিনি দাবী করলেন সাধারণ মানুষ যেভাবে থাকে আমি সেভাবেই থাকতে চাই। আমি শুনেছি তার কাছে। তিনি বললেন আমাকে নিয়ে সেই সারজারী ওয়ার্ডে রাখা হলো এবং আমার পাশেই একটা রোগী মরে পড়ে থাকলো, দুই দিন পাড় হয়ে গেল, তারপরে আমি একজন অফিসার তাই নানা রকম কথা-বার্তার পর বাধ্য করেছি ২ দিন পরে এই মরা সরাতে। এই হচ্ছে অবস্থা। মাননীয় স্পীকার স্যার, ফ্লোর সমেত অকুপাইড। আমি গিয়েছিলাম জি, বি, তে। আমি মেডিকেল ওয়ার্ডে ঢুকলাম, আমার কনষ্টিটিউয়েনসী থেকে, আমার এলাকাতে যে রোগী এসেছে তাদের সঙ্গে দেখা করতে। যখন আমি এগিয়ে যাচ্ছি তখন দেখি পা ফেলার উপায় নেই। একজনের কাঁধের উপর দিয়ে সারজারী ওয়ার্ডে ঢুকলাম। দেখি কারও পা বাঁধা, কারও হাত বাঁধা, এই সমস্ত ডিঙ্গিয়ে গিয়ে আমার লোকের সঙ্গে দেখা করতে হয়েছে। এই হচ্ছে অবস্থা। অথচ তার কোন উন্নতির পরিকল্পনা নেই।

মাননীয় স্পীকার, স্যার- বেডিং এর অবস্থা কি? বিছানাগুলি দেখলাম। যদি একটা কম্বলও থ কত তাহলে বুঝতে পারতাম। রোগীদের বলা হচ্ছে বাড়ী থেকে কাঁথাপত্র নিয়ে এসে এখানে থাক। এই হচ্ছে অবস্থা। আমি গিয়েছিলাম কেবিনে। সেখানে ম্যাটের উপর সাধারণ একটা চাদর পর্যন্ত বিছানো নেই। বাড়ী থেকে তাকে চাদর নিয়ে আসতে হয়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, বেড সীট নেই, ব্ল্যাঙ্কেট নেই। এখন শীত পড়েছে। আরও সাংঘাতিক। নরক যন্ত্রনা ভোগ করছে রোগীরা সেখানে। এই হচ্ছে অবস্থা। রোগীদের অ্যাডমিট করা হয়। তারপর তাকে কে অ্যাটেণ্ড করবে? কোন্ নার্স কোন ডাক্তার, তার কোন ঠিক নেই। আমি গিয়েছিলাম টি, বি, ওয়ার্ড দেখতে। টি, বি, ওয়ার্ডে একজন একজন এম, ও, আছেন। তিনি শুনলাম টি, বি, ওয়ার্ডেরও দায়িত্ব নিয়েছেন আবার বি, এস, এফ, এরও দায়িত্ব নিয়েছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, খাদ্যের অবস্থা—আমি

অবাক হয়ে যাই। ওদের খাদ্যের জন্য কত বরাদ্দ কোন রোগী তা জানেনা। ওদের জন্য খাবারের কি ব্যবস্থা হয়েছে আমি জানিনা। আমি দেখলাম বেলা ৩টার সময়ে আমি কেবিনে বসে আছি, আমার এক বন্ধু কেবিনে ছিলেন। দেখলাম বেলা তিনটার সময়ে তার দুপুরের খাবার এল। সারাদিন খাবার নাই। সকালের খাওয়াটা এক কাপ চা একটা রুটি। তিনি হার্টের রোগী। অত্যন্ত সিরিয়াসলী অসুস্থ। মাঝে মাই যাই অবস্থা হয়েছিল, তাকে সেলাইন দিতে হয়েছে। তার খাবার বেলা তিনটার সময়ে এল—চালকুমড়া সিদ্ধ করে কিরকম তৈরী করা হয়েছে। মাছ নাই, ডিম নাই, কোন ব্যবস্থা নাই। রাত্র সাড়ে আটটার সময়ে দেখলাম, আমি সারা রাত্রি ডিউটি দিয়েছি সেদিন, দেখলাম তার জন্য দুধ এল। সেটা কি দুধ না অন্য কিছু বুঝতে পারলাম না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি জানিনা ডিম সাপ্লাই আসে কোথা থেকে, আমি জানিনা মাছ সাপ্লাই আসে কোথা থেকে। আমি শুনেছি গান্ধাগ্রামে নাকি পোলট্রি আছে সরকারী পরিচালনায়। সেই ডিম কোথায় যায় আমি বুঝতে পারি না। কেন হাসপাতালে সেই ডিম যায় না? কেন ডিম দেওয়া হচ্ছে না? আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি সমস্ত রান্না হচ্ছে একটি মাত্র কিচেনে। টি, বি, ওয়ার্ডের, মেডিকেল ওয়ার্ডের রান্না সব একটি কিচেন থেকে করে দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ডিম, মাছ, শুধু কি তাই? ফল? আমি টি, বি, ওয়ার্ডে জিজ্ঞাসা করলাম, গত সাত দিনের মধ্যে মাত্র দুদিন দুপুরে তাদের মাছ দেওয়া হয়েছে এইটুকু ছোট ছোট টুকরো। দুই দিনে একটিও ডিম পায়নি তারা। টি, বি, ওয়ার্ডের রোগী। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই হচ্ছে খাদ্যের অবস্থা। আমরা সরকারকে কি বলব? বছরের পর বছর এইভাবে গড়াচ্ছে কোন ব্যবস্থা নেই। অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান? আমরা দেখেছি নানারকম কেচ্ছা বেরিয়েছে পত্র পত্রিকায়। এই কেচ্ছার দুর্গন্ধেও তাদের জাগায় না, এদের গায়ে লাগে না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, কি অদ্ভুত কেচ্ছা আমি বুঝতে পারি না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এয়ারপোর্টে থাকেন এক এম,ও,। সেই এম,ও, কিরকম ঔষধ প্রেসক্রাইব করেন সেই কথা বলছি। ডেট একসপায়ার করে গেছে। তিনি রিটেন অর্ডার দিলেন কম্পাউণ্ডারকে এই একসপায়ার্ড ডেটের ঔষধেই ব্যবহার করতে হবে। তিনি যখন অস্বীকার করলেন তখন তাকে পানিশমেণ্ট দেওয়া হল, তাকে ট্রান্সফার করা হল। সেখান থেকে গণ সই করে দরখাস্ত করে পিটিশান করা হল সরকারের কাছে। কোথায়, কোন ব্যবস্থা হয়নি। এখনও দিব্বি বহাল তবিয়তে তিনি আছে। এই হচ্ছে ওদের দুর্নীতি দমনের ব্যবস্থা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, মেডিসিন? কি মেডিসিন দিচ্ছে? আমি খোঁজ নিয়ে দেখলাম হাসপাতালে মেডিসিন কোথায়? আমি জনৈক ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। আমি দেখলাম গোটা হাসপাতালের অর্দ্ধেক ঐ ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে আছে। জি, বি, হাসপাতাল; মাননীয় স্পীকার, স্যার, সেখানে যে সমস্ত ঔষধ রাখা হয়েছে আমি জানিনা এইগুলি কোথায় যায়। রোগীরা পাচ্ছে পাচ্ছেনা সেইসব ঔষধের। আমি বিভিন্ন ওয়ার্ডের বিভিন্ন লোককে জিজ্ঞাসা করেছি। তাদের নির্দ্দেশ দেওয়া হচ্ছে বাজার থেকে কিনে আন। এমন কি সেলাইন পর্যন্ত কিনে নিয়ে যেতে হয়। সেলাইন বাজারে পাচ্ছে না। সালফা গুয়াডিন ঔষধ পর্যন্ত কিনে

নিয়ে যেতে হয়েছে বলে আমাকে একজন রোগী দেখাল। এই তো হচ্ছে অবস্থা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, দুর্গন্ধে সমস্ত হাসপাতালটার বিভিন্ন ওয়ার্ড ভরে আছে। সুইপার কে পরিষ্কার করবে, কার দায়িত্ব কি, কি অবস্থা কি ব্যবস্থা কিছু জানিনা। এক রোগী আমাকে জানাল বার বার তাকে ইনজেক্‌শান দেওয়া হয়েছে, তার সমস্ত হাত শক্ত হয়ে গেছে, হাত টিপে আমি লক্ষ্য করলাম এত শক্ত হয়ে গেছে, আবার তার অপারেশন করার প্রয়োজন হয়ে গেছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, জি, বি,তে আমরা শুনেছি এক্স-রে মেশিন আছে, ইলেকট্র কার্ডিওগ্রাফ আছে। হার্টের রোগী, তার কার্ডিওগ্রাফি হচ্ছেনা কেন? ইলেকট্র কার্ডিওগ্রাফ মেশিন বছরের পর বছর নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। ওখানে কার্ডিওগ্রাফি হচ্ছেনা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এক্সরে মেশিন রয়েছে, তার প্লেট নাই। ইন সাফিসিয়েন্ট প্লেট। মাননীয় স্পীকার, স্যার, সোনামুড়া থেকে একজন ডাক্তার আমি তাকে ভাল করে চিনি, তার কাছ থেকে সমস্ত ডিটেলস্ আমি জেনেছি। আমার এলাকার লোক। গ্রাম থেকে রোগী এনে এই হাসপাতালে এনে যদি প্রবেশ করাতে হয় ১০ টাকা ২০ টাকা ঘুষ পেলে, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা চুক্তি হলে তখন কিছু কিছু ব্যবস্থা পাওয়া যায়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই হচ্ছে অবস্থা। আমরা লক্ষ্য করেছি এই সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে। আমি একটু আগে বলেছিলাম এয়ারপোর্টের ঘটনা সম্পর্কে। আমি বিরোধী দলের নেতা নিজে চিঠি দিয়েছেন ডি, এইচ, এস, কে। কোন ব্যবস্থা হয়নি। তারপর তিনি আরও চিঠি দিয়েছেন—জলের ব্যবস্থা সম্পর্কে, ইলেকট্র কার্ডিওগ্রাফ সম্পর্কে পরিষ্কার ভাবে তিনি লিখেছেন। আমি শুনেছি উনার কাছ থেকে। কোন উত্তর নাই। মাসের পর মাস এই হচ্ছে অবস্থা মাননীয় স্পীকার, স্যার, অনেক ভাল ভাল ডাক্তার আছেন, তারা এইসব বুঝতে পারেন কিন্তু কিছু করতে পারেন না। ডাক্তার নন্দী এখান থেকে চলে গেলেন—একজন ভাল ডাক্তার। এই হাসপাতালে পরস্পরের মধ্যে কম্পিটিশান চলছে কি করে কে কত দুর্নীতিবাজ হতে পারে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ডেথ রেট অত্যন্ত উপরে উঠে গেছে। সারা ভারতবর্ষে মৃত্যুর হার ত্রিপুরার মত এত বেশী কোথাও নেই। হাসপাতালগুলিতে ডাক্তার নেই। সোনামুড়া শহরের বুকে একটা প্রাইমারী হেলথ সেন্টার, সেই সেন্টারে গত চার মাস ধরে ইদানিং একজন ডাক্তার গেছেন। এইরকম সাবডিভিশন্যাল হাসপাতালগুলি বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে—

**শ্রীমনোরঞ্জন নাথ** :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। এখানে আলোচনার কথা জি, বি, হাসপাতালের ব্যাপারে। এখানে সোনামুড়া কেন বলা হচ্ছে বুঝতে পারলাম না।

**মিঃ স্পীকার** :— আপনি জি, বি, হাসপাতাল সম্পর্কে বলুন।

**শ্রীসমর চৌধুরী** :— হাঁ, মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা এই দুর্নীতির সাথে জড়িত। মাননীয় স্পীকার, স্যার, সেভেন্থ রিপোর্ট পি, এ, সি, এর ১৯৭০-৭১ এর। আমি আপনার কাছে উদ্ধৃত করছি ১২ পৃষ্ঠায়। অডিট রিপোর্টের উপর—১৯৬৯ প্যারা ২১ পেজ ২০ এর মধ্যে কিভাবে জি, বি, হাসপাতালের সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে এবং পি, এ, সি, ১৯৭০-৭১ এর রিপোর্টে কিভাবে এটা আলোচনা দেখেছি আমি সেটা এই হাউসে উপস্থিত করছি।

Purchase of Hospital diet articles during the evidence and after examination of the report submitted by the Department to the Committee that the supply of diets to the G. B. Hospital only one tender was received at that time and thereafter another tender with the rate was submitted and inter-changed by the Department. After expiry of the previous terms of the first tenderer, who was also a supplier to the G. B. Hospital during 1965-66 was asked to continue to supply for one month in existing rate. After that no scope was given to him to affect further supply on the previous rate and hence an order was entrusted to the tenderer whose rate was high. The first tenderer was not even asked whether he would be in a position to supply diet articles for the whole year by the rate offered by him. (interruption) without doing so the tenderer of higher rate was entrusted to do the work at higher rate. The tenders received were not submitted to the Tender Advisory Committee মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের কি বুঝতে কষ্ট হয় কি ভাবে কাজকর্ম চলছে। The Committee felt that entire deal was irregular and observed that pending finalisation of the tender by the Tender Advisory Committee the lowest should have been asked to continue to supply either on his previous rate or at the rate quoted by him for the next year. Reasons as to why the work was entrusted with the tenderer who quoted higher rate was not intellegible to the Committee nor it was known the motive behind. মাননীয় স্পীকার স্যার, পি, এ, সি, যে রিপোর্ট দিয়েছেন তার কিছু অংশ আমি উল্লেখ করতে চাই উথান থেকে ১৩ পৃঃ প্যারা ২৩ আছে purchase of hospital diet articles. The report furnished by the Department —the Committee found no justification for the Department in allowing the contractor to effect the supply of diet according to his sweet will. That the Committee was convinced that the contractor . which led loss to the Government. The Committee, would, therefore, recommend that the investigation should be held to find out the officer or Staff responsible .. .....with the contractor and possible should be explored if any legal action could be taken against the contractor for his evil motive. মাননীয়, স্পীকার স্যার, পি, এ, সি'র রিপোর্ট থেকে উল্লেখ করে আমি দেখলাম কি ধরণের কেলেঙ্কারী চলছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে আলোচনা করেছি তাতে আমি বলেছি আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না। যারা নাকি এই বিধান সভায় দাঁড়িয়ে ট্রেজারী বেঞ্চের যারা বিশেষ করে বিশিষ্ট মন্ত্রী যারা নিজেদের মানব দরদী বলেন তাদের মানব দরদীর চেহারা কি এই ; আমরা তাই চুপ করে বসে থাকতে পারি না। তাই আমি বক্তব্য রাখতে চাই সরকার অবিলম্বে এই সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন এবং একটি এনকোয়ারী কমিটি গঠন করা হউক। আর পি, বি, এক্স, সম্পর্কে বলছি আমার যদি কোন আত্মীয় মরে যায় বার বার ট্রাংককল করেও কিছুতেই কোন জবাব পাওয়া যায় না। অবিলম্বে এই ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা

হউক। এই আমার বক্তব্য। আরও বক্তব্য হচ্ছে জি, বি, হাসপাতালে সারাটা দুপুর গড়িয়ে যায় কোন বাসের ব্যবস্থা নাই। সারা ত্রিপুরার একমাত্র বড় হাসপাতাল। শহর থেকে ৫ মাইল ৬ মাইল দূর থেকে গরীব মানুষকে হেটে আসতে হবে অথবা ৫ টাকা ৬ টাকা দিয়ে রিক্সা দিয়ে যেতে হবে। একটা ইমার্জেনসিতে তাড়াতাড়ি ঔষধ নিতে হলে সরকারী বাসের কোন ব্যবস্থা নাই প্রাইভেট বাসের ব্যবস্থা করতে হবে। মাননীয় স্পীকার রোগীর যাওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই এমন কি সেই রোগীর আত্মীয় স্বজনেরও কোন ব্যবস্থা নাই। আমি বুঝতে পারি না টি, আর, টি, সি, থেকে অবিলম্বে সেখানে সমস্ত ট্রাফিকের ব্যবস্থা করে এই রাস্তায় জি, বি, হাসপাতাল থেকে প্রতি ১০ মিনিট পর পর বাসের ব্যবস্থা কেন করা হয় না। এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কেন খেয়াল করেন না সরকার। মাননীয় স্পীকার স্যার একটি কমিটি গঠন করে এনকোয়ারী করে তদন্তক্রমে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**শ্রীনিশিকান্ত সরকার**—মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী উনি বলেছেন আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে ঔষধপত্র, পথ্য, যন্ত্রপাতি, বিছানাপত্র, নার্স ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর চরম অব্যবস্থা। তাহলে আমি প্রথমেই বলব এই হাসপাতালগুলি চলছে কি করে। এই ভদ্রলোক যা বক্তৃতা দিলেন তার মধ্যে কোন সত্যতা আছে বলে আমার মনে হয় না। উনি বলছেন প্রত্যেকটি লোক কাজ করছেন না কিন্তু আমি বলছি করছে। যেখানে ত্রিপুরা রাজ্যে হাসপাতাল ছিল একটি আর বর্তমানে ২৫ বছরে জি, বি, হাসপাতাল থেকে সুরু করে আজ আমাদের হাসপাতাল হয়েছে ২৩টি. আমার কথা হচ্ছে এই ত্রিপুরা সরকার—এই কংগ্রেস নিয়ে একটা রেফারেন্স টানছে দলীয় কোন্দল বলে—আমার ঘরের ব্যাপার আমরা চিন্তা করছি তোমার দরকার কি বাপু।

অতএব কারণেই স্যার আমি যা বলছি, ত্রিপুরা সরকার তথা কংগ্রেস সরকার সমস্ত কিছু করছে. কলেরায় টীকা দেয়, বসন্তের টীকা দেয়, মেলেরিয়া দূর করার জন্য পাউডার (ডি,ডি,টি) দেয়, সরকার সেইভাবে কাজ করছে, তাই মৃত্যু সংখ্যা কমে যাচ্ছে, জন্মের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, জন্ম নিয়ন্ত্রনের জন্য স্যার পরিকল্পনা করা হয়েছে। আমি বলছি স্যার, কলেরায় মানুষ মরেনা, বসন্ত, আমাশয়, এইসব রোগের জন্য ঔষধ পায়। বিরোধী দলের ভদ্রলোকেরা বলছেন যে ঔষধ নিয়ে দূর্নীতি চালায় কিন্তু ভদ্রলোক জানেনা যে ডাক্তার নিত্য প্রেসক্রিপশান দেয়, অর্থাৎ কি অসুখ কিন্তু প্রত্যেক রোগের ঔষধ হাসপাতালে থাকতে হবে কি কথা আছে?

**মিঃ স্পীকার :**—মাননীয় সদস্য আপনি এখন বসুন।

**শ্রীনিশিকান্ত সরকার :**—না স্যার, আমি এক ঘণ্টা বলব।

আজকে সন্ধ্যার পরে কোন্ ওয়ার্ডে কত রোগী আছে, তার একটা লিষ্ট হয়, সেই হিসাবে কণ্ট্রাকটারের কাছে যায়, আইনে বলেছে এই কথা যে ঐ বেলায় যদি নতুন রোগী ভর্তি হয়, তাহলে তার গার্জিয়ান বা অন্য কেউ তার ডায়েট দেবে। তবে হাসপাতালে একটা সুবিধা রাখা হয়েছে স্যার যদি গরীব মানুষ হয়, তাহলে হাসপাতালের সেক্রেটারীকে বলে তার খাওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। জি, বি, হাসপাতালে একশত রোগী থাকে, এই একশত জনের খাদ্য

লাগবে সেটা সেই রাত্রিতেই একটা লিষ্ট হয়, সেই অনুসারে কণ্ট্রাকটার সাপ্লাই দেয়। পরের দিনে যদি ২৫ জন রোগী আসে কোথা থেকে তাদের খাদ্য দেবে? সেই দিন সেই রোগীর খাদ্য তার গার্জিয়ান বা অন্য কাউকে দিতে হয়। তবে ইমারজেন্সী বলে একটা ব্যাপার আছে, তার জন্য হাসপাতালের সেক্রেটারী যিনি থাকেন উনাকে বললে উনি সেটা দেন, আমি সেটা নিজে জানি স্যার। আমার বাড়ীর সামনে হাসপাতাল আছে। অতএব কারণেই ঔষধ সম্পর্কে কথা বলতে গেলে স্যার, আমরা বলি কলেরা হয়েছে, ডাক্তার বললেন ডিসেন্ট্রি হয়েছে. এইজন্য আমাদের যে প্যাটার্ণ ঔষধগুলি কি হাসপাতালে থাকতে পারে না স্যার? ডাক্তার প্রেসক্রিপশান দেয়. এই ঔষধ আমার হাসপাতালে নাই, আছে কিনা জানিনা স্যার। বিভিন্ন রকমের ঔষধ আছে, ভদ্রলোক যিনি বলেছেন নার্স থেকে আরম্ভ করে ডাক্তার. চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, মেথর সব চোর, সব দূর্নীতি করে, আমি বলছি স্যার না, একমাত্র ত্রিপুরার হাসপাতাল যেখানে কলিকাতা থেকে রোগী এসে চিকিৎসিত হচ্ছে। এখানে যেখানে একটি হাসপাতাল ছিলনা, এখন সেখানে ২৩টি হাসপাতাল গড়ে উঠেছে, আরও হচ্ছে। যক্ষা হচ্ছে। যক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা? প্রত্যেক সাবডিভিশন্যাল হাসপাতালে ঔষধপত্র দিয়ে রেখেছে। স্যার আমি বলছি কোনটা, যক্ষা হাসপাতাল সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা আমি রাখব, আমাকে সময় দিন স্যার। একসরে প্লেট সম্বন্ধে ঐ ভদ্রলোক যেটা বলেছেন এটা সরকারকে ব্যবস্থা করতে হবে। যেহেতু এইগুলি প্রাইভেট সেকটারে দেখছি, যখন চাই তখন পাওয়া যায়, আর হাসপাতালে আমরা যখন যাই প্লেট নাই, এটা একটা সত্য কথা। প্লেট ব্ল্যাক হচ্ছে, চুরির পথে যাচ্ছে, সেটাকে আমার আনতে হবে। যেহেতু উদয়পুরে একসরে মেশিন আছে, আমি রোগী পাঠিয়ে দেখেছি স্যার, প্লেট নাই বলেছে। আমি জি, বি, কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম, সেখানেও একসরে প্লেট নাই। তাহলে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে বলছি প্রাইভেট গেলে যেখানে প্লেট পায়, তখন হাসপাতালে কেন থাকবে না? আর যক্ষা অনেক কমে গেছে স্যার। তবে একটা গোলমাল আছে। গ্রামে গ্রামে ডাক্তার রক্ত পরীক্ষা করার জন্য রক্ত নেয়, কিন্তু তার কোন রিপোর্ট দেয়না, কিন্তু কুষ্ঠ রোগী, যক্ষা রোগী, বিভিন্ন গ্রামে ঠিকই বাড়ছে, অবশ্য সরকার সেই অনুসারে জি, এম, হাসপাতালে এলে, তিন মাসের ঔষধ দেয়। কিন্তু চিঠিপত্রে কাম হবে না, স্যার। যক্ষা, কুষ্ঠ বিভিন্ন আদিবাসী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে, ভদ্রলোক যেটা বলেছেন কিছুটা সত্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনার মাধ্যমে হেলথ মিনিষ্টারকে অনুরোধ করব যে রক্ত পরীক্ষা করে. তার যে রিপোর্ট সেটা ত্বরান্বিত করে মানুষ যাতে উপকৃত হয়, সেইজন্য ব্যবস্থা করার জন্য। আরেকটা কথা হচ্ছে হাসপাতালের ডায়েট সম্পর্কে বলা হয়েছে এটা একটা বুর্জোয়া কারবার। কেন বুর্জোয়া বলছি, একটা ভ্যাগ আইন করেছেন—লোয়েষ্ট টেণ্ডার, সর্বনাশ স্যার, দিন দিন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে।

**Mr. Speaker** :—Time is over. The House stands adjourned till 2 P. M. to-day.

**Mr. Speaker** :—Any body from the right side.

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে আলোচনা এসেছে, মাননীয় সদস্য সমর বাবু যেটা এনেছেন জি, বি, হাসপাতালের অব্যবস্থা সম্পর্কে, এটা অত্যন্ত দুঃখের বলে আমি মনে করি। আর যেহেতু সমর বাবু এনেছেন বলে আমরা মনে করি যে এটা নয়, সেটা নয়. তাহলে তা ঠিক হবে না। কারণ ত্রিপুরার সব স্তরের মানুষের যে অসুবিধার কথা তিনি এখানে বলেছেন, আমি এখানে সবগুলির কথা বলছি না, যদি তার অর্দ্ধেকও সত্য হয়ে থাকে, তাহলে এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কিছু নেই। তিনি যেকথা বলেছেন যে ৪৮ ঘণ্টার উপর ডেড বডি পড়ে থাকে, এটা একটা অদ্ভুত কথা। আর, পি, এ, সি রিপোর্টে যেটা বলা হয়েছে, একটা ইনভেষ্টিগেশান করবার জন্য তার তা করা হয় নি বলে উনি যেমন ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, আমি নিজেও সেজন্য ক্ষোভ প্রকাশ করছি এটা একটা আশ্চর্যের কথা যে সবগুলি ঘটনাতেই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। আমরা গত বাজেট সেসানেও এই বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম, আমরা জানি যে, জি, বি. হাসপাতালের কিছু ডাক্তারদের মধ্যে একটা চক্র আছে, এই চক্রের জন্য সরকার চেষ্টা করেও ডাক্তারদের মফঃস্বলে পাঠাতে পারছেন না। অথচ এট দি কষ্ট অব মফঃস্বল পিপল, মফঃস্বলের ডিসপেন-সারীতে ডাক্তার থাকলে তারা যে সুবিধা পেত, সেটা বাদ দিয়ে এই হাসপাতালে অনেক বেশী ডাক্তার রাখা হয়েছে। অথচ এখানে সেই রকম কোন কাজই হচ্ছে না। আবার কাউকে যদি বদলী করতে চাওয়া হল, তাহলে ঐ চক্রের জন্য তা করা যায় না। কাজেই এই চক্রের জন্য সরকার খুব বেশী কিছু একটা করতে পারছেন না। তবে আমি আশা রখব যে এই ব্যাপারে একটা পূর্ণ তদন্ত করা হবে এবং এই অব্যবস্থা দূর হবে। এটা কোন রাজনীতির কথা নয়। মানুষের জীবন নিয়ে সরকার ছিনিমিনি খেলতে পারেন না।

**শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী আমাদের জি, বি, হাসপাতাল এর অব্যবস্থা সম্পর্কে যেকথা বলেছেন এবং তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন, তাতে অব্যবস্থা যদি কিছু থেকে থাকে, তার প্রতিকার করা অবশ্যই দরকার। তাই আমি মেডি-ক্যাল ডিপার্টমেন্টের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মশাইকে অনুরোধ করব যে সমস্ত বিষয়টা খুঁজে বের করার দরকার আছে এবং এর মধ্যে যে সব ত্রুটি বিচ্যুতি আছে, তা দূর করার দরকার আছে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলার দরকার আছে, সেটা হচ্ছে মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী নিজেও বলেছেন যে এই হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা মাত্র ৪২০ কিন্তু সেখানে প্রতিদিনই ১০০ থেকে ১৫০ রোগী থাকে। কাজেই উনি যে অভিযোগ করছেন অব্যবস্থার, তার এই কথার মধ্যে সেটার কিছু জবাব পাওয়া যায়। কারণ যেখানে ৪২০টি শয্যা আছে, সেখানে যদি ১০০-১৫০ রোগী থাকে, তাহলে কিছু কিছু অব্যবস্থা ঘটবে না, এটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, যেখানে ৪২০টি শয্যার ব্যবস্থা আছে সেখানে কেন এতবেশী রোগী রাখা হয়? কিন্তু আমি বলব না রেখে উপায় কি? কারণ তিনি নিজেই অভিযোগ করছেন যে সব রোগী মফঃস্বল থেকে আসে তারা হাসপাতালে ভর্ত্তি হতে পারে না, কিন্তু আমি জানি যে মফঃস্বলের রোগী এখানে ভর্ত্তি হতে পারে না, এই

কথাটা সত্যি নয়। আমার কমলপুরের হাসপাতাল, প্রাইমারী হেল্‌থ সেণ্টার বা ডিসপেন্সারী থেকে যে সব রোগীকে ডাক্তাররা এখানে আসার জন্য রেফার করছে, তারা সবাই এখানে ভর্ত্তি হতে পেরেছে। তবে উনি যেটা বলছেন, সেটা কি কারণে বা কোন কারণে সেই রোগী ভর্তি হতে পারে নি, সেটা আমার জানা নেই। আমি জানি যে মফঃস্বল থেকে যদি কোন রোগী আসে, তাহলে সে এখানে অনায় সে ভর্ত্তি হতে পারে। আর এই ৪২০ জন রোগীর জায়গাতে যেখানে ১০০-৭৫০ রোগী রাখা হচ্ছে চিকিৎসার জন্য, সেটাকে অবশ্যই বন্ধ করা যায় যদি আমরা সেজন্য আইন তৈরী করি। কিন্তু তা যদি করা হয়, তাহলে জনসাধারণের চিকিৎসা ব্যবস্থা আরও বেশী করে বানচাল হয়ে যাবে এবং তাতে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে উপকার করার চেয়ে অপকারই বেশী করা হবে। কাজেই এটা আমাদের ভেবে দেখতে হবে। তাছাড়া এই হাসাপাতালের রোগীর মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা যেটা, সেটা যদি আমরা অন্যান্য হাসপাতালের সংগে তুলনা করি, তাহলে দেখব যে সেই মৃত্যু সংখ্যা খুব বেশী কিছু নয়। তারপরে ৪২০ জন রোগীর চিকিৎসার জন্য যে স্টাফ পেটার্ণ আছে, অর্থাৎ চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারী এবং নার্স যারা আছেন, তাদের যদি অতিরিক্ত আরও ২৫০ | ৩০০ লোকের সেবা শুশ্রূষা করতে হয়, তাহলে তার মধ্যেও কিছুটা ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটতে পারে। তাই এদিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব। আমাদের এই হাসপাতালে যে সব ডাক্তার রয়েছেন, তাদের মধ্যে অনেক বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। তাদের একজনের কথা বলতে গিয়ে মাননীয় সদস্য বলেছেন ডাঃ নন্দী নাকি দলীয় রাজনীতির কুন্দলে পড়ে এখানে থেকে চলে গিয়েছেন। কিন্তু সেই রকম কিছু আমার জানা নেই। তবে আমি বলতে পারি যে তিনি সরকারী চাকুরী করেন, কাজেই তার চাকুরীর প্রয়োজনে এখান থেকে তাকে চলে যেতে হয়েছে। তারপরে সার্জেন্ট হিসাবে যিনি এখানে আছেন, ডাঃ দত্ত, তাঁর খ্যাতি সুখ্যাতি আমাদের সমস্ত পূর্ব ভারতে বিস্তারিত। কাজেই আমি এই হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা আরও উন্নত হউক, এই কামনা করি এবং সেই সংগে সংগে এই আশা রাখব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই দিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিবেন, যাতে করে এই হাসপাতাল পরিচালনা আরও সুন্দর হয় এবং রোগীরা যাতে আরও ভাল ভাবে সুচিকিৎসিত হতে পারে। আর বিশেষ করে রোগীরা যাতে তাদের প্রয়োজনীয় পথ্য পেতে পারে, সেই ব্যবস্থাটা অন্ততঃ করবেন। কেন না, পথ্য সরবরাহের ব্যাপারে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে, সেগুলি অবিলম্বে দূর করার দরকার আছে।

**শ্রীনিশিকান্ত সরকার :**— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখন তো আমার বলার কথা ছিল, কিন্তু আমি বলতে পারিনি...

**মিঃ স্পীকার :**— আপনি কেন ঠিক দুইটার সময়ে আসেন নি।

**শ্রীনিশিকান্ত সরকার :**— স্যার, আমি যে খেতে গিয়েছিলাম। তাই একটু দেরী হয়ে গেছে। তাহলে আমাকে বলতে দিতে হবে।

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য, এখানে আইনের বাধা আছে, আইন কানুন মেনে চলতে হয়।

**শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—** ঐ সব আইন আমি মানি না। আমাকে বলতে দিতে হবে।

**মিঃ স্পীকার :—** আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করি আমাদের যে নিয়ম কানুন সেটা যেন তারা পালন করেন।

**শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—** আপনি সব সময়েই আমাকে অন্য চোখে দেখেন। আমার প্রশ্নগুলির একটাও আপনি তুলতে দেন নি।

**মিঃ স্পীকার :—** আমার চেম্বারে আপনি গেলে আপনার সংগে আমি আলাপ করব।

**ডাঃ বিঃ দাস :—** স্যার আমি কিছু বলব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রী চৌধুরী যে ডিসকাশনটা হাউসের সামনে এনেছেন তার উপর আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় সদস্য তার বক্তব্য রাখতে গিয়ে জি, বি, হাসপাতালের একটি চিত্র এঁকেছেন। কিন্তু সেই চিত্রটা একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে হয়ে গেল বলে আমার মনে হয়। উনি যে কথাগুলি বলেছেন তার সবটুকু সত্যি নয়। কিছুটা অতিরঞ্জিত আছে বলে আমার মনে হয়। সেটাই আমি বলছি। জি, বি, হাসপাতাল ত্রিপুরা রাজ্যের যে রাজধানী আগরতলা সেখানেই এই হাসপাতালটি এবং তার মধ্যে প্রপার ডায়গ্নোসিস এবং প্রপার ইনভেষ্টীগেশন হোক, সেটাই আমরা আশা করি। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সেখানে যাবে প্রপার ডায়গ্নোসিসের জন্য। সেই রকম যে দৃষ্টিভংগী নাই সেটা নয়, আছে। তবে চেষ্টা হচ্ছে। গড়ার চেষ্টা হচ্ছে, পারফেক্ট হয় নি। সেই দিক থেকে আমিও আপনাদের সংগে একমত। কিন্তু এমন কোন সাজেশান তিনি রাখেন নি যে এটা করলে ভাল হত। এটাই আমার কাছে দুঃখের কারণ। উনি বলেছেন অ্যাম্বুলেন্সে রোগী এসেছে, তাকেও ভর্তি করা হয় নি। অ্যাম্বুলেনসে রোগী এলেই যে তাকে ভর্তি করতে হবে এমন কোন কথা নেই। সে সত্যি সত্যি ভর্তির যোগ্য কিনা সেটা দেখতে হবে। আমি একটি রোগীকে জানি সে কাচের গ্লাস ভেঙে হাত কেটে ফেলেছে এবং অ্যাম্বুলেন্স ডেকে তাতে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। তাকে ষ্টিচ করা হল। সংগে সংগে তার ব্লীডিং বন্ধ হয়ে গেল তার কি কোন ভর্তির প্রয়োজন আছে? কাজেই অ্যাবুলেন্সে গেলেই ভর্তি করতে হবে তার কোন মানে নেই। যাকে ভর্তি করার প্রয়োজন তাকেই ভর্তি করতে হবে। আর হাসপাতালে গেলে তাকে কেউ অ্যাটেণ্ড করছে না উনি বলেছেন। আমি মাননীয় সদস্যের এই উক্তির জবাবে বলছি হাসপাতালে নিয়ম হল রোগী হাসপাতালে গেলে তাকে একজন ডাক্তার দেখেন এবং সেখানে চিকিৎসাপত্র লিখে দিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং তার চিকিৎসা সুরু হয়। কাজেই অ্যাটেণ্ড করছে না সেটা ঠিক নয়। পেসেন্ট মারা যাওয়ার পর ২৪ ঘণ্টা, ৪৮ ঘণ্টা পরে থাকে। সেটা আমার জানা নেই। কয়েক ঘণ্টা পরে থাকে সেটা অনেক সময় দেখা যায়। মাঝে মাঝে দেখা

যায় দুই চার ঘন্টা পড়ে থাকে। সেটা নানারকম অসুবিধা থাকে। সেটা আমি পরে বলব। খাদ্যের বিষয়ে উনি বলেছেন যে হার্টের রোগী, সেই সকাল বেলা এক পিস রুটি এবং এক কাপ চা দিয়েছে। আমি শুধু মাননীয় সদস্যের কাছে এইটুকু তুলে ধরছি যে হার্টের রোগী, তাকে কি খাবার দেবেন, কি দিবেন না সেটা ডাক্তার প্রেসক্রিপশান দেবেন। হয়ত তার জন্য এটাই প্রেসক্রিপশান ছিল। একটা কথা উনি বলেছেন যে এয়ার পোর্টের ডাক্তার ডেট এক্সপায়ার করে গেছে, তার পরেও নাকি সেই ঔষুধ প্রেসক্রিপশান করেছেন। একটা কথা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হয়ত একটা ঔষুধের ডেট অব এক্সপায়ারী হল ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭২। এখন ডিসেম্বরের ২৯ তারিখে এই ঔষধটা ইউজ করবেন কি করবেন না, সেই ঔষধটা কিন্তু কন্টিনিউ করবে। কিন্তু কোম্পানী থেকে এমন কতগুলি ঔষধ দেওয়া হয় যে এক্সপায়ারী ডেটের পরেও এক মাস দেড় মাস পর্য্যন্ত এইগুলি ব্যবহার করা যায়। তবে যদি এটা ৩।৪ মাস পরে তিনি দিয়ে থাকেন সেটা ঠিক হবে না। কাজেই সেটা কিভাবে দিয়েছেন সেটা আমি জানি না। সাবডিভিশান হাসপাতালের কথা তিনি বলছেন। কিন্তু জি, বি, হাসপাতালের কথা বলতে গিয়ে সাবডিভিশান হাসপাতাল কিভাবে এল আমি জানি না। রোগীদের জন্য বাসের ব্যবস্থা নাই। সেজন্য রোগীদের অ্যাটেণ্ড করতে পারে না রোগীদের আত্মীয় স্বজনেরা। কিন্তু আমরা ৭টা থেকে ১২ পর্য্যন্ত বাস চলে, এর এদিকে রোগীদের ইন্টারভিউর জন্য ৪টা থেকে। কাজেই ইন্টারভিউ পায় না, এটা ঠিক নয়। তবে সরকারের এই বিষয়ে নজর দেওয়া উচিত যাতে তারা ঠিক ঠিকমত রোগীদের সংগে দেখা করতে পারে। তবে ৪টা থেকে ৬টা পর্যন্ত যেখানে ইন্টারভিউ সেখানে বাস পায় না, এটা ঠিক নয়। এবারও যে দৃষ্টি কোন থেকে তিনি সেটাকে দেখেছেন সেটা বলেছি। এবারে আমার কতগুলি সাজেশান রাখতে চাই। প্রথম কথাই হচ্ছে ঔষধ। হাসপাতালে আমরা অনেক রোগী পাঠাই, রোগীর অবস্থা খারাপ দেখলে। সেখানে ইনজাকশানের দরকার হয়, সেলাইনের দরকার হয়, অক্সিজেনের দরকার হয়। সেখানে ঔষধ হাসপাতালে থাকে না সেখানে রোগীকে পরিস্কার লিখে দেওয়া হয় নাই বলে। কিন্তু হাসপাতালে সেলাইন না দিয়ে গ্লকোজ দেয়, সেটা কোথায় হয় জানি না। কোন জায়গা কেটে গেলে বা ছড়ে গেলে এ, টি, এস, দিতে হয়। কিন্তু এই ঔষধটা আমাদের জি, বি, হাসপাতালে কেন ত্রিপুরার কোন হাসপাতালেই দেওয়া হয় না। এটা কিনে এনে নেওয়ার জন্য লিখে দেওয়া হয়। অন্যান্য প্রভিন্সে যেখানে হাসপাতাল আছে সেখানে এই ইনজেকশানটি হাসপাতাল থেকেই দিয়ে দেওয়া হয়। কাজেই এই ক্ষেত্রে আমার একটি সাজেশান থাকবে সরকার তরফ থেকে এ, টি, এসটা এনে রাখা হয় যাতে সময় মত রোগীকে ইনজাকশান দেওয়া সম্ভব হয়। অথচ এ, টি, এস, যখন কোন জায়গা কেটে গেলে বা ইনজিওরড হলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সেটি দিতে হবে যদি ২৪ ঘন্টার মধ্যে দিতে না পারে তাহলে আলাদা এন্টি টক্সাইড ইনজাকশান দিতে হবে। কাজেই প্রপার্লি ট্রিটমেন্ট করতে গেলে যেটি ইমিডিয়েটলি দরকার যেটি ভারতবর্ষের অন্যান্য হাসপাতালে আছে অথচ আমাদের এখানে নেই এটা একটা সাংঘাতিক কথা। আর একটা ঔষধ আছে এ, ডি, এস, এন্টি ডিপথিরিক সিরাম ডিপথিরিয়া হলে

পরে সংগে সংগে হাসপাতালে নিয়ে ইনজাকশান দিতে হয়। আমাদের এই হাসপাতালে বহু রোগী ভর্তি হয় যাদের পরিষ্কার লিখে দেওয়া হয়েছে এ, টি, এস, আপনারা কিনে নিয়ে আসুন। এবং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আর একটি জিনিষ হচ্ছে এ, টি, এস, যেটা সেটি সাধারণত রেফ্রিজারেটারে রাখতে হয়। সেটা যদি একটি টেম্পারেচারে না রাখে তাহলে সেটা নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের শহরে যে সব ঔষধের দোকান আছে একটাতেও রিফ্রেজারেটার নাই জানিনা ২ | ১টাতে আছে কিনা। কাজেই এ, টি, এস, উনারা এনেও রাখে তাহলেও তার কার্যকরী ক্ষমতা থাকছে না। কিন্তু এ, টি. এস, কেন পেশেন্ট সেটাকে পাবে না শুধু লিখে দেয়। এবং এ, টি. এস, এর দাম অত্যন্ত বেশী। হাসপাতালের হিসাবে আছে একটা টীটেনাস রোগী যখন ভর্তি হবে তার জন্য পুরাপুরি খরচ হবে ৪০০ ৫০০ টাকা। ডিপথিরিয়া রোগী যখন ভর্তি হবে তার জন্য খচর হবে ৫০০ থেকে ৭০০ টাকা মোটামোটি সঠিক বলছি না। কাজেই এত গরীব লোক সেখানে এসে ভর্তি হচ্ছে এ, টি, এস.র প্রথম ডোজটা দিতে হলে ডিপথিরিয়ার কথা বলছি—প্রথম ডোজটা দিতে হলে ৮০ থেকে ১০০ টাকা খরচ পরে। সেও বাজারে গিয়ে পাবেন না যদিও বা পাওয়া তাও তার রুম টেম্পারেচার যা আছে সেই টেম্পারেচারে তাতে তার কার্যকরী ক্ষমতা কমে গিয়েছে। কাজেই হাসপাতালে এটা না থাকা এর চেয়ে দুঃখের কারণ আর হতে পারে না। স্যার আমার মনে হয় না ভারতবর্ষের আর কোন হাসপাতালে এই অবস্থা আছে। এ, টি, এস. ইনজেকশান পাব না এ, টি, এস, ইনজেকশান পাব না। এর চাইতে দুঃখের কারণ থাকতে পারে না। কাজেই সেদিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করছি। পথ্য সম্পর্কে যেটি বলে গিয়েছেন আমি জানি না বর্তমানে কি হচ্ছে। এই দ্রব্যমূল্যের বাজারে যারা টেণ্ডার দিয়ে কনট্রাক নিয়েছেন তারা কি ভাবে সাপ্লাই দিচ্ছে আমি জানি না। তবে ডাক্তার বাবুরা বরাবর সেই রকম ব্যবস্থা রাখেন যাতে সঠিকারের কেলোরী পাওয়া যায়। এবং যে রোগীর যে পথ্য হওয়া উচিত সেই ভাবে রাখা হয়। সবাইকে একই ধরনের দিতে হবে সেটি ঠিক নয়। উনি বলেছেন টি, বি. রোগীর খাবার আর জেনারেল রোগীর খাবার একই কিচেনে রান্না হয় সেখানেতো কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। রান্না একই জায়গায় হলে তাতে ক্ষতিটা কি খাওয়ার তো লিখা আছে কোন বেডের জন্য কি খাবার। কাজেই রান্না একই জায়গায় হলে তো মহাভারত অশুদ্ধ হয় না কিন্তু কিছু একটা বলতে হবে কাজেই একটা কিছু বলার জন্যই বলা হয় ঐ, জন্যই আমি বার বার এই কথাটা বলছি বিশেষ একটা দৃষ্টি কোন থেকে যেন বলা হয়। এটা ঠিক নয় কনষ্ট্রাকটিভ সাজেশান কিছু রাখুন জনতার জন্য কাজ করার জন্য চেষ্টা করুন। বিছানা পত্রের সবই কি একই অবস্থা কিন্তু কেন। নার্সের সেখানে কি সত্যিই অভাব, কিন্তু কেন। সেটাকে কি করে ইমপ্রোভ করা যায় সেটাকে তুলে ধরুন সাজেশান রাখুন। মাননীয় সদস্য বলেচেন সেখানে জায়গা নেই বারন্দার পযন্ত রোগী রাখা হয়েছে। একটি ওয়ার্ডে বেড আছে ৪০টি এমন একটি ওয়ার্ড নাই যেখানে ৮০-৮৫টি রোগীর কম আছে। গড় পরতা নার্স সেখানে ১: ৪। ১: ৫ সেখানে হয় না হতে পারে না বেড আছে ৪০ কাজেই সেই

হিসাবে রাখা হয়েছে। যখন একস্ট্রা বেড হয়ে গেল সেখানে সেটি সম্ভব নয়। কাজেই সেদিকে কি করে বাড়ানো যায় সেদিকে যদি আমরা সাজেশান রাখতে পারতাম তাহলে সত্যিই খুশী হতাম কিন্তু সেদিকেতো আমরা যাই নি। আমি প্রশ্নের মাধ্যমে জানতে পেরেছি অকজিলারী নার্স কাম মিড ওয়াইফ ৩৮ জন বেকার আছে। সেখানে আমার একটি প্রশ্ন ছিল স্পেশাল ডিউটিতে তো তাদের দেওয়া যায়। এই ধরনের ডিমাণ্ড যদি এরাইজ করে আমরা সেখানে কি করছি হাসপাতালে যারা নাকি ভোগছেন যারা কষ্ট পাচ্ছেন তাদের রিলিফ দেওয়ার জন্য। কাজেই সেদিকে এমন কোন কিছু একটা স্কোপ করে নেওয়া যায় কান এদিকে আমাদের চিন্তা করতে হবে। ক্লাশ ফোর এমপ্লই সেখানে যারা আছে যাদের কাজ হচ্ছে সুইপার -এর কাজ হচ্ছে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং অন্য যারা আছে সেখানে সত্যি সময় মত ডেকে পাওয়া যায় না সত্যি কথা এটা অস্বীকার করার উপায় নাই। কিন্তু সেটি কেন? আমি যদি এই কথা বলতে চাই জেনারেল অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান চালাচ্ছেন যারা তারা সেটি কনট্রোল করতে পারছেন না। কাজেই এমন কিছু করা উচিত যাতে কনট্রোল করা যায়। হাসপাতালেয় পেশেন্টরা ঠিক মত ডাকতার বাবুদের কাছ থেকে পরামর্শ সুপরামর্শ পাচ্ছেন না অনেক সময় এবং এওত সত্যি কথা যে সময়টা আছে উনাদের যাওয়ার কথা সেই সময় উনারা যান না বা অনেক সময় উনারা পৌছাতে পারেন না। নানা কারণ আছে সেখানে কারও কারও হয়তো ভি, এম, হাসপাতালে এটেণ্ড করে তারপর সেখানে পৌছাতে হয় কারণ হয়তো অন্য কোন ইমার্জেন্সি কেইস এটেণ্ড করে তারপর যেতে হয়। কিন্তু এও সত্যি কথা অনেকেই হাসপাতালের ডিউটি বিশেষ করে স্পেশালিষ্টদের কথা বলছি তারা হাসপাতালের ডিউটি সারা দিনে ১ ঘন্টা ২ ঘন্টা দেন কি না সন্দেহ এবং সেই কথা গত বাজেটে সেখানে আমি তুলে ধরেছিলাম। স্পেশালিষ্ট যারা—যারা নন-প্রেকৃটিসিং এলাউন্‌স যারা নিচ্ছেন তাদের প্রেক্টিসটা বন্ধ করা হউক। গাছেরও খাবেন তলারও কুড়াবেন এতো হতে পারে না। চাকরী যখন উনারা করতে আসেন তখন সব কিছু শর্ত মেনে নিয়েই কাজ করবেন এবং সেই ভাবেই হাসপাতালের সার্ভিস দেবেন, ত্রিপুরার জনসাধারণ তাতে উপকৃত হবেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কি দেখতে পাচ্ছি বিকাল ৩টা থেকে সাড়ে তিনটার মধ্যে যদি কারও বাড়ীর সামনে যাওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে সেখানে বিরাট লাইন পড়েছে, এর কারণ? মাননীয় সদস্য যে যুক্তি দেখিয়েছেন যে ১০ টাকা ২০ টাকা না দিলে হয়না. তাঁর সঙ্গে একমত নই, তবে লাইন পড়ছে প্রেকৃটিস করছেন, কিন্তু কাগজে পত্রে সেটা ধরতে পারবনা, উনারা রোগী এ্যাটেণ্ড করছেন। কাজেই সেদিকে আমাদের নজর দিতে হবে। এবং সেইদিকে নজর দিয়ে ডাক্তার বাবুরা যদি ঠিক ঠিকভাবে রোগী এ্যাটেণ্ড করেন, তাহলে সেটা প্রপার ডায়েগনসিস হবে না কেন, প্রপার ইনভেস্টিগেশান হবেনা কেন, তাতো হতে পারেনা। গলদ আমাদের সেখানে আছে, জেনারেল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানেও গলদ আছে। আই ওয়ার্ড সম্পর্কে আমি বলব যে সেখানে একটা দ্বিতলে আই ওয়ার্ড করেছেন, আমি সেখানে গিয়েছিলাম। সেখানে ডাক্তার বাবু অপারেশান করতে যাবেন, অপারেশান

থিয়েটারে যাবার সময় একটা পোষাক পড়ে নিতে হবে, সেটা পড়ে নেবার জন্য কোন আলাদা রুম নেই ডাক্তার বাবু তাঁর পেন্টটা দড়িতে ঝুলিয়ে রেখে তারপর সেই পোষাক পড়ে অপারেশন টেবিলে গেলেন। কাজেই সেগুলি একটু নজর দিতে হবে। কারণ একটা স্টাপার করিডোরে পড়ে আছে, তার মধ্যে পোষাক রেখে যদি সেটা পড়ে যায়, তাহলে আমরা আজকে যে শুনছি যে টিটেনাস হচ্ছে, সেই টিটেনাসের জার্ম যে কোন মুহুর্তে তার থেকে ঢুকে যেতে পারে। কাজেই সেদিকে আমি সাজেশন রাখছি—যাতে সবদিক থেকে প্রটেকশান নেওয়া যায়, সেইদিকে যাতে উনারা লক্ষ্য রাখেন। আরেকটা দৃষ্টান্ত আমি এখানে রাখছি, একটি ১৬-১৭ বছরের ছেলে, বাস্তবিক তার চোখ খারাপ, সে হাসপাতালে ভর্তি হয়, ডাক্তার বাবু সেখানে যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সে আরোগ্য হচ্ছে না, চোখটা সত্যি খারাপের দিকে চলল, তিনি তখন পরামর্শ দিলেন, আপনি কলিকাতা নিয়ে যান, এর বড় ভাই চাকুরী করেন, তিনি যেয়ে ডাক্তার বাবুকে বললেন ডাক্তারবাবু আপনি যদি একটা সার্টিফিকেট দেন তাহলে ভাড়ার টাকাটা পাওয়া যায়, ডাক্তারবাবু তাই দিলেন ছেলেটাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু ছেলেটা তখন চোখে একেবারে দেখতে পারছেনা, তিনি তখন দৌড়ে ডাক্তারবাবুর কাছে গেলেন যে ডাক্তার বাবু তার জন্য এসকর্ট দরকার হবে, আপনি যদি লিখে দেন তাহলে সেই টাকাটা পাওয়া যায়, তখন ডাক্তার বাবু বললেন কেন কি অসুবিধা হবে এখান থেকে সোজা দমদমে চলে যাবে, সেখান থেকে সীটি অফিস, এবং সেখান থেকে সোজা মেডিক্যাল হাসপাতালে চলে যাবে। উনি তখন বললেন যে সে যে চোখে দেখতে পায়না। ডাক্তারবাবু বললেন না, না সে যেতে পারবে। যাই হউক শেষ পর্যন্ত সেটা হয়ে গেছে, মাত্র দশ টাকার মামলা। আমাকে সে এসে একথা বলল। কাজেই এইসব দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। এইগুলি ঠিক নয়। অন্ততঃ একটু মানবতা বোধ নিয়ে আমরা যদি চেষ্টা করি তাহলে এতবড় হরেগুলারিটিজ হওয়ার কোন কথা নেই। কাজেই সব চাইতে বড় কথা মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলেছেন সেটা হচ্ছে লং টারম প্রসেস, কিন্তু ইমিডিয়েটলী কি করে রিলিফ পেতে পারে, এক্ষুনি কি করণীয় আমাদের আছে, সেইগুলি তুলে ধরুন, সেইদিকে নজর রেখে আসুন আমার একযোগে, একসাথে কিভাবে ভাল হবে লোকের, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সুচিকিৎসিত হওয়ার জন্য এবং রিলিফ পাওয়ার জন্য কিভাবে ব্যবস্থা করতে পারি তা করতে হবে। তদন্ত বোর্ড করে একে, ওকে ট্রান্সফার করে সেই চক্র ভেংগে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারব তা নয়, কাজেই সেখানে মানবতা বোধটা জাগিয়ে তুলতে হবে। যেখানে নন-প্র্যাকটিসিং এ্যালাউয়েন্স নিয়ে প্র্যাকটিস করছে, সেটা বন্ধ করতে হবে। তাহলেই আমরা তাঁদের ২৪ ঘন্টার সার্ভিস উনাদের কাছ থেকে পাব, সেটা কিভাবে করবেন, সেটা আলাপ আলোচনার ব্যাপার। আমি বেশী সময় নিচ্ছিনা। মাননীয় শ্রীচৌধুরী সমস্ত বিষয়টি যেভাবে চিত্রিত করে তুলেছেন সেটা বিশেষ একটা দৃষ্টিভংগী, সেটা সেই ভাবে না তুলে, সাজেশন রেখে কি ভাবে ত্রিপুরার মানুষ সুচিকিৎসিত হতে পারে, সরকার তরফ থেকে যে চেষ্টা করা হচ্ছে তার সংগে আসুন আমরা একযুগে সহযোগিতা দেই, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :**—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি খুব অল্প সময়ই এটার উপর বলব। আমি দুঃখিত ডাক্তার দাসকে আমি খুশী করতে পারিনি। কারণ আমাদের একটা দৃষ্টি ভংগী আছে. সেই দৃষ্টি ভংগী যারা হাসপাতালে দুধ চুরি করে, ঔষধ চুরি করে, যারা হাসপাতালের ঠিকাদারদের দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেন, তাদের পক্ষে উকালতি করার জন্য আমরা আসিনি। আমি স্যার, নিজে গিয়েছি রোগী নিয়ে। বিলোনিয়া থেকে এসেছে জীপে, এখানে হাত ভেংগে, সন্ধ্যার সময় গিয়েছি বেয়ারা বলছে একে নিয়ে যেতে হবে স্ট্রেচারে করে কিন্তু স্ট্রেচার নেই, জি. বি, হাসপাতালে একটা স্ট্রেচার নেই ?

**শ্রীনিশিকান্ত সরকার :**—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার ফাষ্ট চান্স আমাকে না দিয়ে উনাকে দিলেন কেন ? আমি আগে বলব।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :**—এখানে বলা হচ্ছে সব রোগীকে ভর্তি করা যায়না। মফঃস্বল হাসপাতাল থেকে লিখে দেওয়া হচ্ছে টু ব এ্যাকমডেটেড ইন জি, বি, কলমচুরা থেকে রাই-মোহন দেববর্মা, সোনামুড়া প্রাইমারী সেন্টার থেকে কঠিন রোগ বলে সোনামুড়া পাঠালেন, সেখান থেকে জি, বিতে পাঠান হল। এখানে বলা হচ্ছে কনট্রাকটিভ কিছু বলা হয়না, আমি এখানে কনষ্ট্রাকটিভ রাখছি, বাংলা দেশ থেকে যারা এসেছিল, তাদের জন্য টেণ্ট করা যায়, আর দুর্ভিক্ষের সময় টেণ্ট করা যায় না। যে সময়ে হাসপাতালে মানুষ অনাহারে, অর্দ্ধাহারে দীর্ঘকাল কাটিয়ে মেল নিউট্রিশানে বিভিন্ন রোগে হয়ে চিকিৎসার জন্য আসছে, তাদের জন্য, টেণ্ট করা যায় না ? আমরা টেন্টে চিকিৎসিত হতে রাজী আছি। আমরা রোগীকে একটা কম্বল দিতে পারিনা, দুই মাসে একটা বেড সীট ধোয়াতে পারেন না ? ষ্টিনটেড বেড সীট. লজ্জিত হওয়া উচিত, মাথা নীচু করা উচিত, স্যার, ডেড বডি পচে পড়ে আছে, মর্গে, রাত্রে দশটার সময় আমি জিজ্ঞাসা করলাম তোমরা কেন সেটা নাওনা. তারা বললে আমাদের ওভার টাইম দেয়না, নেব কি করে ? বলতে পারেন বি, দাস কি ব্যাপার। মাননীয় স্পীকার, স্যার, একটা ওভার টাইম দিতে পারেনা, দুইজন বেশী লোক রাখতে পারেনা, যাতে যে কোন সময়ে ডেড বডি নিয়ে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে পারেনা ? মাননীয় স্পীকার, স্যার, ডায়েটের কথা বলা হচ্ছে। দিনের পর দিন দুধ, ডিম, বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। টি, বি, রোগীদের অনশন সত্যাগ্রহ করতে হয়েছে। ডাক্তার দাস অস্বীকার করতে পারেন ? বলা হচ্ছে দুই দিন দেখা হয়নি. উনি রুটিন দিচ্ছেন আমাকে, কি করা হয় ? আমি নিজে লিখেছি, আমার রোগীকে দুই দিন দেখা হয় নি মন্ত্রী বলেছেন তদন্ত করে দেখব. আজও জানিয়েছেন কি ? সেই চিঠির এ্যাকনোলেজমেন্ট পেয়েছি, উনি তদন্ত করে দেখেছেন কি এটা মিছে কথা কি না। আমি টি, বি, ওয়ার্ডে তাকে ভর্তি করলাম ট্রাইবেল রোগী তার আত্মীয় পরের দিনে এসে আমাকে বলেছেন আমার স্ত্রী সারাদিন খায়নি। কেন খায়নি ? কারণ আমার স্ত্রীর কথা এরা বুঝেনা. ডাক্তারের কথা রোগী বুঝেনা, রোগীর কথা ডাক্তার বুঝেনা, কিন্তু তার স্বামী তাকে খাওয়াতে গেল তাকে খাওয়াতে দেওয়া হল না। পরের দিন তার স্বামীকে জানানো হল

তোমার স্ত্রী মারা গেছে। আমি লিখেছিলাম যে এত বর্বরতা হতে পারে না, যে স্বামীকে খাওয়াতে দিতে হলো না, স্ত্রীর কাছে যেহেতু সে ভাষা বুঝে না। আমরা একটা ট্রাইবেল নার্স রাখতে পারিনা সে ওয়ার্ডে। ট্রাইবেল মেয়েরা যারা এই ভাষা বুঝেন। না এইটা কি বুঝতে হবেনা তাদের অসুবিধা দেখতে হবে না। হ্যা তদন্ত করেছেন। আমাকে জবাব দিয়েছেন যে তিনি টি, বি,তে আছেন। কিন্তু কেন কি ব্যাপার হলো সে অসুবিধা দূর করার জন্য কি ষ্টেপ নিয়েছেন তা কি বলেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার আমি দেখেছি দুধ যেখানে তৈরী হচ্ছে, অল্প, ৮০টা গরু তার মধ্যে ১০।১২টি গরু দুধ দেয় ৫।১২—৬০ লিটার দুধ হয় সেটা কি হাসপাতালে যায়। বলতে পারেন ডাক্তার বি, দাস। এক ছিটা দুধ যায় সেখানে থেকে হাসপাতালে।

**শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার প্রশ্ন হলো যে এড্রেস করা হবে স্পীকার কে। মেমবারকে চ্যালেঞ্জ করে বা মেম্বারকে বলার কোন অধিকার নেই।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :**—আছে এইটা পয়েন্ট অব অর্ডার না। পার্লিয়ামেন্টারী প্রেক্টিস মন্ত্রীমশায় দেখুন। এটা আছে। যে কোন মেম্বারকে আমি এড্রেস করতে পারি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে কোন মেম্বারকে বলতে পারি যে মেম্বার কি বলেছেন এবং তার সমালোচনা করতে পারি। আমি ডাক্তার বি, দাস বলেছি, তুমি আমি তো বলি নি। আমি যখন ডাক্তার বি. দাস বলছি, আমি যখন মিঃ এম, নাথ বলছি তখন বুঝতে হবে যে স্পীকার বলা হচ্ছে। আমি সমস্ত এড্রেস স্পীকারকেই করছি। আমি একটা কথাও অন্য মেম্বারকে এড্রেস করে বলিনি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বেশী সময় নেবনা। তবু আমি তদন্ত চাইছি। তদন্ত করা হয় এই জন্য নয় কোথায় দুর্গন্ধ সেগুলি বের করা। তদন্ত করা হয় বাস্তব ষ্টেপ যেটা ডাক্তার বি, দাস বলেছেন সে ষ্টেপগুলির। এখানে আমরা বলতে পারি, সুস্থভাবে বসে যারা সে সম্পর্কে অভিজ্ঞ তারা বসে তদন্ত করে কনক্রিট ষ্টেপ বলবেন যে এই ষ্টেপগুলি গভর্ণমেন্টকে নিতে হবে। সেখানে পি.এ,সি, কমিটি বলেছেন তদন্তের কথা। সেখানে গভর্ণমেন্ট বাধ্য রয়েছে সিদ্ধান্তকে রেসপেক্ট করতে যদি না করে থাকে আমি তাদেরকে প্রিভিলেজ মোশানে দেব। মন্ত্রীদের যারা পি, এ, সি, র রিপোর্টকে যারা পি, এ, সি, র রিকমেনডেশানকে অগ্রাহ্য করে তাদেরকে আমি প্রিভিলেজ মোশানে ফেলব। যারা বিধান-সভার অধিকারকে লঙ্ঘণ করেছে তদন্তের নামে এই হচ্ছে আমার রাইট। পি, এ, সি, মানে ছোট বিধান সভা, সমস্ত বিধানসভার ক্ষমতা পি, এ, সিকে দেওয়া হয় এবং পি, এ, সির রিকামনডেশানকে যে কোন মন্ত্রী সম্পর্কে সে রিকমেনডাশন করা হয় তা মানতে বাধ্য এবং মানতে হবে। এসেম্বলির দায়িত্ব হচ্ছে দেখার, পি, এ, সি,র প্রত্যেকটি রিকমেনডাশন যাতে গভর্ণমেন্ট স্বীকার করে নেয়।

**শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, তিনি যেহেতু আমার সম্বন্ধে বলেছেন আমাকে এখানে একটু বলতে হবে। ডেড বডি সেখানে পরে থাকে আমি তো সে

কথা অস্বীকার করি নি। তবে আমি এই টুকু বলেছিলাম, একটু গলাবাজী করতে হবে, চীৎকার করতে হবে, তবে আমার মনে হয় শুনার সময় কানে তুলো লেগে ছিলেন, আমি সেখানে বলেছি যে ডেড বডি পরে থাকে, সে কথা আমি অস্বীকার করি না। ২৪/৪৮ ঘন্টা এইরকম একটা কেইস্ উনারা দেখাতে পারবেন কি। একটু পরে থাকে, ২ | ৪ ঘন্টা। তা পরে থাকে নি তা নয়। সংগে সংগে সরানোও হয় সত্য কথা। টি, বি রোগীর খাবার সেখানে দেওয়া হয় নি এইটা তো একবারও বলি নি। আমি বলেছি এই যে স্কেলটা খাবার এইটা ঠিক করে নেবেন ডাক্তার বাবুরা সেই সম্বন্ধে তো আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি না। দুধ যায় কোথায়। যায় কোথায় সেটা দেখা কি আমার ডিউটি। উনি হিসেব করে দেখিয়ে দিলেন ৬০ লিটার দুধ হয় তবে যায় কোথায়। কিন্তু দুধ যায় কোথায় সেটা কি ডাক্তার বি, দাস দেখিয়ে দেবেন হ্যা বি, দাসের বাড়ী যায় কি না একটু খোজ করে দেখুন। হ্যা বি, দাস উকালতি করে না।

**শ্রীনিশি সরকার** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বললাম না হলে স্যার, আমার মনের কথা আপনাকে শুনতে হবে। যেহেতু আমার বার বিরোধী দলের সদস্যকে কথা বলার অনুমতি দিয়েছেন তাই আমার বলতে হবে।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার** :—আপনি তো একবার বললেন।

**শ্রীনিশি সরকার** :—না, আমি অসমাপ্ত কথা রেখেছিলাম। তারপরে আমাকে বলতে দেওয়া হলো না সুযোগ দিলেন বিরোধী দলের সদস্যকে।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার** :—আইনে বাধা আছে।

**শ্রীনিশি সরকার** :—এইটা কি করে বাধা হলো স্যার।

**শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস** :—মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, মিঃ সমর চৌধুরী তিনি যে বিষয়টা এখানে আলোচনার জন্য এনেছেন তার উপর আমি আমার বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী পক্ষে লিডার মিঃ চক্রবর্তী যে সরকারী উদাসীন্যের সম্পর্কে উনি যে বলতে গিয়ে যে দুইটা ঘটনার উল্লেখ করেছেন। একটা হচ্ছে বক্সনগরের রমেশ বিশ্বাস এবং আর একটা হলো কোন ট্রাইবেল রোগী জি, বি, হাসপাতালে অচিকিৎসা জনিত অবস্থায় মারা গেছেন। এই দুটোর তিনি যেভাবে যে যুক্তিতে সরকারী অব্যবস্থার প্রমাণ করতে চেয়েছেন সেটা একেবারেই ফেইলোর হয়েছেন। এইটা কি করে ফেইলোর হলেন একটা হচ্ছে সে রমেশ বিশ্বাস ওকে প্রথমে প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে নেওয়া হয় তারপরে সেখানে তাকে বলা হলো মেলাঘর আসার জন্য। মেলাঘরে ডাক্তার দেখে পরে জি, বি, হাসপাতালে রেফার করলেন। তাহলে এই যে এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে

আনা এবং সেখান থেকে রেফার করা। এই যে আনায় তারা দেখেছেন যদি না দেখতেন তবে মেলাঘর থেকে রিফিউজ হয়ে যেতেন। সেটা আবার রেফার করলেন। তার মানে দেখেশুনে জি, বি, হাসপাতালে পাঠানো উচিত বলেই উনি চিকিৎসক হিসাবে এডভাইস করেছেন। এখানে আসার পরও ওখানে রিফিউজ এর পরেও উনি বলেন নি রমেশ বাবু কি বেকায়দায় পড়লেন না মৃত্যুমুখে পতিত হলেন না তার জটিলতা আরও বেড়ে গেল এই বিষয়ে কিছু বলেন নি। এতে বুঝা যায় এখান থেকে ছেড়ে দেওয়ার পর তিনি বহাল তবিয়তে ফিরে গেলেন। যদি তাদের কোন রকমের রিফিউজ করার ফলে কোন অসুবিধা দেখা দিত বা তাতে রোগীর জটিলতা বাড়তো, তাহলে নিশ্চয় তিনি সেটা এখানে উল্লেখ করতেন। কিন্তু সেটা না করে তিনি শুধু সরকারকে আক্রমণ করার জন্যে এটাকে টেনে এনেছেন এক, টেনে এনেও কোন প্রমাণ দিতে পারেন নি, যার জন্য সমস্ত ঘটনাটাই ফলস বলে প্রমাণিত হ'ল এটা হ'ল একটা তারপরে দ্বিতীয়টা হচ্ছে প্রথম দিন একজন ট্রাইবেল মহিলাকে ভর্ত্তি করানো হল, হাসপাতালে ভর্ত্তি করানোর পরের দিন সেই ট্রাইবেল মহিলাকে দেখার জন্য বা তাকে খাওয়ানোর জন্য তার স্বামীকে এল্যাউ করা হল বা অনুরোধ করা হয়, অথচ সেই সুযোগটা নিতে তারা অস্বীকার করল। এতে আমার মনে হয় হাসপাতালে রোগীকে ভর্ত্তি করানো হলে তাকে খাওয়াতে হবে, এটা কোন চিকিৎসার কথা নয়, চিকিৎসার কথা যেটা, সেটা হচ্ছে তাকে অনাহারে রাখতে হবে, অভুক্ত রাখতে হবে। সুতরাং খাওয়াটা বড় কথা নয় বলে তাদের কাছে মনে হচ্ছে। কাজেই প্রথম দিনে ভর্ত্তি করানোর পর কিছু খাওয়াতে পারেন নাই তাই পরের দিনে খবর পেলেন যে রোগী। মারা গেছে। কিন্তু একদিন না খাওয়া পেলে রোগী মারা যায়, এটা আমি বিশ্বাস করতে পারিনা এবং অন্য কেউ বিশ্বাস করবে বলেও আমার মনে হয় না। তাই আমার মনে হচ্ছে প্রকৃত ঘটনার সংঙ্গে এই ব্যাপারটার কোন যোগ নেই। তাছাড়া আমার মনে হয়, ওদের দুর্ব্বল পয়েন্টে ঘা পড়েছে বলে ওরা ছটফট করছে। তাই আমার মনে এটা স্বাভাবিক ভাবেই আসছে যে রোগীটাকে রোগে ভোগিয়ে ভোগিয়ে মৃত্যু দ্বারপ্রান্তে এনে দাড় করিয়েছে এবং যখনই রোগীটা চিকিৎসার অযোগ্য হয়ে পড়েছে, তখনই তাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করানো হয়েছে এবং ডাক্তারদের শত চেষ্টা সত্বেও তাকে বাঁচানো যায় নি। কাজেই একদিন না খাওয়ার ফলে মারা গেছে, এ কথাটা সত্যি নয় বা চিকিৎসা একদিন না পাওয়ার ফলে সেই রোগীটা মারা গেছে, এমন কোন তথ্য দিয়েও তিনি সেটা প্রমাণ করতে পারেন নি। অর্থাৎ চিকিৎসার দিক দিয়ে কোন রকমের অব্যবস্থা বা কোন রঙ ট্রিটমেন্ট হয়েছে, এটাও তারা প্রমাণ করতে পারেন নি। সুতরাং উনারা এখানে যেটা করতে চাইছেন, সেটা হচ্ছে সরকারকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে এবং তাদের দলীয় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্যই এই সব কথার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তার সঙ্গে সত্যের কোন মিল নেই। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

**শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত** :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী যে ডিসকাসান এনেছেন আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে ঔষধপত্র, পথ্য, যন্ত্রপাতি, বিছানাপত্র, নার্স ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর চরম অব্যবস্থা সম্পর্কে তাতে আমার বক্তব্য হচ্ছে তিনি এই সবের ব্যাপারে যেসব কথা বলেছেন, তার মধ্যে কোন কংক্রিট সাজেশান না রেখে শুধু কিছুক্ষণ বক্তৃতা দিয়েই গেলেন। আজকে আমরা এই হাউসে এসেছি শুধুমাত্র সমালোচনা করার জন্যই নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু সাজেশানও আমাদের রাখতে হয়। আমাদের জি, বি, হাসপাতালে যে কিছু কিছু অব্যবস্থা নেই, সেটা আমি অস্বীকার করছি না, কিন্তু এইসব অব্যবস্থা কেন হল, সেই সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। তবে হাসপাতালে আগের চেয়ে অনেক বেশী রোগীর চাপ বেড়ে গেছে এবং তাতে করে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতিও ঘটতে পারে। তাতে যদি তিনি নার্স থেকে সুরু করে সব শ্রেণীর কর্ম-চারীকে দুর্নীতিপরায়ণ বলেন, তাহলে আমরা সেটা স্বীকার করতে পারি না। আর তাই যদি হত, তাহলে এই জি, বি, হাসপাতাল থেকে হাজার হাজার রোগী চিকিৎসিত হয়ে বাড়ীতে ফিরতে পারতেন না। কাজেই উনি যে সব কথা বলেছেন, সেগুলির মধ্যে সত্যতা বলতে কিছু নেই। তবে উনি হয়তো সেগুলিকে অন্য দৃষ্টিকোন থেকে বলতে পারেন, যেটা ডাঃ বি, দাস বলেছেন, আমিও তাঁর সঙ্গে একমত। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জি, বি, হাসপাতালে রোগীর চাপ ভীষণভাবে বেড়ে গিয়েছে আর তার ফলে হয়তো কিছু অব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, কাজেই ঐসব অব্যবস্থা খুঁজে বের করতে হবে এবং সেগুলি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি দূর করতে হবে। তারপরে এই হাসপাতালে যাতে রোগীর চাপ না বাড়তে পারে সেজন্য আমি মনে করি আমাদের প্রত্যেকটি মহকুমা শহরে একটি করে অনুরূপ হাসপাতাল স্থাপন করার দরকার আছে এবং তা যদি করা হয় তাহলে এই হাসপাতালে যেমন রোগীর চাপ কমবে, তেমনি যে সমস্ত অব্যবস্থা চলছে, সেগুলিও দূরীভূত হবে এবং আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা একটা সুষ্ঠু পরিচালনার মধ্যে চলতে পারবে। তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জি, বি, হাসপাতালে কুষ্ঠরোগী চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই। আমাদের গ্রামগুলিতে বিশেষ করে ট্রাইবেল এরিয়াতে এই কুষ্ঠরোগের বিশেষ প্রকোপ আমরা লক্ষ্য করছি, অথচ তারা তাদের চিকিৎসার সুষ্ঠ কোন ব্যবস্থাই পাচ্ছেন না। হাসপাতালের খাদ্য এবং পথ্যাদি সম্পর্কে অনেক অভিযোগ আছে, আর এই অভিযোগের মূলে নাকি আছে টেণ্ডারের গোলমাল। টেণ্ডার দিয়ে খাদ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এই টেণ্ডারের ব্যাপারটা আমরা জি, বি, হাসপাতাল কেন, অন্যান্য মহকুমা হাসপাতালগুলিতে দেখতে পাচ্ছি এমন কি প্রাইমারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি এর থেকে বাদ নেই। কাজেই এই টেণ্ডারের গোলমালের জন্য হাসপাতালতে ঠিকমত খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে না। তাই আমি মনে করি এই টেণ্ডারের গোলমাল কিভাবে মিটানো যায়, সেই সম্পর্কে সরকার একটা আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বা টেণ্ডার না নিয়ে যদি নিগোসিয়েশান বা অন্য কোন উপায়ে এর একটা প্রতিবিধান করা যায়, সেজন্যও সরকারকে তৎপর হতে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। কেন না, এই টেণ্ডারের

গোলমাল এর জন্য আমাদের ক্ষয্যমুখ হেলথ সেন্টারে খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে না, এই রকম শান্তির বাজার এবং জোলাইবাড়ীতেও চলছে। কাজেই এই অব্যবস্থা দূর করার জন্য একটা তদন্ত কমিটি গঠন করবার কথা অনেক দিন ধরে বলা হচ্ছে, আমি কিছু দিন আগেও পেপারে দেখেছি যে গত ২১শে জুলাই মাননীয় সদস্য তাপস দে এবং ২২শে জুলাই মাননীয় সদস্য যদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এই অব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, কিন্তু সরকার থেকে সেটার কোন প্রতিকার করা হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। কাজেই আমি মনে করি এই হাউসের যে একটা সেন্টিমেন্ট আছে, বিশেষ করে আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে, সরকারের উচিত সেটাকে গ্রাহ্য করে কাজকর্ম করা। তাছাড়া আমরা আরও দেখছি যে ডাক্তারদের ভিতর যারা ননপ্রেক্টিসিং এলাউনস পান, তারা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাইভেট রোগীও দেখছেন। এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। আমরা আগরতলা শহরের উপর দেখছি যে এভাবে ২ পয়সা কামাইয়ের পথ করে নেওয়া হয়েছে। আমি মনে করি সরকার এই ব্যাপারে আশু হস্তক্ষেপ করে যে সব ডাক্তার নাকি ননপ্রেক্টিসিং এলাউনস পাচ্ছেন, তারা যাতে বাস হাতের কাজটা বন্ধ করেন, সেই ব্যবস্থা নিবেন। আর তা নাহলে বর্তমান খরা পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের যে অর্থনৈতিক অবস্থা, সেটা আরও চরমে উঠবে। কাজেই এই অবস্থার দিকে সরকারের দৃষ্টি রাখা উচিত। তারপরে তিনি এক্স-রে সম্পর্কে বলেছেন যে এক্স-রে প্লেটের অভাবে রোগীদের এক্স-রে করা হয় না। কিন্তু আমি জানি এটা ঠিক কথা নয়। কারণ হয়তো কোন কোন সময়ে এক্স-রে প্লেটের অভাব হতে পারে, কিন্তু সব সময়ে এটার অভাব হয় না। আমি নিজেও আমার কয়েকজন আত্মীয় এর জন্য প্রয়োজনায় এক্স রে করিয়ে নিয়েছি। কাজেই এই সবের পরিপ্রেক্ষিতে হাসপাতালে যাতে রোগীর চাপ কমে, সেজন্য প্রত্যেকটি হাসপাতালকে আরও আধুনিকী করণ করার প্রয়োজন আছে এবং এদিকে সরকার যাতে দৃষ্টি দেন, সেজন্য অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

**শ্রীতাপস দে** :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বন্ধু সদস্য সমর চৌধুরীর আনীত প্রস্তাবটা হচ্ছে আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে ঔষধপত্র, পথ্য, যন্ত্রপাতি, বিছানা পত্র, নার্স ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর চরম অব্যবস্থা। আমিও এই অব্যবস্থার উপর ২/১টি বক্তব্য রাখছি। আজকে সত্যি কিছু কিছু অব্যবস্থা যে নেই, তা নয়। তবে একটা কথা সেটা হচ্ছে যেখানে ব্যবস্থা আছে, সেখানে অব্যবস্থাও পাশাপাশি থাকে। তাই এই অব্যবস্থার দিকটাই লক্ষনীয়, যেহেতু এর সঙ্গে মানব জীবন সম্পূর্ণভাবে জড়িত এবং জন জীবন জড়িত, কাজেই এখানে যদি কোন অব্যবস্থা চলতে থাকে, তাহলে তার প্রতি সকলের নজর বেশী করে পড়বে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সত্যি সেখানে একটা চরম অব্যবস্থা চলছে, আর তার অন্তর্নিহিত কারণগুলি যদি ঘাটা যায়, বা দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে এর মধ্যে রয়েছে ডাক্তারদের স্বার্থ বা কোন্দল এবং তারই পিছনে রয়েছে প্রশাসনিক কিছু আমলার সহযোগিতা এবং তথা-

কথিত কিছু ভদ্রবেশী সামাজিক জীব, যারা এই সমাজের মধ্যেই ভদ্রভাবে বসবাস করছেন। কাজেই সবগুলি মিলয়ে আমাদের জি,বি, হাসপাতালের পরিবেশকে বা আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরটাকে বিষিয়ে তুলছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আজকের নতুন কথা কিছু নয়। আমি নিজে গত ২১শে জুলাই এই হাসপাতালে একটা অপারেশন কেইস নিয়ে গিয়েছিলাম, আর তার জন্য আমাকে ছুটে যেতে হয়েছিল ঐ মন্ত্রী বাহাদুরের কাছে, এমন কি সেখানে মুখ্যমন্ত্রীরও হস্তক্ষেপ হয়েছে, তারপরে ছুটে গিয়েছিলেন, আমাদের উপমন্ত্রী শ্রীশৈলেশ সোম এবং অর্থ মন্ত্রী দে বন্ধ কিশোর চৌধুরী এবং এই শহরের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। কাজেই এই সব ঘটনা যদি আমরা ভাল করে দেখি, তাহলে আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে আমাদের ডাক্তারেরা যেখানে সমাজ সেবার সঙ্গে জড়িত, মানবতার সঙ্গে জড়িত, আজ সেখানে আছে শুধু স্বার্থ, টাকা পয়সা এবং যার যার অভিরুচি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আরও লজ্জার সঙ্গে বলতে হয় এবং আমাদের বিশ্বাস করতে হয় যে আজকের যুগেও আমাদের সমাজের মধ্যে রক্তচোষা বলে এক শ্রেণীর লোক বাস করে। আজকে আমাদের জি, বি, হাসপাতালে একটা ব্লাড ব্যাঙ্ক রয়েছে এবং সেই ব্লাড ব্যাঙ্কের সাথে কিছু সংখ্যক লোক জড়িত থাকে, যারা নাকি সেখানে ব্লাড বিক্রি করে। অথচ এই হাউসেই বার বার এই ব্লাড ব্যাঙ্ক সম্পর্কে নানা অভিযোগ করা হয়েছে এবং সেগুলি সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রীরা বলেছেন যে তার একটা প্রতিকার করা হবে, কিন্তু আজ পর্যন্তও সেটার কিছু করা হয়নি। তারপরে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের গোলমালের সময়ে এখানে একটা সেন্ট্রাল মেডিক্যাল ষ্টোর হয়েছিল এবং সেই মেডিক্যাল ষ্টোরের ঔষধপত্র হাসপাতাল এবং ডিসপেনসারীগুলিতে না গিয়ে রিক্ত মানুষের চিকিৎসায় না লেগে খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে। তাই দেখা যাচ্ছে যে হাসপাতাল গুলিতে রোগীরা গেলে তাদের প্রয়োজনীয় কোন ঔষধ দেওয়া হয় না, বলা হয় তোমরা বাইরে থেকে কিনে নেবে। তারপরে আজকে আমাদের এখানে যারা হাসপাতালের কর্মচারাদের নিয়ে এবং নার্সদের নিয়ে আন্দোলন করেন, তাদের দাবী দাওয়া নিয়ে কথা বলেন, তাদের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ যে তারা ঐ সব কর্মচারীদের তাদের কর্তব্য এর কথাও স্মরণ করিয়ে দেন, শুধুমাত্র দাবী দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করলে চলবে না, তাদের যে কর্ত্তব্য আছে, সেটাও তাদের অবশ্যই পালন করতে হবে। তাদের যেমন রোগীদের সম্পর্কে একটা দায়িত্ব আছে, তেমনি তাদের পাওনাও আছে, কাজেই শুধুমাত্র পাওনা নিয়ে আন্দোলন করলে, সেখানে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়ে উঠে না। তাই বলব আপনারা রাজনীতি করেন, ভাল কথা, কিন্তু রোগাক্রান্ত মানুষদের কথা মনে রেখে তাদের ভালভাবে যাতে চিকিৎসা হতে পারে, আমার আবেদন যে নার্সদের দিয়ে, হাসপাতালের ষ্টাফদের দিয়ে রাজনীতি নাই বা খেললেন। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি নাই বা করলেন। মুখে তো মানব দরদী কথা বলেন, একটু প্রমাণ দিন যে আপনারা মানব দরদী। আমার বিশ্বাস যে সমস্ত দুর্নীতির কথা বলা হয়েছে পি, এ, সি এর যে রিপোর্ট তাতে যে দুর্নীতির কথা বলা হয়েছে, এটা ২১শে জুলাই ঐ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমিও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম এবং ২২শে জুলাই মাননীয় সদস্য যদুবাবুও তদন্তের

কথা বলেছিলেন। সবচেয়ে লজ্জার ব্যাপার মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মেডিক্যাল সেক্রেটারীকে নিজে চিঠি দিয়েছিলাম এই ঘটনা তদন্ত করার জন্য জুলাই মাসে। আজকে ডিসেম্বর। অদ্যাবধি আমার চিঠির জবাব পাইনি। আজকে দেখা যায় যে প্রশাসন চলছে হাসপাতালে একজন ভাল ডাক্তার থাকতে পারে না কি একজন ভাল প্রশাসক কেউ হতে পারেন কিনা এটুকু আমার জানা নেই। আজকে যদি হাসপাতালের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কনফিডেন্সিয়াল কোন রিপোর্ট ডি, এইচ, এস, ডিপার্টমেন্টে পাঠানো হয় সেই একটা চক্র আছে সেই চক্র ঐ কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট যার অ্যাগেনষ্টে ছাড়া হয়েছে ওকে দেখিয়ে দেয় যে তোমার অ্যাগেনস্টে এই কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। ওদের মধ্যে যে ক্ল্যাশ ঐ ক্ল্যাশ আরও বাড়ানো হয়। এর যদি অবসান না ঘটানো যায় তাহলে আমরা যতই বলি তদন্ত, যতই বলি পি, এ, সি, রিপোর্ট ততক্ষণ পর্যন্ত কোনটাই কার্যকরী হবে না। ডাক্তারদের অর্থাৎ যারা সেবা করেন তাদের সেবা মনোবৃত্তি থেকে ব্যবসা মনোবৃত্তি বড় হয়ে গেছে। তারা জিজ্ঞাসা করবেন কার অ্যাডভাইস, কার রোগী? ডঃ বসাকের, ডঃ সাহার? ডঃ দে'র না ডঃ চক্রবর্তীর? আজকে এক ডাক্তার অন্য ডাক্তারের রোগী দেখে না। এর ফলে হাসপাতালে এসেছে একটা অরাজকতা, একটা চরম বিশৃঙ্খলা। (রেড লাইট) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আরও দু'মিনিট বলব।

আজকে হাসপাতালে পানীয় জল পাওয়া যায় না। এমন ঘটনাও আছে যে অপারেশন থিয়েটারে গেছে, ইলেকট্রিসিটি ফেল করেছে। আজকে পি, এ, সি, রিপোর্টে উঠেছে যে টেণ্ডার কল নিয়ে হের ফের হয়েছে, কিছু বিরূপ মন্তব্য ঐ রিপোর্টে রয়েছে। এই ব্যাপারে আমার একটা সাজেশান ত্রিপুরা সরকারের কাছে যে এনিমেল হাজবেনড্রি ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, যে এগ্রিক্যালচার ডিপার্টমেন্ট রয়েছে যারা কৃষি খামার করেন, যারা পোলট্রি ফার্ম করেন। যদি সরকার এই খাদ্য পরিবেশনের ভার গ্রহণ করেন, যদি এনিমেল হাজবেনড্রি ডিপার্টমেন্ট থেকে ডিম মাংস এবং তরীতরকারী দেওয়া হয় তাহলে আজ এরকম হয় না। কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বিশ্বাস এটা হতে পারে না। কারণ এর সংগে কিছু আমলা চক্র জড়িত রয়েছে যার জন্য হের ফের হয়। আমার বিশ্বাস মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই দিকে দৃষ্টি দেবেন এবং আমি আশা করি উনি উনার দপ্তরে দুর্নীতি দমনে উনার সততার পরিচয় দিবেন এবং আজকে হাসপাতালের সম্পর্কে যে সমস্ত কথা আমাদের বলতে হচ্ছে আমি আশা রাখি আগামী সেসনে এই সমস্ত কথা বলতে হবে না। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—** অনারেবল মিনিষ্টার শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

**শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য মিঃ চৌধুরী "জি, বি, হাসপাতালে ঔষধপত্র, পথ্য, যন্ত্রপাতি, বিছানাপত্র, নার্স' এবং চতুর্থ

শ্রেণীর কর্মচারীর অভাবে চরম অব্যবস্থা"—এই একটা ডিস্কাসন হাউসের সামনে এনেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, জি, বি, হাসপাতালটা আরম্ভ হয় ১৯৬১ ইংরেজীতে। এটা ত্রিপুরা ষ্টেটের একটা সেন্ট্রাল হাসপাতাল। বর্ত্তমানে জি, বি, হাসপাতালে কতগুলি সেকশান আছে এবং স্পেশালিষ্ট আছে। যেমন মেডিসিনে আছে, সার্জারীতে আছে, গাইনাকোলজীতে আছে, ই, ইন, টি,তে আছে, যৌন রোগে আছে, চর্মরোগে আছে, দাঁতে আছে, অর্থোপেডিক আছে, টি, বি, রোগী আছে, এগারটা আমাদের স্পেশালিষ্ট আছে। ত্রিপুরা বাসীর পক্ষে আমি বলব যে গৌরবের ব্যাপার যে জি, বি, হাসপাতাল ইষ্টার্ণ রিজনের মধ্যে বেস্ট হাসপাতাল। কিন্তু বিরোধী পক্ষের লোকেরা একটুকুও বলেন না যে তাদের সৌভাগ্য যে এই রকম একটা হাসপাতাল ত্রিপুরা রাজ্যে আছে যে এগার জন স্পেশালিষ্ট আছে এবং এই হাসপাতালে যে সমস্ত রোগের চিকিৎসা হয় এবং সার্জারী হয়, ইষ্টার্ণ রিজনের কোন হাসপাতালেই এটা হয় না। আমি বলব এটা আমাদের গৌরবের ব্যাপার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাংলা দেশের ইস্যু উপলক্ষে আমাদের জি, বি, হসপিটালে প্রায় এগার হাজার রোগীর চিকিৎসা হয়েছে। হঠাৎ এত রাশ হওয়ায় সাময়িক মিস-ম্যানেজমেন্ট হতে পারে এটা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কোন মিস-ম্যানেজমেন্ট আছে বলে আমি মনে করি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা বলছেন যে এই হাসপাতালে ঔষধের অভাব। আমি বলব যে আমাদের ত্রিপুরায় যে পরিমিত ঔষধ দেওয়া হয় ইণ্ডিয়ার কোন হসপিটালে এই পরিমাণ ঔষধ দেওয়া হয় না। (এ ভয়েস—তাই সেন্টাল গভর্ণমেন্টের প্রস্তাবিত ষ্টোর বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।) মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, প্রতিটি রোগীর জন্য ৩৫০ টাকা খরচ হচ্ছে। আমবালা হরিয়ানাতে একটা রোগীর জন্য খরচ হচ্ছে ১৬৫ টাকা, যে জায়গাতে আমরা খরচ করেছি ৩৫০ টাকা। সুতরাং জি, বি, হাসপাতালে ঔষধের অভাব সব সময়েই থাকবে এটা আমি মনে করি না, কোন কোন সময় হতে পারে। জি, বি, হাসপাতালে মেডিক্যাল ষ্টোর ডিপো থেকে ঔষধ আনা হয়। ১৯৭১-৭২ সালে আমরা ৬,৭৫,৯৭৭ টাকার মেডিসিন এনেছি এবং বিশ হাজার টাকার ঔষধ বাজার থেকে কিনেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭২-৭৩ সালে, বর্ত্তমান বৎসরে ১৩,৩৯,১৮৭ টাকার ঔষধ আনার ব্যবস্থা আছে এবং ১৫ হাজার টাকার ঔষধ লোকেল মার্কেট থেকে খরিদ করা হবে। সুতরাং আমাদের এখানে ঔষধপত্রের অভাব আছে এই কথা বলতে পারি না। আমি বলব অন্যান্য ষ্টেটে যে পরিমিত ঔষধ দেওয়া হয় তার চেয়ে অনেক বেশী ঔষধ এখানে দেওয়া হয়। আমাদের ইনডোর বিভাগ এবং আউটডোর বিভাগে আমি আগেই হিসাব দিয়েছি যে এই পরিমিত টাকা খরচ হয়। আউটডোর পেশেন্টকে তেরই এবং গট-স্পকট্রোরাম এনটিবায়োটিক ছাড়া অন্যান্য ঔষধ তাদের সাপ্লাই করা হয়। এবং এই সমস্ত ঔষধ যখন তারা ইনডোর পেশেন্ট হয় তখন তাদের দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু আমি বলতে পারি আমাদের পার্শ্ববর্তী কয়েকটি ষ্টেটেই আউটডোর পেশেন্টকে কেবল মিকশ্চার দেওয়া হয়ে থাকে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এখানে (গণ্ডগোল) সম্পর্কে বলেছেন সেই সম্পর্কে আমি বলতে চাই বাজারে জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে এই কথা ঠিক এবং সেই

কারণে যদি কোন সময় ডিম মাছ মাংস না পাওয়া যায় তাহলে তার পরিবর্তে আমরা শাক সবজি দিয়ে তা পূরণ করে থাকি। দুধ সাপ্লাই যদি কোন সময় ডেয়ারী থেকে পরিমিত দুধ সাপ্লাই করতে না পারে তখন সর্টেজ হতে পারে। তবে আমি হিসাব দিতেছি গত তিন মাসে যে পরিমিত দুধ সাপ্লাই করা হয়েছে, মাছ মাংস সাপ্লাই করেছে আমি তা হাউসের সামনে দেখাচ্ছি (গণ্ডগোল) মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের প্রতি পেশেন্টকে গড়ে ৪ টাকা করে ডায়েট দেওয়া হয়ে থাকে। গত সেপ্টেম্বর, অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসে শতকরা ১৪টি মিলে মাছ মাংস ডিম দেওয়া হয়েছে। (গণ্ডগোল) মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলিতেছি হাসপাতালে ডায়েট দেওয়া হয়েছে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় তারা সত্যের অপলাপ করছেন সেই জন্য আমি হিসাব দিচ্ছি। (গণ্ডগোল) মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় দুধের সরবরাহ পরিমাণ ছিল প্রয়োজনের তুলনায়—যথাক্রমে শতকরা ৮১·৯৬ পার্সেন্ট এবং ৯৬ পার্সেন্ট। সুতরাং দুধ জি. বি, হাসপাতালে সাপ্লাই হচ্ছে না এই কথা ঠিক নয়। টি, বি, পেশেন্টকে রীতিমত খাইতে দেওয়া হচ্ছে না এই কথা সরকার অবগত নহেন তারা ষ্ট্রাইক করেছিল এই কথাও সরকার অবগত নহেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় যদি ঐ রকম কোন হাংগার ষ্ট্রাইক করা হতো তাহলে বিরোধী পক্ষ থেকে স্পেসিফিক ডেইট দিয়ে বলতে পারতেন। সুতরাং এই কথা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। (গণ্ডগোল) মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আধুনিক চিকিৎসায় টি, বি, পেশেন্টকে স্পেশাল ডায়েট দিতে হবে এই রকম কোন বিধান নাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় টি, বি, পেশেন্টকে হাসপাতালের ৩ নম্বর যে ডায়েট আছে তার অতিরিক্ত ২৩৩ গ্রাম ভাত এবং ১০ গ্রাম চিনি দেওয়া হয়ে থাকে। জেনারেল পেশেন্টের চেয়ে ২৩৩ গ্রাম ভাত এবং ১০ গ্রাম চিনি অতিরিক্ত পান। সুতরাং তারা যে কথা বলেছেন তা আমি স্বীকার করতে পারি না। এবং ইহা সত্যের বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় বিরোধী পক্ষের সদস্য বলেছেন···মেসিনের কথা এটা আউট অব অর্ডার এই কথা ঠিক নয়। গত জুন মাসের শেষ দিকে মেসিনটা নষ্ট হয়ে যায় মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের দুইটা মেসিন ছিল এবং গত সেপ্টেম্বর মাসে নষ্ট হয়ে যায়। তারপর মিকানিক্স বা যন্ত্রপাতি না পাওয়ায় সেই মেসিনটা ইমিডিয়েটলি রিপেয়ার করার জন্য একজন ডাক্তারকে অক্টোবর মাসে কলিকাতা পাঠানো হয়। কিন্তু সেই মেসিনের বিদেশী পার্টস না পাওয়ায় রিপেয়ার করা সম্ভব হয় নাই বিদেশী জিনিষ না পাওয়ায়। কিন্তু হাউসের কাছে আমি একটি কথা বলতে চাই যে চেষ্টার সরকার পক্ষ থেকে ত্রুটি করা হয় নাই। আমরা আর একটি দেশী মেসিন অর্ডার দিয়েছি আশা করি ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই পেয়ে যাব। সুতরাং আমি এই কথাই বলতে চাই আমাদের সরকার তরফ থেকে চেষ্টার ত্রুটি করা হয়েছে এই কথা বলা যায় না। (গণ্ডগোল) মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় বিরোধী পক্ষের সদস্য বলেছেন জি, বি, হাসপাতালে নাকি ৪২০টি বেড আছে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলব তিনি হাসপাতালের কোন খবরই রাখেন না এবং আমাদের জি, বি, হাসপাতালে ৩০০টি বেড আছে।···

আমি বলব হসপিটাল সম্পর্কে কোন খবর রাখেন না। কেননা, আমার জি, বি, হাসপাতালে তিনশত বেড আছে। এবং সেই তিনশত বেডের জন্য যে ম্যাট্রেস, যে চাঁদর, যে কম্বল দরকার, সেই পরিমিং আছে। তবে আমাদের জি, বি, হাসপাতালে ক্যাপাসিটির অধিক রোগী ভর্তি হয়ে থাকে, সেইজন্য কোন কোন সময় শর্ট পড়তে পারে। আমি এই তিনশত বেডের অধিক, আমার যে পাঁচ শত রোগী সাধারণতঃ হয়ে থাকে, গড়পরতা, আমরা হিসাব করে দেখেছি, যারা সেই ক্যাপাসিটির বাইরে থাকে, তাদের ম্যাটরেস দেওয়া সম্ভব হয় না, কিন্তু তাদেরকে বিছানা, কম্বল বা বেড শীট ইত্যাদি দেওয়া হয়ে থাকে। ধুলাই সম্পর্কে অনেকে বলেছেন ধুলাই রীতিমত হয়ে থাকে, তবে তার জন্য আমরা যান্ত্রিক, মেকনিক্যাল লনড্রি করার পরিকল্পনা করেছি, আশা করি সেই মেকানিক্যাল লনড্রি যদি অচিরেই ষ্টারট করতে পারি, তাহলে যে অসুবিধা আছে, সেগুলি দূরীভূত হবে। তাঁরা হাসপাতালে ডাক্তার শর্ট ইত্যাদি বলেছেন। নার্সে'র শর্ট বলেছেন। কিন্তু আমি একথা বলব যে আমাদের যে ক্যাপাসিটি জি, বি, হাসপাতালে তিনশত বেড, সেই তিনশত বেডের জায়গায়, আমাদের গড়পরতা পাঁচশত যে রোগী হয়, সেই তুলনায় আমাদের ডাক্তার ওখানে বেশী আছে, নার্স বেশী আছে, চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারী অনেক বেশী আছে। সুতরাং সরকার জি, বি, হাসপাতালের প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছেন না, এই সমস্ত অভাব রেখেছেন, একথাটা ঠিক নয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সেই হিসাবটা এখানে দিচ্ছি। একসপার্ট কমিটির যে রিপোর্ট, সেই অনুযায়ী তিনশত বেডের জন্য ৩১ জন ডাক্তার থাকতে পারে, কিন্তু জি, বি, হাসপাতালে আছে ৫৬ জন। যদি পাঁচশত রোগী থাকে, তাহলে ৪৭ জন ডাক্তারের প্রভিশন, সেই জায়গাতে আমরা ৫৬ জন রেখেছি। এ্যাসেম্বলীতে নার্স শর্ট বলা হয়ে থাকে, তিনশত বেডের জন্য সেই কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ৪০ জন নার্স থাকতে পারে, সেই জায়গাতে আমাদের ১১৬ জন নার্স আছে, এবং পাঁচ শত বেডের জন্য ৮০ জন নার্স পাইতে পারে। চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারী ১০৪ জন রাখা যেতে পারে, তিন শত বেডের জন্য, সেই জায়গাতে ১৮৩ জন আছে, পাঁচশত বেডের জন্য ১৭০ জন লাগে। সুতরাং ষ্টাফ আমাদের রীতিমত আছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী পক্ষের সদস্য বলেছেন যে এখানে মৃত্যুর হার বেশী, তিনি হয়তো জানেননা, সারা ভারতবর্ষে যে মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে সেটা হচ্ছে ১৫.৯, আর আমাদের ত্রিপুরাতে প্রতি হাজারে ১৪.৬। সুতরাং আমাদের এখানে মৃত্যুর হার কম আছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি বলেছেন যে সোনামুড়ার একজন ভদ্রলোক, অফিসার, তাঁকে কেবিন দেওয়া হয় নি। আমাদের কেবিন'এর সংখ্যা কম, কেবিন না থাকলে কিভাবে দেওয়া হয় আমি জানিনা, তাদের জেনরেল ওয়ার্ডে রাখা হয়। আরেকটা কথা বলা হয়েছে যে টি, বি, ডাক্তার বি, এস, এফ'এ কাজ করছেন। আমি বলব তিনি সত্যের অপলাপ করেছেন। ডাঃ নীলমনি দেববর্ম্মণ, ইনচার্জ টি, বি, হাসপাতাল, ডাক্তার সি. আর, দেব এবং ডাক্তার এস, দেবনাথ, এই তিনজন ডাক্তার আছে সেখানে। ডাক্তার এস, দেবনাথ, তিনি টি, বি, ওয়ার্ডে জি, বি, তে'ও থাকেন, বি, এস, এফ'এ এ্যাটেণ্ড করেন, আর দুইজন হাসপাতালেই থাকেন। কিন্তু সেটা

তিনি হাউসের সামনে সাপ্রেস করেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি এক্সরে প্লেট পাওয়া যায় না, বলেছেন, সেটা আমি স্বীকার করি, কারণ সমগ্র ভারতবর্ষেই এই এক্সরে প্লেটের অভাব আছে, অভাব সত্বেও আমরা তা সংগ্রহ করছি এবং তা রীতিমত দেওয়া যায় না, কোন কোন সময় সর্টেজের দরুণ না দেওয়া হতে পারে। যদি সাপ্লাই হয়, তাহলে আমরা চেষ্টা করে দেখব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি বলেছেন যে ডেড বডি নাকি দুই দিন পর্যন্ত পড়ে থাকে, আমি সেকথা স্বীকার করতে পারিনা এবং তাঁরা এমন কোন ইনষ্টেন্স দিতে পারেন নি, নাম ধাম দিয়ে যে অমুক রোগী দুই দিন পড়েছিল, তা তাঁরা দিতে পারেন নি, বাতকে বাত এটা কথার কথা তিনি বলেছেন সেটা ঠিক নয়। এই অবস্থায় আমি বলব যে জি, বি, হাসপাতাল ইষ্টার্ণ জোনের বেষ্ট হসপিটাল এবং সেখানে কোন মিসমেনেজমেন্ট নাই বলেই আমি বলব।

**Mr. Dy. Speaker :—** There is another discussion on Matters of Urgent Public Importance for Short duration on—

'ত্রিপুরা সরকারের এইডেড হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলগুলির সংগে সরকারের সহযোগিতা-পূর্ণ মনোভাবের ক্রমাবনতির ফলে অচলাবস্থার সম্ভাবনা সম্পর্কে।

Notice has been given by Shri Jatindra Kr. Majumder. I call on Shri Jatindra Kr. Majumder to start discussion.

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আই লাইক টু রেইজ ডিসকাশন অন—'ত্রিপুরা সরকারের এইডেড হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলগুলির সংগে সরকারের সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের ক্রমাবনতির ফলে অচলাবস্থার সম্ভাবনা সম্পর্কে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার জন্য আজকে এই হাউসে এটা নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি। মাননীয় স্পীকার, যে এটা এ্যাডমিট করেছেন, তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। বেসরকারী স্কুল এবং সরকারী স্কুল ত্রিপুরা রাজ্যে রয়েছে যথেষ্ট। সরকারী স্কুল, আমি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল মীন করছি, যথেষ্ট রয়েছে, তার তুলনায় বে-সরকারী স্কুল কম। বেসরকারী স্কুলগুলি গড়ে উঠেছে জনসাধারণের ডাইরেক্ট কনট্রিবিউশানের উপর নির্ভর করে, যেমন...সরকারী স্কুল নাই বলে সেখানে জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে, বিশেষ দান দিয়ে, বিশেষ শ্রমের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে, কনষ্ট্রাকশন করে সেই স্কুল ষ্টার্ট দিয়েছে, তার পরবর্তী সময়ে এষ্টাব্লিশমেন্টের পরিমিত জায়গা সংগ্রহ করে কনষ্ট্রাকশান ইত্যাদি করে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে পর এ্যাজপার রুল সরকার তাদেরকে রিকগনিশান দেন এবং দিয়েছেন এবং সেইভাবে তাদেরকে রেকারিং গ্রান্ট দিয়ে যাচ্ছেন, এবং দিয়ে যাবেন আশা করি। জনসাধারণের প্রচেষ্টা, তাতে সরকারী সাহায্য, জনসাধারণের জনসেবা করার সদিচ্ছা, তার সংগে সরকারের সহযোগিতা, এইসব মিলিয়ে

আজকে যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে, সেইগুলির প্রতি সরকার আজকে সৌজন্যতা-মূলক নয়, সরকারের বিশেষ একটা দৃষ্টি—সরকারী স্কুলের সংগে বেসরকারী স্কুলগুলি যাতে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে গড়ে উঠতে পারে, সেইদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। আমার বক্তৃতা কিছুটা সংক্ষেপ করতে চাই, কারণ আজকে যে ডিসকাশনে রেইজ করেছি, এখন ৩-৩০ বাজে, কাজেই অন্যান্য সদস্যরাও এর মধ্যে অংশ গ্রহণ করবেন, খুব বিস্তারিত আকারে বলে তাদের সময় আমি নিতে চাইনা। সরকার সরকারীভাবে স্কুল পরিচালনা করেন বেসরকারী স্কুলগুলির এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি—মেনেজিং কমিটি, তারা সেটা পরিচালনা করেন। কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে যে ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষাবিভাগ বে-সরকারী স্কুলগুলির সঙ্গে যে সম্পর্ক আছে সেটা আস্তে আস্তে একটু তিক্ততা বেড়ে চলেছে। অথচ এখন এমন পর্যায়ে গিয়ে পড়েছে যে তার দরুণ বেসরকারী স্কুলগুলি আজ সেটা জনসাধারণের সেবামূলক মনোভাব নিয়ে এগোতে পারছে না। সেটা যে কারণেই হোক সেটা শিক্ষা বিভাগের অসহযোগিতা আজকে ম্যানেজমেন্ট কমিটি অব দি বেসরকারী গভর্ণমেন্ট এইডেড, স্কুল এবং ডিপার্টমেন্ট। তার জন্য সে সম্পর্কের কিছুটা অবনতি হয়েছে বলে আমি মনে করি। কারণ উদাহরণ হিসাবে আমি বলতে চাই কয়েকটা কথা সেই যে গ্রেনটিং এইড সেটা ৯০ পার্সেন্ট দেওয়া হচ্ছে সেটা ত্রিপুরা সরকার ডিসিশান নিয়েছেন। সেটা আমরা বলি না যে সেটা ভুল বা তার চেয়ে বেশী এখনই দেওয়া যাক। কিন্তু সে গ্রেন্টটা সময়মতো দেওয়ার মধ্যে কি অসুবিধা থাকতে পারে। যদি কোন অসুবিধা থাকে সে অসুবিধা দূরীভূত করার জন্য সরকারের প্রচেষ্টা থাকা যেমন দরকার তেমনি দরকার আজকে মেনেজমেন্ট কমিটিগুলি তাদের, তেমনি সরকারের সে দিকে দৃষ্টি রাখলে পরে কোপারেশান থাকলে পরে, একটা এডজাসটমেন্টর আজকে যদি সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে সেটা সম্ভব হতে পারে তাড়াতাড়ি পাওয়ার কারণ শিক্ষক বা ষ্টাফ যারা বেসরকারী স্কুলে আছেন তারা স্বভাবতই মনে করে থাকে যে আমরা যদিও সমান শিক্ষিত সরকারী স্কুলের এম,এ অথবা অনার্স শিক্ষক, যে কোন স্তরের অথবা যে কোন ক্লাশের শিক্ষক আজকে যেভাবে বেতন পাচ্ছেন তাদের স্কুলে ঠিক সে ভাবে পাচ্ছেন না। কিন্তু কোন কোন স্কুলে দেখা যায় যে বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকরা মধ্যে একটা সাধারণভাবে এ কথা জেগে উঠছে যে সরকার আমাদের প্রতি সেভাবে দৃষ্টি রাখছেন না। বৈষম্যমূলক দৃষ্টি রাখছেন তার ফলে তারা সমান শিক্ষিত হয়েও তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডিপ্রাইবড হচ্ছেন। তাদের মনে এই রকম চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক। আমি কয়েকটি স্কুলের নাম বলতে পারি তার মধ্যে একটা স্কুলের একজামপোল দিয়ে বলছি যেটা সহরেই আছে। যেখানে শিক্ষকদের বেতনের হার নিয়ে, আমি বলছি এম, এ, এবং অনার্স যারা ১৯৬৯ সালের ৭ই জুলাই ডিপার্টমেন্ট স্বীকার করেছেন যে এম, এ, এবং অনার্স শিক্ষক যারা তাদের হায়ার স্কেইল আমরা দিব। সেই হারে যেহেতু ডিপার্টমেন্ট স্বীকার করেছেন সেই স্কুলের মেনেজমেন্ট কমিটিও অস্বীকার করার উপায় নাই, তাদেরকেও স্বীকার করে নিতে হয়েছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে কি দেখা যায় যে আজকে পর্যন্ত খবর নিয়ে জানা যায় যে সে স্কেইল

অনুসারে ডিপার্টমেন্ট তাদেরকে স্কেইল দিচ্ছেনা। সে স্পেসিয়াল কেস সেটা স্বীকার করে নিয়েছেন ইফেক্ট দিবে বলে সেটা দিচ্ছে না। যার ফল স্বরূপ হাজার টাকা স্কুল মেনেজমেন্ট কমিটিকে নিজের থেকে বহন করতে হচ্ছে। যেটার ৯০ পার্সেন্টও তারা সরকার থেকে পাচ্ছে না। হিসাব করে দেখা যাবে যে একই স্কুলে যেমন প্রাচ্যভারতী স্কুলে ২৫ হাজার টাকা দেনা। সে এমাউন্ট বেড়ে হয়েছে ২৫ হাজার টাকা। বেসরকারী স্কুল চালাচ্ছে যারা তাদের কাহারও পকেট থেকে যে দেওয়া হয় না সেটা সরকারও জানেন ডিপার্টমেন্টও জানেন। সেটা আজকে সরকার ৯০ পার্সেন্ট দিচ্ছে। কিন্তু যেখানে সরকার বা ডিপার্টমেন্ট স্বীকার করে নিয়েছেন এই স্কেইল তাদেরকে দেওয়া হবে সেটা কি কারণে জানিনা। যদি বন্ধ করে রাখা হয় আর সে টাকার দাবী তাদের আছে সে দাবী তারা ছাড়বে না ম্যানেজমেন্টের কমিটির কাছে। কারণ ম্যানেজমেন্ট কমিটি সেটা দিতে হয়। কি করে দিবে সে ক্ষেত্রে তার কোন গ্রান্ট পাচ্ছে না। এই ক্ষেত্রে ডিপার্টমেন্ট, আমি মনে করি এইটা বৈষম্যমূলক আচরণ এবং সহযোগিতা করছেন না। এপয়েন্টমেন্ট রিগার্ডিং এপয়েন্টমেন্ট অব দি টিচারস্ এবং ষ্টাফ, টিচারস্ এপয়েন্টমেন্ট করা হয় আমাদের এখানে যে বেসরকারী হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে সেগুলি আমাদের ত্রিপুরাতে শিক্ষক পরিষদ না থাকাতে সেখানে ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশান রুলস যেটা আছে সেটাকে ফলো করা হয়। সে রোলসে কমিটির পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। এপয়েন্টমেন্টে সমস্ত ফরমিলিটিস বজায় রেখে এমপ্লয়মেন্ট থেকে নাম নিয়ে ইন্টারভিউ নিয়ে তারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবেন যোগ্য ব্যক্তিকে বা শিক্ষককে বা ষ্টাফকে। সে ক্ষেত্রে কি দেখা যায় সেটা শিক্ষা বিভাগ ১৯৬৯ সালে তাদের উপরে চেপে দিলে একটা সার্কুলার দিয়ে না তোমরা যদি ইন্টারভিউ নেও ম্যানেজমেন্ট কমিটি তাহলে আমাদের শিক্ষা বিভাগ থেকে ইনসপেক্টর অব স্কুলকে রাখতে হবে যদি এই ব্যবস্থা থাকে আবার দেন হেডমাষ্টার এবং এসিসটেন্ট হেডমাষ্টার। আর হেডমাষ্টার এবং এসিসটেন্ট হেডমাষ্টারকে যদি নিযুক্ত করা হয় সে ক্ষেত্রে ডিপুটি ডিরেক্টারকে রাখতে হবে।

তাহলে আমরা কি দেখবো যেখানে রুলসে তাদেরকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে তারা বাছাই করবেন এবং উপযুক্ততা নির্ধারণ করবেন এবং করে তারাই নিযুক্ত করবেন এবং সরকার যেমন এমপ্লয়মেন্ট থেকে নাম নিয়ে এবং সেটা পেপারে এডভারটাইজ করে ফরমেলিটিস বজায় রেখে যদি ইন্টারভিউ নেয়। তার মধ্যে আবার চেপে দেওয়া হলো না ইনসপেক্টর অব স্কুল থাকবেন এ্যাজ এ মেম্বার অব দি সিলেকশান কমিটি অব ইনটারভিউ বোর্ড। অথচ হেডমাষ্টার বা এসিসটেন্ট হেডমাষ্টারের ব্যাপারে থাকবেন ডিপুটি ডিরেক্টার। কাজেই এই যে ম্যানেজমেন্ট কমিটি তথা সেই স্কুলের ষ্টাফ বা সেখানকার ছাত্ররা বা লোকেলিটির গার্জিয়ানরা কিভাবে যে ম্যানেজমেন্ট কমিটিকে শিক্ষা বিভাগ বিশ্বাস করছেন না অথবা তাদের ফাংশান ঠিক ঠিকভাবে করতে দিচ্ছেন না। তাদের ফাংশানে ইনটারাপট করছেন। তাহলে কি সেখানে দেখা যায় যে এই যে চেপে দেওয়া তার জন্য একটা অসন্তোষ। তারপর দেখা যায় এইভাবে স্বীকার করে নেওয়ার পরেও একটা গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর

হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। তারপরে দেখা যায়, যে এ্যাপয়েন্টমেন্টের বেলায় যথারীতি আইন কানুন মেনে চললেও ডিপার্ট'মেন্ট থেকে এপ্রুভ্যাল নিতে হয় এবং সেই এপ্রুভ্যাল নিতে গেলে, সেটা বছরের পর বছর ডিপার্ট'মেন্টে পড়ে থাকবে যদিও নিয়ম কানুন সব মেনে সিলেকশান করা হয় এবং এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়। অথচ যারা এ্যাপয়েন্টড টিচার্স', তারা তাদের বেতন ছাড়বে না, তাদেরকে বেতন দিতে হবে যে থেকে তাদেরকে নিয়োগ করা হল সেদিন থেকে অর্থাৎ যে দিন তারা চাকরীতে জয়েন্ট করলো, সেদিন থেকে বেতন দিতে হবে। কিন্তু এরজন্য তো তারা সরকার থেকে একাধিক গ্র্যান্ট পায় না। কাজেই দেখা যাচ্ছে এই এপ্রুভ্যালের বেলায় একটা বৈষম্য বা অসহযোগিতার মনোভাব রয়েগেছে, যার জন্য সেখানে একটা অসন্তোষ রয়েছে। তারপরে দেখা যায় বেসরকারী স্কুলে শিক্ষক ছাড়াও অন্য যে সব ষ্টাফ রয়েছে যেমন কেরাণী, পিয়ন, নাইট-গার্ড, সুইপার, দপ্তরী এবং লাইব্রেরী এ্যাসিষ্টেন্ট, তাদের জন্য সরকার একটি পয়সাও গ্রেন্ট দিচ্ছেন না, কিন্তু সরকারী স্কুলের বেলায়, তারা এই সবকিছু পাচ্ছে। কাজেই সরকারী এবং বেসরকারী স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে পাশাপাশি এই যে একটা বৈষম্য বা অসামঞ্জস্য রয়েছে, এরজন্য স্বাভাবিকভাবে একটা অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। অথচ সরকার এই বেসরকারী স্কুলগুলিকেও রাখতে চায়। কাজেই যদি এগুলিকে রাখতে চাওয়া হয়, তাহলে এই যে বৈষম্য চলছে, এইগুলি চলতে দেওয়া উচিত নয় বলে আমি মনে করি। আর একটা বিষয় হচ্ছে ম্যাচিং গ্রেন্ট বা ক্যাপিট্যাল গ্রেন্ট বেসরকারী স্কুলগুলিকে দেওয়ার ব্যাপারে সরকারের অনুদারতা সম্পর্কে।

**শ্রীনিশিকান্ত সরকার**—স্যার, এখন বাজছে পোণে তিনটা, আমাদের হাউস চলবে ৫টা পর্যন্ত। কাজেই এর সব আর কোন বিজনেস আছে কিনা, আমি জানতে চাইছি।

**মিঃ ডিপুটি স্পীকার**—আছে।

**শ্রীনিশিকান্ত সরকার**:—তা যদি হয়, তাহলে মুভার অব দি মোশান এখন পর্য্যন্ত বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন, অন্য মেম্বারেরা কি বলবেন?

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার**—তারপর মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ক্যাপিট্যাল গ্রেন্ট সম্পর্কে বলতে গেলে এইটুকু বলতে হয় যে আজকে আমরা কি দেখছি? আমরা দেখছি সরকারী স্কুলগুলি তো আছেই, তাছাড়াও অনেকগুলি বে-সরকারী স্কুল আছে, যেগুলি স্থানীয় জনসাধারণ তাদের নিজস্ব এলাকার প্রয়োজনে গড়ে তুলেছে, এবং এই স্কুলগুলি গড়ে তোলার জন্য স্থানীয় জনসাধারণ যে যা পেরেছে, সেই পরিমাণে কন্ট্রিবিউট করেছে। কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে তারা যে অনেক কষ্ট স্বীকার করে অনেক টাকা পয়সা খরচ করে সেগুলি গড়ে তুললো, তারা সেই সব স্কুলের মাষ্টারদের বেতন দিতে পারছে না, এবং আরও নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে, যাতে করে সেগুলি আগে যে অবস্থায় ছিল, এখন প্রায় সেই অবস্থায় রয়েছে। আমি এই ধরণের অনেকগুলি স্কুলের নাম বলতে পারি। কারণ আজকে সরকারী এবং বে-সরকারী স্কুলগুলির মধ্যে এত বেশী অসামঞ্জস্য রয়েছে—যেমন আমি প্রাচ্য ভারতী স্কুলের কথা বলতে পরি, এই স্কুলঘরটি আগুনে পুড়ে বা অন্য কোন ভাবে পড়ে গেল, অথচ

নূতন করে স্কুলটি যাতে হতে পারে, সেজন্য সরকার কোন ব্যবস্থাই নিল না। কিন্তু আজকে যদি এই রকম অন্য একটি সরকারী স্কুল পড়ে যেত, তাহলে রাতারাতি সরকার থেকে সেই স্কুলকে ঠিক করে ফেলতো, সেখানে টাকার কোন প্রশ্ন নেই, যত টাকা খরচ হউক না কেন, সরকার সেটা দিতেন ; অথচ বে-সরকারী স্কুল পড়ে গেলে সরকার থেকে টাকা দেওয়া হবে না। এবার সেখানকার স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনা করতে পারুক আর না পারুক, তাতে সরকারের কিছু আসে যায় না, অথচ ম্যানেজিং কমিটিগুলি নিজেরা যে করবে, সেই রকম আর্থিক অবস্থাও তাদের নেই। কাজেই সরকারী এবং বে-সরকারী স্কুল সম্পর্কে এই যে একটা বৈষম্য বা অসহযোগীতা, এটা অত্যন্ত দুঃখের। এখন আমি রাণীরবাজার বিদ্যামন্দির সম্পর্কে বলছি, এটার সম্পর্কে আপনারা সবাই জানেন যে এটা একটা অনেক পুরানো স্কুল। এখানে স্কুল কর্তৃপক্ষ ক্যাপিটাল গ্রেন্টের জন্য ডিপার্টমেন্টের কাছে আবেদন করল। তারপরে ডিপার্টমেন্ট থেকে বলা হল যে আপনারা এরজন্য একটা মাষ্টার প্লেন তৈরী করুন এবং মাষ্টার প্লেন করে আমাদের কাছে সাবমিট করুন। সেই মত কর্তৃপক্ষ একটা মাষ্টার প্লেন তৈরী করে এ্যাক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারকে দিয়ে এপ্রুভ করিয়ে ডিপার্টমেন্টের কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং ডিপার্টমেন্ট সেটা এপ্রুভডও করলেন এবং স্কুল কর্তৃপক্ষকে বললেন যে আপনারা এরজন্য ফিফটি পার্সেন্ট দিবেন আর আমরা দেব ফিফটি পার্সেন্ট। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষের অনেক অসুবিধা থাকা সত্বেও তারা সেটা স্বীকার করে নিল, এরজন্য অবশ্য স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল।

**মিঃ ডিপুটি স্পীকার**—মাননীয় সদস্য, আপনি অনেকক্ষণ বলেছেন, এখন আপনি শেষ করুন।

**শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী**—স্যার, উনি এখানে যে বিষয়টা তুলেছেন, সেজন্য তাকে একটু বেশী সময় দেওয়া দরকার।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার**—মাননীয় উপাধ্যক্ষ, মহোদয়, সেখানে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি অনেক অসুবিধা থাকা সত্বেও ফিফটি পার্সেন্ট দিতে স্বীকার করলেন, অথচ ডিপার্টমেন্ট কোন কিছু করতে রাজী হচ্ছে না। তারা আবার বললেন যে এ্যাক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার থেকে একটা কমপ্লিশান রিপোর্ট দিতে হবে, আমি বলি নিশ্চয় নিতে হবে, যদি সেই রকম কোন নিয়ম কানুন থাকে। তারপর এ্যাক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার একটা কমপ্লিশান রিপোর্ট দিলেন এই বলে যে দি ওয়ার্ক হ্যাজ বীন ডন এজ পার স্পেসিফিকেশান এবং ডিপার্টমেন্টেও সেটা মেনে নিলেন। কিন্তু একবছর পার হয়ে যাবার ডিপার্টমেন্ট আবার বললো যে এটা তো দেওয়া হবে না। কারণ ? কারণ হল যে কমপ্লিশান রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে, সেটা ঠিক হয়নি এটা আবার এ্যাকজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে জানানো হল যে কি মশাই, আপনি যে কমপ্লিশান রিপোর্ট দিলেন, এটা তো ঠিক হয় নি। এ্যাক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার বললো, আমি একজন টেক্নিক্যাল ম্যান, আমি কম্প্লিশান রিপোর্ট দিলাম—ওয়ার্ক হ্যাজ বীন ডান বলে, হলো না আবার কি কথা ? কিন্তু ডিপার্টমেন্ট বললো, না তিনি এই বিষয়ে এ্যাক্স-

পার্ট নন। কাজেই এই সব কথা কি যে অর্থ হতে পারে, তা আমি বুঝতে পারছি না। তাহলে সহজে বুঝতে পারা যায় যে এখানে একটা বৈষম্য বা অসহযোগীতা করা হচ্ছে। তবে সরকারী স্কুলের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা আমি এখানে বলতে চাই না। কিন্তু সেখানে দেখা যাচ্ছে কিছু একটা লিবারেল আছে, অথচ এখানে এত কড়াকড়ি কেন? যে সব ফার্মালিটিজ অবজার্ভ করার কথা, সেগুলির সবই অবজার্ভ করে দেওয়া হচ্ছে, অথচ দেওয়া হচ্ছে না। কাজেই সরকার যে কোন কারণেই হউক বা যে কোন আদর্শেই হউক সেগুলিকে স্তব্ধ করে দিতে চাইছেন, অর্থাৎ সেগুলির সঙ্গে কোন প্রকারের সহযোগীতা করতে চাইছেন না। তারপরে আছে—ট্রেনিং অব টিচার্স ট্রু দি বি, টি, কলেজ। এই ক্ষেত্রে ডিপার্টমেন্ট থেকে বে-সরকারী স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিগুলিকে বলা হচ্ছে যে আপনারা আপনাদের শিক্ষকদের নাম, কোয়ালিফিকেশান, তারা কেউ কনফার্ম কিনা, ইত্যাদি উল্লেখ করে লিষ্ট পাঠান, ৪ জনের নাম পাঠান। তারপরে স্কুল কর্তৃপক্ষ সিলেকশান করে, তাদের নাম পাঠালো, কিন্তু সেই নামের লিষ্ট মত তাদের ট্রেনিং এর সুযোগ সুবিধা দেওয়া হল না, ডিপার্টমেন্ট তাদের ইচ্ছামত অন্যদের সেই সুযোগ দিল। অর্থাৎ সেখানে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিকে হেয় করা হল। এতে স্কুলের টিচিং ষ্টাফদের মধ্যে একটা অসন্তোষের সৃষ্টি করা হল, অর্থাৎ কারো সিনিয়রিটি মানা হল না। সেখানে একজন শিক্ষক বলেছেন আমি ১৯৫০ সালে এই স্কুলে জয়েন করেছি, কিন্তু আমি ট্রেনিং এর কোন সুবিধা পেলাম না, আমার জুনিয়ার সেই সুবিধা পেল, ফলে আমার নানাদিক দিয়ে অসুবিধা হল—যেমন ট্রেনিং না নিলে ইনক্রিমেন্ট পাচ্ছেন না। কাজেই ডিপার্টমেন্ট এভাবেও ঐ সব স্কুলগুলির ম্যানেজিং কমিটিগুলির সাথে একটা অসহযোগীতা করে চলেছেন, কাজেই এটাও অত্যন্ত দুঃখের। আবার দেখা যাচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাশ ষ্টুডেন্টস যারা আছে, তাদের টিউশান ফি দিতে হয় না। কিন্তু ডিপার্টমেন্ট বলছে কেন তারা দেয় না, তাদের দিতে হবে, তাদের কতটা হয়েছে, একটা হিসাব কর, তোমাদের কাছ থেকে সেটা কেটে রাখা হবে। এ কি আশ্চর্য্যের কথা? এ ভাবে প্রাচ্য ভারতী স্কুলের ৫ হাজার টাকা আটকে রাখা হয়েছে। ডিপার্টমেন্ট থেকে বলা হচ্ছে তোমরা যে ৫ হাজার টাকা তাদের কাছ থেকে নিয়েছ, সে টাকা আমরা কেটে রেখে দিচ্ছি। কাজেই এই সব দিক দিয়ে মনে হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট, তাদেরকে মানুষের কাছে হেয় করার জন্যই এসব করছে। তারপর হচ্ছে ম্যাট্রিক, নন-ম্যাট্রিক টিচার। নন-মাট্রিক টিচার স্কুলে ছিল যখন স্কুল গঠন হয় তখন থেকে। হঠাৎ করে ডিপার্টমেন্ট সার্কুলার দিল নন-ম্যাট্রিক টিচার ছাঁটাই করে দাও, তাদের রাখা হবে না। কারণ এখন মেনেজমেন্ট ডিফারেন্ট। টাকা দেবেন ডিপার্টমেন্ট নাইন্টি পারসেন্ট। তাদের খবরদারী মানতে হবে। কিছুদিন পরে ছাঁটাই করে দিল। মিনিমাম কোয়ালিফিকেশান যাদের আছে ম্যাট্রিক এবং হায়ার সেকেণ্ডারি তাদের এ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হল। কিন্তু পরে আবার এক সার্কুলার হল যে আগে যাদের ছাঁটাই করা হয়েছে তাদের রেখে দাও। কোথায় রাখা হবে ভ্যাকেন্সী যদি না থাকে? তাহলে কি যাদের নাকি নূতন এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে তাদের ছাঁটাই করে দিয়ে তাদের জায়গায় ওদের এনে আবার

এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে হবে? তাতে একটা অসন্তোষ সৃষ্টি হবে ছাত্রদের মধ্যে, গার্জেনদের মধ্যে, ষ্টাফের মধ্যে। কাজেই এইভাবে তদারকি করা ঠিক নয়। এটা একটা অসহযোগিতা পূর্ণ মনোভাবের কারণ বলে আমি মনে করি। তারপর দেখা যাচ্ছে আজকে মিউজিকেল ইনষ্ট্রাক্টর যারা রয়েছে, নন্-মেট্রিক তাদের স্কেল সেম রয়েছে, স্কেলটা রিভাইজড হচ্ছে না। অথচ আমরা শুনেছি এডুকেশনের ডেপুটি মিনিষ্টারের কাছে যে তুলসীবতী স্কুলে মিউজিকেল ইনষ্ট্রাক্টর বা সংগীত শিক্ষয়িত্রীর পে ১৭৫-৩২৫/- করা হয়েছে। কিন্তু তাহলে ঐ যে বে-সরকারী স্কুলগুলি রয়েছে সেগুলিতেও তো এমন কেস রয়েছে। তাদের ক্ষেত্রে কেন করা হচ্ছে না। তাহলে এই যে অসযোগিতাপূর্ণ মনোভাব এটা কেন? তার কারণ কি? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একট্টা উদাহরণ দিয়ে এই শিক্ষা বিভাগের সংঙ্গে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ম্ম-কর্ত্তাদের সংগে যে চলছে একটা মনোভাব, একটা অসম্প্রীতি, সেজন্য যে কি অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে আমি বলতে পারছি না। ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে আমি বলছি—সেটা হচ্ছে এই—রাণীর বাজারে একটা বিদ্যামন্দির আছে—হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, তার ইলেকশনকে কেন্দ্র করে, তার রেজাল্টকে কেন্দ্র করে কনটেষ্টিং একজন ক্যান্ডিডেট কোর্টে মামলা করেছে রেজাল্ট ডিক্লেয়ার করা সম্বন্ধে। সেখানে অনারেবল কোর্ট একটা ইনজাংকশন দিলেন যে—এই রেজাল্ট সম্পর্কিত ব্যাপারে আমার কোর্টে যে মামলা দায়ের করা হয়েছে সেটার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত পুরাতন কমিটি কাজ করে যাবে, নতুন কমিটিকে এফেক্ট দেবে না। সেটা মেনে নেওয়া হল। কিন্তু সেখানে কি দেখা গেল? দেখা গেল যে ডিপার্টমেন্ট খবরদারী করতে লাগল। কি রকম খবরদারী? আমি কালকে প্রশ্ন করেছি। মাননীয় ডেপুটি মিনিষ্টার সরকারের তরফ থেকে উত্তর দিয়েছেন যে সেই ইনজাকশান সম্পর্কে শিক্ষা বিভাগ জানে। তবে আমি আজকে বলছি এইটুকু—সেটা সাবজুডিস্, সেটার কোনরকম ইন্টারাপ্ট না করে আমি বলতে চাই যে যদি ঐ ইঞ্জাকশন অর্ডারকে ডিপার্টমেন্ট মানতেন, সেটাকে যদি উপেক্ষা না করতেন, কারণ এটাকে উপেক্ষা মনে হচ্ছে কারণ ইঞ্জাকশান আছে জেনেও কমিটিকে ফাংশান করতে দেওয়া হচ্ছে না। কারণ কমিটিকে বলা হচ্ছে যে ষ্টাফের বেতনটা ডিপার্টমেন্ট ডাইরেক্ট পেমেন্ট করবে। কি আশ্চর্য? যেখানে ইনজাংশন অর্ডার রয়েছে যে কমিটি ফাংশান করবে সেখানে ডিপার্টমেন্ট আর একটা ডিসক্রিপেনসী অ্যারাইজ করছে,তার একটা অসন্তোষের সৃষ্টি করছেন,একটা সাংঘাতিক রকম যে ডিপার্টমেন্ট থেকে পেমেন্ট করা হচ্ছে। পেমেন্ট তো কমিটি করবে,সেখানে ডিপার্টমেন্ট কি করে পেমেন্ট করে? তাহলে কমিটিকে ডিসফাংশান করবার জন্য তারা চেষ্টা করছেন কোর্টের নির্দ্দেশকে অমান্য করে। এটা কনটেমপট অব কোর্টে পড়ে যদিও আমি সে সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না। এ সম্পর্কে যথা সম্ভব জোর তদ্বির করছেন, তারা করতেও পারেন। আমি ডিপার্টমেন্টকে নিজে জানিয়েছি। কেন জানিয়েছি? আমি সেই স্কুলের প্রেসিডেন্ট, মেনেজিং কমিটির। বহুদিন পর্যন্ত সেই স্কুলের সংগে আমি জড়িত। আমি ১০।১২ বছর পর্যন্ত জড়িত। আমি ডিপার্টমেন্টকে বলেছি এটা একটা ইনজাংশন অর্ডার হয়েছে, তার অ্যাটেসটেড কপি আমি দিচ্ছি, এখন তোমরা বিবেচনা

করে কাজ কর যাতে কোর্টের ইনজাংশনটা ভায়লেট না হয় এবং যাতে সুন্দরমত চলে, যাতে কোন অচল অবস্থার সৃষ্টি না হয়। কিন্তু কর্ণপাত করা হচ্ছে না। এখন ডিপার্টমেন্ট নাইনটি পার সেন্ট গ্রান্ট দিচ্ছে, তারাই বেতন দিতে চান। বেতন দেওয়ার আগে অ্যাপ্রুভেলের দরকার হয় কিন্তু তাদের কাছ থেকে অ্যাপ্রুভেল পেতে দেরী হয়। যারা অ্যাপ্রুভড ষ্টাফ নয় তারা তো বেতনও পাচ্ছে না। ডিপার্টমেণ্ট শুধু অ্যাপ্রুভড ষ্টাফের বেতন দিয়ে যাবে। যদি এটা কমিটি দিত তাহলে কমিটি যে ভাবেই হোক নন-অ্যাপ্রুভড ষ্টাফ যারা তাদেরও বেতন দিত। কাজেই যে মনোভাবের দরুণই হোক আজকে একটা বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে। তার ফলস্বরূপ আজকে বেসরকারী স্কুলগুলির অচলাবস্থা হয়ে পড়বে। তার জন্য সমস্ত বেসরকারী স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির যদি দোষত্রূটি থাকে তাদের শাস্তি হোক। রুলসে রয়েছে তাদের ইলেকশান করতে হবে। তারা যদি রুলস ভায়লেট করে তারা শাস্তি পাবে। তাদের ডিফাংক্ট করতে পারে। এই রুলসকেও দাম না দিয়ে তারা কোন সময়ে বলছেন পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষতের রুলস তোমরা ফলো কর। আবার রুলসকে ডিঙিয়ে সার্কুলার দিয়ে দিলাম। আবার বলছে এটা করতে হবে না। এই যে একটা মনোভাব এটা দূর করতে হবে, যদি এটা দূরীভূত না হয় তাহলে আজকে বেসরকারী স্কুলগুলি একেবারে মরে যাবে, সেগুলি সেবামূলক কজের জন্য এগিয়ে আসবে না। না আসার ফলস্বরূপ সরকারকে গ্রামে গ্রামে স্কুল দিতে হবে। সরকারের ক্ষমতা আছে সেটা করার ? বছরে তো মাত্র তিনটা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল হয়। তাহলে কি সরকার বলতে চান যে স্কুলগুলি খারাপ চলছে ? নেতাজী স্কুল ধরুন, উদয়পুরে স্কুল রয়েছে, বেসরকারী স্কুল। তারা গভর্ণমেন্ট স্কুলের রেজাল্টের চেয়ে ভাল রেজাল্ট করে। কাজেই সেখানে ভাল পড়াশুনা হয়। কারণ সেখানে সরকার ছাড়াও আরও একটা তদারকী কমিটি আছে। ঠিকমত যদি স্কুলে না যায় তাহলে শাস্তি হতে পারে। তারজন্য বেসরকারী স্কুলের প্রয়োজন রয়েছে। গণতান্ত্রিক দেশে আমি মনে করি সহযোগিতার মনোভাব নিয়েই চলা উচিত। ত্রিপুরা সরকারের সেই মনোভাব সৃষ্টি করা দরকার সেইজন্য আমি মনে করি বেসরকারী স্কুল কমিটিগুলিকে এইভাবে হয়রাণী না করে তাদেরকে সুষ্ঠুভাবে কাজ করার জন্য আজকে প্রচেষ্টা নেওয়া দরকার এবং তাদেরকে যেখানে প্রয়োজন কেপিট্যাল গ্র্যান্ট দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। আর একটা হচ্ছে কেপিট্যাল গ্রান্ট ফিফটি পারসেন্ট দিতে হবে বেসরকারী কমিটিগুলি কোথা থেকে দেবে ফিফটি পারসেন্ট ? সরকার কি এটা জানেনা ? কেন নাইনটি পারসেন্ট বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। সেখানে কেপিট্যাল নাইনটি পারসেন্ট করা হোক। তাহলে একটা সমতা থাকে। কাজেই আজকে সেজন্য এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি মাননীয় সরকারের যারা রয়েছেন মিনিষ্টার ইন্‌চার্জ তাদের দৃষ্টি রাখার জন্য আবেদন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য মিঃ মজুমদার, যে সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত ত্রিপুরার বেসরকারী হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের সম্পর্কে সরকারী মনোভাবের সমালোচনা করেন আমি তার সেন্টিমেন্টের সংগে সম্পূর্ণ একমত। আমি শুধু আরও দুই একটি

স্কুলের চেহারা তুলে ধরতে চাই, তিনি নিজেও কয়েকটি স্কুলের কথা তুলে ধরেছেন। সদর কাতলামারা স্কুল, সেই স্কুলের ছাত্র হচ্ছে ২৫৩, টিচার হচ্ছে ১২ জন, সেখানে বিল্ডিং কন্‌সট্রাকশনের জন্য ৩৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল, এবং সেই ৩৫ হাজার টাকায়, অর্দ্ধ নির্মিত একটা বিল্ডিং আছে, যার ছাদ নেই, চালা নেই এবং সেখানে ছাত্রদের মাথার উপর খোলা আকাশ এবং কোনরকম আসবাবপত্র নেই, কোনরকম বসবার জায়গা ছাড়া, কোনরকম ফার্ণিচার ছাড়া সেখানে শিক্ষক এবং ছাত্রদের স্কুল চালানো হচ্ছে। মিঃ স্পীকার, স্যার আমি যেদিন গেলাম, টিচাররা দাঁড়িয়ে ক্লাশ নিচ্ছেন, একটা চেয়ার নেই, টিচারদের বসার একটা লাইব্রেরী বা ঘর পর্যন্ত নেই। কেন নেই, যেখানে টিচাররা বসতে পারেন? চাটাই নিয়ে আসে ছেলেরা এবং সেগুলি আবার তারা নিয়ে যায়। ১৪ কানি স্কুলের জায়গা ছিল, স্কুল কমিটি সেই জায়গা বিক্রী করে তাদের সমস্ত দেনা পরিস্কার করতে পারেনা। ১২ হাজার টাকা এখনও শিক্ষকদের পাওনা আছে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড সেখানে নেই এবং সেখানে আমি দেখেছি যে গভর্ণমেণ্ট ছাত্রদের ফার্নিচার বলুন, স্পোরটস্ এর জিনিষ বলুন, লেব্রটারী বলুন, ক্রাফটের জিনিষ বলুন, সায়েন্সের এ্যাপারেটাস বলুন, ম্যাপ বলুন বা জিওগ্রাফীর অন্যান্য জিনিষ পত্র বলুন, এক পয়সাও আজকে সেই স্কুলকে দেওয়া হয়নি। মিঃ স্পীকার, স্যার, সেখানে আমি দেখেছি স্কুল কমিটি ইলেকটেড হয়েছে ১৯৬৫ সনে, এবং ১৯৬৮ সালে যে ইলেকশান হয়, সেই ইলেকশান বন্ধ হয়ে যায়, তারপর সেখানে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার, শিক্ষা দপ্তর থেকে নিয়োগ করেন এবং এই এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর নিয়োগের বিরুদ্ধে আগেকার যে স্কুল কমিটি কলিকাতা হাই কোর্টে যেয়ে একটা ইনজাংশান নিয়ে আসেন এবং সেই যে নিয়ে এসেছেন ৩।২।৬৯ তারিখে, আজ পর্যন্ত ইনজাংশান চলছে। আজকে সেখানে আমি দেখছি যে স্কুল কমিটি স্কুলের টাকায় যেখানে বেতন দিতে পারছেন না, সেখানে মামলা, মকদ্দমা চালাচ্ছেন এবং জানুয়ারী, ১৯৭১ সনের পর থেকে সেখানে কোন স্কুল কমিটি নেই, এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর নেই, স্কুল চালাবার কেউ নেই, একটা স্কুল চলছে। মিঃ স্পীকার, স্যার, খোয়াই শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন আজকে দুই বছর যাবত সেখানে নির্ব্বাচিত স্কুল কমিটি, তাকে সেখানে ফলাউট করে, তাদের সমস্ত সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দিয়ে, শিক্ষা দপ্তর সেখানে রাজত্ব চালাচ্ছেন, তার যে পেটুয়া লোক, তাকে হেড মাষ্টার রাখার জন্য, যোগতা নেই, হেড মাষ্টার হবার, তাকে রাখবার জন্য, কোর্টে মামলা আমরা দেখছি। আমি দেখছি কমলপুরে—সেখানে হরচন্দ্র হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে, মানিক ভাণ্ডার- সেখানে দীর্ঘদিন যাবত স্কুল কমিটি ভেংগে দেওয়া, কমিটির মেম্বার বদল করে দেওয়া, তারপর কোর্ট মামলা, তারপর এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার নিয়োগ করা ইত্যাদি ঘটনা সেখানে ঘটছে। আগরতলা সহরে রামঠাকুর স্কুল বালকদের, সেটা একটা ক্যালেংকারী ব্যাপার। কয়েকদিন পর পর চীৎকার উঠে এই স্কুলকে সরকার গ্রহণ করুক। সরকার থেকে বলা হয়, হ্যাঁ সরকার গ্রহণ করছে, অথচ সেটা গ্রহণ করা হয় না। মিঃ স্পীকার, স্যার আমি দেখছি রাণীর বাজার সম্পর্কে বলা হয়েছে, রাণীর বাজারের মত অন্যান্য জায়গায়ও আমি দেখছি যেমন বিশালগড়'এ স্কুল কমিটির দখল নিয়ে, সেখানে মামলা, মকদ্দমা, কোর্ট

ইনজাংশান, একটা নিত্যকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্কুল কমিটি কি করে স্কুল চালাবেন, কারা দায়িত্ব গ্রহণ করবেন যদি এই অবস্থা চলতে থাকে? মিঃ স্পীকার, স্যার আমি দেখেছি অনেক স্কুল থেকে দাবী উঠেছে স্কুলগুলিকে যাতে সরকার গ্রহণ করেন। আমি কাগজে দেখেছি সঠিক জানি না, ফটিকরায়'র শিক্ষক তিনি এখানে উপস্থিত আছেন, তিনি জানাতে পারবেন, সেখানে ছাত্ররা দাবী তুলেছে সেই স্কুল সরকার গ্রহণ করুক। আমি অন্যান্য জায়গায় দেখেছি যে স্কুল কমিটির দুর্নীতি কি প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যাচ্ছে। বিলোনিয়া বিদ্যাপিঠ—সেখানে স্কুলের সায়েন্স এ্যাপারেটাস কেনার টাকা দিয়েছিল, তা খরচ করেনি, তাও আমি দেখেছি। মিঃ স্পীকার, স্যার, অন্যান্য স্কুলগুলিতে দুর্নীতির চক্র গড়ে উঠেছে, স্কুল কমিটির দখল নিয়ে মামলা, মকদ্দমা, দলবাজী ইত্যাদী চলছে, তারপর ইনজাংশান। আমরা যে জিনিষটা চাই, সেই জিনিষটা হচ্ছে যে বেসরকারী স্কুল সরাসরি সরকার গ্রহণ করুক, এই অবস্থায় চলতে দেওয়া যায় না। সমস্ত দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করুন এবং সেটা গ্রহণ করতে হবে। শুধু ছাত্রদের সমান সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য নয়, যেটা তাদের ন্যায্য পাওনা, সরকারীই হউক, বেসরকারীই হউক—যদি ভ্রমণের জন্য পাঠাতে হয়, যারা উপযুক্ত সরকারী, বেসরকারী সব ছাত্রকেই সেই সুযোগ দেওয়া হবে।

(ট্রেজারী বেঞ্চ—দেওয়া হচ্ছে)।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :—মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যেটা বলেন সেটা অসত্য কথা। মাননীয় মন্ত্রীকে বলতে হবে কাতলামারা স্কুলে কয় পয়সা দিয়েছেন গত দুই বছরের মধ্যে? উনার বক্তব্য আমরা শুনব। আমি হেড মাষ্টার থেকে তথ্য নিয়ে এসেছি, তিনি অসত্য তথ্য পরিবেশন করছেন, এক পয়সাও স্পোর্টস'এর জন্য দেওয়া হয় নি, এক পয়সা ম্যাচ কেনার জন্য পর্য্যন্ত দেওয়াহয়নি, আর বলছেন সমান সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। চাটাই নিয়ে এসে ছাত্ররা বসছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের লজ্জা হওয়া উচিত, মাথা হেঁট হওয়া উচিত। যেখানে শিক্ষকরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লাশ করেন, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি নিজে লিখেছি যে এই স্কুলটির দিকে তাকান, শিক্ষকরা দাঁড়িয়ে ক্লাশ করছে, সেই চিঠির জবাব আজ পর্য্যন্ত পাই নাই। শিক্ষা দপ্তরকে চিঠি দিয়ে এ্যাকনোলেজমেন্ট পাওয়া যায় না। মাননীয় স্পীকার স্যার, শুধু ছাত্রদেরই নয়, শিক্ষকদের কন্টিজেন্ট ক্লার্ক করে রাখা হয়, এক বছর নয়, পাঁচ ছয় বছর পর্য্যন্ত। মানিক ভাণ্ডারে আমি দেখেছি একজন স্কুল শিক্ষককে ক্লার্ক করে রাখা হয়েছে। কন্‌টিনজেন্ট অর্থ কি? তারতো চাকুরী নেই। সর্ব্বত্র ক্লাশ—৪ এম্‌প্লয়ীদের কন্‌টিনজেন্ট করে রেখেছেন, এটা চলতে পারে না, এই টেরার বেশীদিন চলতে পারে না; শিক্ষকদের, ক্লাশ—৪ এম্‌প্লয়ীদের এবং ছাত্রদের অন্যান্য সরকারী স্কুলের সমান সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাদের যাতে এই দুর্নীতি চক্রগুলি চিরকালের জন্য ভেঙ্গে দেওয়া যায়, সেই প্রস্তাব সরকার নেবেন। ইনারা কন্সট্রাকটিভ প্রস্তাব চেয়েছিলেন, আমি সরকারের কাছে কন্সট্রাকটিভ প্রস্তাব রাখছি।

**শ্রীনিশিকান্ত সরকার** :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বলতাম না, তবে যে প্রস্তাবক, তিনি যে কথা বলেছেন, আর বিরোধী দলের নেতা যে দুই একটা কথা বলেছেন, এটা ঠিক

একটা প্রসব বেদনার মত হয়ে গেছে। ব্যাপারটা হল, আমি এ কথাটা কেন বললাম স্যার ? প্রস্তাবক কি বললেন আর বিরোধী দলের নেতা কি বললেন। কাণ্ডটা দেখলেন তো স্যার ? উনি বললেন বেসরকারী স্কুলগুলি সম্বন্ধে আর উনি বললেন সব চোর, বেসরকারী স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি চোর, হল না প্রসব বেদনার মত কথাটা ? আমি গ্রামের লোক আমার, কথা ভাল না স্যার। আমি এখানে একটা দৃষ্টান্ত দেই। আজকে বুধবার। ইতিমধ্যে বাজার থেকে সন্ধ্যার পর বাজার লইয়া কৃষক যায়, অন্ধকারতো, একজনের প্রসব বেদনা উঠছে, তখন কৃষক জিজ্ঞাসা করে ব্যাপার কি ? যে প্রসব বেদনা—হ্যাঁ প্রসব বেদনা বড় বেদনা আমার জানা আছে, এই বেদনায় আমার তাঐ মারা গেছে। ত্রিপুরা সরকারের কাছে আমি অনুরোধ করব যে শিক্ষা বিভাগের যে এই আজাত যন্ত্রণাটা সেটা বন্ধ করার জন্য। আমি মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছি, শতকরা ৯০ ভাগ সরকার স্কুলগুলিকে দিচ্ছে আর বাকী ১০ পারসেন্টের জন্য কিছু আসে যায় না। অতএব কারণেই বেসরকারী স্কুল যেগুলি আছে, আমার মনে হয় সরকার সেগুলি গ্রহণ করতে চায়, বিরোধী দলের নেতাও বলেছেন, অতএব যেখানে সরকার চিন্তা করছেন, সেখানে উনারা একটা বাহবা নেবার জন্যই এই প্রস্তাব এখানে রাখছেন। কেন আমি বলছি, কারণ আমি জানি বেসরকারী স্কুলগুলিকে সরকার কত পারসেন্ট টাকা দিচ্ছেন। ঐ যে ভদ্রলোক বললেন দুর্নীতি, কিছু কিছু গোলমাল হচ্ছে, সেটা হচ্ছে ঐ সইটা, সেটা সরকার দেন না। সরকারী স্কুলে যে বেতন, বেসরকারী স্কুলের বেতনও তা। এই বন্ধ করতে হবে তাহলে এই যন্ত্রণা আর থাকবে না। যেহেতু ৯০ পার্সেন্ট টাকা সরকার দেয় আর শিক্ষক পিওন বেতন সই করে ফলে ঐ কারবারটি হচ্ছে। অথচ ২/৪টা স্কুল যা আছে সরকার দিচ্ছে বলে ত্রিপুরাতে এত স্কুল আছে। আর কোথাও এত স্কুল আছে কিনা, আমি জানি না। ভারতবর্ষের মধ্যেই কাশ্মীর এবং ত্রিপুরা। আমার কথা হচ্ছে স্যার, বেসরকারী যে ২/৪টা স্কুল/কলেজ আছে, আমার মাননীয় বিরোধী সদস্য বলেছেন এই ম্যানেজিং কমিটিগুলি চোর। বিলোনীয়ার রেফারেন্স দিয়েছেন মাষ্টাররা দাঁড়াইয়া পড়ান। আমরা তো দাঁড়াইয়া লেকচার দেই। চেয়ার টেবিল আছে কিনা, আমি জানি না। মাষ্টাররা যখন ক্লাশে যান তখন দাঁড়াইয়া পড়ান। অথচ আমার শিক্ষা বিভাগের যে চেয়ার টেবিল নেই, এই কথা আমি অস্বীকার করবো না। কিন্তু ত্রুটি আছে কোথায় কোথায় আমি বলে দিচ্ছি। বেসরকারী যে কয়েকটা স্কুল আছে সে কয়েকটা স্কুল সরকার গ্রহণ করুন। বাকী বেসরকারী স্কুল করতে গেলে পারমিশান যেন না দেওয়া হয়। যেমন বাগমা, শালগড়া বেসরকারী স্কুল গড়ে উঠেছে, যেমন জামজুরি সেখানে সরকার কিছু দিচ্ছে না বলে চীৎকার দিচ্ছে। আমি বলছি এইভাবে সরকার থেকে যদি একটা অর্ডার করা হয় যে কোন অবস্থাতেই সরকারের নির্দ্দেশ ছাড়া বেসরকারী স্কুল গড়ে উঠতে পারবে না। এই একটা রাখা হোক। আর বাকী যে স্কুলগুলি আছে, কলেজগুলি আছে, সরকার গ্রহণ করুন। আর একটা কথা হচ্ছে এই যে ডিপার্টমেন্টের ত্রুটিবিচ্যুতি আছে আমি বলবো এই যে ত্রিপুরা সুন্দরী হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ছিল, যেখানে আমি ৯ কানি ১৮ গণ্ডা ভূমি দিয়েছি এবং এই বাড়ী আমি নিজে মানুষের কাছ থেকে

১/২ টাকা করে, ভিক্ষা করে এই বিল্ডিং তুলেছি। এখনও সে বাড়ী আছে। অর্থাৎ আর কোন বিল্ডিং কোটাটোটা নাই। এই হলো একটা অবস্থা আর কি। অথচ আমি জানি শিক্ষাবিভাগ টাকা দিয়েছে, জায়গা এখানে একোয়ার করেছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বাড়ী ঘর নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষাবিভাগের দোষটা কোথায় ৫ বছর ধরিয়া একটা লোক কাজ করছে অথচ রেগোলার হচ্ছে না। বললে নামটাও বলে দিতে পারি। লোকটি আছে গার্লস হাই স্কুলে। ৫/১০টা বছর হয়েছে এই মহিলা এখানে কাজ করছে তাকে এখনও পারমানেন্ট করা হলো না। আবার দেখি কাল আসে আজই রেগোলার হয়ে যায়। এই যে ফাঁক টা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এইটা বন্ধ করতে হবে। চাকুরীর ব্যাপারে দেখা যায় শিক্ষাবিভাগের দুর্নীতিটা কোথায়। এপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে সে কিন্তু পাশ করে নাই, সেই দিন পাশ করেছে, রিজাল্ট বের হয়েছে। আর একটা জিনিষ শিক্ষাবিভাগের কোথায়, এই মেডিক্যাল বিল, স্বাস্থের বিলটা। সরকার ৯০ পার্চেন্ট করে টাকা দেয়, যেহেতু সরকার ৯০ পার্চেন্ট টাকা দেয়, সরকারের টাকা খরচ মানে আমাদের টাকা খরচ। তাইতো বললাম যে সরকার স্কুলকে টাকা দিচ্ছে সেই ১০ পার্চেন্টও সরকার গ্রহণ করুণ। আর একটা দিক দিয়ে বলবো। ছাত্রছাত্রীদের কথা। মেডিক্যাল বিল সম্বন্ধে বলি সরকার এইটা বন্ধ করে না কেন। আমার মাননীয় সদস্য নেতা উনাকে শ্রদ্ধা করি. উনি কিন্তু বলে নাই। এই যে মেডিক্যাল বিলটা, অর্থাৎ স্বাস্থের জন্য যে টাকা, এই টা মাগনা। লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়া হচ্ছে। আমি অনুরোধ করবো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যেখানে মেডিক্যাল বিল ড্র হয় সেখানে মাষ্টার হোক, যে, কেহ হোক তার একটা বিধি ব্যবস্থা থাকা দরকার। কেন বলছি এই কথা এখানে এজেন্সি আছে, এজেন্সির মাধ্যমে ২০০ টাকার বিলের ১৫ টাকা তোমার, ১০ টাকা তার, ৫ টাকা আমার এই একটা বিল। ঔষধ কিন্তু খায় না। এইটা বন্ধ করা হোক। আর একটা দিক দিয়ে সরকার অনর্থক মানুষকে যন্ত্রণা দিচ্ছে যেমন সিডিউলকাষ্ট সিডিউল ট্রাইব এরা আরও হোক, আমি বলছি কিন্তু মাঝপথে যে আমরা কায়স্ত, বৈদ্য বারই লইয়া ব্রাহ্মণ আছি আমরা কি সবাই বড়লোক। এই যে নাথ বা যোগী তাদের সম্পর্কে কেউ বলে না। ফলে হচ্ছে কি স্যার এই যে একটা যন্ত্রনা আমরা কি দোষ করলাম। কারণ সবের মধ্যেই তো গরীব আছে। কিন্তু এদের বেলা সরকার কোন চিন্তাই করে না। আমি বলছি শিক্ষাবিভাগের উচিত এই ব্যবস্থা রাখা। শিক্ষাবিভাগের আরও দোষ কোথায় জানেন এই যে গরীবের ছেলেমেয়েদের পোষাক পরিচ্ছদ দেওয়া আমি একজন ডি- ভি. সির চেয়ারম্যান, গত বছর উদয়পুরের ব্লকে টাকা দেওয়া হয়েছিল গরীব ছেলেমেয়েদের জামা কাপড় দেওয়ার জন্য। এই টাকাটা গেল কোথায়। কারা মারলো। ইনকোয়ারী করা হোক। যে ভদ্রলোক অসতব্যবহার করেছে তাকে শাস্তি দেওয়া হোক। আমি এইটকু দাবী করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বেশী কিছু বলবো না, এই চাকুরীর বেলায় চিন্তা করতে হবে। এই যে একটা সারকোলার দেওয়া হয়েছে এইটা সাংঘাতিক ফাক। এই ফাকটা কিছুদিনের মধ্যে বন্ধ করা হোক। তা না হলে গভর্ণমেণ্ট যে এস্যুরেন্স দিয়েছেন, মিনিষ্টার যে এস্যুরেন্স দিয়েছেন,

সাংঘাতিক একটা অবস্থা দাঁড়াবে। তাই আমি বলছি যাদের আগে পাওয়া দরকার তাদের চাকুরী হোক। বর্ণবৈষম্যের প্রশ্ন আমি এখানে আনছি না। আদীবাসী এলাকায় যে সিডিউল কাষ্ট আছে তাদের চাকুরী হোক তাদের কোটা ফোলফিল হোক। আর বাকী রেগোলারের প্রশ্নটা একটা ভীষণ দুঃখের ব্যাপার, ৮ বছর হয়েছে। এই যে একটা লোক, এক জায়গায় আছে, জারুদার না কি সে পর্যন্ত রেগোলার হয়েছে অথচ এই লোকটা পুরাণ সে আজ পর্যন্ত হলো না। তাকে রেগোলার করা হোক। আর বিভিন্ন বেসরকারী স্কুলগুলি আছে, যেগুলি সরকারের টাকা পয়সা পায় এইটা এখানে আলোচনা করবো না। এইটা গ্রহণ করা হোক। পানীয় জলের ব্যবস্থা মন্ত্রী কাল যে এসোরেন্স দিয়েছেন আজ পর্যন্ত বাজেট করলেন না এবার দিবেন। এতো বড় শিক্ষাবিভাগ কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে অথচ জলের ব্যবস্থা করছে না। হিসাবের ব্যবস্থা এমনেই হয়। আমার সাবডিভিশানের কথা বলছি স্যার, ইনকোয়ারী করা হোক উদয়পুর সাবডিভিশানে যেখানে ৩টা স্কুল ছিল, সরকার কিছু করে নাই। কে, বি, আই বহু পুরাণ, রমেশ স্কুল বহু পুরাণ। ত্রিপুরা সুন্দরী নামে মাত্র তাও পাবলিক টাকায় গঠীত। তাই আমি বলছি একটা মেয়েদের স্কুল দরকার। গামারিয়া, মহারাণী, গর্জী আর বাগমা, এই-দিকে শান্তির বাজারে আর কোন স্কুল নাই। শান্তির বাজারের একটা স্কুল আর উদওপুরে আর একটা স্কুল আছে। মাঝে কোন হাই স্কুল নেব. বাইশা মৌজা হলো গর্জী থেকে ১৮ মাইল, শান্তির বাজার হলো ৯ মাইল, তাই গর্জিতে যদি একটা স্কুল হয় তাহলে সেখানকার আদিবাসী অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা এবং সিডিউল্ড কাষ্ট ছেলেমেয়েরা সবাই পড়াশুনা করতে পারবে। আর একটা হল মহারাণী এবং অমরপুর অঞ্চলে তো করবেনই, আর বাঘমাতে এবং শালগড়ায় এলাকায় ও সরকার থেকে স্কুল করতে হবে। স্যার, আমার কথা হল ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যতগুলি বেসরকারী স্কুল আছে, সবগুলিকে সরকারী স্কুলে পরিণত করার জন্য, সরকার এখন থেকে ব্যবস্থা নিক। আর চাকুরীর বেলাতো, সবাইকে চাকুরী দিতে হবে যেমন সিডিউল্ড কাষ্ট তেমন সিডিউল্ড ট্রাইবস্দেরও দিতে হবে, তার সংগে আমরাও যখন ২-১টা চাকুরী পেতে পারি, তার ব্যবস্থা করতে হবে (হাস্যরোল)। এই কথাগুলি বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

**শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা** :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, শ্রদ্ধেয় সদস্য যতীন্দ্রবাবু এইডেড স্কুল সম্পর্কে যে আলোচনা করছেন, আমিও তার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একমত। আমাদের এইডেড স্কুলগুলির বর্ত্তমান অবস্থার কথা বিবেচনা করে, তিনি যে আলোচনা এখানে এনেছেন, এটা সময়োচিত হয়েছে বলে আমি মনে করছি। ত্রিপুরা সরকার কি ভাবে এইডেড স্কুলগুলির আর্থিক উন্নয়ণ করবেন এবং সেই সব স্কুলের শিক্ষকেরা যাতে সময় মত বেতন পান, তারজন্য প্রসাসনিক দিক দিয়ে সরকারের দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। শুধুমাত্র এডেড স্কুল সংক্রান্ত নীতি কার্য্যকরী করতে গিয়ে সরকারকে, সেগুলির সমস্যা এড়িয়ে গেলে চলবে না। আমাদের শিক্ষা নীতি যদি বিবেচনা করা যায়, তাহলে বলতে হয় যে আমাদের বে-সরকারী স্কুলগুলির পরিচালনার ব্যাপারে একটা সতন্ত্র মূল্য আছে। এটা নানা দিক দিয়ে বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয়

সরকারের বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন স্বীকার করেছেন। সাধারণতঃ আমাদের বে-সরকারী স্কুলগুলির যে সব সমস্যা রয়েছে, সেগুলি দূর করবার জন্য সরকার যদি এগিয়ে না আসে, তাহলে সেই সমস্ত স্কুলগুলি অনতিবিলম্বে একটা অচল অবস্থার মধ্যে এসে পড়বে, এটা অত্যন্ত সত্য কথা। আজকে আমাদের বে-সরকারী স্কুলগুলির বিভিন্ন সমস্যা আছে, সেগুলি যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে প্রথমে আসবে গ্রেট নীতির কথা, যেটা সম্পর্কে একটু আগে যতিন বাবু বলেছেন। এই গ্রেন্ট দুই রকমের, একটা হচ্ছে রেকারিং গ্রেন্ট আর একটা হচ্ছে নন রেক্যারিং গ্রেন্ট। আর এই যে রেকারিং গ্রেট দেওয়া হচ্ছে, এটা কোয়ার্টারলী গ্রেন্ট দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ ৩ মাসেরটা এক সংগে দেওয়া হচ্ছে। তাতে শিক্ষকদের বেতন অন্যান্য চার্জ্জ বলতে আমি বলছি ক্লাশ ফোর, কন্টিজেন্স আদার যা আছে, সেগুলি মিট আপ করছে না। এই যে বছর শেষ হচ্ছে, তার জন্য তারা একটা এ্যাডভান্স গ্রেট দিচ্ছেন যেটাকে বলা হচ্ছে কোয়ানটাম গ্রেন্ট, আর এই কোয়ানটাম গ্রেন্ট জমে যাওয়ার জন্য লাইবিলিটি বেড়ে যাচ্ছে. সেটা মিটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয় ফলে ফাইনলাইজেশনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ১৯৭১ সালে ফাইন্যাল গ্রেন্ট এখনও পাওয়া যায়নি. এটা পাওয়া যাবে ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে, আর ১৯৭২।৭৩ সালেরটা পাওয়া যাবে ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে। এই রকম একটা অবস্থা চলছে। তবে এটা ঠিক যে সরকার নাইনটি পার্সেন্ট গ্রেনট দিচ্ছেন এবং ওয়ান থার্ড অব দি টিচার্স সেলারী এণ্ড আদার চার্জেস দিচ্ছেন, কিন্তু সময়মত না দেওয়ার জন্য কোন কাজ হয় না। তাই আমাদের দেখতে হবে যথা সময়ে দেওয়া হচ্ছে কিনা আর যথাসময়ে গ্রেন্ট যদি না দেওয়া হয়, তাহলে এডেড স্কুলগুলির অবস্থা কি দাড়ায় লাইবিলিটি কি পরিমানে বাড়ে. এটা আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে। তারপর ক্যাপিটাল গ্রেন্টের ক্ষেত্রে যতিন বাবু উল্লেখ করেছেন যে স্কুল কমিটিগুলিকে ফিফটি পার্সেন্ট দিতে হয়, কিন্তু বহু ম্যানেজিং কমিটি আছে, যাদের এই ফিফটি পার্সেন্ট দেওয়ার মত অবস্থা নেই, ফলে তারা সেটা দিতে পারছে না এবং এই কারণে সেগুলি স্তব্ধ হয়ে যায়।

**মিঃ স্পীকার :**—প্লীজ সাম আপ ইউর ডিস্কাশসান।

**শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :**— স্যার, আমি সংক্ষেপে বলবার চেষ্টা করছি। এই যে গ্রেন্ট নীতি আছে, এটাকে নূতন করে ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করা উচিত। বেসরকারী যে সব স্কুল কমিটিগুলি আছে, প্রয়োজন বোধে সেগুলির সাজেশান নিয়ে এই গ্রেন্ট নীতি নতুন করে ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করা যেতে পারে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা এখানে তুলে ধরতে চাইছি। দেখুন স্যার, ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে যে পে রিভিশান হয়েছিল, সেটা স্কুলের কোন কোন আজ পর্যন্ত পায়নি। গত সেসানেও এটা আমি উল্লেখ করেছিলাম, কিন্তু আজও তারা তাদের ন্যায্য পাওয়া পায়নি। তারপরে গত সেসানেই ইনটারিম রিলিফের কথা বলা হয়েছিল, এড-হক ইন্টারিম রিলিফ যেটা নাকি ৭॥০ থেকে ১০ টাকা পর্যান্ত গভঃ স্কুলের শিক্ষকদের দেওয়া হয়েছে, অথচ নন-গভঃ স্কুলের শিক্ষকরা সেটা এখন পর্য্যন্ত পায় নি। নন-গভঃ স্কুলে এই সার্কুলার এখন পর্য্যন্ত পাঠানো হয় নি। যে তাদেরকেও

এটা দেওয়া হউক। সরকারী কর্মচারীরা এমন কি গভঃ স্কুলের শিক্ষকেরা অনেক আগেই এটা পেয়ে গেছে। ইতিমধ্যে অনেক টিচার্স রিটায়ার্ড করেছেন, কিন্তু তাদের পেনসান কেসগুলি এখন পর্য্যন্ত ফাইনালাইজ করা হচ্ছে না। এটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা এক একটা কেস এক এক পয়েন্টের উপর কোয়েরী করছে, আর একটার উত্তর পাঠালে আর একটা পয়েন্টের উপর কোয়েরী করা হচ্ছে। কেন যে এক সঙ্গে কি কি কোয়েরী করার দরকার আছে, সেগুলি চেয়ে পাঠানো হচ্ছে না, বুঝতে পারি না। কাজেই তাদের পেনসান কেসগুলি এভাবে অনেকদিন ধরে এখানে সেখানে ঘুরাঘুরি করছে, কোন পেনসান কেসই ফাইনালাইজ হচ্ছে না। আর এ্যাক্সটেনশান সংক্রান্ত ব্যাপারে বোর্ডের সার্কুলার ফলো করার জন্য শিক্ষা বিভাগ থেকে বলা হচ্ছে, কিন্তু তারা নিজেরা সেটা কোন কোন ক্ষেত্রে ডিভাইটেড করে চলছে। যেমন বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশান, ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্বীকার করে নিয়েছেন যে টিচার্সদের এ্যাক্সটেনশানের ক্ষেত্রে যাদের বয়স ৬০ বছর পূর্ণ হয়েছে তাদেরকে আরও ৫ বছর এ্যাক্সটেনশান যেতে পারে। কিন্তু মাঝখান দিয়ে আমাদের শিক্ষা বিভাগ বলছেন, না এভাবে এ্যাক্সটেনশান দেওয়া চলবে না। এরজন্য একটা আন্দোলনে সৃষ্টি হয়েছিল, এবং সেই আন্দোলনের ফলে ৬ মাস ৬ মাস করে এ্যাক্সটেনশান দেওয়া হবে, এটা ঠিক হয়েছে এবং এভাবে একবছর ধরে এক্সটেনশান দেওয়া হয়েছে, তার অনেক প্রমাণ আছে। তারপরে শিক্ষা বিভাগ থেকে আর একটা সার্কুলার ইস্যু করে বলা হল যে যারা এ্যাডভান্সড এজে অর্থাৎ বেশী বয়সে চাকুরীতে ঢুকেছেন তারা ৬৫ বছর পর্য্যন্ত এ্যাক্সটেনশান পাবেন। এর পরে টিচার্সদের কনফার্মেশানের ক্ষেত্রেও আমাদের শিক্ষা বিভাগ বোর্ডের সার্কুলার থেকে ডিভাইড করতে চাইছেন। যেমন ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা সার্কুলার দেওয়া হয়েছে ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ সালে সেই সার্কুলার দিয়ে বলা হয়েছে—Circular No. F. 18(60)-DE/64 dated 16th Sept.' 65. "Eighty per cent of the total number of posts admissible at approved teacher. Pupil ratio may be declared permanent in each aided school with prior approval of the Education Directorate. Appointment of teachers against permanent posts should always be made with the stipulation that the teachers so appointed shall have to remain on probation for two years. Confirmation of such teachers shall be made on the basis of seniority provided they possess prescribed qualifications for the posts and have rendered satisfactory service while on probation".

স্যার, এই রেসিও অনুযায়ী যদি ৪০ জন শিক্ষক নেওয়া হয়, তাহলে ৩২ জনের জন্য পার্মেনেন্ট পোষ্টস ডিক্লার করা যাবে এবং এই ৩২ জনকে পার্মেনান্ট করা যাবে। আর বাকী যে ৮ জন রইল তারা টেম্পোরারী পোষ্টে থাকবে, তাদেরকে কনফার্ম করা যাবে না। অথচ বোর্ডের সার্কুলারে আছে যে দুই বৎসর চাকুরী হলে পরে তাদের প্রত্যেককে পার্মানেন্ট করতে হবে এবং কনফার্ম করতে হবে। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা দেখছি রেশিও অনুযায়ী যদি করা হয়, তাহলে এই যে ৮ জন হতভাগ্য শিক্ষক রইলেন,

যদি রেশিও অনুসারে শিক্ষক সংখ্যা আর না বাড়ে তাহলে এই ৮ জন হতভাগ্য শিক্ষক কোনদিন কনফার্ম এর সুযোগ পাবে না।

**মিঃ স্পীকার** :—নাউ, ইউ মে টেক ইওর সীট।

**শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা** :— স্যার, ক্লাস ফোর এবং ক্লাস থ্রি র ব্যাপারে আমার বলতে হয় যে গ্রান্ট ইন এডের আওতায় তাদের আনা উচিত। কারণ ওয়ান থার্ড যেটা সেই ওয়ান থার্ড থেকে বেতন দেওয়ার বিধি যার ফলে বিভিন্ন স্কুলে তাদের স্কেল পর্য্যন্ত দিচ্ছে না, এইরকম অবস্থা আমরা দেখছি। সুতরাং সরকারের সহযোগিতা পূর্ণ মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত এই বক্তব্য রেখে আমি শেষ করলাম।

**M. Speaker** :—Now, discussion on matters on public importance for short duration is over. Next item in the List of Business is private members' business.

**Shri Madhusudhan Das**—

**Mr. Speaker**— No, there is no time. Only half an hour time is alloted.

( a voice—Ministers reply )

**Mr. Speaker**— Not necessary. This is only discussion. Reply is not necessary. Next item in the List of business is discussion on Private Member's Motion. I would call on the Hon'ble Member Shri Anil Sarkar to start to move that. 'This Assembly proceeds to discuss the situation that has arisen out of the fast-into-death hungerstrike resorted to by 5 sweetmeat workers of Agartala for realisation of demands of striking sweetmeats workers of Agartala.'

**Shri Anil Ch. Sarkar**— Mr. Speaker, Sir, মোশানটা হল "That this Assembly proceeds to discuss the situation that has arisen out of the fast-into-death hungerstrike resorted to by 5 sweetmeat workers of Agartala for realisation of demands of striking sweetmeet workers of Agartala".

অক্টোবর মাসের ১২ তারিখ থেকে আগরতলা শহরের মিষ্টান্ন দোকান কর্ম্মচারীদের লাগাতর ধর্মঘট চলছে এবং কালকে পর্য্যন্ত এটা দুমাস হল। ধর্ম্মঘট শুরু করার আগে ১০ তারিখে তারা একদিনের প্রতীক ধর্মঘট করে এবং তার মধ্য দিয়ে তারা চেয়েছিল যে তাদের যে ৬ দফা দাবী সেটা মিষ্টান্ন দোকানের মালিকেরা মেনে নেবেন এবং সরকারী শ্রম দপ্তর ঐ ব্যাপারে মিষ্টান্ন দোকানের শ্রমিকদের দাবী দাওয়া আদায়ের ব্যাপারে সাহায্য করবেন। কিন্তু যখন দেখা গেল মিষ্টান্ন দোকানের মালিক এবং শ্রম দপ্তর কাছ থেকে প্রায় সম্পূর্ণ অসহযোগিতা পেল তখন তারা এই লাগাতর ধর্মঘটে যেতে বাধ্য হল। তাদের ছয় দফা দাবীর মধ্যে পাঁচটা দাবী শ্রমদপ্তর বলেছেন যে তাদের যে সমস্ত দাবী নিগেশিয়েশানে সেগুলি ম্যাটেরিয়ালাইজ করবে, একটা দফা কেবল বোনাসের—

**মিঃ স্পীকার** :—মাননীয় সদস্য, আপনি সাত মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

**শ্রীঅনিল সরকার** :—স্যার এটা সম্ভব নয়।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :—আমাদের আর কেউ বলবেন না, একজনই বলবে।

**শ্রীঅনিল সরকার** :—ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে মালিক পক্ষ বলল যে বোনাস দেওয়া যায় না। অথচ তিন বৎসর ধরে তারা বোনাস পেয়েছে এবং ৬৯—৭০ সালে তারা ১৫ দিনের বোনাসের সংগে পাঁচ টাকা পেয়েছে এবং ৭০—৭১ সালে তারা ২১ দিনের বোনাস পেয়েছে। কাজেই এটা হল শ্রমিকদের অর্জিত অধিকার এবং মালিক পক্ষ বলল যে প্রত্যেকটা ইউনিটে ২০ জনের কম শ্রমিক, সেজন্য তাদের বোনাস দেওয়া যাবে না। এটা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে,' যে সমস্ত শ্রমিকেরা যে সব জায়গায় কাজ করে, এই বোনাস তাদের নিজের পাওনা। কারণ সারা বছর শ্রম বিক্রী করে যেটুকু মূল্য তারা পায় সেই অধিকারের ভিত্তিতে তাদের বোনাস দেওয়া হয় এবং সর্ব্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে ৮·৩৩ স্বীকার করা হয়েছে। সেখানে শ্রম দপ্তর অত্যন্ত উদাসীনভাবে চীফ লেবার অফিসার বললেন—ঠিক আছে, আপনারা শ্রমিকদের কাজে যোগ দিতে বলুন। মালিকদের যদি লাভ লোকসান হয় তখন হিসাব করে এটা তাদেরকে বোনাস দেওয়ার কথা চিন্তা করা যাবে। সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে যে ভিত্তিতে বোনাস নির্দ্ধারিত হয়েছে, বঞ্চিত যে শ্রমিকরা শ্রম দিতে যাচ্ছে সেটার সেটার অধিকার সে পাবে। কিন্তু ত্রিপুরার শ্রম দপ্তর সেখানকার চীফ লেবার অফিসার বোনাসের দাবীটাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করলেন এবং এটা অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার। তারপর থেকে তারা ১২ই অক্টোবর থেকে লাগাতর ধর্ম্মঘট সুরু করলেন এবং বার বার প্রথম থেকে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে যাতে একটা আলাপ আলোচনার মধ্যে মীমাংসায় যাওয়া যায় এর চেষ্টা করেছেন এবং দেখা গেছে যে মালিক পক্ষ ধর্ম্মঘট সুরু হওয়ার পর থেকে কোন ত্রিপাক্ষিক মিটিং এ যোগ দেন নি এবং শ্রম দপ্তর অসহায় ভাবে বলেছেন যে মালিকরা আসে না, আমরা কি করব? যেখানে আজকে বলা হয়েছে গরীব মানুষের স্বার্থ দেখার জন্য এই সরকার লক্ষ্য রাখবেন সেখানে দেখা যায় মিষ্টান্ন দোকান কর্ম্মচারীরা যারা স্কুল বয় হতে পারত, যাদের বয়স ১০/১১, ৭/৮ তারা মিষ্টান্ন দোকানে বয় হিসাবে কাজ করে এরা ১০ থেকে ১৬ ঘন্টা কাজ করছে, কিন্তু দেখা যায় তাদিগকে যেটুকু মজুরী দেওয়া হচ্ছে সেটা ১০ থেকে ১২ টাকা পর্য্যন্ত। আর যারা কারিগর তারা বড় জোর ১০০ থেকে ১৫০ টাকা পায়। সেখানে বোনাস যারা এতদিন পেয়ে আসছিল সেই অধিকারের প্রশ্নটাকে মেটেরিয়ালাইজ করার জন্য শ্রম দপ্তর যে ভূমিকা নেওয়া দরকার সেখানে সেই ভূমিকা তারা গ্রহণ করেন নি এবং তাই বিরোধী দলের নেতা ধর্ম্মঘট সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চীফ মিনিষ্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন এবং সেখানে চীফ মিনিষ্টার কথা দিয়াছিলেন যে এই সম্পর্কে কি হয় মালিক এবং শ্রম দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে সেই ব্যাপারটা বিরোধী দলের নেতাকে জানাবেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কি আলোচনা হল সেটা চীফ মিনিষ্টার জানান নি। তারপর আন্দোলন যখন স্তরে স্তরে এগিয়ে যেতে লাগল তখন আমরা দেখলাম সমস্ত ব্যবসায়ীদের একটা চেম্বারস' অব কমার্স' এর মত একটা কমিটি গঠন করা হল এবং মাখন সাহা হলেন তার চেয়ারম্যান এবং আমরা লক্ষ্য করেছি যখন বার বার মিষ্টান্ন শ্রমিকদের পক্ষ থেকে লেবার অফিসকে বলা হল

যে এর একটা বিহিত ব্যবস্থা করা দরকার, শ্রম দপ্তরের কাছে যাওয়া হল, আমি নিজে অজয় বিশ্বাস সহ মুখ্য মন্ত্রীর কাছেও আমরা ৬ই ফেবরুয়ারী কমিটির পক্ষ থেকে গিয়েছিলাম। তখন আমি লক্ষ্য করলাম, মিষ্টান্ন মালিকেরা লেবার অফিসকেও জানিয়ে দিল এই ব্যাপারে যা কিছু করার সেই ব্যবসায়ীদের যে একটা সমিতি আছে তার যে চেয়ারম্যান তিনি করবেন এবং তারা লিখিতভাবে শ্রম দপ্তরকে জানিয়ে দিল। কিন্তু দেখা গেল, তারপরেও আমরা লক্ষ্য করেছি মাখন সাহার কাছে ধর্মঘটিদের পক্ষ থেকে এবং ৬ই ফেবরুয়ারী কমিটির পক্ষ থেকে এবং বিভিন্ন সংগ্রামী কমিটির পক্ষ থেকে যাওয়া হয়েছে। তিনি পরিস্কার বলেছেন যে আমি একটা মীমাংসা চাই। কিন্তু সেখানে দেখা যায় মালিকেরা তার কথা শোনে না। কাজেই মিষ্টান্ন শ্রমিকদের আন্দোলনকে নিয়ে একটা ভাওতা দেওয়ার জন্য সরকার পক্ষ থেকে বার বার মিষ্টান্ন মালিকদের এবং তারপরে ব্যবসায়ীদের কমিটি এবং শ্রম দপ্তর এমন একটা চক্র গড়ে তোলা হয়েছে যে গরীব শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য যে পথ সেই পথটা আরও জটিল হয়ে উঠেছে। শেষ পর্য্যন্ত ৩০শে অক্টোবর, মিষ্টান্ন শ্রমিকদের শেষ আলটিমেটাম যে আমাদের দাবী দাওয়া আদায়ের জন্য অনশন সত্যাগ্রহ ছাড়া আমাদের দ্বিতীয় পথ ছিল না। ৩০শে অক্টোবর তারা অনশন ধর্ম্মঘটে বসেছিলেন। তখন শ্রম মন্ত্রী ক্ষিতীশ বাবু লোকসভার সদস্য বীরেন বাবুকে বললেন যে আমি কথা দিচ্ছি, এই ব্যাপারে কি করা যায় আমি দেখব, মিষ্টান্ন শ্রমিকরা অনশনে যেন না বসে। মফঃস্বল থেকে ঘুরে এসে ক্ষিতীশ বাবু কি করলেন? বীরেন বাবু ক্ষিতীশ বাবুকে ফোন করেছিলেন—যেখানে ক্ষিতীশ বাবুর ফোনে জানানোর কথা ছিল, দেখা গেলে তিনি জানাতে পারলেন না। বীরেন বাবু ফোন করে জানতে পারলেন ক্ষিতীশ বাবু কখনও শোনা গেল তিনি মন্দিরে গেছেন, কখনও ল্যাট্রিনে গেছেন, তারপর জানা গেল তিনি বাসায় নেই। শ্রমমন্ত্রী হিসাবে উনার যেটুকু দায়িত্ব ছিল, সেইটুকু তিনি রক্ষা করেন নি। ( রেড লাইট )

**মিঃ স্পীকার :—** আপনি শেষ করুন। মিনিষ্টার রিপ্লাই দেবেন তো।

**শ্রীঅনিল সরকার :—** পাঁচ মিনিট স্যার। ১লা নভেম্বর যখন মিষ্টান্ন শ্রমিকরা অনশনে বসতে চাইলেন, তখন শ্রমদপ্তর থেকে চীফ লেবার অফিসার বললেন আমাকে একটা চান্স দেন, আমি কিছু করতে পারি কি না। একটার পর একটা ঘটনার মধ্য দিয়ে মিষ্টান্ন শ্রমিকরা তাদের দাবী দাওয়া এনেছিলেন, বিরোধীতা করেছিলেন এবং কৌশলে সেটাকে নস্যাৎ করার জন্য শ্রম দপ্তর থেকে শাসক গোষ্ঠি চেষ্টা করেছেন এবং বলেছেন যে মিষ্টান্ন শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট করছেন না; সমস্ত শ্রমিকই সেখানে কাজে আছে। সেদিন ধর্ম্মঘটি মিষ্টান্ন শ্রমিকদের পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জ করা হল, ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশান করা হউক, সেখানে লেবার অফিসার ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশান করলেন এবং লেবার অফিসার কনভিনসড হলেন যে অধিকাংশ মিষ্টান্ন শ্রমিক ধর্ম্মঘটে অংশ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এর আগে লেবার অফিস থেকে বলা হল মিষ্টান্ন শ্রমিকরা ধর্ম্মঘটে নেই। আমরা জানি এর পিছনে একটা ষড়যন্ত্র আছে, আমরা সেটা লক্ষ্য করেছি। শেষে ৮ তারিখে যখন মিষ্টান্ন শ্রমিকরা অনশন ধর্ম্মঘটে বসল, আমাদের

বিরোধী দলের নেতা, তিনি গিয়েছিলেন, ক্ষিতীশ বাবুর সঙ্গে আলোচনা হল, তিনি জানালেন আমি সন্ধ্যা সময় যাব। ক্ষিতীশ বাবু জানালেন তিনি ফোন করবেন এবং তিনি দুইটি ফোন নাম্বার ১৪৮, ২৪৮ এই দুইটি ফোন নাম্বার তিনি রাখলেন কিন্তু ক্ষিতীশ বাবুর কি উত্তর দেবার সুযোগ উনার হল না।

**শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :**— বার বার উনি ক্ষিতীশ বাবু বলছেন, একটু ভদ্রভাবে বলা উচিত।

**মিঃ স্পীকার :**— মাননীয় মন্ত্রী ক্ষিতীশ বাবু বললে ভাল হয়।

**শ্রীঅনিল সরকার :**— মাননীয় ক্ষিতীশ বাবুর ফোন করার কথা ছিল, দেখা গেল তিনি ফোন করলেন না। এবং এর মধ্যে ১৪ শ টাকার মন্ত্রীরা এবং দুই হাজার টাকার সেই মুখ্যমন্ত্রী—হাজার হাজার টাকা খরচ করে গরীবি হটানোর জন্য, সমাজতন্ত্র কায়েম করার জন্য যে মন্ত্রীসভা, সেই মন্ত্রীসভার মন্ত্রীদের আজ এতটুকু সময় হয় নি, সুযোগ হয় নি ফোনে উত্তর দেওয়া এবং দিনের পর দিন তাঁরা গরীবি হটানোর এবং সমাজতন্ত্র কায়েম করার দায়িত্ব নিয়ে বসে আছেন। লেবার অফিস থেকে বলা হল, একস গ্রেশিয়া দেওয়া হবে। একথা লেবার অফিসে গিয়ে বসার পর এক্স গ্রেসিয়ার কথা বলা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এটা জানতে চাই যে শেষ চিঠি দেওয়ার আগে লেবার অফিস থেকে কোন রকম চিঠিতে এক্স গ্রেসিয়ার কথা ছিল কি না? এবং যিনি শ্রম মন্ত্রী, তিনি শেষ পর্য্যন্ত কমিটি যাতে মেনটেণ্ড হয় সেখানে তাদের দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে সেই আশ্বাস দিয়েছেন কি না? আমি সেই চিঠি নিয়ে নিজে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি, সেখানে কথা হয়েছে—আমরা জানি যে বোনাস কথাটা ২৫ জনের কম যদি শ্রমিক থাকে, বোনাস দেওয়া যায় না। টারমে ২২ দিনের বোনাস ছিল, অন্য টার্ম দিয়ে সেটা দেওয়া যায় কিন্তু এখন দেখছি এক্স গ্রেসিয়া স্বীকার করে নিয়েছেন।

**Mr. Speaker :**— Hon'ble Member now conclude your speech.

**শ্রীঅনিল সরকার :**— কাজেই এটা আমরা লক্ষ্য করছি যে মিষ্টান্ন শ্রমিকদের নিয়ে শাসক গোষ্ঠি সেই পাল্টা মিষ্টান্ন শ্রমিক সমিতি করেছেন, তাদের সঙ্গে বসে গজ গজ করছেন। তাদের সঙ্গে বসে বসে আলোচনা করার সময় হয়, দালাল সমিতির সঙ্গে আলোচনা করার সময় করতে পারেন, কিন্তু যারা সংগ্রামী, যারা তাদের দাবী দাওয়া নিয়ে লড়াই করছেন, তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁদের সময় হয় না। স্ট্রাইক ব্রেকারদের তাঁরা মদত দিতে পারেন এবং শ্রম মন্ত্রী নিজে ষ্ট্রাইক ব্রেকারের ভূমিকা নিয়েছেন। শ্রম দপ্তরের মত একটা ইম্পর্টেন্ট দপ্তর তার মধ্যে একজন অপদার্থ ষ্ট্রাইক ব্রেকার,—দালাল দিয়ে শ্রম দপ্তর চালান হচ্ছে, দিনের পর দিন সেখানে এমিটি এবং পীচ যেটা সেখানে মেইনটেন করা দরকার. সেটা এই স্ট্রাইক ব্রেকার দিয়ে চলতে পারে না।

**শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :**— একজন মিনিষ্টারকে অপদার্থ বলা এবং তার উপর যে এ্যাসপারেশান আনা—দ্যাট সুড বি একসপাঞ্জড।

**মিঃ স্পীকার :—** আমি আমি অবশ্য সেটা লক্ষ্য করিনি। মাননীয় সদস্য আপনি কি অপদার্থ বলেছেন? যদি বলে থাকেন, দ্যাট সুড বি উইথ ড্রন। হ্যাভ ইউ উইথ ড্রন ইট?

**শ্রীঅনিল সরকার :—** ইয়েস। তাই আমরা দাবী করি—আগামী দিনে যেটা আমরা আশা করি মিষ্টান্ন শ্রমিকদের, মিষ্টান্ন কারখানায় যাতে ভিক্‌টিমাইজেশান না হয়, কোনরকম আক্রমণ না হয় এবং সেই যে ছয় দফা দাবী দাওয়া—ওভার টাইম ইত্যাদি যাতে মেনে নেওয়া হয়, এইটুকু আশা করি। এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**শ্রীমধুসূদন দাস :—**, মিঃ স্পীকার, স্যার...

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য আপনি পাঁচ মিনিটে শেষ করুন।

**শ্রীমধুসূদন দাস :—** মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিরোধী পক্ষের সদস্য মিষ্টান্ন কর্মচারী সম্পর্কে যে আলোচনা করলেন, সেই সম্পর্কে আমি বলব যে ট্রেড ইউনিয়নের আইন অনুযায়ী আমি যতটুক্ জানি মিষ্টান্ন কর্মচারীদের যে আন্দোলনটা, সেটা করা তাদের পক্ষে অবৈধ। অবৈধ কারণ মিষ্টান্ন শ্রমিকরা মালিকদের সাত দিন আগে কোন ষ্ট্রাইকের নোটিশ দেননি. তারা একথা বলেন নাই যে এতদিনের মধ্যে যদি আমাদের দাবী দাওয়া মেনে নেওয়া না হয়, তাহলে ধর্মঘটের ডাক দেব। এই হচ্ছে এক নম্বর। দুই নম্বর হচ্ছে আন্দোলনের পেছনে যে জনসমর্থন থাকা দরকার, এবং যে জনসমর্থনের উপর আন্দোলনের ফলাফল, তার সাফল্য সবকিছু নির্ভর করে, সেটা ছিলনা। দুর্গা পূজার সময়, আমরা যারা আছি অল্প বিস্তর মিষ্টি ক্রয় ক্ষমতা অনুযায়ী ক্রয় করে থাকি, কিন্তু সেখানে দেখা গেল পূজা আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে লাগাতর ধর্মঘটের ডাক দিয়ে সমস্ত জনসাধারণের উপর একটা বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করা হল, সাধারণ মানুষ বুঝতে পারল যে এটা একটা রাজনৈতিক চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। আন্দোলন যদি আন্দোলনের জন্য হয়, সেটা একটা জিনিষ আর আন্দোলন যদি দাবী দাওয়া আদায়ের জন্য করা হয় এটা অন্য জিনিষ। আমার যতটুকু মনে হয় যে এই পথে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল বলেই তারা সেই আন্দোলন ধরে রাখতে পারেনি। অনেক কর্মচারী মালিকের দোকানে কাজ করেছে—যার জন্য পূজায়, লাগাতর ধর্মঘটের জন্য যে কষ্ট ভোগ করার আমাদের কথা ছিল, ততটা আমরা করি নাই, আমার মনে হয়, আমাদের সমস্ত লোকই অল্প বিস্তর মিষ্টি ক্রয় করতে পেরেছি। এটা কি প্রমাণ করেনা যে এই আন্দোলন যে ছিল, সেটা ছিল নিতান্তই রাজনৈতিক দাবার ঘুটির চাল ছাড়া কিছুই নয়? যদি মিষ্টান্ন কর্মচারীরা সত্য সত্যই আন্দোলন করতেন, যে সরকার গরীবি হটানোর আন্দোলনে নেমেছেন, সমাজতন্ত্র হটানোর আন্দোলনে নামেন নাই, সমাজতন্ত্র কায়েম করার জন্য এবং গরীবি হটানোর জন্য আমরা সরকার গঠন করেছি জনসাধারণের জন্য যথাসাধ্য করার চেষ্টা করে আসছে এবং কর্মচারী মারার ফন্দি যদি কেউ করে থাকে তাহলে যে সদস্য ডিসকাশন এখানে এনেছেন এই সদস্যদের রাজনৈতিক দলেই আছেন, তাঁরাই মানুষ খুন করা এবং এই গরীবকে খতম করার আন্দোলনে পা ফেলেন এবং তাঁদের ফাঁদ থেকে পা আর ফিরিয়ে আনতে পারেন না।

**শ্রীক্ষিতীশ দাশ :**— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য যে মোশান এনেছেন যে This Assembly proceeds to discuss the situation that has arisen out of the fast-into-death hungerstrike resorted to by 5 Sweetmeat Workers of Agartala for realisation of demands of striking—Sweetmeat Workers of Agartala. আজকে মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য অনিল সরকার এই যে প্রাইভেট মেম্বারস মোশান এনেছেন, সেই মোশানে তিনি যে সব কথা বলেছেন. আমি ষ্ট্রাইক ব্রেকার। আর তিনি হচ্ছেন ষ্ট্রাইক মেইকার। এইটা হলো আসলে নোটিশ দেওয়া হয়েছে অনেক আগেই। আর একটা জিনিষ বলতে গিয়ে উনি উত্তেজনার গতিতে বোধ হয় ভুলে গেছেন যে আরেকবার স্ট্রাইক করতে বসেছিলেন এবং গোটিয়ে চলে গেছেন। তিনি বলেছেন আমি ভাওতা দিয়েছি, আসলে তা নয়। আমি কিছু বলি নাই। ভাওতাও দেই নাই। তারা নিজেরাই বলেছিল এই ৯টা, ১২টা, ৪টা আবার ৫টায় তারপরে ৭টায় এইরকম টাইম করে করে তখন ডিক্লারেশানও দেওয়া হয় নাই। পরে যখন বুঝলো দেশের ভাব ভালো নয় আবার তল্পিতল্পা গোটাইয়া চলে গেল। কাজেই এখানে যে একটা কোম্পানী আছে ৬ই ফেব্রুয়ারী কোম্পানী সেখানে স্ট্রাইক করার লোক পাওয়া যায়। মাননীয়, স্পীকার স্যার, এই ৬ই ফেব্রুয়ারী কমিটির লোকই যেখানে কোন সাবডিভিশানে দরকার হয় এই লোকরাই যায়। কাজেই এখানে প্রশ্নটা হলো এই যে দুমুখো দাবী, মূল ঘটনাটা হলো মিষ্টান্ন কর্মচারীরা বোনাস চেয়েছিলেন। কিন্তু সরকারের যে আইন আছে কোন সংস্থায় যদি ২০ জন বা তার অধিক কর্মচারী না থাকে তাহলে ফেক্টরী বোনাস দেওয়া যায় না। কাজেই এখানে দেনা পাওনার প্রশ্নটা হলো মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে। আমরা সরকারের পক্ষ থেকে দেখবো যে ন্যায্য আইন অনুরূপ যে ব্যবস্থা আছে তা প্রয়োগ করা হচ্ছে কি না। এইটা আমাদের দেখবার কথা. কিন্তু এইরকম প্রশ্ন এখানে আসে নাই। এই জন্য তারা দাবী থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তারা চাচ্ছে বোনাস। ৬ই ফেব্রুয়ারী কমিটি তালিম দিয়ে কয়েকজন নিরীহ শ্রমিককে সে ষ্ট্রাইকে বসিয়েছেন যে তোমরা বোনাস দাবী করো। তাদেরকে আমরা চিঠি দিয়েছি যে আইনতঃ এই স্ট্রাইক ইললিগেল এবং যদি স্ট্রাইক করো আর কেউ মারা যায় তার জন্য সরকার দায়ী হবে না তখন তাদের টনক নড়েছে। এবং দায়ী হবে এই ৬ই ফেব্রুয়ারীর কমিটি। তাই আজকে ঠেকেছে শ্যামরাখি না কুল রাখি। আমার কাছে এসেছিলেন এদের নেতা আমি বলেছি যে আইনমত সরকারের যতটুকু দায়িত্ব সরকার করেছে। তখন তাদের নেতা বলেন যে আমরা কি বোনাস দাবী করতে পার না। মায়া কান্না সুরে। তখন আমি বলেছি যে আমি তো মালিক নই যারা নাকি মালিক তাদের কাছে আলোচনা করে দেখবো কি ঘটনা ঘটেছে। তারা তো বলেছে দুনিয়ায় শ্রমিক এক হও আর দুনিয়ার মালিক পক্ষ যদি এক হয় তবে এত গা জ্বালা কেন হয়। সমন্বয় কমিটী যখন ডাক দিয়েছে তখন মালিক পক্ষও এক হয়ে ভার দিয়েছে মাখন সাহার উপর। তা কিন্তু অন্যায় হয় নাই গণতান্ত্রিক মতেই করেছে। কাজেই গা জ্বালা হয়েছে এই কোম্পানীর বোধ হয় কারণ যারা বসলো তারাও বলে যে আমরা আর কত দিন বসবো। মাননীয় স্পীকার স্যার, কলেজে যে স্ট্রাইক হয়েছিল দুইদিন পরেই তাদের হাসপাতালে যেতে হয়েছিল।

শ্রমিকরা বলছে যে তারা তো আমাদের স্ট্রাইক ভাঙ্গতে দেয় না। এবং শুধু পানীয় জল নয় সে সব খবর আমাদের কাছে আসছে। এই অনিল সরকার রাত্রে তিনটার সময় গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করেছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আরেকটা কথা বলছি যে সরকারকে হেয় করার জন্য প্রচার করা হচ্ছে যে এখানে মন্ত্রীরা হাজার হাজার টাকা বেতন পায়, ১৫ হাজার টাকা বেতন পায় ইত্যাদি। তাদের উদ্দেশ্য হলো এই বলে সরকারকে হেয় প্রতিপালন করে বাজীমাত করা। এখানে বেতনের প্রশ্ন আসে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে যে বোনাস আছে আমরা যে তা মানছি না তা নয়। কারণ আইনে আছে য· আমরা তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখছি এবং আইন মাফিক আদেশ মালিক পক্ষ মানছে না। তবে আজকে যদি মালিক পক্ষ স্বীকার করে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কাজেই জিনিসটা হচ্ছে কনসিলিয়েশানের। এই ব্যাপারে কনসিলিয়াশান করে দেখছি যদি মালিক পক্ষ আসে তবে শ্রমিক পক্ষ আসে না। কাজেই এই অসত্য ভাষণ দিয়ে যে তিনি বাজীমাত করার চেষ্টা করেছেন তা কোন কাজেই লাগে নাই। এই যে ৬ই ফেব্রুয়ারী কমিটি কার্য্যতঃ কোন কাজই করতে পারে নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিষয়ে বক্তব্য হলো যে তারা নিজেরা উঠে গেছে যখন দেখলো কোন কারবার হলো না। এখন মনের দুঃখে এই কথা বলছে! কারণ আইন তো জানেনা। এই যে বক্তব্য সরকারের কিছু করার ছিল, আমরা যা করে তা সুষ্ঠুভাবেই করেছি এবং সরকারের নীতি ও আইনমাফিকই আমরা করেছি। এখন আমি বলতে পারি যে অসত্য ভাষণ দিয়ে তিনি বাজীমাত করবার চেষ্টা করেছেন। কাজেই আমি মনে করি এই ব্যাপারে কোন কনস্ট্রাকটিভ সাজেশান তিনি রাখতে পারেন নাই। তাই স্ট্রাইক ৯টায় ভেঙ্গে তারা চলে গেছে। তারপরে আরেকটা সমিতি হলো এই যে স্ট্রাইক তার একটা কারণও আছে স্যার, আমরা সব ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করি, এর মধ্যে আর একটা সমিতি আছে সেই সমিতিটা হলো যে অল ত্রিপুরা মিষ্টান্ন শ্রমিক সমিতি। আমার মনে হয় সেটা ১২ দফা দাবী নিয়ে লড়াই করতে এসেছিল। তারা বলে যে দুনীয়ার শ্রমিক এক হও—

**মি: স্পীকার :—** The time is over. The discussion on the motion is also over. The House stands adjourned till 11 A. M. on Thursday the 14th December, 1972.

## PAPER LAID ON THE TALE

### Annexure "A"

### STARRED QUESTION NO. 426

**By Shri Sushil Saha**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Coop. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

(১) অমরপুর মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটির সর্ব্বশেষ অডিট রিপোর্টের সারমর্ম ?

(২) এই সমিতির মোট মূলধন কত ছিল ? তারমধ্যে সরকার হইতে গৃহীত ঋণের পরিমান কত এবং মোট বাকীর পরিমাণ কত ?

(৩) বর্ত্তমানে ঐ সমিতির কি আয় হচ্ছে এবং ইহা কিভাবে খরচ হইতেছে ?

(৪) এই সমিতির সম্পত্তি (Assets) কি কি ?

উত্তর

(১) সর্বশেষ অডিট রিপোর্ট ১৯৭০-৭১ সমবায় বৎসর, ইহার সারমর্ম নিম্নরূপ :—

(ক) ত্রুটিপূর্ণ অর্থ নৈতিক লেনদেন ;

(খ) বকেয়া টাকা আদায়ের কার্য্যকরী চেষ্টার অভাব ;

(গ) কার্য্যকরী সমিতির দায়ীত্ব পালনে অনীহা ;

(ঘ) সমিতির গুদামগুলির সদব্যবহারের অভাব ;

(ঙ) শেয়ার মূলধনের টাকার শতকরা ৫০ ভাগের বেশী নষ্ট হইয়া যাওয়ার জন্য বর্ত্তমানে মূলধনের অভাব ;

(২) ৩০।৬।৭১ইং তারিখে সমিতির মোট কার্য্যকরী মূলধন টা: ১,৩৬,৬৮১·৮৭ প: ছিল। ইহার মধ্যে সরকার হইতে গৃহীত ঋণের পরিমান টা: ২২,৭৫০·০০ এবং মোট বাকী বিক্রীর পরিমাণ টা: ১৫,২৮৩·০৭ প: ।

(৩) বর্ত্তমানে ঐ সমিতি ত্রিপুরা এপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি: এর কমিশন এজেন্ট হিসাবে চিনি বিক্রয় করিয়া যে সামান্য আয় করিতেছে তাহা অফিস পরিচালনায় ব্যয় হইতেছে।

(৪) ৩০।৬।৭১ইং তারিখে পরিক্ষীত হিসাব অনুযায়ী সমিতির সম্পত্তি নিম্নরূপ :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| (ক) নগদ ও ব্যাঙ্ক আমানত তহবিল | ... | টা: ১৭,৩৪০·২৭ | প: |
| (খ) শেয়ার বিনিয়োগ | ... | ,, ৭৭৫·০০ | ,, |
| (গ) অগ্রিম খাতে পাওনা | ... | ,, ২৩,০৯৮·৯৭ | ,, |
| (ঘ) জামানত জমা | ... | ,, ১,৮৮৮·১০ | ,, |
| (ঙ) বাকী বিক্রি খাতে | ... | ,, ১৫,২৮৩·০৭ | ,, |
| (চ) মজুত মাল | ... | ,, ২৬,০০০·১৮ | ,, |
| (ছ) ডেড ষ্টক | ... | ,, ১,০৮৫·২৫ | ,, |
| (জ) জমি | ... | ,, ২,২৩৭·০০ | ,, |
| (ঝ) গুদাম ঘর | ... | ,, ১৬,২৪৪·৫০ | ,, |
| (ঞ) অফিস ঘর | ... | ,, ৬,৪৫২·০০ | ,, |
| (ট) এজেন্ট খাতে | ... | ,, ১৫,০২৭·০৫ | ,, |

মোট টা: ১,২৫,৪২৮·২৯ প:

### STARRED QUESTION NO. 318 (consolidated with 319)
**By Shri Kalipada Banerjee**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

(ক) T. R. T. C.র বাস আগরতলা হইতে ধর্ম্মনগর ও কমলপুর এবং আগরতলা হইতে সাবরুম পর্য্যন্ত চলাচল সুরু হইয়াছে কিনা ?

(খ) না হইলে কি কারণে বিলম্ব হইতেছে , এবং

(গ) সঠিক কোন্ তারিখ হইতে এই সার্ভিস চালু করা হইবে ?

উত্তর

(ক) ধর্ম্মনগর–আগরতলা সড়কে চালু হইয়াছে, আগরতলা-কমলপুর এবং আগরতলা-সাবরুম সড়কে এখনও চালু হয় নাই।

(খ) বাস তৈয়ারী হইয়া আসিতে বিলম্ব হওয়ায় আগরতলা-কমলপুর সড়কে বাস চালু করিতে বিলম্ব ঘটিতেছে ,

(গ) আগরতলা-কমলপুর এবং আগরতলা-সাবরুম সড়কে বাস সার্ভিস চালু করার তারিখ এখনও নির্দিষ্ট হয় নাই।

### STARRED QUESTION NO. 300
**By Shri Kalipada Banerjee**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

ক) সাবরুম মহকুমার শ্রীনগরে একটি টেলিগ্রামের সুযোগসহ সাব পোষ্টঅফিস খোলার জন্য ত্রিপুরা সরকার ডাক ও তার বিভাগকে অনুরোধ করিবেন কি ?

উত্তর

ক) সাবরুম মহকুমার শ্রীনগরে একটি একষ্ট্রা ডিপার্টমেন্টাল ব্রাঞ্চ পোষ্টঅফিস গত ২২।১২।৫৫ইং তাং চালু আছে। টেলিগ্রামের সুযোগের বিষয়টি ডাক ও তার বিভাগের বিচারাধীন আছে।

### STARRED QUESTION NO. 33
**by Shri Nripendra Chakraborty.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) Motor Vehicles Deptt. কি Registration এবং License দেওয়ার সময়ে গাড়ীর সিটগুলি পরীক্ষা করেন ;

২) ইহা কি সত্য যে অধিকাংশ পুরানো গাড়ীতে বসার কোন সীট নাই ; এবং

৩) যদি সত্য হয়, তার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করছেন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) না।

৩) প্রশ্ন উঠেনা।

## STARRED QUESTION NO. 486.

**byShri Naresh Ch. Roy**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সদর বিভাগের কোন্ কোন Industrial Cooperative Societyতে Managerial grant দেওয়া হয় ;

২) ইহা কি সত্য যে The Tripura Handicraft Coop. Societyটি বর্ত্তমানে Loss এর পথে ; এবং

৩) যদি সত্য হয়, তবে তার কারণ ?

উত্তর

১) ক) শচীন্দ্র নগর উইভিং কোঃ অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, জিরানীয়া ;

খ) গান্ধীগ্রাম সীবন শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ, গান্ধীগ্রাম।

২) সমিতি ক্ষতিতে চলিতেছে।

৩) নিম্নলিখিত কারণে—

ক) দক্ষ শ্রমিকের অভাব,

খ) উচ্চ উৎপাদন ব্যয়,

গ) পরিচালনায় অভিজ্ঞতার অভাব।

## STARRED QUESTION NO. 68

**by Shri Bulu Kuki**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) তুইদু বাজার ক্রয় বিক্রয় কোঃ অপারেটিভ সমবায় সোসাইটি বর্ত্তমানে চালু আছে কিনা, চালু না থাকলে ইহার কারণ ?

২) ইহা কি সত্য যে উক্ত সমবায় সমিতির ম্যানেজার শ্রীতহবিল কলই সোসাইটির আদায়কৃত ঋণের টাকা আত্মসাত করার ফলে ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিতেছে না এবং শেয়ার হোল্ডাররা পুনরায় ব্যাঙ্কের ঋণ পাইতেছে না।

৩) সত্য হইলে ঐ ম্যানেজার কত টাকা আত্মসাত করিয়াছে এবং সরকার এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

৪) ঐ সমবায় সমিতির ১৯৭০—৭১ সালের হিসাব অডিট হইয়াছে কি ?

উত্তর

১) তুইদু কো-অপারেটিভ পারচেজ এণ্ড সেলস সোসাইটি লিঃ বর্ত্তমানে চালু আছে। প্রশ্ন উঠেনা।

২) তহবিল আত্মসাতের ফলেই যে সমিতি ব্যাঙ্কের ঋণের টাকা পরিশোধ করিতে পারিতেছে না এবং শেয়ার হোল্ডাররা ঋণ পাইতেছে না তাহা ঠিক নহে।

৩) ইহা সত্য যে শ্রীতহবিল কুমার কলই সিংহ টাঃ ৩,৮৮৯·৬৬ পঃ আত্মসাত করিয়াছে। রাজ্য সমবায় দপ্তরের অডিট অফিসার শ্রীকলই এর বিরুদ্ধে বীরগঞ্জ থানাতে এজাহার দায়ের করিয়াছেন।

৪) হাঁ।

## STARRED QUESTION NO. 247
**by Shri J. K. Majumder**

Will the Hon'ble Chief Minister-in-charge of Panchayat Raj Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বৎসর উপলক্ষে ত্রিপুরার পঞ্চায়েতের কর্যকলাপ ও নিজস্ব আয়ের উপর সমীক্ষা করতঃ ১ম ২য়, ৩য় স্থান অধিকার করিয়াছে এই সকল পঞ্চায়েতকে কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইবে কি ?

২) উত্তর হ্যাঁ হইলে পঞ্চায়েতগুলির নাম।

উত্তর

১) না মহাশয়।

২) প্রশ্ন উঠে না।

## STARRED QUESTION NO. 539.
**By Shri Naresh Chandra Roy**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) নরসিংগড় উদ্বাস্তু মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এ যাহারা tailoring বা অন্য প্রকার মজুরের কাজ করে তাহাদিগকে দৈনিক কত করিয়া মজুরী দেওয়া হয় ; এবং

২) বর্ত্তমানে তাহারা যে মজুরী পায় তাহা বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১) নরসিংগড় উদ্বাস্তু মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এ যাহারা tailoring এ কাজ করে তাহাদিগকে দৈনিক হারে মজুরী দেওয়া হয় না। tailoring ছাড়া অন্য প্রকার কাজে নিযুক্ত কোন মজুর সমিতিতে নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

## STARRED QUESTION NO. 381.
**By Shri Abhiram Deb Barma.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Political Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ভারত বাংলাদেশ চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশ ও ত্রিপুরা কোন কোন জিনিষ পত্রের আমদানী রপ্তানী করিতে পারিবে তার বর্ণনা।

২) এই সমস্ত মাল আমদানী রপ্তানীর জন্য কোন এজেন্ট নিযুক্ত হয়ে থাকলে এজেন্টদের নাম।

উত্তর

১) ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি বাণিজ্য চুক্তি ১৯৭২ইং সনের ২৮শে মার্চ্চ হইতে এক বৎসরের জন্য সম্পাদিত হইয়াছে। উক্ত চুক্তি অনুযায়ী যে সমস্ত পণ্য ভারত হইতে রপ্তানী এবং ভারতে আমদানী হইবে তাহার বিবরণ সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া

হইল। উক্ত চুক্তিতে উভয় দেশের মধ্যে সীমান্ত বাণিজ্যের ব্যবস্থাও আছে। সীমান্ত বাণিজ্যের জন্য যে সমস্ত পণ্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ ও পৃথক তালিকায় দেওয়া হইল।

২) পণ্য আমদানী রপ্তানী করার জন্য কোন এজেন্ট রাজ্য সরকার নিযুক্ত করিতে পারে না; কারণ, উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য রাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে চালিত হয়। তবে সীমান্ত বানিজ্যের নির্দ্ধারিত সর্ত্ত পূরণ করিয়াছেন এমন ১০৪ জন ভারতীয় নাগরিককে সীমান্ত বাণিজ্য করিবার জন্য বিশেষ অনুমতি পত্র দেওয়া হইয়াছে।

ANNEXURE—'A

LIST I—EXPORTS TO BANGLADESH

| | Commodities/Goods | Value (Rs. lakhs) |
|---|---|---|
| 1. | Cement | 450 |
| 2. | Asphalt | 100 |
| 3. | Coal | 400 |
| 4. | Cotton textile | 25 |
| 5. | Cotton yarn | 150 |
| 6. | Tobacco unmanufacture | 1000 |
| 7. | Stone Boulders Hard wood (including Sal and Teak) Soft Wood Barytes (white) Lime and Lime stone Dolomite ; Gypsum Unslaked Lime | 100 |
| 8. | Books and Periodicals Gramophone records | 20 |
| 9. | Movies | 15 |
| 10. | Ayurvedic & unani medicines (medicinal herbs and crude drugs) | 25 |
| 12. | Chemicals & Pharmaceuticals | 25 |
| 12. | Spices | 15 |
| 13. | Infant milk food | 25 |
| 14. | Machinery and spare parts | 50 |
| 15. | Miscellaneous (items to be mutually agreed upon) | 100 |
| | | 2500 |

ANNEXURE—'B'

## LIST II—EXPORTS TO INDIA

| Cmmodities/Goods | Value (Rs. in lakhs) |
|---|---|
| 1. Fresh fish | 900 |
| 2. Semi-tanned cowhides including wet and blue | 100 |
| 3. Furnace oil, jute batching oil and naptha | 150 |
| 4. Newsprint and law grammage writing paper | 300 |
| 5. Raw jute | 750 |
| 6. Molasses | 25 |
| 7. Ayurvedic and unani medicines | 25 |
| 8. Books, Periodicals and Grammophone records | 20 |
| 9. Movies | 15 |
| 10. Pharmaceuticals | 10 |
| 11. Spices | 5 |
| 12. Simul Cotton (Kapok), Hard Board, Handloom products | 100 |
| 13. Miscellaneous (items to be mutually agreed upon) | 100 |
| | 2500 |

ANNEXURE—'C'

## IV—TRIPURA—BANGLADESH SECTOR BORDER TRADE

| For export from Tripura to Bangladesh | | For export from Bangladesh to Tripura | |
|---|---|---|---|
| Name of Commodities | Quantities allowed to be carried | Name of Commodities | Quantities allowed to be carried |
| 1. Vegetables (including potatoes). | Head load | 1. Poultry and eggs. | Head load |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2. Milk and milk Products. | ,, | 2. Chhana and sweetmeats | 1 kilogram |
| 3. Forest product (including timber unclassed agarwood, cane, thatching grass, firewood and bamboos). | Boat load raft or cart load | 3. Fish, fresh and dried. | Head load |
| | | 4. Vegetables. | ,, |
| | | 5. Onion and Garlic. | ,, |
| 4. Til seeds | Head load | 6. Coconut (dry and green) | ,, |
| 5. Fresh fruits | ,, | 7. Fresh fruits | ,, |
| 6. Gram and Pulses | ,, | 8. Gram and Rulses. | ,, |
| 7. Kerosene | 1 bottle | 9. Betel leaves | ,, |
| | | 10. Spices | 2 Kilograms. |

## STARRED QUESTION NO. 42.
**By Shri Nripendra Chakraborty.**

১। স্বাধীনতার যোদ্ধাদের কিভাবে বাছাই করে তাম্রপত্র বিলির সিদ্ধান্ত হলো ?

## ANSWER

১। স্বাধীনতার যোদ্ধাদের তাম্রপত্র দেওয়ার ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যক্তি নির্ব্বাচনের জন্য সরকার ছয়জন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামীকে নিয়া ও পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসককে সম্পাদক করিয়া একটি বিশেষ কমিটি গঠন করিয়াছেন। যে সব মুক্তিযোদ্ধা বয়সে প্রবীন, কোনও চাকুরী করেন না অথবা জনজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত নন, তাম্রপত্র দিয়ে সম্মানিত করার জন্য নির্ব্বাচন কমিটি তাঁহাদিগকে অগ্রাধিকার দিয়াছেন।

## STARRED QUESTION NO. 330
**By Shri Abhiram Deb Barma.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department bc pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকার Sate Transport চালু করার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন কি ?

২) যদি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া থাকেন, কবে পর্যান্ত চালু হইবে, এবং

৩) ত্রিপুরার কোন্ কোন্ লাইনে তাহা চালু হইবে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) চালু আছে

৩) ত্রিপুরার সমস্ত লাইনেই চালু আছে।

## STARKED QUESTION NO. 368

**By Shri J. K. Majumder.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) জিরানীয়া মার্কেটীং কো: অপারেটিভ সোসাইটির হিসাব পত্র কতদিন পর্য্যন্ত অডিট হইতেছে না ?

২) উহার শেষ অডিট কবে হয়েছিল ? এবং

৩) ঐ অডিট রিপোর্ট'এর Special Observation কি ?

উত্তর

১) জিরানীয়া কো: অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি লি: এর ১৯৬৯-৭০ সমবায় বৎসর পর্য্যন্ত অডিট শেষ হইয়াছে এবং ১৯৭০-৭১ ও ১৯৭১-৭২ সমবায় বৎসরের হিসাব পত্র পরীক্ষার কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

২) ২৫/১/৭১ইং তারিখে।

৩) উক্ত অডিট রিপোর্টের বিশেষ মন্তব্যগুলি নিম্নরূপ :—

(ক) সমিতির সভা রেজিষ্ট্রার, শেয়ার রেজিষ্ট্রার বণ্ড ইত্যাদি ঠিকমত রাখা হয় নাই.

(খ) ১৯৬৮-৬৯ ও ১৯৬৯-৭০ সমবায় বৎসরে মাত্র একটি করিয়া বোর্ডের সভা হইয়াছে।

(গ) আদায়ীকৃত শেয়ার মূলধন, অনুমোদিত মূলধনকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।

(ঘ) ১৮ | ১০ | ৬৪ইং এর পর কোনও বার্ষিক সাধারণ সভা হয় নাই।

(ঙ) সমবায় ব্যাঙ্কের কাছে ক্যাশ ক্রেডিট বাবতে ৫০,০০০ টাকার মধ্যে, ৪৮,০০০ টাকাই বকেয়া হইয়া রহিয়াছে এবং সরকারকে দেয় সুদের কোন টাকা দেওয়া হয় নাই।

(চ) সমিতির জমা খরচ, খরিদ বিক্রী এবং অন্যান্য লেন দেনের হিসাব যথাযথ ভাবে না রাখায় সমিতির স্বার্থ বিঘ্নিত হইয়াছে।

(ছ) সমিতির ম্যানেজার অনুমোদন ছাড়া, যথার্থ উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে এবং উপযুক্ত কাগজপত্র না রাখিয়া সমিতির টাকা অগ্রিম (Advance) দিয়াছেন, ফলে সমিতির আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে।

(জ) সমিতির চেয়ারম্যান নিজের খুশীমত সমিতি হইতে সমিতির টিন, উদ্দেশ্য নির্ণয় না করিয়া অগ্রিম (Advanced) নিয়াছেন এবং অডিটর কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হওয়া সত্বেও কোনও ব্যাখ্যা দেন নাই, মালের দাম আদায়ের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে.

(ঝ) চেয়ারম্যান নিজে অননুমোদিত কাজে লিপ্ত থাকায় ম্যানেজারের কাজ উপযুক্ত ভাবে তদারক করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন.

(ঞ) সমিতির প্রাক্তন দুইজন কর্ম্মচারী হইতে মং ২২,৮৪১·৩২ প: পাওনা বহুদিন যাবৎ বকেয়া রহিয়াছে।

ANNEXURE—"B"

## UNSTARRED QUESTION NO. 34

**By Shri Nripendra Chakraborty.**

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ এর ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী পালনের জন্য কোন দপ্তরে মোট কত টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে তার দপ্তরওয়ারী বিবরণ ;

২) এই উপলক্ষে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়ে থাকলে কোন পত্রিকাকে কত টাকার বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে তার বিবরণ ?

উত্তর

১) এই ব্যাপারে নির্দিষ্ট ব্যয় বরাদ্দ করা হয় নাই। বাজেটের উদ্বৃত্ত সংস্থান হইতে বিভিন্ন দপ্তরের ব্যয়ের হিসাব নীচে দেওয়া হইল।

| | | |
|---|---|---|
| জেলা শাসক, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা | ৪,৩১০ | টাকা |
| শিল্প অধিকর্ত্তা | ২,৬৫০ | ,, |
| শ্রম দপ্তর | ৩৭১ | ,, |
| জেলা শাসক, উত্তর ত্রিপুরা জিলা | ১০,০০০ | ,, |
| জন সংযোগ ও প্রচার অধিকর্ত্তা | ২১,০৬৪ | ,, |
| পঞ্চায়েত অধিকর্ত্তা | ১,০০০ | ,, |
| পুনর্ব্বাসন অধিকর্ত্তা | ২০১ | ,, |
| জেলা শাসক, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা | ২৯,৬৮০ | ,, |
| স্বাস্থ্য অধিকর্ত্তা | ৫,৮০০ | ,, |
| পরিসংখ্যান দপ্তর | ৩ | ,, |
| কারা দপ্তর | ৫২৫ | ,, |
| মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ | ৬,২৫০ | ,, |
| সমবায় দপ্তর | ৬০৪ | ,, |
| উপজাতী গবেষক অধিকর্ত্তা | ২৭ | ,, |
| ডি, এস, এস, এ বোর্ড | ৫,০০০ | ,, |
| কর্ম বিনিয়োগ সংস্থা | ৭৫ | ,, |
| খাদ্য ও জনসংভরণ অধিকর্ত্তা | ৬৭ | ,, |
| কৃষি অধিকর্ত্তা | ৩৬৯ | ,, |
| পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট | ২০,০০২ | ,, |
| | ১,০৭,৯৯৮ | টাকা |

২) জনসংযোগ ও প্রচার দপ্তর, বন দপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর, শিল্প দপ্তর ও কৃষি দপ্তর হইতে বিভিন্ন সংবাদপত্রে যত টাকার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে তাহার বিবরণ নীচে দেওয়া হইল :—

| পত্রিকার নাম | বিভিন্ন দপ্তরে বিজ্ঞাপনের খরচ | | | | | মোট খরচ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | জনসংযোগ ও প্রচার দপ্তর | বনদপ্তর | পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর | শিল্প দপ্তর | কৃষি দপ্তর | টাকা পয়সা |
| ১) দৈনিক সংবাদ | ৯০০৲ | ৬০০৲ | ৬০০৲ | ৬০০৲ | ৩০০৲ | ৩,০০০·০০ |
| ২) নাগরিক | ৬৩৭·৫০ | ২১২·৫০ | ২১২·৫০ | — | — | ১,০৬২·৫০ |
| ৩) বিবেক | ৬৩৭·৫০ | ২১২·৫০ | ২১২·৫০ | — | — | ১,০৬২·৫০ |
| ৪) রুদ্রবীণা | ৬৩৭·৫০ | ২১২·৫০ | ২১২·৫০ | — | — | ১,০৬২·৫০ |
| ৫) জনপদ | ৬৩৭·৫০ | ২১২·৫০ | — | — | — | ৮৫০·০০ |
| ৬) জাগরণ | ৬৩৭·৫০ | ২১২·৫০ | ২১২·৫০ | — | — | ১,০৬২·৫০ |
| ৭) ত্রিপুরা প্রকাশ | ৪১২·৫০ | ১৩৭·৫০ | — | — | — | ৫৫০·০০ |
| ৮) মানুষ | ৬৩৭·৫০ | — | — | — | — | ৬৩৭·৫০ |
| ৯) অগ্রদূত | ৪১২·৫০ | — | — | — | — | ৪১২·৫০ |
| ১০) সীমান্ত প্রকাশ | ৯০০·০০ | ৩০০·০০ | ৩০০·০০ | — | — | ১,৫০০·০০ |
| ১১) স্বাধীকার | ৬৩৭·৫০ | ২১২·৫০ | ২১২·৫০ | — | — | ১,০৬২·৫০ |
| ১২) বিদ্রোহী | ৬৩৭·৫০ | ২১২·৫০ | ২১২·৫০ | — | — | ১,০৬২·৫০ |
| ১৩) সমাচার | ৬৩৭·৫০ | ২১২·৫০ | ২১২·৫০ | ৪২৫·০০ | — | ১,৪৮৭·৫০ |
| ১৪) দর্শন | ৬৩৭·৫০ | ২১২·৫০ | ২১২·৫০ | — | — | ১,০৬২·৫০ |
| ১৫) ত্রিপুরা | ৬৩৭·৫০ | ২১২·৫০ | — | — | — | ৮৫০·০০ |
| ১৬) প্রমোদ বার্ত্তা | ৬৩৭·৫০ | ২১২·৫০ | ২১২·৫০ | — | — | ১,০৬২·৫০ |
| ১৭) ত্রিপুরা টাইমস্ | ৬৩৭·৫০ | ২১২·৫০ | ২১২·৫০ | — | — | ১,০৬২·৫০ |
| ১৮) সুকুমার | ৬৩৭·৫০ | ২১২·৫০ | — | — | — | ৮৫০·০০ |
| ১৯) প্রগতি | ৬৩৭·৫০ | ২১২·৫০ | ২১২·৫০ | — | — | ১,০৬২·৫০ |
| ২০) ইয়াত্রী | ৬৩৭·৫০ | — | — | — | — | ৬৩৭·৫০ |
| ২১) মহাব্রত | ৬৩৭·৫০ | — | — | ১৬১·৫০ | — | ৭৯৯·০০ |
| ২২) আজকের ফরিয়াদ | ৬৩৭·৫০ | — | — | — | — | ৬৩৭·৫০ |
| ২৩) মরূপ | ৬৩৭·৫০ | — | — | — | — | ৬৩৭·৫০ |
| ২৪) নবজ্যোতি | ৬৩৭·৫০ | ২১২·৫০ | ২১২·৫০ | — | — | ১,০৬২·৫০ |
| ২৫) পূর্ব্বাচল | ৬৩৭·৫০ | — | — | — | — | ৬৩৭·৫০ |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৬) | ত্রিপুরার কথা | ৬৩৭·৫০ | — | — | — | — | ৬৩৭·৫০ | পঃ |
| ২৭) | ভারতকল্যাণ | ৬৩৭·৫০ | ২১২·৫০ | — | — | — | ৮৫০·০০ | ,, |
| ২৮) | বিদ্রোহ | ৪১২·৫০ | ১৩৭·৫০ | — | — | — | ৫৫০·০০ | ,, |
| ২৯) | গণসংহতি | ৪১২.৫০ | ১৩৭·৫০ | ১৩৭·৫০ | — | — | ৬৮৭·৫০ | ,, |
| ৩০) | কাণ্ডারী | ৪১২·৫০ | — | — | — | — | ৪১২·৫০ | ,, |
| ৩১) | হানিকক্ | ৪১২·৫০ | | — | — | — | ৪১২,৫০ | ,, |
| ৩২) | আর্য্যশক্তি | ৪১২·৫০ | — | — | — | — | ৪১২·৫০ | ,, |
| ৩৩) | সন্ধানী | ৪১২·৫০ | — | — | — | — | ৪১২·৫০ | ,, |
| ৩৪) | ন্যায়দণ্ড | ৪১২·৫০ | — | — | — | — | ৪১২·৫০ | ,, |
| ৩৫) | ক্ষুধার্ত | ৪১২·৫০ | ১৩৭·৫০ | — | — | — | ৫৫০·০০ | ,, |
| ৩৬) | কৈলাশহর বার্ত্তা | ৪১২·৫০ | — | — | — | — | ৪১২·৫০ | ,, |
| ৩৭) | গণরাজ | — | ২১২·৫০ | ২১২·৫০ | — | — | ৪২৫·০০ | ,, |
| ৩৮) | ভাবী ভারত | — | — | — | — | — | — | |
| ৩৯) | সমবায় বার্ত্তা | — | — | — | — | — | — | |
| ৪০) | আমাদের কথা | — | — | ১৬১·৫০ | — | — | ১৬১·৫০ | ,, |
| ৪১) | গণঅভিযান | — | — | — | — | | — | |
| ৪২) | দেশের কথা | — | — | — | — | — | — | |
| ৪৩) | নুতন বার্ত্তা | — | — | — | — | — | — | |
| ৪৪) | জনপথ | — | — | — | — | — | — | |
| ৪৫) | বন্দেমাতরম্ | — | — | — | — | — | — | |
| ৪৬) | ত্রিপুরা ক্রনিকল | — | — | — | ১১৮·৭৫ | ৭১·২৫ | ১৯০·০০ | ,, |
| ৪৭) | সন্ধান | — | ২১২·৫০ | — | — | — | ২১২·৫০ | ,, |
| | মোট :— | ২১,০০০·০০ | ৫,২৭৫·০০ | ৩,৯৬১·৫০ | ১,৩০৫·২৫ | ৩৭১·২৫ | ৩০,৯১৩·০০ | |

## UNSTARRED QUESTION NO. 35

**By—Shri Nripendra Chakraborty.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Political Department be pleased to sta,e

প্রশ্ন

১) বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের মধ্যে বাণিজ্যিক চুক্তির ফলে এ পর্যন্ত কি কি পণ্য কত পরিমাণে ত্রিপুরাতে আমদানি এবং ত্রিপুরা হতে রপ্তানী হয়েছে, এবং

২) ত্রিপুরা বাঁশ কাঠ সরবরাহ এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হলে তার পরিমাণ কত ?

উত্তর

১) বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তির ফলে এ পর্যন্ত কোন পণ্য ত্রিপুরাতে আমদানী বা ত্রিপুরা হইতে রপ্তানা হয় নাই। মূল বাণিজ্য চুক্তির মধ্যে সীমান্ত বাণিজ্যের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত আছে। এই সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তির ধারা অনুযায়ী ১০৪ জন ভারতীয় নাগরিককে সীমান্তে ব্যবসা করিবার জন্য বিশেষ অনুমতি পত্র দেওয়া হইয়াছে।

২) সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তিতে ত্রিপুরা হইতে জল পথে নৌকা বা ভেলা এবং স্থল পথে গরুরগাড়ী বোঝাই করিয়া নিম্নলিখিত বনজ সম্পদ রপ্তানী করার বিধান আছে :—
ক) বাজে কাঠ, খ) ধূপ কাঠ, গ) বেত, ঘ) ছন, ঙ) জ্বালানী কাঠ এবং চ) বাঁশ।

কি পরিমাণ বনজ সম্পদ সীমান্ত বাণিজ্যের মাধ্যমে রপ্তানী হইয়াছে, তাহা নিরুপণ করিতে পারা যায় না ; কারণ, এই সমস্ত জিনিষ সীমান্তের উভয় দিকে আট কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে এবং খুব সীমিত পরিমাণে রপ্তানী করা হয়। যাহাতে উভয় দেশের সীমান্ত বাসীরা দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের চাহিদা মিটাইতে পারে এবং তাহাদের পণ্যাদি বিক্রয় করিতে পারে তজ্জন্য সীমান্ত বাণিজ্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাহা হউক, ত্রিপুরা সরকার বাংলা দেশকে গৃহাদি নির্মাণের জন্য ৩১·০৭ লক্ষ টাকা মূল্যের বল্লী, বারি বাঁশ, মুলি বাঁশ, ছন ও চিরানো কাঠ সরবরাহ করিতে সম্মত হইয়াছে। ১৯৭২ইং সনের ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩,২১,০০০ খানা মুলি বাঁশ, ৩,০০০ খানা বারি বাঁশ, ৩,৮৮০ খানা ঘরের খুটি এবং ১,৩৭২ বোঝা ছন বাংলা দেশকে সরবরাহ করা হইয়াছে।

## UNSTARRED QUESTION NO. 31.

**By— Shri Nripendra Chakraborty.**

Will the Honble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) বর্ত্তমান বাস ভাড়া বিভিন্ন রুটে যে ধার্য্য আছে তাহা কবে ঠিক হয়েছে ,

২) ইহা কি সত্য যে অনেক নূতন route এর জন্য কোন বাস ভাড়া নির্দ্ধারিত হয় নাই বলে মালিকগণ অতিরিক্ত ভাড়া নিয়ে থাকেন ; এবং

৩) সত্য হলে ঐ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ?

উত্তর

১) বর্ত্তমান বাস ভাড়া ১৯৭২ইং সনের ১৪ই মার্চ তারিখ হইতে প্রযোজ্য হইয়াছে ;

২) এইরূপ অভিযোগ সম্পর্কে সরকার অবগত নহে ;

৩) প্রশ্ন উঠে না।

## UNSTARRED QUESTION NO. 52

**By—Shri Nishi Kanta Sarkar.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকার ১৯৫৪ইং হইতে ১৯৭১ইং পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্থায়ী বিভাগে রিলিফ ও সেটেলমেন্ট বিভাগ হইতে কতজন কর্ম্মচারীকে কি কি পদে পুনর্নিয়োগ করিয়াছেন তাহার বৎসর ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর

১) ত্রিপুরা সরকার ১৯৫৪ইং সন হইতে ১৯৭১ইং পর্যন্ত রিলিফ ও সেটেলমেন্ট বিভাগের কতজন কর্ম্মচারীকে স্থায়ী বিভাগে কোন কোন পদে পুনর্নিয়োগ করিয়াছেন তাহার বৎসর ভিত্তিক হিসাব যথাক্রমে সঙ্গীয় 'ক' ও 'খ' তালিকায় প্রদত্ত হইল।

### ANNEXURE 'A'

### STATEMENT SHOWING THE ABSORPTION OF STAFF OF RELIEF DEPARTMENT IN VARIOUS PERMANENT DEPARTMENTS OF TRIPURA GOVERNMENT SINCE 1954 TO 1971 YEAR-WISE.

| Name of the permanent Department in which absorbed. | Name of the post. | No. of post | Year of absorption. |
|---|---|---|---|
| 1. Civil Secretariat. | Upper Division Assistant | 4 | 1959 |
| | Clerk | 3 | 1966 |
| | Driver | 5 | 1972 |
| 2. Printing & Stationery Deptt. | Lower Division Clerk | 1 | 1954 |
| | Peon | 1 | 1954 |
| | Lower Division Clerk | 1 | 1963 |
| | Computor | 1 | 1963 |
| | Lower Division Clerk | 1 | 1966 |
| | Computor | 1 | 1966 |
| | Fishery Officer | 1 | 1959 |
| 3. Agriculrure Department. | Upper Division Clerk | 1 | 1959 |
| | Lower Division Clerk | 1 | 1959 |
| | Agri. Assistant | 1 | 1959 |
| | Lower Division Clerk | 1 | 1660 |
| | Peon | 1 | 19б1 |
| | Upper Division Clerk | 1 | 1962 |
| | Senior Clerk | 2 | 1963 |
| | Upper Division Clerk | 1 | 1963 |
| | Agri. Assistant | 7 | 1963 |
| | Plant Protection Overseer | 1 | 1963 |

ANNEXURE 'A'—CONTD.

| Name of the permanent Department in which absorbed. | Name of the post. | No. of post. | Year of absorption |
|---|---|---|---|
| 4. Directorate of Food & Civil Supplies. | Lower Division Clerk | 1 | 1959 |
| | Store Guard | 16 | 1960 |
| | Lower Division Clerk | 1 | 1962 |
| | Lower Division clerk | 1 | 1963 |
| | Inspector | 2 | 1963 |
| | Store-keeper | 1 | 1963 |
| | Inspector | 1 | 1964 |
| | Store-keeper | 14 | 1965 |
| | Accounts Clerk | 1 | 1966 |
| | Sub-Inspector | 1 | 1966 |
| | Driver | 1 | 1967 |
| | Accountant | 1 | 1967 |
| | Accounts Clerk | 1 | 1967 |
| | Upper Divison Clerk | 2 | 1967 |
| | Inspector | 2 | 1967 |
| | Sub-Inspector | 1 | 1967 |
| | Store-Guard | 7 | 1967 |
| | Weighman | 1 | 1967 |
| | Cardon-Gaurd | 6 | 1967 |
| | Sub-Deputy Controller (P) | 3 | 1968 |
| | Inspector | 2 | 1968 |
| | Inspector | 1 | 1969 |
| 5. Department of Labour & Employment. | Statistical Inspector | 1 | 1969 |
| | Lower Division Clerk | 1 | 1961 |
| | Statistical Inspector | 1 | 1959 |
| 6. Office of the Asstt. Transport Commissioner. | Class IV Employee | 1 | 1967 |
| | Class IV Employee | 1 | 1969 |
| 7. Officer of the Agri. Income-Tax Office. | Upper Division Clerk | 1 | 1963 |
| 8. Department of Industries. | Deputy Director | 1 | 1959 |
| | Senior Clerk | 1 | 1959 |
| | Upper Divison Clerk | 2 | 1959 |
| | Lower Division Clerk | 8 | 1959 |
| | Inspector | 2 | 1959 |
| | Asstt. Foreman | 1 | 1959 |
| | Asstt. Inspector | 2 | 1959 |
| | Chargeman | 2 | 1959 |
| | Asstt. Instructor | 2 | 1959 |
| | Tailoring Expert | 1 | 1959 |
| | Class IV Staff | 5 | 1959 |

ANNEXURE 'A"—(CONTD).

| Name of permanent Department in which absorbed. | Name of the post. | No. of post. | Year of absorption. |
|---|---|---|---|
| 9. Village/Industries & Handicraft | Accountant | 1 | 1959 |
| | Inspector | 1 | 1959 |
| | Asstt. Instructor | 1 | 1959 |
| | Tailoring Expert | 1 | 1961 |
| | Peripatetic Asstt. | 1 | 1961 |
| | Lower Division Clerk | 1 | 1961 |
| 10. Statistical Department. | Computor (Jr.) | 1 | 1958 |
| | Computor (Jr.) | 1 | 1960 |
| | Inspector | 1 | 1960 |
| | Comp. Clerk | 1 | 1960 |
| | Inspector | 1 | 1961 |
| | Computor (Jr.) | 1 | 1961 |
| | Computor (Jr.) | 2 | 1965 |
| | Computor (Jr.) | 1 | 1967 |
| | Typist | 1 | 19[illegible]7 |
| | Driver | 1 | 1967 |
| 11. Public Works Deptt. | Overseer | 10 | 1972 |
| 12. Election Department. | Peon | 1 | 1959 |
| | Peon | 1 | 1961 |
| 13. Directorate of Fire Services. | Fireman | 4 | 1960 |
| 14. Directorate of Public Relations & Tourism. | Asstt. Publicity Offiicer | 1 | 1954 |
| | Upper Division Clerk | 1 | 1962 |
| | Upper Division Clerk | 1 | 1966 |
| | Sub-Divisional Public Relations Officer. | 3 | 1977 |
| 15. Office of the Registrar of Co-operative Societies. | Coop. Inspector | 1 | 1954 |
| | Coop. Inspector | 1 | 1962 |
| | Class IV staff | 1 | 1967 |
| 16. Department of Labour | Inspector | 1 | 1961 |
| | Inspector | 1 | 1965 |
| | Class IV staff | 1 | 1967 |
| 17. Rehabilitation Deptt. | Sub-Deputy Collector | 3 | 1968 |
| | Inspector | 2 | 1968 |
| | Inspector | 1 | 1969 |
| 18. Office of the D. M. & Collector, West Tripura. | Supervisor | 15 | |
| | Inspector | 1 | |
| | Surveyor | 1 | |
| | Amin | 20 | |
| | Upper Division Clerk | 8 | |
| | Class IV staff | 25 | |

ANNEXURE 'A' (CONTD).

| Name of permanent Department in which absorbed. | Name of the post. | No. of post. | Year of absorption |
|---|---|---|---|
| 19. Local Self Government Department. | Project Officer | 1 | 1966 |
| | Community Organiser | 3 | 1966 |
| 20. Prisons Directorate. | Sub-Jailor | 1 | 1954 |
| | Jail Warder | 2 | 1959 |
| | Jail Warder | 1 | 1960 |
| 21. Office of the District Registrar (West) | Sub-Registrar | 1 | 1961 |
| 22. District & Sessions Judge | Lower Division Clerk | 3 | 1959 |
| | Lower Division Clerk | 1 | 1960 |
| 23. Education Directorate | Teacher | 5 | 1955 |
| | Teacher | 147 | 1956 |
| | Teacher | 54 | 1958 |
| | Teacher | 19 | 1959 |
| | Sub-Inspector | 2 | 1959 |
| | Inspector of Schools | 1 | 1959 |
| | Upper Division Clerk | 1 | 1959 |
| | Lower Division Clerk | 2 | 1959 |
| | Teacher | 1 | 1960 |
| | Weaving Inspector | 1 | 1960 |
| | Class IV staff | 12 | 1960 |
| | Teacher | 4 | 1961 |
| | Upper Division Clerk | 1 | 1961 |
| | Social Educational Worker | 1 | 1961 |
| | Class IV staff | 2 | 1961 |
| | Teacher | 1 | 1962 |
| | Lower Division Clerk | 2 | 1965 |
| | Accountant | 1 | 1966 |
| | Accountant | 3 | 1967 |
| | Lower Division Clerk | 2 | 1967 |
| | Class IV Staff | 8 | 1967 |
| 24. Forest Department | Nursery Mali/Chaiman | 23 | 1967 |

## ANNEXURE—'B'

## STATEMENT SHOWING THE ABSORPTION OF STAFF OF SURVEY & SETTLEMENT ORGANISATION IN VARIOUS PERMANENT DEPARTMENTS OF TRIPURA GOVERNMENT SINCE 1954 TO 1971 YEAR WISE.

| Name of the permanent Department in which absorbed. | Name of post. | No. of post. | Year of absorption. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Civil Secretariat | Lower Division Clerk | 4 | 1969 |
| 2. Public Works Department | Lower Division Clerk | 20 | 1971 |
| | Peon | 8 | 1971 |
| 3. Statistical Department | Progress Assistant | 1 | 1959 |
| | Investigator | 2 | 1960 |
| 4. Directorate of Public Relations & Tourism. | Driver | 1 | 1967 |
| | Peon | 4 | 1970 |
| | Peon | 1 | 1972 |
| 5. Department of Agriculture | Lower Division Clerk | 2 | 1961 |
| 6. Printing & Stationery Deptt. | Peon | 1 | 1971 |
| 7. Office of the District Registrar | Peon | 1 | 1970 |
| | Sub-Registrar | 1 | 1961 |
| 8. District & Sessions Judge | Lower Division Clerk | 1 | 1960 |
| | Peon | 1 | 1971 |
| 9. Directorate of Tribal Welfare & Welfare of Sch. Castes. | Supervisor | 5 | 1971 |
| | Sardar Amin | 4 | 1969 |
| | Field Assistant | 1 | 1969 |
| | Lower Division Clerk | 2 | 1969 |
| | Chainman | 5 | 1969 |
| | Class IV staff | 1 | 1969 |
| 10. Statistical Department | Progress Assistant | 1 | 1959 |
| 11. Department of Labour and Employment. | Lower Division Clerk | 1 | 1970 |
| 12. Local Self Government Department. | Community Organiser | 1 | 1971 |
| 13. Forest Department | Amin | 1 | 1969 |
| 14. Office of the D. M. & Collector, West Tripura District & South Tripura District & North Tripura District. | Upper Division Clerk | 5 | 1970 |
| | Lower Division Clerk | 6 | 1969 |
| | Lower Division Clerk | 3 | 1971 |
| | Circle Officer | 8 | 1966 |
| | Tehsildar/Addl. Tehsildar | 257 | 1970 |
| | Revenue Inspector | 11 | 1971 |
| | Lower Division Clerk | 27 | 1971 |
| | Draftsman | 2 | 1971 |
| | Tehsildar/Addl. Tehsildar | 5 | 1971 |

ANNEXURE—'B' (CONTD.)

| Name of the permanent Department in which absorbed. | Name of the post. | No. of post. | Year of absorption. |
|---|---|---|---|
| | Peon | 90 | 1971 |
| | Revenue Inspector | 2 | 1971 |
| | Lower Division Clerk | 4 | 1971 |
| | Tehsildar | 1 | 1971 |
| | Peon | 35 | 1971 |
| | Revenue Inspector | 5 | 1971 |
| | Circle Officer | 3 | 1971 |
| | Driver | 1 | 1971 |
| | Surveyor | 1 | 1971 |
| | Revenue Inspector | 1 | 1971 |
| | Sub-Deputy Collector | 3 | 1971 |
| | Revenue Inspector | 1 | 1972 |
| | Amin | 3 | 1972 |
| 15. Directorate of Settlement & Land Records. | Asstt. Director of Surveys & Land Records | 1 | 1971 |
| | Officer in-charge Map Printing | 1 | 1971 |
| | Asstt. Survey Officer | 12 | 1971 |
| | Head Clerk | 1 | 1971 |
| | Accountant | 1 | 1971 |
| | Cashier | 1 | 1971 |
| | Nazir | 1 | 1971 |
| | Upper Division Clerk | 4 | 1971 |
| | Stenographer | 1 | 1971 |
| | Lower Division Clerk | 23 | 1971 |
| | Assistant Record Keeper | 10 | 1971 |
| | Computor | 10 | 1971 |
| | Head Draftsman | 1 | 1971 |
| | Proof Reader | 1 | 1971 |
| | Draftsman | 16 | 1971 |
| | Copist | 5 | 1971 |
| | Driver | 4 | 1971 |
| | Re-Toucher | 10 | 1971 |
| | Machineman | 1 | 1971 |
| | Platemaker | 1 | 1971 |
| | Head Grainer/Asstt. Printing Machine(Litho Operator) Duftry/Book Binder/Cleaner/ Asstt. Platemaker/Technical Labour/Night Guard/Peon | 37 | 1971 |

## UNSTARRED QUESTION NO. 454

**By—Shri Samar Choudhury**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

### প্রশ্ন

১) সোনামুড়া নিদয়া রোডে কোন যাত্রিবাহী বাস গাড়ীর রুট লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল কি ?

২) বর্ত্তমানে এই রোডে এইরূপ কোন গাড়ী চলাচল করে কি ?

৩) বর্ত্তমানে এই রোডে অধিক সংখ্যক যাত্রিবাহী বাসগাড়ীর রুট লাইসেন্স প্রদান করে অঞ্চলবাসী জনসাধারণের কম ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা করে দেওয়া সম্পর্কে সরকার কি কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ?

### উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) না, এই রুটের জন্য দেওয়া কোন পারমিটের মেয়াদ এখন নাই।

৩) বাস মালিকগণের পক্ষ হইতে নিয়ম অনুযায়ী দরখাস্ত পাওয়া গেলে তদন্তক্রমে এই রাস্তার জন্য রুট লাইসেন্স দেওয়ার বিষয় বিবেচনা করা যাইতে পারে।

# PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Thursday, December 14, 1972.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, Thursday, the 14th December, 1972 at 11 A. M.

## PRESENT

Mr. Speaker (Shri Manindra Lal Bhowmik) in the Chair, four Ministers, three Deputy Ministers, Deputy Speaker and Members.

**Mr. Speaker** :– To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Short Notice Question. Shri Jatindra Kumar Majumder.

**Shri Jatindra Kumar Majumder** :—Short Notice Question No. 594.

**Shri Monsur Ali** :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 594.

## QUESTIONS

১) যে সমস্ত কৃষিক্ষেত্রে ৬০।৭০।৮০ ফুট গভীরে ওভার ফ্লো লেয়ার পাওয়া যাইতেছে না সে সমস্ত জায়গায় ড্রিলিং মেশিনের সাহায্যে গভীরে বোরিং করিয়া স্যালো টিউব ওয়েল বসাইবার জন্য সরকারের কোন চিন্তা আছে কি ;

২) থাকিলে কতটি ড্রিলিং মেশিন বর্তমানে সরকারের নিকট আছে ;

৩) বেসরকারী কোন সংস্থা যাহারা ঐরূপ ড্রিলিং মেসিন দিতে পারেন এমন কাহারো নিকট এই বিষয়ে সরকার সাহায্য চাহিতেছেন কি ?

## ANSWER

১) না

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) না প্রশ্ন উঠেনা।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার** :—মাননীয় উপমন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে সরকারের নিকট এইরকম ড্রিলিং মেসিন না থাকলেও কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে ড্রিলিং মেসিন আছে কিনা সেটা সরকার খোঁজ নিচ্ছেন কিনা এবং না নিয়ে থাকলে কেন নেন নি ?

**শ্রীমনছুর আলী**—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সার্ভে না হওয়ার আগে এইরকম ড্রিলিং মেশিন আনা ঠিক হবেনা। সেজন্য আমরা কোন কোম্পানীর কাছেও এই ব্যাপারে খোঁজ নেই নি।

**Mr. Speaker** :—Not more than three supplementary Questions should be asked.

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার** :—মাননীয় উপমন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ৬০।৭০।৮০ ফুট নীচে এখন যে ফ্লো পাওয়া যাচ্ছেনা সেই সমস্ত ক্ষেত্রে সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বণ করবেন ?

**শ্রীমনছুর আলী**—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রত্যেক ব্লকে ১০টি করে যাতে অভার ফ্লো ব্যবস্থা করা যায় সেজন্য আমরা দুইশ ফুট গভীরে পর্য্যন্ত লেয়ার পাওয়া যায় কিনা তার জন্য সার্ভে করছি।

**শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত** :—মাননীয় উপমন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে কোন কোন ব্লকে অভার ফ্লো পাওয়ার জন্য সার্ভে করা হয়েছে ?

**শ্রীমনছুর আলী** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ধর্ম্মনগর, সদর এবং কৈলাসহরে কিছু জায়গা সার্ভে করা হয়েছে। ঐ সমস্ত জায়গায় আমরা কিছু ডীপ টিউবওয়েল বসানো আরম্ভ করেছি।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার** :—মাননীয় উপমন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে বিধান-সভার একজন সদস্য চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে যাতে আপনারা বেসরকারী বা সরকারী ভাবে জল দিতে পারেন তার ব্যবস্থা করবেন ?

**শ্রীমনছুর আলী** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে এইরকম চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি উত্তরে বলেছি যে পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে সরকারের এটা করা ঠিক হবে না।

**শ্রী বি, দাস** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ড্রিলিং মেসিন আনার প্রয়োজন বোধ করেন কিনা ? যদি প্রয়োজন বোধ করেন তাহলে তারা এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করেছেন ?

**শ্রীমনছুর আলী** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা প্রয়োজন বোধ করেছি এবং এই জন্য আমরা একজন অফিসারকে পাঠিয়েছি যাতে এটা ভবিষ্যতে তাড়াতাড়ি করা যায়।

**মিঃ স্পীকার** :—শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬।

**শ্রীমনছুর আলী** :—মাননীয় স্পীকার, স্যার কোয়েশ্চান নাম্বার ৬

প্রশ্ন

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে বীজ ধান না পাওয়া যাওয়ায় অধিকাংশ জায়গায় নগদ টাকা বন্টন করতে হয়েছে ?

**শ্রীমনছুর আলী** :—এই রকম কোন খবর সরকারের কাছে নেই।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে কি যে স্থানীয় ভাবে বীজ ধান সংগ্রহ করতে না পারায় সরকার বীজ ধান কিনবার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষকদের নগদ টাকা দিয়েছেন ?

**শ্রীমনছুর আলী** :—স্যার, যেখানে বলা হয়েছে সরকার স্থানীয়ভাবে বীজধান সংগ্রহ করেছেন, সেখানে টাকা দেওয়া হয়েছে, এই কথা তো বুঝা যায় না।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :—স্যার, আমার প্রশ্নটার জবাব পাইনি। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে তিনি বলেছেন যে স্থানীয়ভাবে বীজধান সংগ্রহ করা হয়েছে, আসাম থেকে বীজ ধান আনা

হয় নি, কিন্তু আমি জানি যে স্থানীয়ভাবে কোন বীজধান সংগ্রহ করা হয় নি, সরকার বীজধানের পরিবর্তে কৃষকদের নগদ টাকা দিয়েছে এবং কৃষকেরা সেই টাকা দিয়ে বীজধান কিনে নি, অভাবের তাড়নায়, তারা সেই টাকা খেয়ে ফেলেছে। কাজেই বীজধান দিয়ে তাদের সাহায্য করার যে পার্পাস, সেটা টাকা দেওয়ার ফলে তা সার্ভ হয় নি।

**শ্রীমনছুর আলী** :—স্যার, আমার কথাটাও খুবই ক্লিয়ার। কারণ আমি যতটুকু জানি তাতে স্থানীয় ভাবে বীজধান সংগ্রহ করবার জন্য এবং সেগুলি কৃষকদের মধ্যে বিলি বন্টন করার জন্য ভি, এল, ডবলিউর মাধ্যমে, গাঁও সভার মাধ্যমে কাজ করা হয়েছে। আর উনি যেটা বলছেন, সেই রকম কোন খবর আমার কাছে নেই।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বেটে স্থানীয় ভাবে বীজধান সংগৃহীত হয়েছে এবং এটা কি সত্য যে ১·৫০ পয়সা পার কেজিতে এই বীজ ধানের জন্য দেওয়া হয়েছে ?

**শ্রীমনছুর আলী** :—স্যার, এটা তো এক এক সাব-ডিভিশনে এক এক রকম হয়েছে। আমার কাছে উপস্থিত সেই রকম কোন ডিটেলস নেই, কাজেই আমি এই সম্পর্কে এখুনি কিছু বলতে পারছি না।

**শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে যেখানে এক ধরণের বীজ ধান দেওয়ার কথা, সেখানে প্রায় জায়গাতে দেখা গেছে যে সেই বীজ ধানের পরিবর্তে অন্য ধরণের বীজ ধান দেওয়া হয়েছে ?

**শ্রীমনছুর আলী** :—স্যার, যারা কৃষক তারা বীজধান নিয়ে থাকে। কাজেই তাদের যদি আমনের বীজের পরিবর্তে আউশের বীজ দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে তারা সেটা কোন মতেই নিতে পারে না। কাজেই কৃষকের যেটা প্রয়োজন সেটাই সে নেবে, অন্যটা নেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

**শ্রীমতি লক্ষ্মী নাগ** :—স্যার, আমি নিজেও এই ব্যাপারে স্থানীয় বি, ডি, ওর কাছে কমপ্লেন করেছি। আমার এলাকায় এই ধরণের বেশ কিছু বীজধান সরবরাহ করা হয়েছে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি যে অভিযোগটা এখানে করলাম, এই সম্পর্কে আপনি তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

**শ্রীমনছুর আলী** :—স্যার, আমার কাছে এই ধরণের কোন কমপ্লেইন আসেনি। তবে যেহেতু একজন মাননীয়া এম, এল, এ বলছেন, সেহেতু আমি নিশ্চয় এটা দেখব।

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী** :—থার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার নাইন।

**শ্রীমনছুর আলী** :—থার্ড কোয়েশ্চান নাইন, স্যার।

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ সালের খরায় ত্রিপুরায় মোট কত আউস ফসল, আমন চারা ও জুম চাষের ক্ষতি হয়েছে, তার মহকুমা ভিত্তিক হিসেব ?

২) কেন্দ্রীয় সরকারের সমীক্ষা দল হিসেবের সাথে একমত হয়েছে কিনা ;

৩) না হয়ে থাকলে তার কারণ ;

উত্তর

১) ১৯৭২ এর খরায় মহকুমা ভিত্তিক ক্ষতির প্রাথমিক হিসাব নিম্নরূপ।

| মহকুমার নাম | ক্ষতির পরিমাণ ( টাকায় ) আউস | জুম | আমন চারা | মোট |
|---|---|---|---|---|
| ধর্মনগর | ২৬,৮৬,৭৬০ কে, জি, | ৪,১৮১৫০ কে, জি, | — কে, জি, | ১,০৪,৯১০ |
| কৈলাসহর | ১৯,১৯,৭৭০ | ১,৬৬,৬১০ | — | ২০,৮৬,৩৮০ |
| কমলপুর | ১২,৯৫,৪৭০ | ৬৬,৫২০ | — | ১৩,৬১,৯১০ |
| খোয়াই | ৪২,২২,৫০০ | ৮,২৭,৪৩২ | ৭২ | ৫০,৫০,০০৪ |
| সদর | ১,৮৯,৭৭,৯৫০ | ৩,৫৬,৪২২ | ৪,৪৮৮ | ১,৯৩,৩৮,৮৬০ |
| সোনামুড়া | ৩৯,২৪,০৫০ | ৬,৫৩,৫৫২ | ১,৬৮০ | ৪৫,৭৯,২৮২ |
| উদয়পুর | ৫৪,৪৮,০০০ | ৪,৬৫,৫০০ | ১৯,৫৮৫ | ৫০,৯৩,০৮৫ |
| অমরপুর | ৪৫,০২,৪৩০ | ২৩,৭৫,৮০০ | ৮,৬৬০ | ৬৮,৮৬,৮৯০ |
| বিলোনিয়া | ৬৩,২০,০৭০ | ২,৬৪,৬০০ | ৩৭,৩৫৫ | ৭৬,২২,০২৫ |
| সাবরুম | ২৬,১৬,২০০ | ২,৮০,০০০ | — | ২৮,৯৬,২০০ |
| | | | | ৫,৭৯,১৯,৬২৬ টাকা |

২) মোটামুটি।

৩, কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত বিভিন্ন খাতে কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সাধারণভাবে তাহাদের মতামত দিয়াছেন।

**শ্রীকালিপদ বানার্জী**—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সরকার যদি এই সব তথ্য ঠিকভাবে সংগ্রহ করে থাকেন, তাহলে কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল এর সঙ্গে এক মত হলেন না কেন?

**শ্রীমনছুর আলী**—স্যার, আমরা জুন মাসে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছি, তাতে ঐ মাসের ১৫ তারিখের পর ত্রিপুরার সর্বত্র সামান্য পরিমাণে যে একটি বৃষ্টি হয়ে গেছে, কারণ ঐ বৃষ্টি হওয়ার পরই এই সমীক্ষক দল আমাদের রাজ্যে এসেছিল খরা পরিস্থিতি দেখার জন্য এবং তারই ফলে ঐ সমীক্ষক দল আমাদের সংগৃহীত তথ্যের সঙ্গে কিছুটা ডিফার করেছেন বলে আমার মনে হয়।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী**—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সরকার যে এই হিসাবটা করেছেন, এটা কি পঞ্চায়েতের সংগে সহযোগিতা করে করেছেন কিনা: জানাবেন কি?

**শ্রীমনছুর আলি**—সেখানে ভি, এল, ডব্লিউ থেকে ব্লক লেবেল পর্য্যন্ত আমাদের এস. ডি, ও, বি, ডি, ও যারা আছেন, তারা সবাই গ্রাম থেকে তথ্যাদি নিয়ে এই হিসাবটা তৈরা করেছেন।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী**—স্যার, আমার প্রশ্নটার জবাব হল না। স্যার, আমি জানতে চেয়েছি যে পঞ্চায়েতগুলির সহযোগিতায় এই সব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা;

**শ্রীমনছুর আলী**—স্যার, আমাদের ভি, এল, ডব্লিউরা গ্রামের মধ্যেই থাকেন, সেখানে

পঞ্চায়েতও রয়েছে। কাজেই তারা সেই সব গ্রাম এবং পঞ্চায়েতের লোকদের সংগে আলাপ আলোচনা করেই এই সব তথ্য নিয়ে এই হিসাবটা তৈরী করেছেন।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী**—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই সমীক্ষক দলকে ত্রিপুরা রাজ্যের কোন কোন এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ?

**শ্রীমনছুর আলী**—সদর এলাকা, উদয়পুরে এবং অমরপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আর দক্ষিণ দিকে যে দলটি গিয়েছিল, সেই দলের সংগে আমি নিজেও ছিলাম।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী**—অন্যান্য এলাকায় খরা পরিস্থিতি চলেছিল, সেই সব এলাকায় তাদেরকে কেন নেওয়া হল না, জানাবেন কি ?

**শ্রীমনছুর আলী**—আমাদের ইচ্ছা ছিল, তাদেরকে সব জায়গা ঘুরিয়ে দেখাবার জন্য কিন্তু তাদের সেই সময় হয়নি বলে অন্যান্য খরা পীড়িত অঞ্চলে তাদেরকে নেওয়া সম্ভব হয় নি।

**মিঃ স্পীকার**—শ্রীবুলুকুকী।

**শ্রীবুলুকুকী**—প্রশ্ন নং ৭২।

**শ্রীমনসুর আলী**—প্রশ্ন নং ৭২।

## STARRED QUESTION NO. 72.

### By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) অম্পিনগর তহশীলাধীনে পাঁচটি গাঁও সভায় জলসেচের কি কোন ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে ;

২) যদি নেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে কোথায় এবং কি ধরণের ?

উত্তর

১) পাচটি গাঁও সভার মধ্যে নিম্নের চারটি গাঁও সভায় জলসেচের ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে—

জম্বুকছড়া

তাইলনং

তাইহ্

অম্পি

চাংগাং গাঁও সভায় সেচ ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত নেওয়া হয় নাই।

২) চারিটি গাঁও সভায় সেচ ব্যবস্থার ধরণ ও স্থান নিম্নে দেখানো হইল—

জম্বুকছড়া গাঁও সভায় মোট ৪ (চার)টি অস্থায়ী বাঁধ নিম্ন বর্ণিত স্থানগুলিতে তৈরী করা হইয়াছে—

ক) ধলছড়ার উপর শিব বাড়ী পাড়ায়

খ) ধলা ছড়ার উপর বাংগালী পাড়ায়

গ) লক্ষীধন ছড়ায়

ঘ) পালকো ছড়ায়

তাইসলং গাঁও সভায় তাইসলং ছড়ার উপর মোট ৩ (তিন)টি অস্থায়ী বাধ নিম্ন বর্ণিত স্থান গুলিতে তৈয়ারী করা হইয়াছে—

ক) বারমাহী পাড়ায়

খ) কল্যাণ মানিক বাড়ীতে

গ) অনন্ত রিয়াং বাড়ীতে

তাইদু গাঁও সভায় মোট ৩ (তিন)টি অস্থায়ী বাঁধ তৈয়ারী করা হইয়াছে। ২টি বাঁধ তার্থ সোম কাইপেং বাড়ীতে ধনলেখা ছড়ার উপর এবং একটি বাঁধ চন্দ্র মোহন দত্ত বাড়ীতে পাল্কো ছড়ার উপর।

অম্পি গাঁও সভায় মোট ৪ (চার)টি অস্থায়ী বাঁধ তৈয়ারী করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১টি বাঁধ তাইছান ছড়ায় ও ৩টি বাঁধ হালুয়া ছড়ায়। ইহা ছাড়া অম্পিতে একটি পাঁচ অশ্বশক্তি সম্পন্ন সরকারী পাম্প সেট ও নিখরচায় ব্যবহার করার জন্য দেওয়া হইয়াছে।

**শ্রীবুলু কুকী** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ধলাই ছড়ায় যে বাঁধ দেওয়া হয়েছে দুইটি বাঁধের মধ্যে একটি বাঁধ আছে ?

**শ্রীমনছুর আলী** :—এটা সেপারেট কোয়েশ্চান। একটি বাঁধ দেওয়া হয় প্রশ্ন আসে না।

**শ্রীবুলু কুকী** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি খোঁজ করে দেখবেন সেই বাঁধটি ভেঙ্গে গিয়েছে কি ?

**শ্রীমনছুর আলী** :—নিশ্চয়ই দেখা হবে মাননীয় সদস্য কন্‌ফ্রেন করুন যদি দেখা দরকার মনে করেন।

**মিঃ স্পীকার** :—শ্রীবিদ্যাচরণ দেববর্ম্মা।

**শ্রীবিদ্যাচরণ দেববর্ম্মা** :—প্রশ্ন নং ১৯৮।

**মিঃ স্পীকার** :—১৯৮।

**শ্রীমনছুর আলী** :—প্রশ্ন নং ১৯৮।

## STARRED QUESTION NO. 198

**By Shri Bidya Chandra Deb Barma**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

(১) ক) ইহা কি সত্য যে খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত তেলিয়ামুড়া ব্লকের অধীন রামদয়াল মৌজা গাঁওসভা, আথড়া গাঁওসভা ও গয়ামনি গাঁওসভার অধীনে সেচের কোন ব্যবস্থা নাই, এবং

খ) যদি তাহা সত্য হয়, তবে উক্ত গাঁওসভার অধীনের জমিগুলিতে ফসল উৎপাদনের জন্য ১৯৭২ ইং সনে গভীর নলকূপ খনন করিয়া সেচের ব্যবস্থা করা হইবে কি ?

উত্তর

(১) রামদয়াল মৌজা গাঁওসভা ও আথড়া গাঁওসভা এলাকায় সেচের ব্যবস্থা আছে গয়ামনি গাঁওসভায় সেচের ব্যবস্থা নাই।

(২) গভীর নলকূপ খনন ভূ-গর্ভস্থ জল সম্পদ সমীক্ষার উপর নির্ভরশীল এবং সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। কাজেই ১৯৭২ ইং সনে এইরূপ পরিকল্পনার সম্ভাবনা নাই।

**শ্রীবিদ্যাচরণ দেববর্ম্মা** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি গয়ামনি গাঁওসভার মধ্যে সেচের ব্যবস্থা নাই কেন? এবং তার কারণ কি?

**মিঃ স্পীকার** :—গয়ামনি গাঁওসভাতে সেচের ব্যবস্থা নাই কেন?

**শ্রীমনছুর আলী** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ওভার ফ্লো হয় না এবং ছড়ায়ও ঠিকমত পাওয়া যায় না তার জন্য হয় নাই।

**শ্রীবিদ্যাচরণ দেববর্ম্মা** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি আগামী বছরে সেখানে যাতে কৃষকরা ফসল উৎপাদন করতে পারে তারজন্য গভীর নলকূপ খনন করে সেচের ব্যবস্থা করা হবে কিনা?

**শ্রীমনছুর আলী** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি পূর্ব্বেই বলেছি পরীক্ষা নিরিক্ষা না করে গভীর নলকূপ করা সম্ভব হবে না।

**মিঃ স্পীকার** :—শ্রীঅনিল সরকার।

**শ্রীঅনিল সরকার** :—প্রশ্ন নং ২৩০।

**শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস** :—প্রশ্ন নং ২৩০।

প্রশ্ন

**শ্রীঅনিল সরকার**—মাননীয় মন্ত্রী মহায় জানাবেন কি, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৭২ ইং তারিখে অনশন ধর্মঘটি শ্রমিকদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেবার জন্য শ্রম দপ্তরের সচিব কোন চিঠি দিয়েছেন কি না?

**শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস**—প্রত্যাহারের জন্য এমন কোন চিঠি দেওয়া হয় নাই।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী**—১৯৭২ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে শ্রম দপ্তর থেকে অনশন সত্যাগ্রহী মিষ্টান্ন কর্মচারীদের, তাদের অনশন ভঙ্গ করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে কোন চিঠি দিয়েছেন কি না?

**মিঃ স্পীকার**—উত্তরে তিনি না করেছেন।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী**—আমার প্রশ্নটা নুতন। আমি আবার রীপিট করতে পারি।

**শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস**—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

**শ্রীঅনিল সরকার**—আর একটা সাপ্লিমেন্টারী স্যার।

**মিঃ স্পীকার**—আপনি অন্যান্য সদস্যদের বঞ্চিত করছেন।

**শ্রীঅনিল সরকর**—মাননীয় শ্রম মন্ত্রী জানাবেন কি যেখানে মিষ্টান্ন দোকান কর্মচারীদের গত তিন বছর বোনাস দেওয়া হল, এই জিনিষ কেন এইবার মালিকরা দিতে অস্বীকার করলেন?

**শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস**—সেটা মালিকদের ব্যাপার, তারা যদি এবারও বোনাস দিতেন, আমাদের আপত্তি করার কিছু ছিল না।

**মিঃ স্পীকার**—শ্রীকলিপদ ব্যানার্জী।

**শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী**—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৭।

**শ্রীমনছুর আলী**—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৭ স্যার।

| প্রশ্ন | উত্তর |
| --- | --- |
| সাব্রুম মহকুমার শ্রীনগর তহশীলের মেরুছড়াটি ঘুরাইয়া বিস্তৃত অঞ্চল সেচ ব্যবস্থায় আনার বিষয়টী সরকার বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন কি ? | সরকার প্রস্তাবটি তদন্ত করে দেখবেন। |

**মিঃ স্পীকার**—শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা।

**শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা**—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৫৯।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী**—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৫৯ স্যার।

| প্রশ্ন | উত্তর |
| --- | --- |
| ১) ধর্ম্মনগর মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে ডীপ টিউব ওয়েল বসিয়ে জমিতে জলসেচের কোন সরকারের আছে কি ? এবং | হঁ্যা। |
| ২) যদি থাকে তবে এ ব্যাপারে বাস্তব কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি ? | হঁ্যা। |

**শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা**—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি ধর্ম্মনগরের কোন্ কোন্ অঞ্চলে ডীপ টিউব ওয়েল বসাইবার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে এবং কত জমি এর ফলে সেচের আওতায় আসবে ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী**—মাননীয় স্পীকার, স্যার. নয়াপাড়া, শনিছড়া, হঁচাছড়া, এবং তিলথই এই চারটি জায়গায় স্থান নির্ণয় করা হইয়াছে আবার কাঞ্চনপুর স্থান নির্ণয় করা হবে সেখানে নির্দিষ্ট কোন স্থান নির্ণয় করা হয়নি। কত জমি জলসেচের আওতায় আসবে, তার জন্য দয়া করে সেপারেট কোয়েশ্চান চাই।

**শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা**—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ধর্ম্মনগর নয়াপাড়া ওয়াটার সাপ্লাই ওয়ার্কসের জন্য যে ডীপ টিউব ওয়েল থেকে জল নেওয়া হচ্ছে সেটা কি জলসেচের জন্য নির্ম্মাণ করে দেওয়া হয়েছিল ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী**—এটা এখন পানীয় জলের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।

**শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা**—এটা প্রথমে কি জলসেচের কাজের জন্য দেওয়া হয়েছিল ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী**—সেটা আমার জানা নেই।

**মিঃ স্পীকার**—শ্রীনিরঞ্জন দেব।

**শ্রীনিরঞ্জন দেব**—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭১।

**শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস**—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭১ স্যার।

| প্রশ্ন | উত্তর |
| --- | --- |
| ১) ইহা কি সত্য যে কলকলিয়া (বিশালগড় থানা বর্ত্তমান রিজার্ভ ফরেষ্ট সীমানায় বসবাসকারী ৪৫টি ভূমিহীন পরিবারকে বনবিভাগ কর্ত্তৃপক্ষ উচ্ছেদের জন্য চাপ দিচ্ছেন, এবং | সত্য নহে। |
| ২) সত্য হইলে তাহার কারণ ? | উপরোক্ত উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না। |

**মিঃ স্পীকার**—শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

**শ্রীনিশিকান্ত সরকার**—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৩৬।

**শ্রীমনছুর আলি**—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৩৬ স্যার।

| প্রশ্ন | উত্তর |
| --- | --- |
| ১) ইহা কি সত্য উদয়পুর সাব-ডিভিসনের পেরাতিয়ায় মিলিটারী ৪নং ইউনিট চলে যাওয়ার সময় কৃষি কার্যের ব্যবহারযোগ্য দুইটি গভীর নলকূপ উদয়পুর ব্লককে দিয়ে যায়, এবং | হ্যাঁ। |
| ২) যদি সত্য হয়, তবে ঐ টিউবওয়েলগুলি বর্ত্তমানে কোথায় কি অবস্থায় আছে ? | একটি অচল অবস্থায় জায়গাতেই আছে এবং অপরটি চুরি হইয়া গিয়াছে। |

**শ্রীনিশিকান্ত সরকার**—এই যে পাইপ চুরি হয়ে গেল, সেই মালটা কি পুলিশ কর্ত্তৃক ধরা পড়েছে ?

**শ্রীমনছুর আলী**—সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ গত ২৮।৩।৭১ ইং তারিখে উদয়পুর ব্লককে পেরাতিয়ায় জলসেচের জন্য দুইটি গভীর নলকূপ হস্তান্তর করেন। একটি নলকূপ চুরি হওয়ার সংবাদ ১৮।৯।৭২ ইং তারিখে পাওয়া যায় এবং ২৯।৯।৭২ ইং তারিখে রাধাকিশোরপুর থানায় চুরির বিষয় জানানো হয়।

পুলিশ কর্ত্তৃক আটক করা দ্রব্যাদি ছুটাইয়া আবার নলকূপ বসানোর চেষ্টা চলিতেছে। হস্তান্তর করার তারিখ হইতে নলকূপগুলি অচল।

**শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা**:—এই যে মালটা পুলিশ ছুটাইয়া আনছে কোথায় পাইলো কার নিকট পাইলো স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

**শ্রীমনছুর আলী**:—এইটা একটা সেপারেট প্রশ্ন স্যার।

**শ্রীতাপস দে** :—এইটা কি রকম কথা স্যার। চুরি গেছে মালটা এইটার আবার সেপারেট প্রশ্ন কি?

**শ্রীমনছুর আলী** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার নামটা জানা নেই;

**শ্রীনিশিকান্ত সরকার** :—যে মালটা ধরা পড়লো সে মালটা কত সুট।

**শ্রীমনছুর আলী** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা আমার জানা নেই।

**শ্রীতাপস দে** :—একটা চুরির মাল। গভর্ণমেন্ট যে সীজ করলো, যে জিনিষগুলি কোথায় পাইল, কার কাছে পাইল এইটা যদি হাউসে ক্লিয়ার না থাকে স্যার তবে আমাদের প্রশ্ন করে কোন লাভ নাই। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি এইভাবে এভয়েড করেন—

**শ্রীমনছুর আলী** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অবশ্য আমার এই ব্যাপারে তৈরী হয়ে আসা উচিত ছিল কিন্তু আমি তৈরী হয়ে আসতে পারি নাই। সেইজন্য পরে প্রশ্ন করলে আমি জানাবো।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, দ্বিতীয় প্রশ্নে আছে যদি সত্য হয় তবে এই টিউবওয়েলগুলি বর্ত্তমানে কোথায় কি অবস্থায় আছে? আমরা বলেছি যে এই-গুলি এখানে পুলিশ কাষ্টডিতে আছে। পুলিশ কাষ্টডি থেকে যখন আমরা ফিরে পাব তখন আমরা সবকিছু জানাবো।

**শ্রীনিশিকান্ত সরকার** :—মালগুলি একটা বাড়ী থেকে চুরি গেছে বলেছে তো পুলিশ সেখানে যায়। তাইতো পুলিশ মালটি সাজ করে।

**শ্রীমনছুর আলী** :—এই তথ্যটা আমার কাছে নেই।

**মিঃ স্পীকার** :—এই তথ্যটা এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এখন নেই।

**শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত** :—তাহলে এই তথ্যটা আগামী দিন এই হাউসে জানতে পারবো তো স্যার। উনি এস্যুরেন্স দেবেন কি এই তথ্যটা আগামী দিন জানাবেন।

**শ্রীমনছুর আলী** :—আগামী দিন এই তথ্যটা সংগ্রহ করে জানানো সম্ভব নয়। এই ঘটনাটা উদয়পুরে ঘটেছে। কাজেই উদয়পুর থেকে সংগ্রহ করে কাল জানানো সম্ভব নয়।

**শ্রীতাপস দে**:—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার যে আসামীর কাছ থেকে মালগুলি আনা হলো, সে আসামীর বিরুদ্ধে কি এ্যাকশান নেওয়া হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

**শ্রীমনছুর আলী** :—এখনও পরিষ্কার কেইস চলছে, কেইস এখনও শেষ হয় নি। কেইস শেষ হয়ে গেলে বুঝা যাবে কি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

**শ্রীতাপস দে** :—ওয়ান মোর সাপ্লিমেণ্টারী স্যার।

**মিঃ স্পীকার** :—মাননীয় সদস্য বুঝতে পারছি না আপনারা অন্যান্য সদস্যদের অনেক প্রশ্ন আছে। তাদেরকে কি আপনারা প্রশ্ন করতে দিবেন না?

**শ্রীতাপস দে** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের প্রশ্নগুলির উত্তর পরিষ্কার না হলে আমাদের সাপ্লিমেন্টারী করতেই হবে, স্যার। এক নং প্রশ্ন হলো মন্ত্রী বাহাদুর বললেন যে নষ্ট আছে, কতদিন যাবত নষ্ট আছে এবং এইটার সুস্থ করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি।

**শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী** :—প্রশ্ন উত্তর দেওয়া হয়েছে যে হস্তান্তরের সময় হইতে এইটা অচল অবস্থায় আছে।

**শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা** :—তিনি একটি চুরি হয়ে গেছে এবং একটি অচল অবস্থায় আছে সেটা ঠিক করার কি আদৌ চেষ্টা করা হচ্ছে কি না ?

**মিঃ স্পীকার** :—শ্রীসমর চৌধুরী। কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৫৬।

**শ্রীসমর চৌধুরী** :—মাননীয় স্পীকার স্যার। কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৫৬।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৫৬।

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১) সোনামুড়া-নিদয়া রাস্তায় কাবড়ী নদীতে ব্রীজতৈরীর জন্য নিযুক্ত কন্ট্রাকটারকে কি কোন সময় সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল ? | ১) হাঁ। |
| ২) ব্রীজটি তৈরীর কাজ বর্ত্তমানে কতটুকু অগ্রসর হয়েছে এবং বাকী কাজ কত দিনের মধ্যে শেষ হবে ? | ২) টেণ্ডার ছাড়া প্রধান পাইলগুলি বসানো হইয়াছে এবং বিয়ারিং বীমগুলিও ফিট করা হইয়াছে। প্রয়োজনীয় আর, এস, জয়েন্টস না পাওয়াতে কাজটি শেষ করতে পারা যায় নাই। পুলের কাজ মার্চ—৭৩ সালে সম্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। |

**শ্রীসমর চৌধুরী** :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই জয়েন্টস কন্ট্রাকটারকে সরকার থেকে সাপ্লাই দেওয়ার চুক্তি করা হয়েছিল কি না ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধরী** :—তারজন্যই তো জয়েন্টস পাওয়া যায় নি এবং কন্ট্রাকটর কাজ করতে পারে নি।

**মিঃ স্পীকার** :—শ্রীনরেশ রায়। কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৮৭।

**শ্রীনরেশ রায়** :—মাননীয় স্পীকার স্যার। কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৮৭।

**শ্রীমনছুর আলী** :—মাননীয় স্পীকার স্যার। কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৮৭।

প্রশ্ন

১। এবারের (১৯৭২ ইং) খরায় ঈশান চন্দ্র নগর বিধানসভা নির্ব্বাচনী এলাকায় ধান ফসলের কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সরকার অবগত আছেন কি না ?

২। জলসেচের জন্য এই এলাকায় সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

১। হাঁ। সরকার অবগত আছেন।

২। জলসেচের জন্য এই এলাকায় নিম্ন বর্নিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে—

ক) বিভিন্ন স্থানে ৩টি অস্থায়ী বাঁধ তৈয়ারী করার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। প্রয়োজন বোধে আরও বাঁধ তৈরী করা হইবে।

খ) সেকেরকোট, কাঞ্চন মালা, পাণ্ডবপুর প্রভৃতি স্থানে ২০টি ওভার ফ্লো টিউব ওয়েল বসানোর ব্যবস্থা হইয়াছে।

গ) একটি ১৫টি অশ্বশক্তির পাম্পসেট সেকেরকোট বাজারের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বসানে হইয়াছে।

ঘ) তিনটি ৫ অশ্ব শক্তির পাম্পসেট নিখরচায় কৃষকদের ব্যবহার করিবার জন্য দেওয়া হইয়াছে।

ঙ) সেকেরকোট বাজারের একটু পূবে দিকে একটি ২০ অশ্ব শক্তি সম্পন্ন পাম্প সেট চালু করা হইয়াছে।

চ) ভতু'কী দিয়া পাম্পটে বিক্রয়ের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে।

**শ্রীনরেশ রায় :**— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমি এই কথাটা বুঝতে পারলাম না যে ফসলের কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এর ক্ষতিটার কি পার্সেন্টেজ।

**শ্রীমনছুর আলী :**— এই ক্ষতির পরিমাণ মেট্রিক টন হিসাবে ৫,৫৫০ মে. ট., বোরো ধান, আউস ধান ১,০০০ মে. ট., জুম ধান ৩৫ মে. ট., আমন ধান প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী ১,৪৯০ মে. ট., মোট—৮,৪৭৫ মে. টন।

**শ্রীনরেশ রায় :**— এই এলাকায় কোন কোন স্থানে বরো ধান, রবিশস্য হয় সরকার কি কোন সার্ভে করেছেন ?

**শ্রীমনছুর আলি :**— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই পাম্প সেট যেখানে দেওয়া হয়েছে যেমন ১৫ এইচ, পি, ২৫ এইচ, পি, এবং ৫ এইচ, পি এই সমস্ত জায়গায় রবিশস্য করার জন্য দেওয়া হয়েছে।

**শ্রীনরেশ রায় :**— আমি বুঝতে পারলাম না। আমি বলেছি যে এই এলাকায় কোন্ কোন স্থানে রবি শস্য এবং বরো ধান হবে। তার কোন ক্রিয়ার সার্ভে সরকার করেছেন কি না।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—** মাননীয় স্পীকার স্যার, বরো ধান ৯৫০ একরে আলু ৭৫ একরে, শীত কালীন বীজ ৪৫ একরে, কলাই জাতীয় শস্য ৭ একরে, তৈলবীজ ২৫ একরে।

**শ্রীনরেশ রায় :—** এইগুলি কোন্ কোন্ জায়গায়।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী : —** জায়গার নাম বলা সম্ভব নয়।

**শ্রীনরেশ রায় :—** ঈশান চন্দ্রনগর এলাকায় বহু জায়গা আছে যেখানে বুরো এবং রবিশস্য হয়। এখানে সরকারী কোন সেচ ব্যবস্থা করা হয় নাই। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই বুরো ধানের প্রয়োজনীয়তা আছে এবং রবিশস্যেরও প্রয়োজনীয়তা আছে এই দিক দিয়ে বিবেচনা করে স্থান গুলি তদন্ত করে সেখানে জলসেচের ব্যবস্থা করবেন কি না।

**শ্রীমনছুর আলী :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা তদন্ত করে দেখবো। যদি কোন জায়গা থাকে, আমাদের ক্ষমতাতে যদি পারি তবে চেষ্টা করে দেখব।

**মিঃ স্পীকার :—** শ্রীবিনোদ বিহারী দাস। কোয়েশ্চান নং ৪৯৬।

**শ্রীবি, দাস :—** এই যে বরোধান ৫,৮১০ একর জমিতে করবেন বলে উনারা আশা করছেন সেখানে বর্তমানে জল আছে কি না এবং যদি না থাকে তাহলে জলসেচের কোন ব্যবস্থা করছেন কি না ?

**শ্রীমনছুর আলি :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে একটা ছড়া আছে। সেটাতে বাঁধ দিয়ে আমরা প্রত্যেক বছরেই বরো ফসল করি এবং সেই হিসাবে বাঁধ দিয়ে করার জন্য এই হিসাব দিয়েছি।

**মিঃ স্পীকার :—** শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ।

**শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ :—** কোয়েশ্চান নাম্বার ৫০৯।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—** মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৫০৯।

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১। উদয়পুর কাকড়াবন রাস্তাটি প্রশস্ত করার কোন পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন কি ? | ১। একটা পরিকল্পনা বিবেচনাধীন আছে। |

**মিঃ স্পীকার :—** শ্রীঅনন্ত হরি জমাতিয়া।

**শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :—** কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৩৪।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—** মাননীয় স্পীকার, স্যার কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৩৪।

| প্রশ্ন | উত্তর |
| --- | --- |
| ১। তেলিয়ামুড়া খোয়াই রাস্তায় চেবরী ঘাটের পুল কবে আরম্ভ হইয়াছিল ; | ১। মার্চ্চ ১৯৬৬ ইং সনে আরম্ভ হইয়াছে। |
| ২। উক্ত পুল তৈরী করার জন্য কত টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে ; এবং | ২। মোট টাকার পরিমাণ— ১৬,৭৮,৯০০। |
| ৩। পুলের কাজ সম্পন্ন হইয়াছে কি ? | ৩। পুলের কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। |

**শ্রীঅনন্ত হরি জমাতিয়া :**—মার্চ্চ ৬৬'তে আরম্ভ হইয়াছে অথচ আজকে ৭২ ইংরেজীতেও শেষ হয় নাই। কারণ কি ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :**— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা কাজ করার সময়ে দেখা গেল নীচে যখন ফাইল ড্রাইভিং করা হচ্ছে তখন নীচে ষ্টোন পড়েছে। তিনটা পোর্শনের কাজ শেষ হয়ে গেছে এবং আর একটা পোর্শন মার্চ্চ মাসের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করছি।

**শ্রীমধুসূদন দাস :**— কতদিনের মধ্যে শেষ হবে বলে কন্‌ট্রাক্‌টারের সঙ্গে চুক্তি হইছিল সরকারের সেটা জানাবেন কি ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :**— টু সাজনস ফ্রম দি ডেট অব অর্ডার। মার্চ্চ ৬৬ এ কাজ দেওয়া হয়েছিল। তারপর দুটো সীজন তাকে এলাও করা হয়েছে।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :**— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে ফাইল ড্রাইভিং মোশনটা অচল হয়ে আছে বহুদিন থেকে যার জন্য ফাইল ড্রাইভিং করা যাচ্ছে না।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :**— ফাইল ড্রাইভিং মেশিন কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে অচল হয় আবার ঠিক করে কাজ করা হয়।

**মিঃ স্পীকার :**— শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত।

**শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :**— কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৪৭।

**শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস :**— মাননীয় স্পীকার, মহোদয়, কোয়েশ্চান নং ৫৪৭।

| প্রশ্ন | উত্তর |
| --- | --- |
| ১) কমলপুর মহকুমা অন্তর্গত কুকীগ্রাম সাইকার রিজার্ভ ফরেষ্ট বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল কি না ? | ১) না। |
| ২) ইহার ফলে এই গ্রামের সমস্ত কুকীগ্রাম বাসী গ্রাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল কিনা ; এবং | ২) প্রশ্নই আসে না। |

| প্রশ্ন | উত্তর |
| --- | --- |
| ৩) বর্ত্তমানে এই গ্রাম ফরেষ্ট রিজার্ভ মুক্ত হইয়াছে কিনা ? | ৩) প্রশ্নই আসে না। |

**শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—** ফরেষ্ট রিজার্ভ করার জন্য নোটিফিকেশন হয়েছিল কিনা ?

**শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস :—** ভারতীয় বন আইনে ১৯২৭ সালে ১৬নং আইনের ৪নং ধারা অনুসারে ত্রিপুরার বনবিভাগের ৭. ২. ৬১ তারিখ থেকে ১৭(২০)-৬১নং বিজ্ঞপ্তিতে আছে ত্রিপুরা প্রশাসন ১০. ৩. ৬১ইং তারিখ থেকে গেজেটের অতিরিক্ত বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। তদানীন্তন মুখ্য প্রশাসক কমলপুরে এবং কৈলাসহর মহকুমায় অবস্থিত লংত্রাই বনভূমিকে সংরক্ষিত বনরূপে সংগঠিত করার জন্য প্রস্তাব করেছিলেন।

**শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—**মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি এইসব প্রস্তাবের জন্য এই গ্রামের সমস্ত কুকী বা ৬০ পরিবার তাদের ৬০,০০০ ফলন্ত কমলালেবুর বাগান ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হয় ?

**শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস :—**প্রস্তাব হয়েছিল ঠিক। কিন্তু তারা চলে গেছে এটা সরকারের জানা নেই।

**শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তদন্ত করে দেখবেন কি যে বনবিভাগের পদস্থ কর্মচারীদের নির্বুদ্ধিতার ফলে এবং তাদের আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে সেই ৬০টি কুকী পরিবার তাদের ৬০,০০০ ফলন্ত গাছ ফেলে কৈলাসহর মহকুমায় আশ্রয় গ্রহণ করে, এই ব্যাপারটি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

**শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস ঃ—** মাননীয় সদস্য যে অভিযোগের কথা বলেছেন এইরকম স্পেসিফিক যদি কোন ঘটনা হয়ে থাকে তাহলে আমি তদন্ত করে জানাব।

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—** উনি তো স্পেসিফিক বলেছেন। যে অভিযোগ উত্থাপিত করেছেন তার তদন্ত করবেন কিনা ?

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়, উনার অভিযোগ স্পষ্ট। আপনি এই বিষয়ে তদন্ত করবেন কিনা ?

**শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস ঃ—** তদন্ত করব। তবে—

**শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী ঃ—** এর মধ্যে কোন 'তবে' নাই স্যার।

**মিঃ স্পীকার :—** তিনি তদন্ত করবেন।

**শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস :—** তদন্ত করব।

**মিঃ স্পীকার :—** শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ—** ৫৫৪।

**শ্রীমনছুর আলী :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৫৪.

| প্রশ্ন | উত্তর |
| --- | --- |
| ১) জিরানীয়া ব্লক অন্তর্গত মজলিশপুর মৌজার উত্তরাংশে ঘোড়ামারা ছড়ার দক্ষিণ দিকের বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রটিতে এবং আসাম-আগরতলা রাস্তার উত্তর জিরানীয়া বাজারের পশ্চিম বাঁশকরার পূর্ব্বে বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রটিতে বরো ফসল করিবার জন্য জলসেচ ব্যবস্থার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি? | ১) মজলিশপুর মৌজার উত্তরাংশে ঘোড়ামারা ছড়ার দক্ষিণ দিকে কৃষিক্ষেত্রে বুরো ফসল করবার জন্য জল সেচের পরিকল্পনা আছে। আসাম আগরতলা রাস্তার দিকে জিরানীয়া বাজারের পশ্চিমে বাঁশকুরার পূর্ব্বে অবস্থিত কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের কোন সরকারী পরিকল্পনা বর্ত্তমানে নাই। |
| ২) থাকিলে কবে রূপায়িত হইবে? | ২) মজলিশপুর মৌজার উত্তরাংশে ঘোড়ামারা ছড়ার দক্ষিণ দিকের কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের ব্যবস্থা বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে রূপায়িত হবে আশা করি। |

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন জিরানীয়া বাজারের পশ্চিম দিকটা আসাম আগরতলা রাস্তার উত্তরে যে বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র যেটা নাকি ডেভিল্টী ড্রট অ্যাফেক্টেড সেই এলাকাতে এই পরিকল্পনা নাই কেন, তাদের অপরাধ কি?

**শ্রীমনছুর আলী :—** আমাদের যেসমস্ত সেচের ব্যবস্থা আছে সেই সমস্তের পরিপ্রেক্ষিতে সর্ব্বত্র আজকে এই অবস্থা, সব জায়গায় সম্ভবপর নয় বলেই এই অবস্থা।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে সেই মাঠটিতে ২০০ একরের উপর জমি হবে। সেখানে ট্রাইবেল যারা তারাই সেই মাঠের কর্ত্তা। সেখানে নদী বা ছড়া নেই কাছে। কাজেই সেখানে পাল্টা বা সাবষ্টিটিউট ব্যবস্থা করা হচ্ছে না কেন?

**শ্রীমনছুর আলী :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি তখনি বলেছি যে আমাদের অর্থ সামগ্রীর সংগে যে ব্যবস্থা আছে তাদের মাধ্যমে একসঙ্গে দেওয়া সম্ভব নয়। সমস্ত ত্রিপুরাতে সম্ভব নয় বিধায় সেখানে দেওয়া হয়নি।

**Mr. Speaker :—**Question hour is over. There are 15 Unstarred Questions for to-day. The Ministers may lay on the Table of the House the replies of the Unstarred Questions and also to the Starred Questions which were not answered orally.

I shall now give ruling to the point of order raised by the Members yesterday, during question hour.

It was raised by Shri Tapas Dey, M. L. A., that when the Speaker admits a question, he admits it as it involves public interest and the Minister in replying to a question admitted by the Speaker, can not say that it can not be replied in the public interest. My ruling is that the Speaker admits a question under Rule 35 of the Rules of Procedure. But the Minister also has the privilege under rule 41 (3) of the Rules of Procedure & Conduct of Business, not to reply to the question, in the interest of public service. Two provisions mentioned above have separate jurisdiction.

Second point of order raised by Shri Tarit Mohan Dasgupta, M. L. A., and a few other members is on a remark of the Finance Minister that the Minister have the right to give any information as the members have privilege to have answer to the question. There are three courses left to the Government in answering questions—

1) may give information sought for,

2) may claim time, or

3) refuse to give any information.

In May's Parliamentary Practice, at page 351, 17th edition, it has been dealt—"An answer to a question, can not be insisted upon if the answer is refused by a Minister and the Speaker refuses supplementary questions in these circumstances. Besides, the Presiding Officer, has no power to compel the Minister to answer a question in any particular way. There are several ruling in other state Legislatures, specially in West Bengal, that the Speaker has no power to compel a Minister to answer to a question in a particular manner, that the Speaker has no power to compel the Government to give answer of a question within a particular period etc. Now, I shall deal if the Minister can refuse to give information, Under Rule 41 (3) of the Rules of Procedure and conduct of Business, Minister has been given privilege that he may not reply to a question in the interest of Public Service. In the British, House of Commons a Minister is not bound to answer a question if it is not in the Public interest to do so. The Minister gives answer to a question unless he thinks the public interest would suffer by answering the question. But I am of opinion that an answer should not be refused except, on security grounds and on public interest or because of the Minister does not possess informations and can convince the House that it is not reasonable for him to have it. If answer to question is refused un-reasonably it might lead to a feeling that Government has something to conceal. However, the refusal of the Minister to answer a question on the ground of public interest, can not be raised as breach of privilege etc.

আমি এই রুলিংটার বাংলা ভাষায় মাননীয় সদস্যদের পরে দেব।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার** :—স্যার, আমি একটা জিনিষ সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেটা হচ্ছে আমরা অত্যন্ত বিশ্বাসের সংগে এবং শ্রদ্ধার সংগে বলতে পারি যে আমাদের স্পীকার মহোদয়, মাননীয় সদস্যদের যে রাইট এ্যাণ্ড প্রিভিলেজ আছে, সেটা দেখছেন। কিন্তু আমরা এখানে দেখছি যে আমাদের রুল ৩৫ (৩) অনুসারে যে সব ষ্টার্ড কোয়েশ্চান এ্যাডমিটেড হয়েছে, সেগুলি অত্যন্ত লেঙ্গদী যেগুলির উত্তর দিতে গিয়ে মিনিষ্টারদের লিষ্ট পড়াই শেষ হতে চায় না।

**মিঃ স্পীকার** :—হ্যাঁ, এটাতো আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে ...

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার** :—আমাদের মনে হচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রেই ষ্টার্ড কোয়েশ্চান গুলি আন ষ্টার্ড হয়ে গেছে আর আন-ষ্টার্ডগুলি ষ্টার্ড হয়ে গেছে......

**মিঃ স্পীকার** :—অন্যরা প্রশ্ন করতে পারছেন না, এর জন্য, এই তো। কিন্তু আসলে তা নয়।

I have tried my best to give opportunity to other members also to put their questions and hon' members have cooperated with me. And that is why we are able to do to-day's performance better.

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার** :—স্যার, আজকে আমাদের প্রায় ৩২/৩৫ টার মত ষ্টার্ড কোয়েশ্চান ছিল...

**মিঃ স্পীকার** :—এটাতো ডিসক্রিয়েশান অব দি স্পীকার।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার** :—হ্যাঁ, স্যার, তা মেনে নিয়ে আমি বলছি যে......

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী** :—আপনি কি বলতে চান যে মিনিষ্টারেরা ইয়েস আর নো বলে রিপ্লাইগুলি দিয়ে দিবেন?

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :— স্যার, রিপোর্টারদের এ্যাসেম্বলী প্রসিডিংস সম্বন্ধে আমার যে একটা মোশান আছে, সেটা ডিস্কাশান করার জন্য কি সিদ্ধান্ত মাননীয় স্পীকার নিলেন সেটা আমি জানতে চাই। কেন না ঐ প্রসিডিংসদের মধ্যে অনেক ভুল ত্রুটি রয়ে গেছে।

**মিঃ স্পীকার** :—মাননীয় বিরোধী দলের নেতা আমার নিকট একটা মোশান দিয়েছিলেন আমাদের এই এ্যাসেম্বলীর প্রসিডিংস সম্পর্কে, বিশেষ করে যে সব ট্রাইবেল মেম্বার তাদের মাতৃভাষায় বা কুরুক ভাষায় বক্তৃতা দেন সেগুলি ট্রান্সলেটেড না হওয়ার ফলে প্রসিডিংস উঠছে না। এই বিষয়ে আমি তার সংগে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি এবং বলেছি যে এই সেসানে আমাদের পক্ষে সেটা করা সম্ভব হবে না, তবে আগামী সেসানে এই বিষয়ে কিছু করা সম্ভব কিনা, সেটা আমরা চেষ্টা করে দেখব।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :— মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আর একটা বিষয় সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেটা হচ্ছে আজকের দৈনিক সংবাদে আমাদের মাননীয় স্পীকারের সম্পর্কে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে, তাতে স্পীকারের সম্পর্কে একটা বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে।

এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত উদবেগের ব্যাপার। আমাদের হাউসের একজন স্পীকার রাজবাড়ী কম্পাউণ্ডের মধ্যে অবৈধ ভাবে জমি ক্রয় করেছেন, এই ধরণের কোন সংবাদ যদি কোন কাগজে বা পত্রিকায় বের হয়, তাহলে আমরা আশা করব যে আমাদের মাননীয় স্পীকার মহোদয়, পজিশান এক্সপ্লেইন করবেন, অথবা সেই কাগজ বা পত্রিকার বিরুদ্ধে আমরা যাতে প্রিভিলিজ তাঁর মোশান আনতে পারি সেই সুযোগ আমাদের দেওয়া হবে। কাজেই আমি আশা করব, মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই বিষয়ে একটা ষ্টেটমেন্ট এই হাউসে দিবেন।

**মিঃ স্পীকার :**—স্পীকারের প্রিভিলিজ যদি নষ্ট করা হয়ে থাকে, তাহলে আপনারা কি ভাবে তাকে সাহায্য করতে পারেন ?

**শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :**—কেন, আমরা সেই পত্রিকার বিরুদ্ধে প্রিভিলিজ আনতে পারি এবং সে যদি দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি।

**Mr. Speaker :**—That's right. I shall make a statement on this issue to morrow.

## GOVERNMENT BUSINESS (LEGISLATION)

Consideration & Passing of the Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 10 of 1972).

**Mr. Speaker :**—Next buisness of the House, The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 10 of 1972) is to be taken into consideration.

**শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস:**—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার একটা কলিং এটেনশান নোটিশ ছিল।

**Mr. Speaker :**— Yes, I have received Calling Attention Notice from the following Members.

1. Shri Sushil Ranjan Saha.
2. Shri Subal Chandra Biswas.

On the subject of :—

১) ১২।১০।৭২ ইং তারিখে রাত্রি ৯ ঘটিকায় শিবনগরে ( আগরতলা ) আয়ন মিশ্র ও সুধীর পাল নামক দুজন বিদ্যুৎ কর্মী কার্যরতঅবস্থায় ছুরিকাহত, এবং

২) ১১।১২।৭২ ইং তারিখে কুমারঘাট ( নদীর দক্ষিণ পার ) বাজারে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড এবং তাহার জন্য ক্ষয়ক্ষতির সম্পর্কে।

I have given consent to the Motion of Shri Sushil Ranjan Saha and Shri Subal Ch. Biswas.

I would request the Hon'ble Minister-in-charge of the Department to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী**—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দুটো সম্পর্কেই কালকে উত্তর দিতে পারবো।

**মিঃ স্পীকার**—Hon'ble Minister-in-charge will make a statement tomorrow the 15th December, 1972.

Next business of the House, the Tripura Appropriation (No. 2) Bill. 1972 (Tripura Bill No. 10 of 1972) is to be taken into consideration. I shall request the Hon'ble Finance Minister to Move his motion for consideration of the Bill.

**Shri D. K. Chowdhury**—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 10 of 1972) be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker**—The question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Finance Minister that the Tripura Appropriation (No.2) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 10 of 1972) be taken into cosideration at once.

Then it was put to voice vote and the Motion is carried.

Clause 2

**Mr. Speaker**—The question that clause 2 do stand part of the bill was put and agreed to.

Clause 3

**Mr. Speaker**—The question thet clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

**Mr. Speaker**—The question that the Schedule do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 1

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The question that the Title do stand part of the Bill wns then put and agreed to.

Next business is the passing of the Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 10 of 1972). I shall request the Hon'ble Finance Minister to move his motion for passing of the Bill.

**Shri D. K. Chowdhury**—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 10 of 1972) as settled in the Assembly be passed.

**Mr. Speaker**—The question before the House is the Motion moved by the Hod'ble Finance Minister that the Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 10 of 1972) as settled in the Assembly be passed.

Then it was put to voice vote and passed.

Now, I shall request the Hon'ble Dy. Minister-in-charge to give reply to the discussion held on 7. 12. 72 on his Motion regarding consideration of the Drought situatiou of the State.

**শ্রীমনসুর আলী**—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ১৯৭২ইং, ৭ই ডিসেম্বর আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর এক ষ্টেটমেন্টের উপর আমাদের মাননীয় সদস্য অনেক বিষয় আলাপ আলোচনা করেছেন। এই আলাপ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার যে বক্তব্য তা আমি বলিতেছি। ভয়াবহ খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করা উচিত ছিল বলে মাননীয় সদস্য ঝুনু দাস বাবু বলেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার ৭ তারিখের যে ষ্টেটমেন্ট সেই ষ্টেটমেন্টের মধ্যে আমরা কি কি ব্যবস্থা নিয়েছি সেটি পরিষ্কার ছিল। কারণ তিনি বলেছেন ত্রিপুরাকে একটা দুর্ভিক্ষ এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা উচিত। সেই হিসাবে আমাদের উপর যে খরচ বর্তমানে যা খরচ করতে হয়েছি তা পরিষ্কারভাবে সেই ষ্টেটমেন্টে ছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে এই লংগরখানা ও দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষিত করার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। কেন করি না কারণ আমাদের টেষ্ট রিলিফ করার প্রয়োজনীয়তা ছিল যেখানে বেশী খরার বিরুদ্ধে সেই সব যায়গায় টেষ্ট রিলিফ-এর মাধ্যমে যদি ঐ সমস্ত এলাকায় আমরা কাজ দিতে পারি তাহলে আমরা লোকের অভাব মোচন করতে পারি সেজন্য আমরা টেষ্ট রিলিফ করেছি। তাতে আমরা কোথাও কার্পণ্য করি নাই। সেজন্য এক্ষণই দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণা করা বা লংগরখানা খোলার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। সেইজন্য এখানে দুর্ভিক্ষ এলাকা এবং লংগরখানা খোলার কোন প্রশ্ন আসেনা—আমি মনে করি। আমার দাদা যদুবাবু বলেছেন যে খরার সঠিক তথ্য সংগ্রহ না করলে, কোন পরিকল্পনাই বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে না, তথ্য সংগ্রহ কমিশন নিয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ করা উচিত এবং বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের আন্দোলনের সময় আমরা যেমন অতিরিক্ত কর্মচারী নিয়োগ করেছিলাম, এবং সেটার মোকাবিলা করেছিলাম, সেইভাবে এটার মোকাবিলা করতে হবে। কিন্তু

আমরা জানি বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এটা সত্য কথা, আমরা যে পরিমাণ টাকা খরচ করছি, তার সঙ্গে তুলনা করে আরও লোক নিয়োগ করা প্রয়োজন ছিল, কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকের দিনে দেশের যে অবস্থা, এই অবস্থায় যদি আজকে কর্মচারী নিয়োগ করি, তাহলে এই কর্মচারীদের ভবিষ্যতে যে পোষ্ট আছে, সেই পোষ্টে যদি না নিতে পারি, তাহলে আরও একটা অসুবিধার সৃষ্টি হবে এবং শুধু তাই নয়, আমরা খরার মোকাবিলা করতে গিয়ে আমাদের যে সমস্ত কর্মচারী আছেন, তাদের জন্য কাজ বন্ধ রেখে, সমস্ত সাবডিভিশনে জুম করে আমাদের সাব-ডিপুটি কালেক্টার, এগ্রি একস্টেনশান অফিসার, পঞ্চায়েত অফিসার, তাদের মধ্যে জুমের কাজ ভাগ করে দিয়ে এবং তার সঙ্গে প্রত্যেক এলাকার পঞ্চায়েত সেক্রেটারী, ভি, এল, ডব্লিউ, তহশিলদার এবং সোশিয়াল ওয়ার্কার তাদের সঙ্গে দিয়ে আমরা ঐ সমস্ত কাজের মোকাবিলা করেছি এবং সেই মোকাবিলার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কর্মচারীদের অনেক কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু আমাদের কর্মচারীরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, এবং আপ্রাণ চেষ্টা করার ফলে খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা আমরা করতে পেরেছি, কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তথাপি আরও যে দরকার সেটা অস্বীকার করিনা। এবং তারই জন্য আমরা বর্ত্তমানে কিছু পোষ্ট ক্রীয়েশান করেছি যাতে নাকি কাজটা আরও জোরদার করা যায়। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ব্লকের মাধ্যমে যেটুকু কাজ করছি, এক অফিসাররা যাতে আরও বেশীভাবে কাজ করতে পারেন তার জন্য কিছু পোষ্ট আমরা ক্রীয়েট করেছি। যদিও সেটা সামান্য, আমি আশা করি আস্তে আস্তে আমাদের কাজ এগিয়ে যাবে এবং আমরা আস্তে আস্তে এই সমস্ত বাড়িয়ে নেব। সেই-দিকে দৃষ্টি রেখেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের কাজের কোন অবহেলা করিনা, যার জন্য অন্যান্য সদস্যরা যে বলেছেন যে লঙর খানার প্রয়োজন হবে, সেটা ঠিক নয়। লংগর খানা কখন করে, সেই সম্বন্ধে আমাদের মাননীয় সদস্যদের চিন্তা ধারা থাকতে হবে, সেইদিকে দৃষ্টি থাকা দরকার। আশা করি আমাদের যে সমস্ত কাজ আমরা চালিয়ে যাচ্ছি, তার মাধ্যমে আমরা বর্ত্তমান খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার দাদা হংসধ্বজ দেওয়ান বলেছেন যে রেশান কার্ড উঠিয়ে দিয়ে, সবাইকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ রেশান দিতে হবে। আমি মনে করি রেশান কার্ড উঠার প্রশ্ন আসে না। যেহেতু সরকার টেষ্ট রিলিফ'এর মাধ্যমে সেই টাকাটা নিয়ে চাউল খরিদ করে তাদের পরিবারকে, পরিজনকে পালবে। কারণ এই টাকাটা দিয়ে আজকে কাজ করলে সেই কাজটা দেশের উপকারে আসবে, দেশের ভবিষ্যত শক্তিশালী হবে। তাই আমাদের ভারতবর্ষের মানুষ যারা, তারা চায়না ভিক্ষাবৃত্তি করে তাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তারা চায় কাজের মাধ্যমে তারা বাঁচতে চায়, স্বাধীন মানুষ হিসাবে প্রত্যেক মানুষের উচিত কাজের মাধ্যমে বাঁচবে এবং কাজ করে খাবে। কাজ না থাকে সরকার তার দায়িত্ব নেবে এবং সেই অনুসারে সরকার থেকে দায়িত্ব নিয়েছেন। আরেক জায়গায় বলেছেন যে কৃষি ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে দুর্নীতি চলে; সেটা দূর করতে হবে। দুর্নীতি যদি থাকে তা দূর করতে হবে কিন্তু আমি জানিনা কোথায় কোথায় দুর্নীতি চলছে। আমরা যারা মানুষ, তারা সবই একরকম নয়। দুর্নীতি কোথাও কোথাও হতে পারে কিন্তু

আমি অনুরোধ করব কারা দুর্নীতিবাজ তাদের যদি আপনারা ধরে দিতে পারেন, এবং তাদের যদি শাস্তি হয়, তাহলে আমি আশা করি যাদের দুর্নীতি করার ইচ্ছা ছিল, তারাও তা করা বন্ধ করবে। আমি দেখছি এই এ্যাসেম্বলীতে এসে অনেক বন্ধু বলেন যে দলবাজী করে, দুর্নীতি-বাজী করে অনেক মানুষ বেঁচে আছে, তাই আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি আবেদন করব যারা বলেন তাদের কাছে যে আমরা চাইনা মানুষ দুর্নীতি করে খায়, বসবাস করুক। আমি চাই দুর্নীতি বন্ধ হউক আপনারা যদি একটাও এইরকম কনক্রীট কেস দিতে পারেন এবং তার বিচার হয়, তাহলে দুর্নীতিবাজরা অনেকটা সতর্ক হবে। শুধু বললেই হবে না, কোথায় করে, তারা কি ধরণের লোক এবং কে সেটা, আমরা জানতে পারিনা, কোন কনক্রীট কেস যদি না আসে। শুধু এ্যাসেম্বলীতে এসে যদি দুর্নীতির নাম করে ভাঁওতা দেওয়া হয়, তাহলে দুর্নীতি বন্ধ করতে পারব তেমন সম্ভাবনা নাই। যারা এখানে এসে কমপ্লেন করে তারা যদি না ধরিয়ে দেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী বলেছেন জিনিষপত্রের মূল্য দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে, আমাদের প্রচুর টাকা আছে, উপযুক্ত সংখ্যক কর্মচারীর অভাবে তা ঠিক ঠিক মত খরচ হচ্ছেনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি জানি দ্রব্যমূল্য বাড়ার কথা, আমি আমার ষ্টেটমেণ্ট—চীফ মিনিষ্টারের যে ষ্টেটমেণ্ট আমি পড়েছিলাম, তার মধ্যে পরিষ্কার আছে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও আজকে এইভাবে খরার দরুণ, আমরা যে সমস্ত জায়গা থেকে ঐ সমস্ত জিনিষ আনি, সেখানে ঐ সমস্ত জিনিষের দ্রব্যের দাম অনেক বেড়ে গেছে, যার দরুণ আমাদের ত্রিপুরাতেও দাম বাড়ছে, প্রত্যেকটি স্তরে দাম বাড়ছে। আমি পরিষ্কার বলেছি। আজকে দ্রব্যমূল্য বাড়ার কথা তাঁরা চিন্তা করে দেখুন, পশ্চিম বাংলার সঙ্গে উনারা হিসাব করে দেখুন, পশ্চিম বাংলার সঙ্গে তুলনা করে দেখবেন যে পশ্চিম বাংলায় যে দাম, তার তুলনায় আমাদের ত্রিপুরায় যে প্লেন খরচ দিয়ে জিনিষপত্র এনে, সেই তুলনায় অসম্ভব কিছু বাড়ে নাই। সেইদিকে চিন্তা করে দিনের পর দিন যে দাম বাড়ছে, সেটা অসম্ভব কিছু বেড়েছে বলে আমি স্বীকার করি না। আমার বোন শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ ভিটামিন যুক্ত খাদ্য গ্রামে পাঠান হয় কিন্তু গ্রামবাসী সেটা পায় না, বলে অভিযোগ করেছেন, সরকারী কর্ম্ম-চারীদের আরও আন্তরিকতার সহিত কাজ করা উচিত। আমি স্বীকার করি যে আমাদের যারা অফিসার আছেন, আমি জানি না তাদের মধ্যে কতজন এইরকম আন্তরিকতার সহিত কাজ করেন না, তবে মানুষের মধ্যে সব সমান না, সেই হিসাবে হয়তো দুই চারজন থাকতে পারেন, কোন কোন জায়গায় হয়তো ভিটামিন খাদ্য পাঠানো হয়, গ্রামবাসী পায় না, হতে পারে। মাননীয়া লক্ষ্মী নাগ যদি বলেন যে অমুক জায়গায় সেটা ঘটেছে, কে করেছে, নাম দিলে নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখব। এবং যদি তা প্রমাণিত হয়, সেই অফিসারের সাজা হবে, তাঁকে সাজা দিতে আমরা কার্পণ্য করব না। আমি দেখছি এখানে যে সমস্ত বক্তব্য রাখা হয়েছে যেমন দুর্নীতির বক্তব্য আছে, আমরা এখানে শুনছি কিন্তু স্পেসিফিক কেস আমরা পাই নাই। আজকে এ্যাসেম্বলীতে বসে শুধু এইসব কথা বলা হয়, কেন বলা হয়? অনেক বিরোধী দলের সদস্যই মনে করেন যে আমরা ভাওতা দিয়ে দেশের মানুষের কাছে এ দুর্নীতি-

বিহীন হব আর কংগ্রেস দুর্নীতিতে লিপ্ত, এই যে চেষ্টা, আমার মনে হয় না সাধারণ মানুষকে এইসব কথা বলে ফাঁকি দিতে পারবেন। কারণ আমরা পরিষ্কার করে বারবার বলছি যে দুর্নীতিবাজ মানুষ যদি আপনাদের হাতে থাকে, আমাদের ইনফরমেশান দিন, আমরা তাদের সাজা দেব, আমাদের তরফ থেকে দুর্নীতি দমনে একটুকুও কার্পণ্য করব না। শুধু দুর্নীতি করে বললেই আমরা দুর্নীতি দূর করতে পারব না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার ভাই যতীন্দ্র কুমার মজুমদার বলেছেন, আরও বেশী পরিমাণ ওভার ফ্লো টিউবওয়েল বসাতে হবে। আমরা জানি, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা বলেছি যে জলের যে কোন প্রকার, জল যেখানে আছে, ওভার ফ্লো এবং বাঁধ দেওয়ার কোন সংখ্যা আমরা দেই নাই, যতটুকু যেখানে পাওয়া যায়, যেখানে বাঁধ দেওয়া যায়, যেখানে ওভার ফ্লো বসান যায়, তার জন্য সরকার নির্দেশ দিয়েছেন। ১৯শে অক্টোবর সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমি পরিষ্কার জামি কমলপুর যখন আমি গিয়েছিলাম, ১৯শে অক্টোবর, তখন থেকে এই সংগ্রাম আমি আরম্ভ করেছি এবং পরিষ্কারভাবে জায়গায় বলা হয়েছে যে বাঁধ যেখানে যেখানে দরকার, সেখানে দেওয়া হউক। আরও সুষ্ঠুভাবে হওয়া দরকার! কিন্তু এইটা সব জায়গায় সত্য নয়। আমাদের যে পরিমাণে কাজ করার কথা ছিল ততটুকু আমরা পারি নাই! কারণ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য একটি দুর্গম জায়গা আমরা ভারতের অন্যান্য জায়গা থেকে বিচ্ছিন্ন সে হিসাবে যে সমস্ত বীজ, সার আনার এবং করা অনেক কষ্টসাধ্য। সেজন্য আমাদের উচিত ছিল কিন্তু সেটা আমরা করতে পারি নাই। আমরা সেটা অস্বীকার করি না। যে ত্রিপুরার মানুষের যাবতীয় অভাব আমরা পূরণ করে দিয়েছি, যাবতীয় অভাব একেবারে পূরণ হয়ে যাবে সেটা আমরা কোন দিনই বলি না। আজকেও বলবো না! কারণ মানুষের কোন দিনই অভাব যায় না। মানুষ যতটুকু পায় আরও চায়। বর্ত্তমানে শিক্ষা বলেন, কৃষি বলেন কোন কিছুই, সমস্ত দিক বিবেচনা করলে, একেবারেই কোন কিছু শেষ করা যাবে না। দিনের পর দিন মানুষের চাহিদা বাড়বে। আমরাও তাদের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমরা জনসাধারণের কাজ করবার জন্য এগিয়ে যাব। মাননীয় স্পীকার স্যার, ভাই মধুসুদন দাস, বলেছেন, বাঁধ, টিউবওয়েল চাইলেই টেকনিক্যাল অসুবিধার অজুহাত দেখিয়ে জনসাধারণকে ভাঁওতা দেওয়া উচিত নয়। আমি বলবো আমার ভাই মধুসুদনকে যে আজকে আমরা টেকনিক্যাল প্রশ্নকে ঠিক ঠিক ভাবে যে জায়গায় দরকার এই সমস্ত জায়গায় তাদের দিয়ে কাজ না করি, যদি ভুল হয় তখন জনসাধারণের সমস্ত অপব্যয় হবে এবং আমার ভাই মধুসুদনকে তার জবাব দিতে করতে হবে তার বক্তৃতার মাধ্যমে। সেইজন্য আজকে টেকনিক্যাল প্রশ্ন যেখানে দরকার সেখানে টেকনিক্যাল প্রশ্ন ছাড়া কোন কাজ করা সম্ভব নয়। আজকে বৈজ্ঞানিক যুগে টেকনিক্যাল প্রশ্নের অনেক প্রয়োজন আছে। সেটা আমাদের চিন্তা করে এগিয়ে যেতে হবে। আজকে খরা পরিস্থিতির কথা বলে বিরোধী বন্ধুরা নানাভাবে মানুষকে উস্কানি দিচ্ছেন। আমি অনুরোধ করবো যে বন্ধুগণ আজকে রাজনীতি ভুলে গিয়ে আজকে আপনারা এবং আমরা সবাই মিলে ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ লোকের সামনে গিয়ে যদি আমরা এই খরা পরিস্থিতির

মোকাবিলা না করি তবে আর কোন দিনই এর মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না। কারণ আজকে আমি এই কথা বলতে চাই যদি আপনারা বিভ্রান্ত করেন তবে বিভ্রান্তের মাধ্যমে মানুষকে কোনদিনই বাঁচাতে পারবো না। আন্দোলনে মানুষ বাঁচে না। এই সময়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা উচিত নয়। পরশুদিনের দুর্নীতিবাজ মানুষ যদি আপনাদের কাছে থাকে, যদি আপনারা আমাদের ইনফরমেশান দেন তবে আমাদের তরফ থেকে দুর্নীতি দমন করার জন্য এতটুকু কার্পণ্যও আমরা করবো না। শুধু দুর্নীতি করে বললেই সরকার থেকে আমরা দুর্নীতি দমন করতে পাবো না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় খোয়াইর প্রতিনিধি আমাদের বলেছেন, আরও অধিক পরিমাণে বাঁধ, অভার ফ্লো, টিউবওয়েল বসাইতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, যেখানে যেখানে জল পাওয়া যায় সেখানে বাঁধ বা অন্য ব্যবস্থা নিতে আমরা কোথাও কার্পণ্য করি নাই। যে কোন জায়গায় বাঁধ, অভার ফ্লো দেওয়ার নির্দেশ সরকার থেকে ১৯শে অক্টোবর দেওয়া হয়েছে। আমি পরিষ্কার জানি, আমি যখন কমলপুরে গিয়েছিলাম, কমলপুরে বলেছি যেখানে যেখানে বাঁধ দেওয়ার দরকার সেখানে ওভার ফ্লো বা বাঁধ দেওয়া হোক। আমি ১৯শে অক্টোবর থেকে সংগ্রাম আরম্ভ করেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় শুধু ওভার ফ্লো দেবো বললেই তো হবে না। অভার ফ্লো ইত্যাদি দেওয়ার জন্য যে সমস্ত জিনিষপত্রের দরকার হয় সেগুলি আমাদের এখানে তৈরী হয় না। ভারতের অন্যান্য জায়গায় তৈরী হয়। এখানকার কোটা, বর্ত্তমানে আমাদের যে চাহিদা সেই চাহিদা অনুযায়ী আমরা পাই না। যার দরুণ অভার ফ্লো দেরী হয়েছে। কিন্তু পাম্প সেট দেওয়ার ব্যাপারে তো দেরী হওয়ার কথা নয়। যেখানে জল আছে সেখানে আমরা জলের ব্যবস্থা করেছি। শুধু তাই নয় আমরা দেখেছি ৫ এইচ, পি, পাম্পিং সেট, ১৫ এইচ, পি, পাম্পিং সেট যেখানে আমরা চেষ্টা করি তখন আমরা সময়মতো আনতে পারি না। কারণ, ভারতের প্রায় প্রত্যেক জায়গাই খরা কবলিত। প্রত্যেক জায়গায়ই পাম্পিং সেটের দাবী। সে দাবীর অনুপাতে আমরা যতটুকু, আমাদের দ্বারা যতটুকু সম্ভব হয়েছে তা আমরা ত্রিপুরার মানুষকে পৌছে দিয়েছি। কিন্তু এই কথা নয় যে আমরা ইচ্ছা করলেই সবকিছু করতে পারি আমি জানি না, মাননীয় বিরোধী দলের বন্ধুরা কতটুকু পারবেন। তাদেরও জানা আছে, তারাও ২/১ জায়গায় মন্ত্রীত্ব করে আসছেন। সেই হিসাবে আমি বিশ্বাস করি যে তারাও জানেন ইচ্ছা করলে সবকিছু করা সম্ভব নয়। সেদিকে লক্ষ্য রেখে, আমাদের তরফ থেকে সাধারণ কৃষকদের জন্য যা যা করার দরকার তা করতে আমরা একটুকু কার্পণ্যও করি নাই। আমার ভাই চন্দ্রশেখর দত্ত বলেছেন সার ব্যবস্থা সন্দেহজনক। বক্তৃতায় আমার বন্ধু সমর বাবু, উনি বলেছেন যে আমরা যেখানে ইউরিয়া দ্বারা চাষবাস করি, সেখানে জমি নষ্ট হয়ে যায়। এই যে বিভ্রান্তিকর বক্তৃতা আমি তার প্রতিবাদ করি। কারণ অনুসন্ধান করে আমরা ইউরিয়া সার দেই। উনি বলেছেন আমাদের যে সমস্ত ঔষধ দেওয়া হয় এই ঔষধে পোকা মরে না। তিনি যে ঔষধের নাম বলেছেন সে ঔষধ পোকা মরার ঔষধ নয়।

কাজেই সে ঔষধে পোকা মরার কোন প্রশ্ন আসে না। সে দিক দিয়ে লক্ষ করে আমি আমার বন্ধুকে বলবো যে জনসাধারণের উপকার করার মনোভাব নিয়ে যদি বলেন তাহলে দেশের সমস্ত মানুষ সেটা মানবে। এবং আমরাও আপনার উপদেশ মানতে বাধ্য। যদি বিরোধীতা করার মনোভাব নিয়ে এ্যাসেমব্লিতে বক্তৃতা করা হয়, আমি মনে করি এই খরা পরিস্থিতিতে দেশের মানুষের পক্ষে ক্ষতি কারণ হবে। আউশ ফসলের সময় খরার মুকাবিলা করার সময় যা আমরা খরচ করেছি আমন ফসল যখন আবার খরায় কবলিত হয়েছে তখন আবার আমরা আবার চেষ্টা করছি যাতে আমন ফসলের মোকাবিলা করতে পারি। যা যা আমাদের করা দরকার তাতে আমরা একটুও পিছু পা হব না। কারণ একটি মানুষকেও না খেয়ে মরতে দিতে পারি না। ভারতের কংগ্রেস সরকার আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সে দিকে লক্ষ রেখে আজকে যতটুকু সংগ্রাম আমাদের করা দরকার ঠিক ততটুকুই আমরা করে যাব। আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি ভারত সরকারকে যে আজকে প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা করবেন বলে কথা দিয়েছেন। সে কথা অনুযায়ী আমরা কাজ করবো। আমি মাননীয় বিরোধী সদস্যদের অনুরোধ করবো যদি কোথাও অসুবিধা হয়, কোথাও কোন অভাব অভিযোগ থাকে কিংবা যদি কোন খবর থাকে সেগুলি যদি আমাদের নিকট জানতে দেন তাহলে আমরা তাদের সংগে সহযোগিতা করবো। কোথাও দাদন, কোথাও টেষ্ট রিলিফ কোথাও বাঁধ ইত্যাদি যদি কোন জায়গায় দরকার থাকে তারা যদি খবর দেন আমরা খুশী হবো এবং সেভাবে আমরা কাজ করবো। এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

**Mr. Speaker**— Next item in the list of business is discussion on matters of urgent public importance for short duration on —

১) অমরপুর করভোগ জলায়া পাইলট প্রজেক্ট জুমিয়া পুনর্বাসনের ব্যর্থতা সম্পর্কে।

Notice has been given by Shri Baju Ban Riyan.

**Mr. Speaker**—I call on Shri Baju Ban Riyan to start discussion.

**শ্রীবাজুবান রিয়াং**—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আজকে এই হাউসে যে বিষয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ত্রিপুরার উপজাতীদের। যারা ভূমিহীন এবং জুমিয়া তাদেরকে পুনর্বাসন দিয়ে সরকার তাদেরকে খাওয়া পড়া এবং সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করবেন বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেই সম্পর্কে। এই সরকার ১৯৬৯-৭০ সালে এই স্কীম নিয়েছিলেন। এব এই স্কীম নেওয়ার আগে এই কথা ছিল যে প্রতি পরিবারকে ৫০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দিবেন আর জমি দিবেন ২ ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর। কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই ত্রিপুরা বিধান সভায় এবং ত্রিপুরার বাইরে গনতান্ত্রিক মানুষ এই সরকারকে এই কথায় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন আন্দোলনের মাধ্যমে যে এই ৫০০ টাকা দিয়ে জুমিয়া উপজাতীদের বাঁচানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়।

এই স্কীম যখন সুরু হয়েছিল তখন আমি বিধান সভার সদস্য ছিলাম এবং সুরুতে কি কি করা দরকার এবং দৃষ্টিভংগী কোথায় ডিফেক্ট আছে সেই সমস্ত আমরা আলোচনা করেছি এবং

এই স্কীমকে কার্য্যকরী করার জন্য এবং এটাকে পুলিশ এনকোয়ারী করে দেখার জন্য এষ্টিমেট কমিটি ঐ জায়গায় গিয়ে যেখানে প্রথম কাজ সুরু করা হয়েছিল অমরপুর করবুক, জলাইয়া ঐ সমস্ত এলাকায় এষ্টিমেট কমিটি গিয়েছিল। আমিও সেখানে ছিলাম। এটা আমার নির্বাচনী এলাকা এবং বর্ত্তমানে কি অবস্থায় আছে আমি পুরাপুরি জানি না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সুরুতেই এই পরিকল্পনাকে সরকার ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করতে সুরু করল যে এটা একটা আদর্শ স্কীম হবে যে স্কীম দ্বারা ত্রিপুরার সমস্ত উপজাতিকে পুনর্বাসিত করা যাবে এবং তাদের বাঁচানো যাবে। তারা বলেছিলেন এই স্কীম করবুকে আমরা পরীক্ষামূলকভাবে সুরু করছি। এটা যদি কার্যকরী হয় তাহলে ভবিষ্যতে ত্রিপুরার সর্বত্র চালু করবে কিন্তু জানি না এই সরকার গত তিন বছরে কি স্থির সিদ্ধান্তে পৌছেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সুরুতে এই সরকার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করেছে যে ঐ এলাকাতে ৪০০ পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দিবে এবং তারা অঙ্কের হিসাব করে দেখেছিলেন ১৪০০ একর জমিতে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার মত জায়গা ঐখানে আছে। তখন আমি বলেছিলাম এই স্কীম যে চালু করা হয়েছে ঐ এলাকায় ট্রাইবেল ওয়েল-ফেয়ার ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে ৪টি কলোনী আগেই করা হয়েছিল এবং বর্ত্তমানে সেগুলি আছে এবং এই ৪টি কলোনীর বাসিন্দারা অনেক জমি ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। অনেকে আধপেটা খেয়ে মহাজনদের কাছ থেকে দাদন নিয়ে কোন রকমে বেঁচে আছে। আমি তাদের বলেছি এবং তারা খুব ভাল ভাবেই জানেন এই কথা। আমি তাদের বলেছি একই জায়গাতে দুই রকম স্কীম করলে যাদের জমি আছে এবং যারা ভূমিহীন তাদের মধ্যে ক্ল্যাশ বাড়বে। এখন তাই হচ্ছে। আগে এক জায়গাতে ৫০০ একর জমিতে পুনর্ব্বাসন দিয়েছিল, সেখান থেকে লোক চলে গেল এখন আবার সেটাকেই খাস জায়গা দেখিয়ে সেখানে আবার পুনর্বাসন দিচ্ছেন। পরে যারা পুনর্বাসন পেয়েছেন সরকার তাদের প্রথম হিসাবে বললেন যে ৩,১২৫ টাকা করে পরিবার পিছু খরচ করবেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে স্কীমটা কার্যকরী করতে গিয়ে তারা শেষ পর্যান্ত খরচ করল ৩,৫৪০ টাকা। টাকার অঙ্কের দিক দিয়ে যদি আমরা বিচার করি তাহলে আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হবে ৫০০ টাকার যারা পুনর্ব্বাসন পেয়েছে তাদের চেয়ে ৩,৫৪০ টাকা অর্থাৎ ১·৭ টাকা খরচ হয়েছে। সেখানে নিশ্চয়ই এই স্কীমে যারা পুনর্ব্বাসন পেয়েছেন তাদের অর্থনৈতিক জীবন, তাদের জীবন যাপনের মান নিশ্চয়ই উন্নত হবে বলে আপাতঃ দৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, সেখানে স্কীমই ছিল ১২॥০ কাণির মত জমি তারা পাবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কেউ পেয়েছে ৫ কাণি, কেউ পেয়েছে ৬ কাণি, কেউ পেয়েছে ১০ কাণি এবং অনেকে জানেনা যে কার কোনটা জমি। কারণ সরকার স্কীমে বলা হয়েছে জমি আবাদ করবে সরকার, আবাদ করবে যারা কলোনীতে থাকবে এবং মানুষের শ্রম সম্পদ দিয়ে এই জমি চাষ করে তাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হবে। তারা বলে-ছিলেন এক বছরের মধ্যে ৪০০ পরিবারকে পুনর্বাসন দিবে এবং এই স্কীমটাকে কার্যকরী করার জন্য ঐ বছর ২৪ লক্ষ টাকার বাজেটকে ডাইভার্ট করে ১৫ লক্ষ টাকা ঐ স্কীমে তারা রাখল এবং সমস্ত ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের কাজ ঐ বছরের মত সমস্ত জায়গায় স্থগিত

রইল। এই ১৫ লক্ষ টাকা খরচ করে ত্রিপুরাতে যাতে কাজ হতে পারে এই উদ্দেশ্যে একটা ডিপার্টমেণ্ট করল। তারা অঙ্কের হিসাবে দেখিয়ে দিল ৪০০ পরিবারকে এক বছরের মধ্যে পুনর্বাসন দিবে। কিন্তু এক বছর পরে দেখা গেল ৮০ থেকে ১০০ পরিবারকে কিছুটা টেরেসিং করে নামকাওয়াস্তে পুনর্বাসন পেয়েছে। তখন তারা বলেন ত্রিপুরাতে এমন কোন শ্রমিক নাই যে এইগুলি চাষ করতে পারে। ত্রিপুরাতে লেবার পাওয়া যাচ্ছে না। তারা হয়ত মনে করেন ত্রিপুরাতে সবাই ধনী হয়ে গেছে। তখন তারা বলেন আমরা এই টাকা দিয়ে ট্রাকটার কিনব। ফলে যারা আগে পুনর্বাসন পেয়েছিল এবং নূতন স্কীমে দৈহিক শ্রম দিয়ে যারা কোনরকমে জীবিকা নির্বাহ করত তাদের কাজ হয়ে গেল বন্ধ।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তখন ট্রাক্টর এসে গেল এবং আজও সেই ট্রাক্টর এখানে কাজ করছে এবং গত লোক সভার নির্বাচনের পর যেসমস্ত কংগ্রেস কর্মী পক্ষে কাজ করেছিল তাদের কিছু সুবিধা দেবার জন্য বে-আইনীভাবে ঐ প্রজেক্টে কনট্রাক্ট বেসিসে কাজ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এইখানে এই স্কীমে তারা যেখানে বলেছিলেন এক বছরে ৪০০ পরিবারকে পুনর্বাসন দিবে, জানি না আজ পর্যন্ত কয়টা পরিবার তা পেয়েছে। গত বিধান সভায় এই সম্পর্কে একটা প্রশ্নের উত্তরে তারা বলেছেন যে প্রায় ৩৫০ জনকে পুনর্বাসন দিতে পেরেছে। কিন্তু তারা বর্ত্তমানে এই স্কীম চালু করবে কিনা এবং এই স্কীমের ভবিষ্যত কি হল। এটাই সরকারের চরম ব্যর্থতা। এই সরকার কাজ করে ঠিকই কিন্তু কাজ করার পরে কি হবে সেটা তারা জানে না। আমরা আনন্দের জন্য দুর্গোৎসব করি, আমরা ডাক ঢোল বাজাই এবং গাইকে গান বাজাই এবং অনেক টাকা খরচ করি। অমরপুর পাইলট প্রজেক্ট যে স্কীম এটাও কি দুর্গা পূজার উৎসবের মতই এই ডিপার্টমেণ্ট করেছেন, না কি এই সরকার ত্রিপুরার উপজাতিদের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত না রেখে দুর্গা পূজার মতই জলে বিসর্জন দিতে চান? এই যে অমরপুর পাইলট প্রজেক্ট, এটাও কি ঐ দুর্গাউৎসবের মতই করা হচ্ছে কিনা? এই সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য ঐ দুর্গোৎসবের মত করে পরে জলে ভাসিয়ে দিতে চান কিনা, আমরা তার কিছুই বুঝতে পারছি না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই স্কীম কেন ব্যর্থ হল, কেন বাস্তবায়িত হল না, সেটাই আমি এই হাউসের সামনে তুলে ধরতে চাই। আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে যতটা বুঝি, তাতে এই ধারনায় আমাদের হয় যে এই সব স্কীমগুলি ব্যর্থতার জন্য সরকারের নীতিই অনেকাংশে দায়ী। কারণ আমরা দেখেছি এই সরকার প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় এর জন্য বরাদ্দ রেখেছিল ২৪ লক্ষ টাকার মত, কিন্তু খরচ হয়েছে মাত্র ২১হাজার টাকার কিছু বেশী, আর বাদ বাকী টাকাটা সমস্তই উদ্বৃত্ত রয়ে গেছে। আর দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ ছিল ৫৪ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা, কিন্তু খরচ হয়েছে মাত্র ৫১ লক্ষ টাকা আর উদ্বৃত্ত হয়েছে ৩ লক্ষ ২১ হাজার টাকার মত। আর তৃতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ ছিল ৬০ লক্ষ টাকা কিন্তু সেই জায়গাতে খরচ হয়েছে মাত্র ২৯ লক্ষ

কয়েক হাজার টাকা। কাজেই এই সবগুলি পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ টাকার হিসাব করলে আমরা দেখি যে এই পর্য্যন্ত মোট ১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে, আর বাকী ৮৭ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত রয়েছে এবং সেই টাকা আবার কেন্দ্রের কাছে ফেরত গিয়াছে। আর যে সমস্ত জায়গাতে এইসব জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে, সেগুলির নাম অবশ্য মাননীয় সদস্যরা সবাই জানেন, কারণ এই হাউসে আগে পরে এইসব বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে। আমি এখানে তার কয়েকটা কলোনীর নাম উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি। তার মধ্যে আদর্শ কলোনী বলে বিশ্রামগঞ্জে একটা ট্রাইবেল মডেল কলোনী করা হয়েছিল এবং সেখানে জুমিয়াদের জন্য পুনর্ব্বাসন দেওয়ার নাম করে সরকার অনেক টাকা খরচ করেছেন। সেখানে প্রত্যেকটি জুমিয়া পরিবারকে থাকার জন্য টিনের ঘর করে দেওয়া হবে, তাদের ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার সুব্যবস্থা করার জন্য স্কুল ঘর তৈরী করা হবে। তাদের চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা হবে, এই রকম কত কিছুই না করা হবে। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা ঐ আদর্শ কলোনীটির কি অবস্থা দেখতে পাচ্ছি? সেটি দেখলে এটাই মনে হবে যে, সেটা হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। সেখানে যে ১৫৭টি পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে এখন মাত্র ৪২টি পরিবার রয়েছে ...

**শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :**—স্যার, এখানে উনি যে ডিসকাশনটা এনেছেন, সেটা হচ্ছে অমরপুরে করবুক ও জলাইয়া স্কীম বাস্তবায়িত করণে সরকারের ব্যর্থতা সম্পর্কে। কিন্তু তিনি ঐটার সম্পর্কে কিছু না বলে বিশ্রামগঞ্জ কলোনী সম্পর্কে বলতে শুরু করে দিয়েছেন। এটা তিনি এখানে আনতে পারেন।

**শ্রীবাজুবান রিয়াং :**—স্যার, এটাও তো একটা স্কীমের নাম। স্কীম অনুসারে কেন কাজ হয় না, সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে এই বিশ্রামগঞ্জে অবস্থিত এই ট্রাইবেল মডেল কলোনীর কথাটা উল্লেখ করেছি মাত্র।

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :**—কিন্তু আপনি তো একটা পার্টিকুলার জায়গায় পার্টিকুলার স্কীম সম্পর্কে আলোচনা করতে চেয়েছেন, সেটার কথা না বলে আপনি কি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের যতগুলি জুমিয়া কলোনী আছে, সবগুলির কথা বলতে চাইছেন কেন?

**শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :**—স্যার উদাহরণ স্বরূপ বা দৃষ্টান্তস্বরূপ এটা করা যেতে পারে।

**শ্রীবাজুবান রিয়াং :**—আপনারা ভুল চিন্তা করছেন, একটু ধৈর্য্য ধরে শুনুন, তাহলে বুঝতে পারবেন, আমি কি বলতে চাইছি। স্যার, সেই যে কলোনীটা, সেটা এখন হাওয়ায় উড়ে গেছে। এছাড়া আর একটা কলোনী আছে, সেটা হচ্ছে বিলোনীয়ায় বাধলা জুমিয়া কলোনি, সেটা আমাদের প্রাক্তন ট্রাইবেল মিনিষ্টারের বাড়ীর কাছেই ছিল। সেখানে ৬১টি জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল এবং ঐ ৬১টি পরিবারের মধ্যে ২৮টি পরিবার সেই কলোনি ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছে। তার কারণ হচ্ছে, তাদের সেখান থেকে চলে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা ছিল না। সেখানে প্রথমে টাকার কোন অভাব ছিল না, সেই কলোনীর অধিবাসীরা যাতে শস্য চাষ করতে পারে সেজন্য একটা লেক করে দেওয়া হয়েছিল তাছাড়া এগ্রিকালচারেল ফার্ম্ম করা হয়েছিল। সেখানে উপজাতি মন্ত্রী যা চাইতেন, তা দিতেন। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা সেইটার কি অবস্থা দেখি? এটার জন্য যদি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় এবং সেই কমিটি যদি ঐ জায়গা দেখে আসেন, তাহলে দেখবেন যে সেটা হাওয়ায় উড়ে গেছে। তার কারণ হচ্ছে এই যে ঐ প্রাক্তন মন্ত্রী মহোদয়, সেই কলোনির জমি নিয়ে দালালী করছেন এবং দালালী করতে গিয়ে সেখানকার জুমিয়াদের কলোনি থেকে উচ্ছেদ করেছেন এবং পরে সেই জমি অনেক বেশী দামে অন্যদের কাছে বিক্রি করার ব্যবস্থা করেছেন। আবার যারা ডম্বুর হাইড্রোইলেকট্রিক পরিকল্পনায় সেখান থেকে উচ্ছেদ হয়েছেন, তারা এখন পর্য্যন্ত কোন

বিকল্প জায়গা জমি সরকার থেকে পান নি। অথচ সরকার থেকে বলা হয়েছিল যে তাদের বিকল্প ব্যবস্থা করা হবে। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় অমরপুর পাইলট প্রজেক্ট যে স্কীম সেটা কার্য্যকরী হবে কি হবে না অর্থাৎ সেই স্কীমে ২।১ বছর কাজ করার পর এই সরকার আর একটা স্কীম হাতে নিয়েছেন, সেটার নাম হচ্ছে হর্টিকালচার স্কীম। ত্রিপুরা রাজ্যে জুমিয়া যারা উপজাতি যারা, তাদেরকে জমি দেওয়া হবে, তাদের খাওয়াবার ব্যবস্থা করা হবে এবং তাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করা হবে, এই রকম অনেক বড় বড় কথা আমরা সরকারের কাছ থেকে বরাবরই শুনে আসছি। কিন্তু আজকে আমি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই যে করবুক জুমিয়া রিহেবিলিটেশান স্কীম, এটাকি বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে? জুমিয়ারা কি সরকার থেকে কোন প্রকার আর্থিক সুযোগ সুবিধা কি পাবে না এবং এই সরকার কি তাদের বাস্তব পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার কোন দায়িত্ব নেবে না মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখন যে নতুন নতুন স্কীম নেওয়া হচ্ছে, এগুলিও ব্যর্থ হতে বাধ্য যেমন আগেও তারা এই রকম অনেক স্কীম নিয়েছে কিন্তু সেগুলিও ব্যর্থ হয়েছে। তাদের এই ব্যর্থতা আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পেরেছি এবং আপনি যেখানে যাবেন, সেখানে এইসব স্কীম সম্বন্ধে সবকিছু দেখেশুনে আপনারাও সেই অভিজ্ঞতাই হবে। স্যার, এই যে হর্টিকালচার স্কীম তারা নিচ্ছে, কিন্তু এটাকে কার্যকরী করতে গেলে কি কি করা দরকার এবং কি সব করলে পরে সেই স্কীম সত্যি বাস্তবায়িত হতে পারে, সেটা আগে থেকে চিন্তা করে কাজে নামার দরকার, আর তা না হলে স্কীমটাও ঐ দুর্গোৎসবের মতই যত খুশী টাকা খরচ করা হউক না কেন, এটাও ব্যর্থ হবে। আমি জানি স্যার, এই স্কীমটা ত্রিপুরার বেশ কয়টি জায়গাতে ইতিমধ্যে শুরু করা হয়ে গেছে। কৈলাসহরে বেতছড়া, ... এইসব এলাকাতে যেটা নাকি ১২ মাইলের কাছাকাছি বললে সকলেই বুঝবেন, সেখানে এই স্কীমে ১২ হাজার ম দিবাসী পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে এবং পরিকল্পনামত কাজও শুরু হয়ে গেছে। স্যার, এই স্কীমে আমি লক্ষ্য করেছি, যে এতে একটা ফাঁক রাখা হয়েছে। আর ঐ ফাঁকটা হচ্ছে সমবায়ের ফাঁক। সেখানে সমবায়ের মধ্যে সরকার এই স্কীমকে কার্যকরী করতে চায়। আর এই সমবায় নাকি সেখানকার জুমের মালিক হবে। কিন্তু আমাদের এই সমবায় সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। সমবায় কথাটা যদিও শুনতে খুব ভাল লাগে কিন্তু বর্তমান সময়ে এটাকে যে ভাবে কার্যকরী করা হয়, তাতে সমবায়ের মাধ্যমে সমাজকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়া এবং সমাজের মধ্যে সকলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করার যে কথা, সেটা সম্পর্কে অনেক সন্দেহ রয়ে গেছে।...

**Mr. y. Speaker** :—The House stands adjourned till 2 P.M. of to-day.

**মিঃ স্পীকার** :—অনারেবল মেম্বার বাজুবান রিনাং রিজিউম হিজ ডিসকাশান।

**শ্রীবাজুবান রিয়াং** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি করবুক পাইলট প্রজেক্টের জুমিয়া পুনর্বাসন সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে উদাহরণ হিসাবে কৈলাসহরের কাঞ্চনছড়া ও বেতছড়াতে হর্টিকালচার স্কীমে যে ১৯১০ টাকা স্কীমে যে জুমিয়া পুনর্বাসন চলেছে সেই সম্পর্কে আমি বলেছিলাম। সেখানে আমি জানি যাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে এই স্কীমে তাদের অনেকের কিছু লোংগা জমি দখলে ছিল এবং তারা আগেই সেই সব জায়গা আবাদ করে বসবাস করে আসছে।

**শ্রীকালীপদ বানার্জী** :—অন পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি ডিসকাসন করছেন অমরপুরের করবুক এবং জলাই পাইলট প্রজেক্টের কয়টি ঘটনার উপর এখন উনি বলছেন কৈলাসহরের কাঞ্চনছড়া, বেতছড়ার ঐ সব জায়গায় উপর তা কি তিনি পারেন।

মিঃ স্পীকার :—No, he cannot do so he should confined his discussion to this point" অমরপুর করবুক কালাইয়া পাইলট প্রজেক্টে জুমিয়া পুনর্বাসনের ব্যর্থতা সম্পর্কে"। (গণ্ডগোল)

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই স্কীমটার নাম করবুক জালাইয়া প্রজেক্ট কিন্তু এটা সারা ত্রিপুরার জন্য (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি করবুক জলাইয়া পাইলট প্রজেক্টের কথা বলেছেন নোটিশেও আছে তাই আপনি অন্য জায়গার কথা বলতে পারেন না।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যেটি বলতে চেয়েছিলাম (গণ্ডগোল) আপনাদের মধ্যে যদি কেউ উপজাতি থাকতেন তাহলে বুঝতে পরেতেন (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—স্কিমের নাম একটা জায়গার নাম অনুসারে হয় তাহলে সেটা সমগ্র ত্রিপুরার হতে পারে না।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—পরীক্ষামূলক কর্মসূচী এটা সাকেস্‌সফুল হলে…

মিঃ স্পীকার :— এস্কীম সম্পর্কে আলোচনা করুন।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—এটা যদি সাকসেসফুল হয় তাহলে ত্রিপুরার সব জায়গায় করবে বলে ডিপার্টমেন্ট বলেছে।

মিঃ স্পীকার :—ডিপার্টমেন্ট বলতে পারে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—সেটি বলতে গিয়ে দৃষ্টান্ত হিসাবে কাঞ্চনছড়ার ১৯১০ টাকার যে পুনর্বাসন হয়েছে আমি তাই তুলে ধরতে চেয়েছিলাম (গণ্ডগোল)

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—কৈলাসহরের যে স্কীম এবং করবুকের যে স্কীম দুটোর উদ্দেশ্য একই (গণ্ডগোল) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় জুমিয়া পুনর্বাসন সম্পর্কে বলতে গেলে একটা স্কীম সম্পর্কে বলতে গেলে উটার সংগে সম্পর্কযুক্ত অনেকগুলি স্কীম সম্পর্কে আলোচনা করতে হয়।

মিঃ স্পীকার :— না, তা আপনি পারেন না (গণ্ডগোল)

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—আপনি যদি এলাউ না করেন…

মিঃ স্পীকার : আমি যেটি এলাউ করব না সেটি আইন মতই করব না। আপনি নোটিশ দিয়েছেন অমরপুরএর করবুক জলাইয়া পাইলট প্রজেক্ট সম্পর্কে। আপনার সর্ট নোটিশ ডিসকাশানে সেটিতে আপনি অন্য প্রজেক্টের সংগে যুক্ত করতে পারেন না।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—উদ্দেশ্য একই। এখন পর্যন্ত তার একই…

মিঃ স্পীকার :—উদ্দেশ্য যদি এক থাকে তবুও আপনি করতে পারেন না।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—এটা সম্পর্কে আপনারা অনেকেই জানেন যে কি কি দুর্নীতি হচ্ছে (গণ্ডগোল) আমি সুযোগ পেলে আমি সব কিছু ফাঁস করে দেব এজন্য আমাকে বলতে দেওয়া হচ্ছে না মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় (গণ্ডগোল) আমি করবুকের আলোচনাতেই ফিরে আসছি—এখানে এখনও পর্যন্ত জল সেচের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। সরকার এ পরিকল্পনা করার সময় জলসেচের কোন ব্যবস্থা রাখেনি। এই সরকার যখন লাখ টাকা দিয়ে ট্রাক্টার কিনেছেন এই সরকার একটা রিড যন্ত্র কিনতে পারতেন। এই রিড যন্ত্র যদি থাকতো তাহলে এই প্রজেক্টের কোন কোন জায়গায় মাটির নীচ থেকে জল তুলে অর্থাৎ গ্রাউণ্ড ওয়াটার উপরে তুলে জলসেচের ব্যবস্থা করতে পারতেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়

ঐখানে এখনও পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। যদি বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকতো তাহলে ঐ এলাকায় যে ছড়াগুলি আছে সেই ছড়াগুলির জল ফসলের কাজে লাগাতে পারতো। কিন্তু এই সরকারের সেদিকে এখন পর্যন্ত দৃষ্টি নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কিছুদিন আগে আমি শুনেছি ঐখানে যারা কষ্ট করে কায়িক পরিশ্রম করে ফসল ফলাইয়াছে সেই ফসল হাতী খেয়ে নষ্ট করে দিয়েছে। কিন্তু হাতী যে ফসল খেল তাদের ক্ষতি করল সেই ক্ষতিপূরণ করার ব্যাপারে এখনও পর্যান্ত কিছুই করা হয় নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই স্কীমে যাদের জমি আবাদ করে দেওয়া হয়েছিল এখন আপনারা যদি সেখানে দয়া করে যান তাহলে দেখবেন সেখানে কোন ফসল নাই ছন বাঁশে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। এখন কোন ফসল নাই। আবাদ করার সময় যে টেরেস করা হয়েছিল সেই নরম মাটিতে আগের তুলনায় ভালই হয়েছে। কিন্তু দুঃখের কথা ঐ প্রজেক্টে যাদের পুনর্বাসন হয়েছে সেই ছন এবং বাঁশ তাদের বিনা মাশুলে বিক্রী করার অধিকার নাই। তারা ধান করতে পারেনি সেখানে ঐ ছনে তাদের মালিকানা থাকা উচিত ছিল (গণ্ডগোল)...

**মিঃ স্পীকার** :-- মাননীয় সদস্য রিসেসএর আগেও আধা ঘন্টা বলেছেন এখনও ১৫ মিনিট বলেছেন এতো বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় কি?

**শ্রীবাজুবান রিয়াং** :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আমার বক্তব্য সংক্ষেপ করছি। এই পরিকল্পনাকে যদি এই সরকার যাদের পুনর্বাসন করবেন তাদের মঙ্গল হউক এটা যদি সরকার কামনা করেন তাহলে এখনই সরকারের অনতিবিলম্বে জলসেচের ব্যবস্থা করতে হবে আর এখানে যারা আছে তারা যাতে বিনা মাশুলে বাঁশ ছন ইত্যাদি সংগ্রহ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। তারা গোচারণভূমি ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে মুক্ত করে দিতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। আর এবার ভীষণ খরাতে ফসল একদম ঘরে তুলতে পারে নাই। ৩৫০ পরিবারের যারা আছে হিসাব করে দেখলে ৪০টি পরিবারের মধ্যে এখন পর্যন্ত ঘরে খোরাকী আছে বাকী ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে সরকার থেকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে যাতে তাদের বাঁচাতে পারে এই সরকার সেজন্য চেষ্টা করবেন। এবং এখানে এখন পর্যন্ত চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। একমাত্র প্রাইমারী হেলথ সেন্টার নূতন বাজার আর যতনবাড়ী ছাড়া নাই। পোষ্ট অফিস নাই স্কুল নাই যেসব স্কুল আছে সেগুলি প্রায় অচল। মাষ্টাররা প্রায়ই স্কুলে যান না। এই এলাকার জনসাধারণ অনেক দিন পর্যন্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা হউক বলে হাসপাতালের দাবী করেছিল কিন্তু সরকার নীরব। এই এলাকার জনসাধারণ ঐখানে সিনিয়ার বেসিক স্কুল হউক বলে দাবী করেছিল সরকার নীরব, জনসাধারণ পোষ্ট অফিস হউক বলে দাবী করেছিল সরকার নীরব। তাই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই স্কীমকে যদি কার্যকরী করতে হয় তাহলে অর্থ-নৈতিক ভিত্তিতে চিন্তা করতে হবে অংকের ঐকিক নিয়মে চিন্তা করলে ভুল হবে। অংকের হিসাবে দুইয়ে দুইয়ে চার হয় কিন্তু যদি জুমিয়া সমস্যার সমাধান করতে হয় সেখানে দুইয়ে দুইয়ে চার হয় না। (গণ্ডগোল)।

**মিঃ স্পীকার** :— আপনারা ডিষ্টার্ব করছেন কেন উনাকে বলতে দিন।

**শ্রীবাজুবান রিয়াং** :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আমার বক্তব্য লম্বা করতে চাই না। ১৯৬৭ সনে আসাম কৃষি বিশ্বালয় থেকে এক সমীক্ষক দল ত্রিপুরাতে এসেছিল। তাঁরা ত্রিপুরার ২৯টি কলোনীর মধ্যে ১০টি কলোনীতে গিয়েছিলেন এবং সেই কলোনীগুলিতে কি কি সমস্যা তার লিখিত রিপোর্ট বের করেছেন এবং এই রিপোর্ট একমাত্র ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের কাছে আছে। ঐখানে তারা বলেছেন ঐসব কলোনীতে অনেক টিলায় টেরেস কাটার পরেও

আবাদ করা যায় নাই পতিত পরে আছে। সেচের জল নাই এমন কি বর্ষার পরেও না। তাঁরা বলছেন সেচের জল নাই, এমন কি বর্ষার ফসল সেখানে হয় নাই। তারা বলেছেন কলোনীর জমি হস্তান্তর লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তারা এক জায়গায় স্বাক্ষর নিয়েছেন, তাঁদের কাছে যারা সাক্ষী দিয়েছেন এরা বলেছেন গণ্ডাছড়া কলোনীতে তিন কানি লুঙা জমি ছিল, সেই তিনকানি লুঙা জমি কলোনীর বাইরে একজনের কাছে তিন শত টাকায় বিক্রী করে দেওয়া হয়েছে। তখন এই সমীক্ষক দল ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের কাছে সুপারিশ করেছেন যে জমি হস্তান্তর বন্ধ করতে হবে, জমি হস্তান্তর যদি বন্ধ না করা যায়, তাহলে নূতন ভূমিহীন সৃষ্টি হবে। কাজেই এই সরকার, ত্রিপুরা ইতিহাস বেশী দিনের নয় গত ২০ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করে যদি দেখি, এই সরকার নিশ্চয় দেখবে ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত যে রাস্তা, রাস্তার আশে পাশে যে জমি, অনেক উপজাতির বাস ছিল, তারা কোথায় গেছে সেটা খোঁজ করলে পাওয়া যাবে, অনেককে পাওয়া যাবে ত্রিপুরার জঙ্গলে জুম করে খাবে এই উদ্দেশ্যে তারা সেখানে চলে গেছে। তাই ত্রিপুরা সরকারের করা উচিত যে যাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে এবং যারা ভূমিতে আছে, তারা যাতে জমি রক্ষা করিতে পারে, সেইদিকে দৃষ্টি সরকারের দেওয়া উচিত এবং জুমিয়াদের জমি যারা কিনবে তাদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অর্ডিন্যান্স জারী করে, আইন করে সেটা করা উচিত, নতুবা এই সরকার জুমিয়াদের জমিতে বসাতে পারবেন না। সরকার থেকে তাদের জমি দেওয়া হয়, তার দ্বারা তাদের ইকনমিক হোলডিং হয় না, ইকনমিক হোলডিং না হওয়ায় তারা জমিতে থাকছে না। যদিও সরকার আমার সঙ্গে একমত না-ও হতে পারেন, তাঁদের হিসাবমতে আজ পর্যন্ত ২৮৬০ পরিবারকে পুনর্বাসন দিয়েছেন, এবং তারা ভালই আছে। এই সরকার বলেছেন বাকীমাত্র আর ১৫০০ পরিবার, তাদের পুনর্বাসন দিলেই জুমিয়া পুনর্বাসন স্কীম শেষ হয়ে যাবে—আর দরকার নাই। নামকেওয়াস্তে পুনর্বাসন করতে পারলেই জুমিয়া পুনর্বাসন শেষ হয়ে যাবে এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা। এই সরকারের যদি সদিচ্ছা থাকত, উপজাতিদের বাঁচানোর, আমি এইটুকু বলতে চাই যে এখনও অনেক উপজাতি আছে, যারা খাস জমি দখল করে বসে আছে, বছরের পর বছর দরখাস্ত করেও তারা সেই জমির বন্দোবস্ত পাচ্ছেনা, তাদের সেই জমিতে বন্দোবস্ত দিতে কোন বাধা নাই, কিন্তু সরকার তা দিচ্ছেন না। রাইমা-সরমার উপজাতিদের ডুম্বুর বাঁধের ফলে যাদের জমি জলের তলে যাবে,—কারণ সেখানে ৩০/৪০ বছর ধরে তারা খাস জমি দখল করে আছে, এই সরকার নাকি বর্তমানে চিন্তা করছেন তাদের ঐ পাইলট স্কীমে নাকি পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে। এর অর্থ এই স্যার, আমরা যেমন বাজার থেকে জিওল মাছ কিনে জিয়িয়ে রাখি, কেননা আস্তে আস্তে খাব এই উদ্দেশ্যে, এই সরকারও জুমিয়া পুনর্বাসন সমস্যাকে জিয়িয়ে রাখার জন্য তাদের যে ন্যায্য অধিকার, সাংবিধানিক অধিকার ভূমিতে—অন্ততঃ আবাদ করলে তাদের ঐ ভূমির মালিকানা হবে, সেই অধিকার আছে, সরকার তাদের সেই অধিকার না দিয়ে, উপরন্তু যাদের জমি ডুববে, তাদের জমি দেওয়া সেই অধিকার দিচ্ছেন। যদি সরকারের সদিচ্ছা থাকে তাহলে আইন করলে এই হাউস নিশ্চয়ই এগ্রী করবে। এর

বিরুদ্ধে কংগ্রেস মন্ত্রী হয়তো আপত্তি করতে পারেন। কারণ তাঁদের যদি সদিচ্ছা থাকত শুধু উপজাতিই নয়, অনেক ভূমিহীন অ-উপজাতিও আছে। উনারা শুধু ভূমিহীন উপজাতিদের প্রতিই খারাপ ব্যবহার করছেন না, ভূমিহীন অ-উপজাতিদের প্রতিও একইরকম ব্যবহার করে যাচ্ছেন। নামকেওয়াস্তে পুনর্বাসন'এর নামে। আমরা এইবার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে সেখানে আমরা শুনেছি কংগ্রেস ভূমি দেবে, সেখানে অনেক ভূমিহীনকে ভূমি দিয়েছে বলে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় আমরা দেখেছি, কিন্তু এই যে পুনর্বাসন, কত কানি জমি তাদের দেওয়া হয়েছে, শেষ পর্য্যন্ত তারা জমিতে অধিকার পাবে কিনা তার ঠিক নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ঐ স্কীমে যাদেরকে বসানো হয়েছে, তাদেরকে বসানোর ব্যাপারে এবং অদূর ভবিষ্যতে ত্রিপুরার ১৫ শত পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে বলে যে সরকার দেখিয়েছেন এর চেয়ে অনেক বেশী ভূমিহীন জুমিয়া আছে, পুনর্বাসনের অপেক্ষায়, সরকার এই ফিগার যে কোথায় পেলেন আমি জানি না, যদি ওই স্কীমে জুমিয়াদের বাঁচাতে হয়, আমি একথা বলতে চাই যে তাদের জন্য জমি আবাদ করে, প্রয়োজনীয় ফলের বাগান করে, স্কুলের ব্যবস্থা করে, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করে তাদের সেখানে বসাতে হবে। আমি এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**শ্রীনিশিকান্ত সরকার** :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিরোধী দলের সদস্য শ্রীবাজুবান রিয়াং এখানে বলতে চেয়েছেন—'অমরপুর ব্লকের জলায়া পাইলট প্রজেক্টে জুমিয়া পুনর্বাসনের ব্যর্থতা সম্পর্কে।'

এই ব্যর্থতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্যার, উনি ট্রাক্টার থেকে সুরু করে সমবায় আসল, হাতী থেকে ছন পর্য্যন্ত উঠেছেন। প্রস্তাবে লেখা আছে ব্যর্থতা, এই সম্পর্কে উনি অনেকক্ষণ আলোচনা করেছেন, আমি বেশী বলবনা, উনার নিজের ভাষায় তিনি বুঝিয়েছেন, যেই স্কীম নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন, সেটা ব্যর্থতা নয়, সেখানে উনি স্বীকার করেছেন যে সেখানে হাসপাতালের ব্যবস্থা আছে, স্কুলের ব্যবস্থা আছে, পোষ্ট অফিসের ব্যবস্থা আছে। এই যে স্কীমটা সেখানে চালু হয়েছে, তার মধ্যদিয়ে চারশত পরিবার পুনর্বাসন পেয়েছে, দুইশত পরিবার পুনর্বাসন পাবে, মানুষ আছে, আদিবাসীরা আছে সেটা তিনি স্বীকার করেছেন। উনি ব্যর্থতা কোথায় পেলেন উনিই জানেন। আজকে এই স্কীমটা সেই সম্পর্কে উনি নিজেই বলেছেন যে আগে ছিল পাঁচশত টাকা, পুনর্বাসনের জন্য, এই সরকার চিন্তা ভাবনা করে এই যে পাঁচশত টাকা, তার দ্বারা একটি পরিবারের জংলাবাদ করে, গরু বাছুর কিনে, পুনর্বাসন হয় না। সেই জিনিষটা সরকার চিন্তা করেছে এবং চিন্তা করে এই স্কীম চালু করেছে এটা সত্যি কথা পরীক্ষামূলকভাবে। আমি সেখানে গেছি, সেই প্রজেক্ট দেখতে কি ধরণের জমি আবাদ হয়েছে, কি ধরণের পুনর্বাসন সরকার দিয়েছেন, আমি সেখানে গেছি, এবং দেখেছি যে সেখানে ১৯১০ টাকার বেশী খরচ হয়েছে। সরকার সেখানে ট্রাক্টার দিয়ে চাষাবাদ করবে, আর মানুষের শক্তি কাজে লাগবে না, সেটা ঠিক নয় স্যার। বড় বড় টিলাকে যদি জমিনে পরিণত করতে হয় তাহলে ট্রাক্টার ব্যতীত কোন উপায় নাই। লাখ সোয়া লাখ হোক যে মেসিন আমাদের কাছে আছে আমি দেখেছি সে মেশিনের দ্বারাই যদি আমাদের জুমিয়া পুনর্বাসন দিতে হয়, লুংগা জমিন আমাদের ত্রিপুরাতে খুব কমই

আছে। তাই সরকার চিন্তা করছেন কি করে টীলার উপর ফসল ফলাতে হয়। তাই সরকার যেখানে এই ট্রাক্টার দিয়েই টীলাগুলিকে সমান করে, তারপরে আইল বেঁধে যাতে নাকি রস থাকে সেই অনুসারে এই স্কীম চালু করেছে। এবং এইটাতে যদি আমরা জয়যুক্ত হই তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের সব জায়গায়ই আমরা এইভাবে কাজ করতে পারবো। আমি এই কথা কেন বলছি, এইটা আমাদেরই প্রস্তাব যে এলোমেলোভাবে জুমিয়ার বসতি দিয়ে কোন সুবিধা হচ্ছে না। তার কারণ ১/২ পরিবারকে যদি একটা জংগলে দেওয়া হয় তার সংগে স্কুল যাচ্ছে না, সমবায় যাচ্ছে না, পানীয় জল যাচ্ছে না। তাই এইসব সরকার করছে, অন্তত: ৫০ পরিবারকে কি ১০০ পরিবারকে ঠিক করে একটা কলোনীর মধ্যে তাদের দিতে হবে। এবং যতক্ষণ না তারা এই জমির দ্বারা তারা খাদ্য উৎপাদন না করতে পারবে ততদিন পর্য্যন্ত সেখানে সমবায় নীতিতে তাদের কাজ চলবে। তাই এই এই প্রজেক্ট সার থেকে স্বরু করে বীজ পর্য্যন্ত এই জুমিয়াদের মাধ্যমে তাদেরকে দিয়েই এই কাজ করানো হবে। তারা সেখানে আবাদ করে তারপরে সেখানে বসবাস করবে। তবে উনি যে ২/১টা যুক্তি রেখেছেন, সত্যই সেখানে ১৫০ বা ১৬০ পরিবারকে জমি দিয়েই সেখানে আগে জলের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা, স্কুলের ব্যবস্থা করা উচিত। আমার মনে হয় সরকার সে দিকে দিয়ে চিন্তা করছেন। আর এই দিক দিয়ে স্যার, তিনি ট্রাইবেল কলোনী ফেলে চলে আসলেন বিশ্রামগঞ্জে এসে উনার একটা হতাশার ভাব দেখলাম। হতাশার ভাবটা কোথা থেকে হচ্ছে, দলের থেকে হচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে এক জায়গায় বসলে তাদের স্বাস্থ্যের, শিক্ষার উন্নতি দেখা যাবে তাহলে স্যার, এই দিক দিয়ে ফেইলিওর। তাই নানা কথা শুনিয়ে তাদেরকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। এই সব কারণে স্যার আদিবাসী কিছু বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। এই যে কাঠালিয়া কলোনীর কথা বললেন স্যার এইটা প্রথম কলোনী উনার এলাকার মধ্যে। আমিও সেখানে যাইয়া থাকি। সেখানে যে উদ্দেশ্যে সরকার এই কলোনী দিয়েছিলেন সেখানে যদি উনি জুমিয়া না দেখতে পান তাদের একটা স্বভাব যখন জমিটা পায় সেই পাশেই তারা ঘরটা করে। সরকার সেখানে কলোনী করেছিল ঘর-দরজা করেছিল কিন্তু বেশীর ভাগ জুমিয়া সেই জায়গাতে আর নেই। তার কারণ জমিটা একটু দূরে। অর্থাৎ জমির পারে নাই। আর কিছু যে কথা তিনি বললেন যে প্রাক্তন মন্ত্রীকে টেনে নিয়ে যে সেখানে যারা ছিল তাদের জমি নষ্ট হবে বা তাদের উঠাইয়া দেওয়া হবে প্রজেক্টের কাজের জন্য, গোমতী প্রজেক্ট যেটা হাইড্রোইলেকট্রিক বলে না কি। তারা এখন এসে কাঠালিয়াছড়াতে কিছু জায়গা কিনে ফেলেছে। সেখান থেকে আদিবসী এসে যদি এখানকার আদিবাসীর জায়গা কিনে থাকে তাতে কি হলো। এই আদিবাসী যদি তাদের কিছু উপকার করে থাকে এতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হলো ? তাই আমি একটা কথা এখানে রাখবো তিনি হয়তো বলতে গিয়ে ২-২ এ চার যে হয় এইটাই বুঝিয়েছেন। হিসাবনিকাশ তার কাছে খুব কমই আছে। হিসাবটা ঠিকমত দেখাতে পারছেন না। ২-২ এ চার হয় আমরাও জানি। এখন প্রশ্ন হলো আজকের জুমিয়াদের উন্নতি করতে হলে একমাত্র সমবায় আছে। যে ভদ্রলোক সমবায় সম্পর্কে আক্রমণ

করেছে। যাতে আদিবাসী ভাইয়েরা জায়গা বিক্রী না করতে পারে। তাই সেখানে ৫০/৬০ পরিবারকে কোপারেটিভের মাধ্যমে জায়গা দিলে চাষবাস করবে, উৎপাদন করবে। কিন্তু সমবায় তো তার জায়াটা মাথায় করে রাখছে না। যে ব্যক্তির জায়গা যে ব্যক্তির এলটে যে ব্যক্তির কাছ থেকে সরকার পেয়েছে সেই ব্যক্তিও একজন মেম্বার এবং তারই জায়গা থাকবে। অর্থাৎ একত্রে ৫০ জনের জায়গা রয়েছে স্যার। তাই সরকার চিন্তা করেছে যে এক এক জনকে না দিয়ে সমষ্টিগতভাবে জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়া হোক। আর হরটিক্যালচার সম্বন্ধে সেটা নাকি ধাপ্পা। এখন টিলার মধ্যে অন্তত: আমাদের প্রস্তাব একটা ফসল করা। যাদের কোন ব্যবসা বাণিজ্য কিছু নেই একমুখী কাজ যেখানে সেখানে যদি সরকার বাগানের প্রস্তাব নিয়ে থাকে, আনারস, আম, কাঁঠাল লিচু করে এবং এই বাগান যদি গড়ে উঠে, ২।৩টা বছর পরে বাগানের যে আয় হবে এই আয় তো আমার আদিবাসীদের কল্যাণেই তো যাবে। কিন্তু উনি বাগানটাগান কিছুই তো পছন্দ করলেন না। এইটা ভালনা কিন্তু কোনটা করলে ভাল হবে স্যার। তিনিতো কোন যুক্তিই দিলেন না। শুধু যুক্তির মধ্যে এই হলো এই সরকার যা করছে সবই অকল্যাণের জন্য। তাহলে এই যে ৫০০।৭১০০, ৫০০৭১৯০০ বা দুই হাজার টাকার স্কীম এবং শুধু কি স্কীম? তার পেছনে যাচ্ছে সমবায়, বাগান, মৎস্য বিভাগ এগ্রিক্যালচার, গরু হাঁস, মুরগী ইত্যাদি যাবে। এই হলো স্কিমটা। আমার কথা হলো স্যার, এইটা সত্যই যে ২।৩টা বছর ধরে পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে গত বছরের আগের বছর থেকে এখানে সুরু হয়েছে কিন্তু জুমিয়া ভাইয়েরা অপেক্ষ করতেছে প্রত্যেক সাবডিভিশানে এইটা ঠিক। কেন না প্রজেক্টে বা এখানে আমরা কতজনকে দিতে পারবো। তাই প্রত্যেক সাবডিভিশানে বহু দরখাস্ত পরে আছে। আমার এখানে আমি বলতে পারবো কয়েকবার আমরা তাগাদা করে সারভেয়ার, হাকিম, উকিল করতে করতে আমরা একেবারে হয়রান হয়ে গেলাম। তাই আমি নিজে প্রস্তাব দিচ্ছি যে আমরা জায়গা দেখিয়েছি সেখানে যাতে এই বছর, আমি না বলে দিতে পারি পতিছড়ি, মহারাণী, মগ পুষ্করিণী কাঞ্চনী এই সব জায়গাগুলির মধ্যে যাতে জুমিয়ারা পুনর্বাসন পায় সে দিকে সরকারের নজর দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। কেন না স্যার তারা অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছে। আর এক দিকে সরকার আগেই চিন্তার মধ্যে রয়েছে জুমিয়া পুনর্বাসন অর্থাৎ জমিতে তাদেরকে বসাও। আজকাল একমুখী কাজে কোন পরিবার বাঁচতে পারে না। তাই আমরা আদিবাসী অঞ্চলে আমরা সমবায় করে দিচ্ছি। আমরা যারা পরিচালক ছিলাম কেন না তারা সরল মানুষ পরিচালক মণ্ডলী হয়তো সেভাবে তাদেরকে পরিচালনা করেন নি। করেন নাই বলে আমরা বলবো না যে সরকার এই চিন্তা ছেড়ে দেউক। তাদের কাজ দিতে হবে বহুমুখী। তারা ব্যবসা বাণিজ্য কোনটাই ধরে নাই। তাই আমি বলছি যে যেখানে এই ধরণের কাজ হচ্ছে যেখানে আদিবাসী অঞ্চল যদিও একটা সমবায় ফেল করেছে। কিন্তু ফেল তো তারা করেনি। ফেল করেছে পরিচালকমণ্ডলী যারা ছিল। আগে ম্যানাজার একজন রাখা হতো। সেখানে ম্যানাজার বাবু যা করতো তারা শুধু সই করতো। এই পর্যন্ত হলো তাদের। সরকার থেকে অর্থ দিত আর আদায় করতো ম্যানাজার তাই হয়তো তারা টাকা দেয় নাই। এই

ধরণের কিছু না হয়েছে তা নয়। সরকার থেকে কিছু অর্থ দিত। আদায়ের বেলায় হয়ত ম্যানাজার আদায় করত না, তাই তারা হয়ত টাকা দেয় নি। আমার প্রস্তাব হল আজকে যেমন আদিবাসী অঞ্চলে কাজ কর্ম যেটা হয় সেটা এদের মাধ্যমে আমার সরকারেই যেমন টেণ্ডার কেণ্ডার বিশ্রী ব্যাপার যেটা যেমন আমি উদাহরণ দিতে পারি, প্রতি বৎসরের স্কুল মেরামত হয়। আমি বলছিলাম সেখানে স্কুল কমিটি আছে, তাদের দিয়ে এই কাজটা করানো হোক। তাদের অঞ্চলে বাঁশ আছে, গাছ আছে, ছন আছে, পাল্য আছে, তাতে তারা নিজেরা খেটে খুটে কাজটা করে কিছু টাকা পয়সা পেতে পারে। তাতে তারা বুঝবে যে এর দ্বারা কিছুটা রোজগার হবে। কিন্তু এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট যে কি করে রেখেছে যে লয়েষ্ট টেণ্ডার দিতে হবে, ক্লীয়ারেন্স সার্টিফিকেট লাগবে। এতে সুবিধা হয় না। তাই আমি বলছিলাম যে এড়ুকেশন ডিপার্টমেন্টে যারা ইঞ্জিনীয়ার আছে, ওভারসীয়ার আছে সেটা তার মাধ্যমে করা হোক। আর এক দিক দিয়ে তারা যা ফসল উৎপাদন করে, এটা একটা মারাত্মক ঠকেছে তারা। এবার ধান হয়ত তারা পায়নি বা হয়ত কিছু পেয়েছে। সুতরাং সমবায়গুলিকে সজাগ দৃষ্টিতে রেখে এইভাবে একটা চাপ সৃষ্টি করতে হবে যে লসের জন্য যেন তারা দায়ী থাকে, আদায়ের জন্য যেন তারা দায়ী থাকে। তাতে আমার মনে হয় উৎপন্ন ফসলের কিছুটা তারা ন্যায্য দামে পাবে এবং পূর্ত্ত বিভাগের একটা ঝামেলা আছে: তাদের অঞ্চলে যদি কাজকর্ম হয়, আমি এই কথাটা এই কারণে বলছি যে একমুখী কাজে আজকাল একটা পরিবার বাঁচতে পারে না। কাজেই সেখানে যে সব কাজ সরকার থেকে করবে সেগুলিতে স্থানীয় আদিবাসী-দের সুযোগ দিতে হবে, তাহলে তারা কিছুটা অন্ততঃ রোজগার করতে পারবে। আমার কথা হল জুমিয়াদের ব্যাপারটা সরকার যেভাবে চিন্তা করছেন এবং যে স্কীম নিচ্ছেন সেটা ভালই, তবে যারা পরিচালক তাদের আগে ভাল হতে হবে, কেন না বার মাস তারা কাজ পায়, আর জমিতে যদি তাদের মায়া জন্মে যায়, কাজ না পেলে জমির মধ্যে মায়া মমতা কম থাকে। তাই আমি উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে এই কথাই বলব যে উনার প্রস্তাবে তিনি দেখিয়েছেন, ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত আদিবাসীরা জমি বিক্রী করেছে। কিন্তু এটা কোন কথা নয়, জমি থাকলে তার বিক্রীও থাকবে, যেমন সবার বেলায়, শুধু আদিবাসীর বেলায় নয়, যেমন মহারাজার বাড়ী বিক্রী করে ফেলেছেন। কাজেই আজকে যার আছে সে বিক্রী করবে, হস্তান্তর চলবে। এটা চিরকাল থাকবে। তবে যাতে আদিবাসীরা জায়গার মধ্যে মায়া জন্মাতে পারে তার জন্য সরকারের কিছু করতে হবে। আর এক দিক দিয়ে আমি বলব যে ত্রিপুরা সরকার জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য যেটা আমি বলছি সেটা ফরেষ্ট মিনিষ্টার সামনে আছে, এখানে ৫০০ টাকা আমরা দিয়েছি সেখানে কিছু কিছু জায়গায় আমার অঞ্চলে পড়ে আছে ফরেষ্টের মধ্যে। তারা কিছু কিছু জায়গা পেয়েছে ৩০০ একর, কিছু টাকাও পেয়েছে। এখন আর জায়গা রাখার তাদের নাম নাই। ফলে বেশ সংখ্যায়—মগপুষ্করিনি মৌজা, গর্জি, পতিছড়ি, বিলোনীয়ার ঐদিক সবটাই আমি বলতে পারব, বেশ সংখ্যক জায়গা আদিবাসীদের জুমিয়া নামে দেওয়া হয়েছিল। এখন তারা সেই জায়গার খোঁজ পাচ্ছে না। তাই আমি প্রস্তাব রাখব এই ধরণের

জায়গা রেকর্ড দেখে এবং কালেক্টারের আণ্ডারে এনে ঐ জায়গা তাদের অধিকারে দেওয়া হোক। তা না হলে তারা যে একবার ৩০০ | ৪০০ টাকা পেয়েছে, বাকী তারা ২০০ টাকা এখনও পায় নাই, অনেকগুলি কেস আমার কাছে আছে, ৩০০ দিয়ে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার আটকিয়ে গেল, কারণ জায়গা দিলে সেটেলমেণ্ট পুনর্বাসন হয়ে গেছে বলে, আবার জমিদারী করছে করেছে। তাই আজকে আমি বাজু ভাইয়ের কথার উত্তর আমি কতটুকু দিতে পারছি জানি না। আমার যে স্কীম, সরকার যেটা গ্রহণ করেছেন সেই স্কীমটা ঠিক ঠিকভাবে আগেই দেখতে হবে যেখানে ৫০ পরিবারকে দেওয়া হবে সেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা আগে করতে হবে। তারপরে রাস্তার ব্যবস্থা করতে হবে, স্কুলের ব্যবস্থা করতে হবে, সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করতে হবে। এই করে সেখানে কলোনী করা হোক। হতে পারে দেরী হয়। ঐগ্রামে যখন দেরী হয় এত বেশী দেরী হয় না। কিন্তু সরকার চিন্তা করে একটা বাড়ী সৃষ্টি করবেন। আর এক দিক দিয়ে সেচ ব্যবস্থা যেটা বলছেন আমাদের মাননীয় সদস্য বাজু ভাই, সেখানে যদি জল করতে হয় তাহলে তিনি বলেছেন ইলেকট্রিক নিয়ে যাও। ইলেক্ট্রিক বললেই যাবে না। হয়ত এমন দিন আসবে গোমতী প্রজেক্ট আমাদের কার্যকরী হবে তখন ইলেকট্রিক যাবে। কিন্তু তার জন্য দেরী না করে যেখানে একটা কলোনী হচ্ছে সেখানে গভীর নলকূপ করে সরকার যদি চেষ্টা করেন, ডিজেল ইঞ্জিন আছে, জেনারেটর আছে, এইগুলি দিয়ে সেচ ব্যবস্থা তারা করতে পারেন। যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হচ্চে সেখানে যদি ৫০ পরিবারের পেছনে ৫০ দ্রোণ জায়গা থাকে, সেখানে একটা গভীর কুয়ো কাটলে তার মধ্যে যদি ডিজেল ইঞ্জিন দরকার হোক বা জেনারেটর দরকার হোক, জলের ব্যবস্থা করতে না পারলে নিশ্চয়ই এই স্কীমটা জয়যুক্ত হবে আমার বিশ্বাস। আর একটা দিক দিয়ে আমি একটা সাজেশান রাখব, যখন জুমিয়ার কথাটা উঠেছে। আজকে জুমিয়াদের শুধু অপেক্ষা করলে চলবে না। তাদের চার দিক দিয়ে পরিবেশ, তারাও আজকে তার সাথে সমতালে তাল রেখে চলতে চায়। চাকুরীর বেলা আদিবাসীদের যেভাবে দেওয়া হচ্ছে এদের পেছনে অগাধ বিশ্বাস সরকার রেখে দিয়ে আর কোন খবর সরকার রাখেন না। আমার কথা হচ্ছে যারা সরকারী কর্ম্মচারী নিযুক্ত হবে তাদের দায় দায়িত্ব নিতে হবে এবং এদের থেকে এটা স্বীকার করাতে হবে যে এই স্কুল এই রাস্তা, তার জন্য তোমাদের চাকুরীটা। কাজেই ভাল মন্দের দায় দায়িত্ব তাদের উপর পড়বে। কেন না আদিবাসী সরল মানুষ। এক এক মাষ্টার গিয়ে বলে তোমাদের স্কুলই উঠিয়ে দেব যদি বির বির কর। সাংঘাতিক কথা তো। মাষ্টার বাবু স্কুলে যাবেন না, আর ঐ সম্পর্কে যদি বলে মাষ্টার বাবু স্কুলে আসেনা, ভদ্রলোক যদি শুনে তাহলে বলে তোমাদের স্কুল আমি উঠিয়ে দেব। কোথাও হয়ত দেখা যাবে আদিবাসী অঞ্চলে ৮ মাসে স্কুলেই যায়না। বসে রয়েছে শহরে। রিক্সার ব্যবসায় চালের ব্যবসায় করছে। তদারককারী নাই স্যার। সেজন্যই এতবড় ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট। এখানে বাজু ভাই বলেছেন ডজন ডজন কর্ম্মচারী আছে, এক কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার অফিসার আছে। আমি বলব এটা একটা ছাড়া বাড়ী। উদয়পুরে আমার এখানে লেখা আছে একটা সাইনবোর্ডে

"আদিবাসী অভ্যর্থনা কেন্দ্র।" কিন্তু তারা গেলে কেউ জিজ্ঞাসা করে না। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার অফিসার আছে শুনেছি একজন। কিন্তু তার কেরাণী কে, তার পেশকার কে, সেটা আমরা জানিনা। কাজেই এতবড় ডিপার্টমেন্ট যেখানে সেখানে এইগুলি দেখতে হবেনা কেন? তারা বিভিন্ন দালালের হাতে পড়ে সত্য কথা। কৃষি ঋণ নিতে গেলে, দাদন নিতে গেলে অন্যের হাতে পড়ে। মুহুরী থেকে সুরু করে অন্যান্যরা নিয়ে আসে। কিন্তু কথা হচ্ছে সেখানে একটা অফিসার আছে এবং আদিবাসীদের জন্য স্পেশাল একটা ডিপার্টমেন্ট আছে। সেই মুহুরী থেকে শুরু করে সবাই সেখানে আছে। কিন্তু সেখানে তো একজন অফিসার আছে, আদিবাসীদের জন্য একটা স্পেশাল ডিপার্টমেন্ট খোলা হয়েছে। এইগুলি তারা তদারক করে না, স্যার। তাই আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে বলব যে শুধু আদিবাসী বললে চলবে না। ওদের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ হবে, সেটা যেন ঠিক ঠিকভাবে খরচ করা হচ্ছে কিনা, সেটা আমাদের দেখতে হবে। আর জলের অবস্থার কথা বলতে গেলে, বিশেষ করে পানীয় জলের অবস্থার কথা বলতে গেলে, আমি বলতে বাধ্য হব যে সেখানে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আছে, এই বছর সারা উদয়পুরের জন্য মাত্র তিনটা রিংওয়েল দেওয়া হয়েছে। এই ৩টা আমি কাকে দেব, বলুন তো? এই ৩টা কি আমি ব্রজেন্দ্রনগরে দেব, নাকি লক্ষীপুরে দেব, নাকি কাঞ্চনীতে দেব না বাঘমাতে দেব? আগে অবশ্য তার রিংওয়েল জল ব্যবহার করত না, কিন্তু এখন ব্যবহার করছে। কারণ খরায় এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যে মাটির নীচে জল পর্যন্ত অনেক জায়গায় শুকিয়ে গেছে। আজকে এক একটা রিংওয়েল করতে ৩/৩।।° হাজার টাকা খরচ হয়, সেই রিংওয়েলগুলির একটা ঢাকনার ব্যবস্থা করা দরকার, আর তা না হয় তো সেগুলির মধ্যে বন জঙ্গলের পোকা মাকড় পড়তে পারে এবং জলের মধ্যে যদি পোকা মাকড় পড়ে তাহলে সেগুলি মানুষের খাওয়ার অযোগ্য হয়ে যায়। কাজেই যেখানে ৩।। হাজার টাকা খরচ হচ্ছে, সেখানে যদি ৪০০৩ টাকা খরচ করে রিংওয়েলগুলির উপর একটা ঢাকনার ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে অনেকটা ভাল হবে বলে আমি মনে করি। কেন না, আজকে এই খরা পরিস্থিতির জন্য হয়তো আর কিছু দিনের মধ্যে লোকে জল না খেতে পেয়ে মারা যাবে। কাজেই এই দিক দিয়ে সরকারের নজর দেওয়ার দরকার আছে এবং সরকার যে কাজ করছে না, সেটা আমি বলছি না। তবে এরজন্য সব স্কীম নেওয়া হয়েছে, সেগুলি যাতে বাস্তবে রূপায়িত হতে বা জয়যুক্ত হতে পারে সেজন্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তৃতা এখানে শেষ করছি।

**শ্রীপাখী ত্রিপুরা :—** মাননীয় উপাধ্যক্ষ, মহোদয়, আমার বন্ধু মাননীয় সদস্য বাজুবন বাবু যে সর্ট ডিস্কাশান এখানে উপস্থাপিত করেছেন, আমি সেই সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে চাইছি। আমার আলোচনায় আমি বলব যে অমরপুরের কাউমারা গোদারাঘাট থেকে জলাইয়া পর্যন্ত যে পাইলট স্কীমের অধীনে যে সমস্ত ট্রাইবেল লোকদের কলোনীতে বসিয়েছেন সরকার, সেই কলোনীগুলির বর্তমান অবস্থার সম্পর্কে মাননীয় সদস্য বাজুবন বাবু বিস্তারিতভাবে বলে গিয়েছেন। তবে আমার যেটুকু জানা আছে,

সেটুকু বলার চেষ্টা করছি। কিন্তু তার আগে আমি আর একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে মাননীয় সদস্য বাজুবন বাবু ঐসব কলোনীগুলি সম্পর্কে যা বলেছেন, তাকে ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যগণ বিকৃত করে এই হাউসকে জানাতে চাইছেন, এটা সত্যি অত্যন্ত দুঃখের। কেন না তারা যা বলছেন, সেগুলি অসত্য বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে। তারপরে আমি একদিন যখন অমরপুর গিয়েছিলাম তখন ১০ | ১২ জন লোক যাদের নাকি ঐ পাইলট স্কীমের অধীনে কলোনীতে বসানো হয়েছিল, তারা আমার সংগে সেখানে সাক্ষাত করে জানালেন যে সরকার আমাদের তো পাইলট স্কীম অনুসারে কলোনীতে বসিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু আমরা যে এখন না খেয়ে মরতে বসেছি এবং আগামী দিনে যে আমাদের কি হবে, সেটা আমরা এখন থেকে চিন্তা করতে পারছি না। কারণ আমাদের যে জায়গাতে বসিয়েছে, সেই জায়গা অনেকটা টিলা জায়গা, সরকার সেগুলিকে ট্রাক্টার দিয়ে সমান করে দিয়েছে বটে, কিন্তু সেগুলিতে ফসল করার মত কোন জলের ব্যবস্থা নেই। আর বিশেষ করে বর্ত্তমান খরা পরিস্থিতেও কোন ফসলই ফলানো সম্ভব নয়। তারপরে এই পাইলট স্কীমে সরকার আমাদের কি ভাবে উন্নতি করবে এবং আমাদের কত হারে টাকা দেবে, যা দিয়ে আমরা নিজেদের উন্নতি করতে পারি, সেই সম্পর্কেও আমরা এখন পর্য্যন্ত কিছুই জানতে পারি নি। তারা অবশ্য কেউ কেউ বলছে যে ২০০ টাকা করে দেওয়া হবে ঘর বাড়ী তৈরী করবার জন্য। তারপরে সপ্তাহে ৫ | ১০ টাকা করে দেওয়া হবে, সেটা আবার মাস দুয়েক পর বন্ধ করে দেওয়া হবে। কিন্তু আমরা এই স্কীম সম্পর্কে যেটা জানি, সেটা হচ্ছে সরকার মাসিক ৫০ টাকা করে প্রতিটি পরিবারকে দেবে যাতে তারা খেয়ে পড়ে বাঁচতে পারে। কিন্তু তা না করে সরকার তাদেরকে সপ্তাহে মাত্র ৫ | ১০ টাকা করে দিয়ে বিদায় করে দিচ্ছে। তাই আমি অনুরোধ করব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দিগকে যাতে তারা এই সেসানের পরে ঐখানে গিয়ে একটা তদন্ত করে আসেন এবং তারা যাতে সেখানে বাঁচার মত বাঁচতে পারে, সেজন্য যেন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তারা অনেকে চখের জল ফেলে আমার কাছে বলেছে যে আমরা আগে লাকড়ি বিক্রি করে খেতাম, সেও অনেক ভাল ছিল, এখন কলোনীতে এসে আমরা সেটা হারালাম। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অমরপুর পাইলট স্কীম অনুসারে করবুক জলাইয়া প্রভৃতি অঞ্চলে যে সমস্ত কলোনী করা হয়েছে এবং সেই কলোনীতে যাদেরকে বসানো হয়েছে, তারা প্রত্যেকে ভূমিহীন জুমিয়া, কাজেই তাদের কথা আমাদের বলতে হবে। এই পাইলট স্কীমের মধ্যে অমরপুর সাব-ডিভিশনের ডম্বুরনগর এরিয়াও অন্তভুক্ত এবং তার পার্শবর্ত্তী রাইমাশর্মা এলাকায় এই পাইলট স্কীম করা হচ্ছে বলে আমার মনে হয়। আর এই পাইলট স্কীম করার সময়ে সরকার বলেছিলেন যে তাদেরকে সেখানে কলোনার মধ্যে বসিয়ে মহারাজ বানিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু কার্য্যতঃ যেটা করা হচ্ছে, তাতে এটাই মনে হয় যে এটাও তাদের একটা ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা দেখছ অমরপুর শহর পর্য্যন্তই মন্ত্রীরা যান, কারণ সেখান পর্য্যন্ত তাদের চলাফেরা করার মতো ভাল রাস্তাঘাট আছে কিনা। অবশ্য কিছুদিন আগে আমাদের ট্রাইবেল ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী মহোদয় সেখানে গিয়ে-

ছিলেন এবং সেখানকার জনসাধারণকে অনেক বড় বড় কথা শুনিয়ে এসেছেন। তবে এখন দেখছি, তিনি এখানে নেই, কাজেই তার সম্পর্কে কিছু বলে কোন লাভ হবে না, যদি তিনি এখানে থাকতেন, তাহলে আমি তাকে কিছু শুনাতে পারতাম। বিশেষ করে সেখানকার জনসাধারণের অবস্থাটা কি ? সেখানে যারা আছে, তাদের এখন পর্য্যন্ত এক ছিটা জমি দেওয়া হয় নি, অর্থাৎ তাদেরকে যে পুনর্বাসন দেওয়ার কথা, বা তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করার কথা, তার কিছুই করা হয় নি। তাহলে এই অবস্থায় তারা কি করবে, কি ভাবে বাঁচবে, একদিকে তাদের যে ফসল ছিল, সেটাও খরায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে, অন্য দিকে ডম্বুর বাঁধের জন্য তাদের ফসলী জমিগুলিতে জল উঠে ডুবে যাবে। আমরা গত ২৭শে অক্টোবর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা ডেপুটেশান দিয়েছিলাম একদল কৃষককে সংগে নিয়ে, তখন মুখ্যমন্ত্রী ডেপুটেশানিষ্টদের কাছে বলেছিলেন যে আমরা ঐগুলি তদন্ত করে দেখব যে স্কীম অনুসারে সেখানে কেন কাজ হচ্ছে না। তিনি আরও বলেছেন, অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার নৃপেনবাবু পাখিবাবু আমরা যতগুলি নির্দ্দেশ প্রশাসনকে দেয়, সেগুলি ঐ প্রশাসনিক কর্ম্মকর্তারা ১০ শতাংশও পালন করেন না। কেন তিনি সেদিন এই কথাগুলি বলেছিলেন ? বলেছিলেন এই জন্য যে এই রকম কিছু বল্লে সহজে কর্ম্মচারীদের উপর একটা আক্রমণ করা যাবে। কিন্তু কর্ম্মচারীরা নির্দ্দেশ থাকলে, সেই নির্দ্দেশ মত কাজ করেন না, এটা আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না। আসল কথা যেটা, সেটা হল তাদেরকে কাজ করার মত কোন নির্দ্দেশই দেওয়া হয় না। যেমন আমরা যখন বি, ডি, ও'র কাছে যাই, ডি, এমের কাছে যাই বা এস, ডি, ওর কাছে যাই তখন তারা বলে আমাদের কাছে এই রকম ভাবে কাজ করার মত কোন নির্দ্দেশ নেই, উপর মহল থেকে নির্দ্দেশ না পেলে আমরা কি ভাবে কাজ করতে পারি, আপনারাই বলুন তো ? অথচ মন্ত্রীরা যখন তখন প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছেন, যে আমরা এই করব, সেই করব ইত্যাদি। মাননীয় মন্ত্রীরা যখন প্রতিশ্রুতি দেন একজন দায়িত্বশীল এম, এলের কাছে, তখন তারা সেগুলি কেন বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য যথাযথ নির্দ্দেশ দেন না নিম্নতম কর্ম্মচারীদের উপর, তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না।

**শ্রীপাখী ত্রিপুরা :—** আমাদের কাছে এত বড় প্রতিশ্রুতি মন্ত্রী মহোদয়েরা দেন কিন্তু তাও কার্য্যকরী করার মত এখনি সুবুদ্ধি আসছে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ভূমিহীন অনেক আছে। অমরপুর সাবডিভিশানে এখন সবচেয়ে বেশী সংখ্যক ভূমিহীন আছে। রাইমা শর্ম্মায় এবং রাইমা শর্ম্মায় যে সমস্ত ভূমিহীনরা পাইলট প্রজেক্ট স্কীমের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার আশায় দরখাস্ত করেছিল। সেই দরখাস্ত করার সময় বোলংবাসার পি, ই, ও,র অফিসের রোশন লাল নিজে জগদীশ মজুমদার নামক একজন চা বিক্রেতা আমরা জানতাম উনি কংগ্রেসের নির্ব্বাচনে কিছু কিছু কাজ করতো উনার দ্বারা ৫ টাকা দাও ১০ টাকা দাও দরখাস্ত লিখে দেওয়া হবে তাহলে তারা কিছু পয়সা লুটতে পারবে এই রকম ভিতরে ভিতরে দিতে আমরা লক্ষ্য করেছি। এমন কি কোথাও কোথাও তারা একত্রে আলাপ করছে আমরা এদিকে সেদিকে যখন চলে যাই ঐ সময় আমরা শুনতে পাই তারা

এমন আলাপই করছে। আমাদের তারা মানুষ বলেই গণ্য করেন না। আমাদের যে সমস্ত দাবি দাওয়া দেওয়া হয় গভর্ণমেন্টের কাছে তা তারা উল্লেখই করেন না যার জন্য এই ৫ টাকা ১০ টাকা করে এক একটি দরখাস্তে জগদীশ মজুমদার নিচ্ছেন। এটা শুধু জুমিয়া পুনর্বাসনের দরখাস্ত নয় জমি সংশোধনের ব্যাপারে যে সমস্ত উদয়পুরের কালেক্‌টার এবং ডি, এম, এর কাজে যে সমস্ত দরখাস্ত দেওয়া হতো সেই সমস্ত দরখাস্তও এইভাবে টাকা নিয়ে দেওয়া হতো। দরখাস্ত লেখার সময় যদি সেখানে ৫ টাকা করে ৩ টাকা করে ২ টাকা করে দেওয়া হয় তাহলে এই গরীব লোকেরা এমনিতেই ভূমিহীন এমনিতেই তাদের কিছু নাই যা কিছু অল্প খাস জমি দখলে আছে সেই দখলকারী জমিগুলিতেও তারা ফসল করতে পারেনি বর্তমান খরার কারণে। তার উপর এই সমস্ত লুঠ এই সমস্ত লুঠকে আমরা যখন প্রতিবাদ করি তখন আগরতলা থেকে মন্ত্রী মহোদয়েরা গিয়ে উদেরকে .....

**শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :—** অন পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, ডিসকাশানটাছিল করবুক জলাইয়া পাইলট প্রজেক্‌ট সম্পর্কে এখন ব্লক থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই বলা হচ্ছে।

**শ্রীপাখী ত্রিপুরা :—** আমি করবুক জলাইয়া পুনর্বাসন সম্পর্কে বলতে গিয়ে এই সমস্ত কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, ঐ করবুক জলাইয়া স্কীমের টাকা পাওয়ার জন্য জমি পাওয়ার জন্য সাহায্য পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করা হয়েছিল তাই আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় যে সমস্ত ভূমিহীনদের জুমিয়াদের এই পাইলট প্রজেক্‌ট স্কীমের মধ্যে করবুক জলাইয়ায় যারা বাতিল হয় সে কারণে এখনও পর্য্যন্ত সরকারের কাছে যে চাপ পরে উপর মহল থেকে নীচের মহল পর্য্যন্ত তাতে আগরতলা থেকে মন্ত্রী মহোদয়েরা গিয়ে তাদের দালালদের মাধ্যমে এমন ভাবে আলোচনা করেন মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই পাইলট প্রজেক্‌ট সম্পর্কে উখানে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেল মিনিষ্ট্রার উনি যখন যান আমি আলাপ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমাদের আলাপ করতে সুযোগ দেওয়া হয়নি। অথচ মাননীয় স্পীকার স্যার, ডম্বুরনগর পাইলট প্রজেক্‌টের প্রেসিডেন্ট আমাকে নির্বাচিত করেছিল ব্লকের বি, ডি, সি, র সদস্যরা এবং গাঁও প্রধানরা সর্বসম্মতিক্রমে কিন্তু মিনিষ্টাররা যখন যান তখন তেলিয়ামুড়ার একজন কংগ্রেসী সর্দার প্রাক্তন এম, এল, এ, শ্রীরবি রাংখল আপত্তি দেয় এবং প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমার বক্তব্য রাখতে বঞ্চিত করেন...

**মিঃ স্পীকার :—** পাইলট প্রজেক্ট সম্পর্কে বলুন।

**শ্রীপাখি ত্রিপুরা :—** আমাকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের যে সমস্ত পাইলট প্রজেক্‌ট স্কীম তার সম্পর্কে দরখাস্ত করতে গিয়ে যে সমস্ত কাণ্ড কারখানা হচ্ছে তাই বলছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের জনসাধারণের ব্যবস্থা এখানে পাইলট প্রজেক্‌ট স্কীমে দেওয়া হয়েছে সেই সম্পর্কে যে ব্যর্থতার সরকার যে পরিচয় দিয়েছেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ত্রিপুরা রাজ্য একটা পুর্ণাঙ্গ রাজ্য সেই রাজ্যের অধিবাসী অমরপুরের মানুষের পাইলট প্রজেক্‌ট স্কীমে যখন তাদের সরকারী সিদ্ধান্ত মতে ...

এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্যার। ত্রিপুরা রাজ্য একটা পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের অধিবাসী সেই অমরপুরের মানুষও। সেই অমরপুরের মানুষ, পাইলট প্রজেক্ট স্কীম যখন সরকারী সিদ্ধান্তমত ঐ স্কীম গ্রহণ করতে গেল, বিভিন্নভাবে বাধার সৃষ্টি হয়, এবং সেই বাধা উপর মহল থেকে করেছে, মন্ত্রীরা করেছেন, আমাদের নিজের চোখে দেখা। দুর্নীতি সম্পর্কে অমরপুরের এস, ডি, ও.র কাছে গত ৩১শে অকটোবরের মধ্যে একটা গণ ডিপুটেশান এখানকার জনতা দিয়েছিল, সেই গণ ডিপুটেশানে আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম। মানুষ'এর যে বিক্ষোভ চোখে পড়েছে, সেই বিক্ষোভ হচ্ছে একমাত্র পাইলট প্রজেক্ট স্কীম'এর কর্মকাণ্ডে সরকারের ব্যর্থতা, তার জন্য আজ এই বিক্ষোভ। কারণ একদিকে খরা, অন্যদিকে ফসল নাশ হয়েছে। ত্রিপুরার প্রধান খাদ্য ভাত, সেই ভাত ত্রিপুরার ধান ফসল করে তৈরী করতে হয়, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার যে পাইলট প্রজেক্ট স্কীম'এর নীতি সরকারের পরিবর্তন করা দরকার। এমন কি স্পীকার স্যার, রাইমা সরমাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে গণ ডেপুটেশান নিয়ে আসে তখন উনার কাছে যে সমস্ত বক্তব্য আমরা রেখেছিলাম আমাদের বক্তব্য'এর সঙ্গে উনিও একমত প্রায়, উনি তখন নিজস্ব অফিস চেম্বারে বলেছিলেন যে পাইলট প্রজেক্ট স্কীমের মধ্যে ছয় মাস খাওয়ানোর জন্য ৫০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে, সেটা সংশোধন করে একবছর করা হবে। বাংলাদেশের শরণার্থীদের মত তাদের ১·১০ পয়সা করে দেওয়া হউক বা রেশন দিয়ে দেওয়া হউক, আমরা একথাও বলেছিলাম। এই সঙ্গ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন কিন্তু এখনও তার ব্যবস্থা হয় নি। সঙ্গে সঙ্গে একথাও আমি বলতে চাই স্যার, বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য ১·১০ পয়সা করে সাহায্য দেওয়ার জন্য ভারতের ৫৫ কোটি লোক যদি সাহায্য করতে পারে, আমাদের বেলায় সেই সমস্ত সাহায্য থেকে কেন বঞ্চিত হব ? আমরা যে মানবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের লোককে সাহায্য করেছিলাম, আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রের বেলায় তা কেন আমরা পাব না স্যার ? ( রেড লাইট )

আর দুই মিনিট স্যার।

যে সমস্ত মন্ত্রীরা আমাদের কাছে রাখেন বা মাঠে বক্তব্য রাখেন সেই সমস্ত একমাত্র নিজেদের দলকে বড় করার জন্য এক একটা স্কীম দেখিয়ে সেই স্কীমের মাধ্যমে জনগণকে ভুলিয়ে তাদের শাসনের পথটাকে সুদৃঢ় করতে চায়। কাজেই এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার। মাননীয় স্পীকার স্যার আমি বলতে চাই যে, সমস্ত পাইলট স্কীম থেকে জনসাধারণের যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, সেই অবস্থা সম্পর্কে আমি নিজেও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং আমাদের নিজের চোখের সামনে আমরা যখন আগরতলা থেকে বাড়ীতে যাই, সেইসব রাস্তায়, সেই সমস্ত কাজ আমরা দেখতে পাই এবং ওখানে পাইলট প্রজেক্ট স্কীমের কর্মকর্তারা মন্ত্রীদের সঙ্গে যারা সরাসরি যোগাযোগ করেন, মন্ত্রীদের কথামত চলছেন, ছোটখাট কর্মচারীদের পর্য্যন্ত তাঁরা উদাসীন অবস্থায় রেখেছেন এবং এমন কি নীচু স্তরের মানুষকেও এই সরকার মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার ইচ্ছা নেই, কারণ তাঁদের একমাত্র নীতি হচ্ছে ধনীদের শাসনকে পোষণ ক'রে ধনীদের সেবা করা। কাজেই এই ডিস্‌কাশনের উপর যে সমস্ত বিরোধী দলের সদস্যরা বক্তব্য

রেখেছেন, এটা অত্যন্ত সত্য, এটাকে কোনমতেই এড়িয়ে যেতে পারে না সরকার। এই ডিসকাশনকে এড়িয়ে যাওয়া পূর্ণাংগ রাজ্যের পক্ষে সম্ভব নয়। পূর্ণাংগ রাজ্যের মন্ত্রীরা যদি এড়িয়ে যে যেতে চান, তাহলে নিজেরাই বোকা বনে যাবেন। কাজেই এই সম্পর্কে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীর নিকট এই আবেদন রাখব যাতে মন্ত্রী যে কোন স্কীমে চালু করতে হলে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হলে ভালভাবে দেখতে হবে। প্রথম জিনিষ হচ্ছে এটাকে আবার চেক আপ করতে হবে, করার পর এটা যদি সাকসেসফুল না হয়, সুন্দরভাবে সেটাকে কি করে করা যায়, তার জন্য নিজেদের জ্ঞান থাকতে হবে, সেই জ্ঞান আমাদের মন্ত্রীদের হয়নি বলেই আমি মনে করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

**শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :**—মাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহোদয়, বাজুবন বাবুর বক্তব্যে অমরপুরের করবুক পাইলট স্কীমে জুমিয়া পুনর্বাসনের ব্যর্থতা সম্পর্কে যে আলোচনা এখানে এনেছেন, সেই আলোচনায় সরকারের ব্যর্থতার এমন কোন নজিরতো তিনি দেখাতে পারেননি, উপরন্ত উনি ধান বানতে শিবের গীতে উনি বক্তব্য সারলেন। উনার বলার কথা ছিল অমরপুরের করবুক'এ সরকার যে স্কীম নিয়েছেন তার ব্যর্থতার উপর, তা না করে ত্রিপুরার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত, ত্রিপুরার বিগত ২০ বছরের ইতিহাস আরম্ভ করে দিলেন, যা শুনে আমি না হেসে পারলাম না। আমি আমাদের করবুকে যে স্কীম নেওয়া হয়েছে, দুই তিনজন মন্ত্রীর সাথে এবং নিজে পারসনালি সেখানে গেছি এবং নিজের চোখে দেখেছি সেখানে বহু আদিবাসী যারা পুনর্বাসন পেয়েছে, তাদের সংগে আলোচনা করেছি, তারা বলেছে যে তাদের ৮/১০ মাসের বা সারা বৎসরের খোরাকী হয়ে থাকে, এই স্কীমে তারা আনন্দিত এবং তারা সুখী। যারা ঐ পাহাড়ে থাকে, তারা বলেছে যে তারা বহুদিন জুম চাষ করে না খেয়ে থাকতাম আমরা বনের কচু, আলু সিদ্ধ করে খেতাম, আমরা এখানে এসে সুখে আছি। আমাদের আট মাসের থেকে দশ মাসের খোরাকী হয়, আর বাকী মাস আমরা ছন, বাঁশ কেটে সেটা জোগাড় করি। এমন কি সরকার থেকে বুল ডজার দিয়ে সেখানে টীলার উপর জমি তৈরী করে দেওয়া হয়েছে, সেখানে আমরা রোয়া ধান না লাগিয়ে আমন ধান'এর চাষ করি এবং আট, দশ মাসের খোরাকী পাই, তাছাড়া রবিশস্য করি—মুগ, কলাই, মিষ্টি আলু, অড়হড় ডাল ইত্যাদি পাই এবং করবুকের বাজারে নিয়ে আমরা সেটা বি, এস, এফ'র কাছে বিক্রী করে প্রচুর অর্থ উপায় করি। আউস ধান করবারও সুযোগ যেমন আছে তেমনি অন্যদিকে আনারস, কাঁঠাল, ইত্যাদি ফলের বাগান করার জন্য সরকার থেকে প্রচুর সাহায্য করা হয়, এবং আমরা দেখেছি যে তারা প্রচুর আনারস ফলিয়েছে, কোন কোন বাগানে দুই তিন বছরের মধ্যে কাঁঠালও ফলবে। এটা দেখে উনারা ঠিক বুঝতে পেরেছেন যে এইসব উপজাতি ভাইদের তাঁরা আর দাবার গুটি হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন না। উনারা যে এই সাধারণ সরল শিশু ভাইদের দাবার গুটি হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন তার অনেক প্রমাণ আছে। বহু উপজাতি জুমিয়া আমাদের বলেছে যে উনারা তাদের বলেছেন তোমরা এই স্কীমের

অধীনে যেওনা, সরকারের কেনা গোলাম হয়ে থাকবে, কংগ্রেস সরকারের খাস গোলাম হয়ে থাকবে, এই বলে উপজাতি ভাইদের ঠকাবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু উপজাতি ভাইয়েরা তাদের কথায় ভুলেনি, ভুলতে পারে না। তাদের চোখ ফুটেছে, বুঝতে পেরেছে যে এই সব কমরেডরা তাদের কথা দিতে পারেন কাজ দিতে পারেন না। তা প্রমাণিত হয়েছে। বিগত বৎসরে যখন অমরপুরে কুরমাইছড়াতে ১৫ জন জুমিয়াকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হবে, তখন সেখানে ১০০টি দরখাস্ত পড়েছিল, প্রথম অবস্থায় সরকার কে ঐ স্কীম চালু করতে অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল, কারণ তার পেছনে একটা রাজনৈতিক দলের ইংগীত ছিল এবং তাদের নিয়ে টানাহেঁচড়া করা হয়েছিল যে তোমরা সেখানে যেওনা, তাহলে তোমরা সরকারের কেনা গোলাম হয়ে যাবে। যেখানে সরকার জুমিয়া স্কীমে পাঁচ শত টাকা করে দিচ্ছিলেন, সেখানে এই পাঁচ শত টাকায় সমস্যার মোকাবিলা করতে পারবেনা সরকার সেটা বুঝতে পেরেছে, সরকার সেখানে সচেষ্ট, নিষ্ক্রিয় নয়, এবং বুঝতে পেরেছে বলেই সরকার সেখানে ১৯১০ টাকা পর্যন্ত করেছেন এবং এমনকি পাইলট প্রজেক্টে—সেখানে ৩৭ শ' টাকায় পরিণত করেছেন। শুধু তাই নয়, বাজুবন রিয়ান ভাই বলেছিলেন যে শ্রমিকদের দিয়ে মাটি কেটে যেখানে জমি তৈরী করতে পারত, সেখানে ম্যানপাওয়ার কাজে লাগান হচ্ছে না, তিনি যে সেই তথ্য সংগ্রহ করেছেন, সেটা সম্পূর্ণ অসত্য। কারণ কোদাল দিয়ে মাটি কেটে এক হাত গভীর করতে অনেক বেশী খরচ হয়, তাই সরকার বুঝতে পেরে বুল ডজার দিয়ে বেশী পরিমাণ মাটি কেটে, গভীরভাবে আইল বেধে দিয়ে চাষের সুবিধা করে দিয়ে, যাতে অনেক বেশী ফসল হয়, তারজন্য ব্যবস্থা করেছেন। শুধু তাই নয়, এই সরকার টেস্ট রিলিফের মাধ্যমে সেই গরীব প্রজাদের জন্য কমপোজড সার তৈরী করার জন্য প্রত্যেকটি জমিতে, চার, ছয় হাত গভীর গর্ত করে লতাপাতা জমিয়ে, সেখানে পঁচিয়ে কি করে সার তৈরী করা সম্ভব, কারণ তাদের পক্ষে বেশী দাম দিয়ে ইউরিয়া ইত্যাদি দামী সার ব্যবহার করা সম্ভব নয়, তাই তাদের নিজের জমিতে উৎপাদিত সার ব্যবহার করে কি করে উন্নত মানের চাষ করতে পারে, সেইদিকে সরকার সচেষ্ট। তাই তাদের জমিতে উৎপাদিত সার নিজেই ব্যবহার করবে। এইভাবে এই পদ্ধতিতে তাদের জীবন ধারণ বা জীবন মান উন্নততর হতে পারে সরকার সে দিকে যথেষ্ট সচেষ্ট। বাজুবান বাবু বলেছেন সরকার কোন চেষ্টাই করছেন না। কিন্তু আমাদের সরকার এই উপজাতীয় ভাইদের ভবিষ্যত যাতে আরও উন্নততর হয় তার; যাতে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে পারেন সে দিকে যথেষ্ট সচেষ্ট। তারপরে আজকে বাজুবান বাবু বলেছিলেন তার কথা প্রসঙ্গে যে সরকার থেকে না কি যে সমস্ত ভূমিহীন ভাইয়েরা আছেন তাদেরকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হবে। এই কথাটা সম্পূর্ণ অসত্য। আমাদের সরকার যেখানে আজকে টিন দিয়েছেন ১৯৭৩ সালের ১৫ই অগাষ্টের মধ্যে এখানে সম্পূর্ণ ভূমী-হীনদের তাদের ভূমি দেওয়ার জন্য সরকার চেষ্টা করছেন। এই যে ভূমিহীন ভাইদের যারা স্বেচ্ছায় জায়গা করে আছেন তাদের সে জায়গা দেওয়ার জন্য সরকার যথেষ্ট সচেষ্ট। শুধু তাই

নয় আজকে পাখী বাবু ক্ষেপে গিয়েছেন, ক্ষেপে গিয়ে যে ২/৪টা কথা বলেছেন যদিও আজকে পাইলট প্রজেক্টের কথা আসছে না, তথাপি তার কথার রিপলাই দিতে গিয়ে ২/৪টা কথা না বলে পারছি না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, পাখীবাবু হয়তো জানেন না আজকে ডম্বুর-নগর যে ব্লক আছে সেই ব্লকে যে ডি, ভি, সির মিটিং হয়েছিল সে মিটীং-এ আমি উপস্থিত ছিলাম। পাখীবাবু হয়তো জানেন না যে সে ডি, ভি, সির আজও তার কার্যকাল শেষ হয় নি। সেখানে আজও নূতন গাও প্রধান এসে তাদের কাজ বুঝে নেন নি। পাখীবাবু জানেন নি তাই তিনি এখানে বলেছেন তাকে না কি অপমান করা হয়েছে। উনাকে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে নামানো হয়েছে। উনাকে প্রেসিডেন্ট বানানো হয় নি। আমি যদি আজকে এই বিধান সভার সদস্য হিসাবে আমি যদি কোন কাজের জন্য অমরপুর ডি, ভি, সির মিটিংএ উপস্থিত না থাকতে পারি তার জন্য সে ডি, ভি, সির কাজ বন্ধ থাকতে পারে না। তখন যে কোন মেম্বারকে প্রেসিডেন্ট বানানো যাইতে পারে। পাখীবাবু হয়তো ২।৪টা মিটিংএ তার সৌভাগ্যবশত: প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। উনার দুর্ভাগ্যবশতঃ যে প্রাক্তন অর্থাৎ বর্ত্তমানে যে প্রেসিডেন্ট আছেন রবিবাবু উপস্থিত ছিলেন। রবিবাবুর উপস্থিতিতে তিনি সেখানে সভাপতিত্ব করতে পারেন নি। সেই যে না পারাতে উনি ক্ষেপে গিয়ে উনি পাম্পলেট ছেড়ে দিলেন এবং এই পাম্পলেটের মধ্যে উনি বলেছিলেন এস, ডি, ও অমরপুরও নাকি সেই মিছিলে যোগদান করেছিলেন। কি হাস্যকর ব্যাপার। আমি নিজে প্রেজেন্ট ছিলাম। সেখানে মিছিল বলে কোন কিছু হয় নি। এই যে অসত্য ভাষণ, আমি বলছি তারা এই রকম অসত্য প্রচার দ্বারা জনসাধারণকে বুঝাতে পারবে না। জনসাধারণের সমর্থন তারা পাবে না। তাই আজকে তারা ক্ষেপে গেছেন। তাই আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি এই ভাবে তারা জনসাধারণকে ধাপ্পা দিতে পারবেন না। আজকে রাজনগর উপজাতীয় ভাইয়েরা আছেন তারা বুঝতে পেরেছেন যে এইভাবে এই সমাজে কিছু লোক আছে যারা না কি আমাদের ভুলপথে পরি-চালনা করে। তারা আমাদের ঠকাতে পারবে না। আমরা আজকে বুঝতে শিখেছি, আমরা বুঝতে পারছি বিভেদকারীদের সে বিভেদকারী কারা। বাজুবন বাবু বলেছিলেন সেখানে ৫০০,১৯১০,৩৭০০ টাকা করে তারা তিন রকম স্কীম করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছে। তা সম্পূর্ণ অসত্য যদি কোন দল বিভ্রান্ত করে থাকে উপজাতীয় ভাইদেরে, এঁরা কারা এটাই আজকে জনসাধারণ জানে। বুঝতে পেরেই তারা আজকে রায় দিয়েছে। আপনারা যদি মনে করেন যে হাউসে এসে সস্তায় নাম কিনে যাবেন এইটা হবে না। আপনাদের ধাপ্পা বেশীদিন চলতে পারে না। জনসাধারণ বুঝতে পেরেছে। আপনারা ভাইয়ে ভাইয়ে বিভেদ সৃষ্টি করে রাজনীতির দাবা খেলতে চান। সে দাবার চাল আর আপনারা বেশী দিন চালাতে পারবেন না। চাকুরীর ব্যাপারে আপনারা বলেছেন টাউনে চল, সহরে চল, মুখ্যমন্ত্রীকে ঘেরাও করবো। বিনা পয়সায় রেশন নিব। আমি তাদের সংগে আলাপ করেছি। তারা আমাকে বলেছে উনারা বলেছে বিনা পয়সায় রেশন এনে দেবে। এইটা সম্ভব নয়।

**শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা :**— অন পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। তিনি আসলে বক্তব্য কিছুই বলছেন না। তিনি বাজে কথা বলে বক বক করে যাচ্ছেন।

গণ্ডগোল

**শ্রীসুশীল সাহা :**— বাজুবাবু যে কথা বলতে দিয়ে বলেছিলেন যে সেখানে সরকার থেকে জলের সরবরাহ নেই। সরকার সেখানে নিশ্চেষ্ট নন। সরকার চিন্তা করছেন সেখানে লিফ্ট ইরিগেশন হবে না টিউবওয়েল হবে যে ভাবেই হোক যাতে জল সরবরাহ করা যায় সে দিকে সরকার যথেষ্ট সচেষ্ট। বাজুবাবু যে কথা বলতে গিয়ে অনেক কথা বলেছেন খালি সরকারের ব্যর্থতা। সরকার ঠিকই কাজ করছে। যদি সরকার ঠিকই কাজ না করতো তবে ২৫ বছর যাবত এই গদিতে থাকতে পারতো না। আপনারা শুধু ব্যর্থতা বললে চলবে না। আপনারা আসুন কনক্রিট সাজেশান দিন। যদি কবরুক প্রজেক্টের স্কীম ব্যর্থ হয়ে থাকে তবে কিভাবে তা সার্থক করে তুলা যায় তার একটি কথাও বললেন না। সেইজন্য আমি দুঃখিত এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ স্পীকার :**— আপনি ৫ মিনিট বলবেন।

**শ্রীবুদ্ধু কুর্কী :**— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অবশ্য এখানে যে অমরপুর কবরুক, জলায়া পাইলট প্রজেক্ট-এ জুমিয়া পুনর্বাসন সম্পর্কে যে মাননীয় সদস্য একটি আলোচনা এনেছেন এই ব্যাপারে আমাদের একটু চিন্তা করতে হবে। কারণ এই সমস্যাটা বিরাট একটা সমস্যা এবং এই সমস্যার উপর আমাদের একটু গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন কেন না এই সমস্যাটি হলো যদিও একটা নির্দিষ্ট এলাকার ব্যাপার তথাপি এই নির্দিষ্ট এলাকাকে ভিত্তি করে সারা ত্রিপুরার উপজাতীয়দের সমস্যার সম্পর্ক রয়েছে তার কার্যকারিতা এবং তার উপকারিতা ওটা নির্ভর করছে এবং এইটা হলো তাদের জীবনমরণ সমস্যা। কারণ এই প্রজেক্টের কাজ যদি সাক-সেসফুল হয় তাহলে এইটা সারা ত্রিপুরাতেই প্রয়োগ করা হবে। এই প্রজেক্ট, এই পদ্ধতির মধ্যে দিয়া সারা ত্রিপুরার উপজাতীয়দের যারা আজকে সমাজের সবচেয়ে অনুন্নত সম্প্রদায় এঁরা উপকৃত হবে। তাই এই জিনিষটাকে খুব ছোট করে দেখলে এবং একটা এলাকা বললেই চলবে না এবং একটা এলাকার ভিত্তিতে চিন্তা করলেই চলবে না। এইটা একটা সারা ত্রিপুরার সমস্যা হিসাবে আমাদের চিন্তা করতে হবে। এইটা যেহেতু উপজাতীয়দের সমস্যা সেইহেতু আমাদের অনেক কিছু বলার আছে এবং এই সমস্যা সম্পর্কে বলতে গিয়ে কয়েকটা জিনিস এই হাউসে মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে উপস্থিত করতে চাই যে আমরা কেন আজকে এই সম্পর্কে বক্তব্য রাখছি এবং কেন আমরা এই সম্পর্কে আলোচনা রাখছি। আলোচনা রাখছি এই কারণে যে উপজাতিদের সমস্যার সমাধান করার জন্য আজকে ২৫ বছর ধরে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা বিভিন্ন স্কীম গ্রহণ করেছেন এবং দেখা গেছে যে এই সমস্যা স্কীম করার মধ্য সেটা উপজাতীয়দের কোন উপকারেই আসে নাই। বরংচ তার অকাজটাই হয়েছে বেশী। এখানে এই কংগ্রেস সরকার বার বার এই উপজাতীয়দের সমস্যা সমাধানের জন্য নূতন নূতন

পদ্ধতি, নূতন নূতন প্লেন তৈরী করছে। তাহলে এটা কি প্রমাণ করে না যে ত্রিপুরার উপ-জাতিদের সমস্যার সমাধান করার ক্ষেত্রে এখানে কংগ্রেস সরকার যে নীতি সেটা ব্যর্থ। কারণ আমরা এখানে দেখেছি, অনেকে বলেছেন যে হরটিকালচার স্কীমে ১১১০ টাকা স্কীমে যা করার ছিল তা সবই ব্যর্থ। যার ফলে এই নূতন একটা স্কীম করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে নতুন স্কীম যেটা করবুক এলাকাতে, সেটাও কার্যকরী হবে না। কারণ তার মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি আছে। একটা বিষয়ে আমি বলতে চাই যে এই পাইলট প্রজেক্ট স্কীমটাকে কার্যকরী করার জন্য পরিবার পিছু কত টাকা খরচ করা হচ্ছে। টাকার অংক দেখলে খুব বিরাট মনে হয়। যদি বলা হয় করবুক পাইলট প্রজেক্ট স্কীমের জন্য এই টাকা দেওয়া হয়েছে তাহলে জনসাধারণ বলবে যে হাঁা, ভাল কাজই হবে। কিন্তু কাজের মধ্যে এটা হবে কি না হবে সেটাই প্রশ্ন। খোরাকী বাবত পরিবার পিছু ৩,৫৪০ টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু সেই জায়গাতে নতুন একটা লোককে পুনর্বাসন দিতে গেলে কত পরিমাণ খরচ হবে। খোরাকী বাবত দেওয়া হচ্ছে ৩৬০ টাকা। কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, একটা পরিবারকে যদি নতুন জায়গায় যেতে হয় তাহলে তাকে ঘর করতে হবে এবং ফসল করতে হবে। তাহলে তার কত মাস লাগবে। নতুন ফসল পেতে গেলে তার ৯ মাস লাগে। এই ৯ মাসের খোরাকী কি তার ৩৬০ টাকায় হবে? কিছু টাকা পাবে জানি। কিন্তু সেই টাকা পেয়ে তার খোরাকী হবে না। মহাজনের কাছে শেষ পর্যন্ত ঋণের দায়ে জমি বন্ধক দিতে হবে এবং জমিটুকু আবার মহাজনের কাছে যাবে। অনেকগুলি পরিকল্পনা করা হয়েছে, অনেক-গুলি জুমিয়া পুনর্বাসন স্কীম করা হয়েছে, অনেক জায়গায় আদর্শ কলোনী আছে, কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখুন যাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে তারা সেখানে আছে কিনা। যদি থেকে থাকে তাহলে শতকরা ২৫ কি ২০ ভাগ থাকতে পারে। সেজন্য আমরা মনে করি, এই যে পাইলট প্রজেক্ট স্কীম হয়েছে সেটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। যখন আমরা একটা স্কীম করব তখন আমাদের কি কি চিন্তা করতে হবে? কৃষকদের পুনর্বাসন করা হবে, এই কারণে স্কীম করা হবে। কিন্তু তাদের কি কি প্রয়োজন আছে সেটা তাদের মাথায় আসে কিনা সেই সময়ে আমার জানা নেই। সেই জায়গাতে জলের ব্যবস্থা আছে কিনা তাও চিন্তা করতে হবে। জলের জন্য তারা কি ব্যবস্থা করেছেন? জল যদি সেখানে না থাকে, প্রথম জমি করতে হলে জলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু জলের জন্য কি ব্যবস্থা আছে? তারা বলবেন ব্লক আছে। কিন্তু ব্লক কি জলের ব্যবস্থা করতে পারছে, না পারছে না। উপজাতিরা ব্যবসা জানেনা, বাণিজ্য জানেনা, একমাত্র কৃষির উপর তারা নির্ভর করে। সেই কৃষিতেও তারা অনভিজ্ঞ, যার ফলে তারা ঠিক ঠিকমত কাজ করতে পারে না। ফলে প্রত্যেক বছর তারা ঋণ করছে। যেহেতু তারা ব্যবসা জানেনা সেই জন্য এই জায়গাতে আর একটা বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা অবসর সময়ে বেশী রোজগার করতে পারে। তা না হলে আগের প্ল্যানগুলির মত এই প্ল্যানটাও বানচাল হয়ে যাবে। কারণ যারা পুনর্বাসন পেয়েছেন তারাও কিছু কিছু মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে

জমি বন্ধক দিতে বাধ্য হচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সে জন্য আমি বলতে চাই, মাননীয় সদস্য সুশীলবাবু বলেছেন যে আমরা করছি এবং উন্নতি হবে এবং সাকসেসফুল হবে। কিন্তু সাকসেসফুল হবে কোন্‌টাকে উপলক্ষ করে? তার একটা নজীর কি আমাদের তিনি দেখাতে পারেন? উনি চেঁচামেচি করছেন ঠিকই। বলার অধিকার আছে, তাই বলেছেন। কিন্তু ঠিক জিনিষটা উনি বিচার করেন নি। তিনি বলেছেন তিনি গিয়েছেন করবুক এলাকায় এবং তারা তাকে নানা কথা বলেছেন। যারা ১০০ | ১৫০ বছর যাবত সেখানে ছিল তাদের বাড়ীতে তিনি গিয়েছেন। কিন্তু যারা নুতন পুনর্বাসন পেয়েছে তাদের বাড়ীতে যাননি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সেজন্য বলছি উপজাতিদের যে কতগুলি সমস্যা আছে এবং জাতীয় চরিত্র তার দৃষ্টির মধ্যে রাখতে হবে। সেটা যদি না রাখা হয় তাহলে যত পরিকল্পনাই করা হোক না কেন শুধু এই পরিকল্পনার টাকা বড় বড় ধনীদের এবং বড় কনট্রাক্টরদের পোষণ করবে, যারা প্রকৃত নীডি পারসন তারা পাবে না। তার বড় প্রমাণ হচ্ছে উপজাতিদের ব্যাপারে এত পরিকল্পনা করেও আজ পর্যন্ত কিছুই হয়নি। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্য দিয়ে যদি করতে থাকে তাহলে এটা বানচাল হতে বাধ্য। তাই আমি ব্যক্তিগতভাবে সাজেশান রাখছি এই হাউসে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে যে প্রথম আমাদের দেখতে হবে যে উপজাতিদের জমি যাতে হস্তান্তর না হয়, কারণ এই হাউসে অনেকে বলেছেন যে আমরা এত জনকে পুনর্বাসন দিয়েছি এবং প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন ২৮,০০০ পরিবারকে পুনর্বাসন দিয়েছেন। কিন্তু ২৮,০০০ পরিবারের অধিকাংশ পুনর্বাসিত লোক জমি হস্তান্তর করেছে। শুধু সেটাই নয়, যাদের জমি আছে সেগুলি তারা হস্তান্তর করেছে। যাতে জুমিয়ার সংখ্যা না বাড়তে পারে সেজন্য উপজাতিদের জমি হস্তান্তরটা বে-আইনী করতে হবে এবং যারা বিক্রি করবে ও যারা কিনবে তাদের শাস্তির বিধানও করতে হবে। তারা যে ভূমিহীন হচ্ছে এই ভূমিহীন হওয়ার পথটা বন্ধ করতে হবে। (রেড লাইট) আর অল্প একটু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়। তারপর যাতে নাকি প্রত্যেক উপজাতি এলাকায় যেখানে নাকি উপজাতিরা আছে এবং সেই জায়গাতে ফরেষ্ট যে রিজার্ভ এটা মুক্ত করতে হবে: কারণ তারা অন্য কোন ব্যবসা জানে না। ফরেষ্টের যে কতগুলি জিনিষ আছে বাঁশ, ছন, লাকড়ি—ঐসমস্ত বিক্রি করে তারা জীবন ধারণ করে। এই সুযোগটা তাদের দিতে হবে, কারণ ব্যবসা সম্পর্কে তারা অনভিজ্ঞ। আর জলসেচের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ অধিকাংশ জায়গাতে জলসেচের ব্যবস্থা নেই। আমার মনে হচ্ছে আমাদের মন্ত্রীসভার একটু গাফিলতিও এটাকে বলা যায়—উপজাতিদের সমস্যার সমাধান করা সম্পর্কে তারা গাফিলতি দেখাচ্ছেন, যার ফলে উপজাতি এলাকাতে জলের ব্যবস্থা করছেন না। কিন্তু যেখানে আমরা স্কীম করব সেখানে জলসেচের ব্যবস্থা করতে হবে। নুতন এলাকায় যেখানে তাদের পুনর্বাসন দিচ্ছেন সেখানে জলের ব্যবস্থা করার আবেদন জানিয়েই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সেখানে যাতে বৃহদাকার জলসেচের ব্যবস্থা করা যায়, তার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। আর না হলে ঐ জমি থেকে কৃষকেরা ভাল ফসল উৎপাদন করতে পারবে না ফলে তারা আস্তে আস্তে ঋণ গ্রস্ত হয়ে নতুন করে জুমিয়াতে পরিণত হবে। এই

জন্যই আমি আমার এই সমস্ত বক্তব্য এই হাউসের সামনে রেখে আমার বক্তৃতা এখানে শেষ করছি।

**শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :**—মাননীয় উপাধ্যক্ষ, মহোদয়, আজকে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য বাজুবন রিয়াং অমরপুর কররুক জলাইয়া পাইলট স্কীমে জুমিয়াদের পুনর্বাসন সম্পর্কে সরকারের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করেছেন, আমি কিন্তু উনার সঙ্গে এই ব্যাপারে একমত হতে পারছিনা। তার কারণ হল আমি এখানে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের বক্তৃতার মধ্যে শুনতে পেলাম শুধু সরকারী নীতির ব্যর্থতা সম্পর্কে। কিন্তু আমার মতে তাদের এই কথাটা মোটেই ঠিক নয়। কারণ আমি নিজেও একজন আদিবাসী এবং আদিবাসীদের সম্পর্কে আমারও বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। কাজেই সরকারী নীতির কোন ব্যর্থতা নেই। সরকারী নীতি ঠিকই আছে এবং ঠিক থাকা সত্বেও আমাদের আদিবাসীদের উন্নতি হচ্ছে না কেন? তার কারণ আমি এখানে একটি ছোট কথা দিয়ে বুঝাবার চেষ্টা করব, সেটা হল আমাদের আদিবাসীগণ চিরকাল জুম করে অভ্যস্ত, বর্তমান সময়ে আমাদের দেশের মধ্যে যেভাবে কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষাবাদ হচ্ছে, তার সঙ্গে তাল রেখে তারা চলতে পারছে না বা এই কৃষি নীতিকে তারা বিশ্বাস করতে পারছে না। কাজেই আমাদের আদিবাসী ভাইদের যে সব জায়গাতে পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে তাদের একটা সন্দেহ রয়ে যাচ্ছে। কারণ পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে তাদের জন্য একটা নতুন ধরণের জীবন ধারা চালু করতে হচ্ছে, তাই এটার মধ্যে তারা আত্ম বিশ্বাস গড়ে তুলতে পারছেন না। আমি এই প্রসঙ্গে আর একটা জিনিষ এখানে উল্লেখ করতে চাই, সেটা হচ্ছে আমাদের বিরোধী দলের যে সব সদস্য আছেন বা তাদের সঙ্গে যে সব কর্মী আছেন, তারা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে এই আদিবাসীদের মধ্যে প্রচার করছে যে তোমরা এই সরকারী নীতিতে বিশ্বাস করো না, তোমরা যদি সরকারের এই সব কলোনীতে যাও, তাহলে তোমরা সরকারের খাস গোলাম বনে যাবে। আমি এখানে উদাহরণ স্বরূপ বলতে চাই, আমার ধর্মনগরে নবীনছড়া বলে একটা কলোনী আছে, সেই কলোণীতে প্রত্যক্ষভাবে আমরা যেটা দেখেছি, সেটার কথা আমি এখানে বলতে চাই। এই নবীনছড়া কলোনী যখন আরম্ভ করা হল, তখন আমরা সেখানকার অনেক কংগ্রেস কর্মী বা স্থানীয় মাতব্বররা অনেক চেষ্টা করেছি যাতে সেই কলোনীতে আমরা জুমিয়া ভাইরা গিয়ে তাদের নতুন জীবন আরম্ভ করেন, এবং নিজেদের উন্নতি করেন, কিন্তু তারা সেখানে আমাদেরকে বলেছে আমরা যদি ঐ কলোনীতে যাই তাহলে আমরা সরকারের খাস গোলাম বনে যাব। তারপরে আমরা বহু কষ্টে তাদেরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে সেই কলোনীতে নিয়ে গেলাম, কিন্তু তার পরেও আমাদের এই বিরোধী দলের কর্মীরা সেখানে গিয়ে তাদেরকে নানা ভাবে বুঝাতে আরম্ভ করল, যে তোমরা যদি এখানে থাকতে চাও তাহলে সরকারকে খাজনা দিওনা, এই দিওনা, সেই দিওনা। তাই তাদের প্রচারে প্রলুব্ধ হয়ে সেই কলোনীর বাসিন্দারা সরকারী পাওনা দিতে রাজী হল না এবং সেজন্য সরকার বাধ্য হয়ে সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং ক্রোক

ইত্যাদি জারী করল। তাই এখানে বিরোধী দল থেকে জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসন দিতে গিয়ে সরকারী নীতির ব্যর্থতার কথা বলা হচ্ছে, এটা আমি মানতে পারি না, আর সেজন্য তারা জুমিয়াদের কি ভাবে তাদের ভবিষ্যত উন্নত জীবনধারা থেকে বঞ্চিত করতে চাইছে, সেটা আমি এখানে না বলে পারছি না। তাই আমি মনে করি, আদিবাসীদের যে মনোভাব, সেই মনোভাব পরিবর্ত্তন না হওয়ার দরুণ আজকের সরকারী নাতি ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হচ্ছে। তাই আমি আমার বন্ধুদের একটা অনুরোধ করব, সেটা হল আপনারা সবাই আদিবাসী অঞ্চলে গিয়ে একটু সোস্যাল সার্ভিস করুন, অর্থাৎ তাদের সামাজিক উন্নয়ণ কি ভাবে হতে পারে এবং আদিবাসীদের সম্পর্কে সরকারী নীতিটা কি, সেটা যেন তাদেরকে ভাল ভাবে বুঝিয়ে বলুন যাতে করে সরকারী নীতি সম্পর্কে তাদের মনের মধ্যে একটা আত্ম বিশ্বাস জেগে উঠতে পারে এবং সরকারী নীতি সুষ্ঠুভাবে ইমপ্লিমেণ্ট করার ফলে তাদের ভবিষ্যত জীবন যাত্রা সুন্দর হবে, তাদের ভবিষ্যত জীবন সুখের হবে এবং তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে, তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা হবে এবং তাদের খাদ্যেরও ব্যবস্থা হবে। আর এই জিনিষটা তারা যদি ভাল করে বুঝতে পারে, তাহলে আমার মনে হয় আদিবাসী বন্ধুগণ যারা জুমিয়া পুনর্ব্বাসন প্রাপ্ত হয়ে কলোনী গুলিতে বসবাস করবে, তারা সেখানে তাদের জমিতে যে কাজ করবেন, তার ফলে তাদের আর জমি বিক্রি করতে হবে না বরং তারা তাদের জীবনযাত্রায় উন্নতি লাভ করতে পারবেন। আর এরজন্যই আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে তাদের কাছে অনুরোধ রাখছি তারা যেন আদিবাসী অঞ্চলে গিয়ে তাদের এই সব কথা ভাল করে বুঝিয়ে বলেন। তাদের যেন যাযাবর করে রাখা চলবে না, এখন থেকে তাদের জমিতে নামতে হবে, ফলের বাগান করতে হবে, এগুলি যদি তারা মন দিয়ে করতে পারে এবং এই রকমের আত্মবিশ্বাস যদি তাদের মধ্যে জেগে উঠে তাহলে আমি আশা করব যে আদিবাসী বন্ধুগণকে আর জমি বিক্রি করতে হবে না এবং এই জমি থেকে সরকারের সুষ্ঠ নীতির ভিতর দিয়ে তাদের ভবিষ্যত জীবন সুখী সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ ডেপুটি স্পীকার :**—অনারেবল মিনিষ্টার মে গিভ হিজ রিপ্লাই।

**শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য বাজুবান রিয়াং অমরপুর করবুক জলাইয়া পাইলট প্রজেক্টে জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের ব্যার্থতা সম্পর্কে যে ডিসকাশান রেইজ করেছেন তার দুই একটি ব্যাপার আমি সবাইর কাছে তুলে ধরছি। মাননীয় সদস্য অস্বীকার করবেন না তিনি যখন আমাদের দিকের এম, এল, এ, ছিলেন তখন এষ্টিমেট কমিটির সময় আমিও গিয়েছিলাম। সেখানকার কাজটায় অসুবিধা তখন ছিল। নুতন একটা কথা, ১৯৬৯-৭০ সালে এই কাজ যখন প্রথম আরম্ভ হয় আরম্ভ হওয়ার সময় সেই কাজ নানা ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল কারণ এটাকে সরকার নুতন ভাবে নিয়েছে মাত্র। মাননীয় সদস্য হংসধ্বজ বাবু এটা ঠিকই বলেছেন এটার একটা সাইকোলোজিক্যাল এফেক্ট আছে এবং এই জন্যই বলছি যে যারা চিরকাল জুম চাষে অভ্যস্ত কারণ এই ত্রিপুরায় লোক সংখ্যা ছিল তখন কম। ক্রমশ জনবসতি এবং জনসংখ্যা বাড়ছে তাই আমাদের চিন্তা ধারার পরিবর্ত্তন আনতে হবে এবং তা

আনতে হলে জুমিয়া ভাইদের এতটা সহজে পারছে না। কারণ শিক্ষায় অনগ্রসর জুমিয়াদের এই ভাবে আজকে চাষ ধরতে হবে এবং জুম চাষ ছাড়তে হবে এটা ঠিক। সেজন্য সরকার প্রথম থেকেই সেই স্কীম নিয়েছিল। আজকে তারা কথায় কথায় বলে প্রগতি পন্থী। কাজেই প্রগতির অর্থ একজায়গায় স্থির হয়ে থাকা নয়। সেটি ভেঙ্গে চুড়ে গড়ার নামই আমার মনে হয় প্রগতির একটি লক্ষণ। কাজেই ৫০০ টাকার স্কীম সরকার, ৫০০ টাকার স্কীম দরকার মনে করেছিল বলেই সেটা করা হয়েছিল। আজ জিনিষপত্রের দাম বেড়েছে বাজারে দামের সংগে সামঞ্জস্য হয়না তখনই সেই ১৯১০ টাকার স্কীম সরকার গ্রহণ করেছে এবং ১৯১০ টাকার স্কীম থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষামূলক ভাবে জুম করার উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে না। পরীক্ষামূলক ভাবে এ স্কীমটা এইজন্য ৪ একর ভূমি আজকে আবাদ করে সরকারী খরচায় দেওয়া হচ্ছে। তার মানে খরচ বাবদ ধরা হয়েছে ২ হাজার টাকা। অথচ এখানে তারা বলছেন ৫ টাকা ১০ টাকা করেএই দেওয়া হয়েছে নয়। এই ২ হাজার টাকা ৪ একর জমি আবাদের জন্য তারা জায়গা পাবে ৫ একর তার মধ্যে কথাটা আসলে ঠিক অর্দ্ধ একর করে পাবে বাড়ীর পাশে ফলের বাগান করবার জন্য আর অর্দ্ধ একর পাবে তারা নিজের বাড়ীঘর করবার জন্য এবং হালের বলদ, কৃষির যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ পাবে ৪৫০ টাকা ভতুর্কী পাবে ৩০০ টাকা গৃহ নির্মানের জন্য পাবে ২০০ টাকা বাসস্থানের জন্য ১০০ টাকা সার বীজ ইত্যাজি বাবদ পাবে ৩৫০ টাকা। ফলের চারা বাবদ পাবে ৫০ টাকা এইভাবে পাবে আরও ১,৪৫০ টাকা। ওখানে যে আরও ২ হাজার টাকা এই টাকাটা সম্পূর্ণ গ্র্যাণ্ট। এটা ঋণ নয় এটা ফেরত দিতে হবে না। কাজেই এই যে স্কীম এটা সত্যিই সরকার পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখেছে যে এই স্কীমে তাদের কিছু উপকার হয় কিনা। আমি যখন সেখানে গিয়েছিলাম তখন এষ্টিমেট কমিটির মেম্বার হিসাবে গিয়েছিলাম এবং ঐখান থেকে এসে এষ্টিমে কমিটির যে রিপোর্ট আমরা এটার বিরুদ্ধে বলেছি যে এইভাবে এই স্কীম হবে না সেজন্য ঐ এষ্টিমেট কমিটির রিপোর্টের মূলে যিনি ছিলেন তিনিও আমাদের সংগে বলেছিলেন এইভাবে স্কীমটি হবে না। সেজন্য ত্রিপুরা সরকারের বুলডোজার কিনতে হবে। কারণ এটা ঠিক ত্রিপুরাতে যে জমি আছে এখানে কোন লুংগা জমি নাই কিন্তু আমাদের পুনর্বাসনের জন্য চেষ্টা করতে হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কাজেই সেই টিলা জমি বুল-ডোজার এনে জমি সমতল করে এই পুনর্বাসনের চেষ্টা করতে হবে। আমি যখন গিয়েছিলাম তখন মাত্র কাজ আরম্ভ হয়েছে আমি তখন দেখেছিলাম ১০টি পরিবার সেখানে গিয়েছে এবং আরও কিছু পরিবার যাবে এখন আসলে সেই জায়গায় ৩০০ পরিবার এবং আরও নতুন নেওয়ার চেষ্টা চলছে। আর একটি খবর তিনি পরিবেশন করেছেন সেটি হচ্ছে পুনর্বাসন যারা পেয়েছেন এই জুমিয়া পুনর্বাসনের সংখ্যা ত্রিপুরা রাজ্যে তিনি বলেছেন মাননীয় সদস্য বাজুবান বাবু বলেছেন ২৭ শত সেটি ঠিক নয় সেটি ২৭ হাজার হবে এবং আমার যে খবর আছে তা হচ্ছে ২৮,৫০০ পরিবার। আর তিনি বলেছেন দেড় হাজার পরিবার সেটি ১৫ শত পরিবার নয় ১৫ হাজার পরিবার এখনও বাকী আছে·····

**শ্রীবাজুবান রিয়াং :**—আমি যদি এই রকম বলে থাকি তাহলে সেটি ভুল হয়েছে আমার প্রথম ফিগার হবে ২৮,০৬০ পরিবার এবং দ্বিতীয় ফিগার হবে ১৫ হাজার।

**শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস :**—কাজেই এখানে যে জলের কথা বলা হয়েছে জলসেচের ব্যবস্থা নাই সেটি আমরাও জানি। এখানে নীচু জায়গা পাওয়া যায় না সেটি ত্রিপুরা রাজ্যের সবারই জানা কথা মাননীয় সমস্ত সদস্যই জানেন জমি খুব কম সেজন্য ড্রাই ফার্মিং করে স্থায়ীভাবে চাষাবাদে অভ্যস্ত করিয়ে তাদের পুনর্ব্বাসনের সুযোগ হয় কি না সেটি সরকার পরীক্ষামূলকভাবে দেখছেন এবং যদি এই পরীক্ষা আসলে কৃতকার্য্য হয় তাহলে সমস্ত ত্রিপুরায় এইভাবে পুনর্ব্বাসতির চেষ্টা করা হবে। সেজন্য প্রথমে আমরা ১০টি পরিবার দেখেছিলাম সেখানে আজ কৃতকার্য হচ্ছে বলেই আজকে সেখানে ৩০০ পরিবার বসেছে।...যদি এই পরীক্ষা আসলে কৃতকার্য হয়, তাহলে সমস্ত ত্রিপুরায় এইভাবে পুনর্বসতির চেষ্টা করা হবে। সেজন্য আজকে যেখানে ১০টি পরিবার দেখিয়েছিলাম, সেখানে আজকে কৃতকার্য্য হচ্ছে বলেই তিনশত পরিবার বসে আছে। তিনি বলেছেন যে এখানে ৪০ জনের খোরাকী আছে, আর বাকী পরিবারের খোরাকী নাই তিনি আরও বলেছেন যে এবং এই ডিসকাশনে এনেছেন যে এই পরিকল্পনা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে এবং বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য— উনারা সবাই ব্যর্থতার কথা বলেছেন। কিন্তু উনাদের মুখ থেকেই বেরিয়ে এসেছে যে হাসপাতাল চাই, এস. বি, চাই, পোষ্ট অফিস চাই, বাজুবন বাবু সেকথা বলেছেন। তাহলে কিসের দাবীতে হাসপাতাল, পোষ্ট অফিস চাই বললেন ? সেখানে তাহলে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অন্ততঃ যেখানে হাসপাতালের দাবী করেন, সেখানে ব্যর্থ কি করে হয়েছে, নিশ্চয়ই কিছু আছে। কাজেই এই যে ব্যর্থ বলা হয়েছে একথাটা কনট্রাডিকটারী। আসল কথাটা বলতে কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে। উত্তেজনার মুহূর্ত্তে আসল কথা এসে গেছে যে হাসপাতাল চাই, এস, বি, চাই, স্কুল চাই, ইত্যাদি। তাছাড়া হাতীর উপদ্রবের কথা বলেছেন, হাঁ, হাতীর উপদ্রব ত্রিপুরাতে আগেও ছিল, এখনও না আছে তা নয়। তবে এস, ডি, ওর কাছে জানালে সেইভাবে সরকার ব্যবস্থা করার নির্দেশ আছে। তারপর বাঁশ, ছন বিনা মাশুলে পাওয়ার জন্যও সরকারের ব্যবস্থা আছে। যারা ঘরের কাজে ব্যবহার করতে চান, তাদের পারমিট দেওয়া হয়। তারপর বলেছেন যে ওখানকার লোকেরা অন্যের কাছে বিক্রী করে চলে যায়, তাহলে অন্য লোকেরা সেখানে কিনছেন, সুতরাং উনার কথায়ই বুঝা যাচ্ছে যে ব্যর্থ হচ্ছেনা, এটা ঠিক। জুমিয়া পুনর্ব্বসতির কথা, কো-অপারেটিভের কথা এবং সমবায়ের কথা বলেছেন, সমবায় পদ্ধতি করা হয়েছেই এইজন্য যাতে সহজে বিক্রী করতে না পারে, যৌথভাবে থাকবে, এইজন্যই সরকার এইদিকে চিন্তা করে সমবায় পদ্ধতিতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এবং যেসব জোত সরকারের প্রটেকশানে আছে, এবং ট্রাইবেলের জমি নন-ট্রাইবেলের কাছে যদি বিক্রী হয়, তখন সরকারের পারমিশন এর প্রয়োজন পরে, এটা মাননীয় সদস্য জানেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, কাজেই এই যে আজকে ডিসকাশান এনেছেন, সেই ডিসকাশনে এমন কোন যুক্তি তিনি দিতে পারেন নাই। তারপর আরেকটা কথা বলেছেন ১৯৬৭ সনে কৃষি সমীক্ষক দল ত্রিপুরায় এসেছিল এবং আসামে যে কৃষি বিদ্যালয় আছে, সেটা

এখানে পরীক্ষামূলকভাবে করা যায় কিনা, তার পরামর্শ দিয়েছিল। তারপর মাননীয় সদস্য পাখী ত্রিপুরা বলেছেন যে আমন জলের জন্য হয় নি। তবে অসুবিধা হয়েছিল ঠিকই, ফসল ভাল হয় নি আমি স্বীকার করছি। তারপর মাননীয় সদস্য বলেছেন যে সেখানে কিসারী, এবং অন্যান্য শস্য অড়হর ইত্যাদি হয়। এইগুলি ট্রাইয়িং ফার্ম করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। কারণ সেখানে অন্য জমি যথেষ্ট কম। কাজেই যিনি প্রস্তাবক তিনি যে বলেছেন এইগুলি সম্পর্কে তার মধ্যে এমন কোন যুক্তি দেখাতে পারেন নি। কাজেই এইগুলি ধোপে টিকেনা। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর বেশী বলতে চাই না। আসলে এই যে ডিসকাশন সেটা যুক্তিহীন। যেখানে নাকি সরকার চেষ্টা করছেন, এবং এই যে যারা জুমিয়া, তারা আগ্রহ সহকারে সেখানে যেতে চেষ্টা করছেন, তবে এই যে মাননীয় সদস্য হংসধ্বজ বাবু বলেছেন যে তাদের পুনর্বসতি যতই কৃতকার্য্য হবে, তখনই উনাদের জ্বালা বেশী হবে, তার কারণ লোক যখন চাষ বাসে লেগে যাবে, তখন তাদের আন্দোলনের জন্য পাওয়া যাবে না, কাজেই তাদের জ্বালা বেশী। বাস্তবিক এই যে যুক্তিগুলি তিনি দিয়েছেন, এইগুলি কার্যকরী যুক্তি নয়। কাজেই এখানে আমি বক্তব্য রেখে, বক্তব্য শেষ করলাম।

**Mr. Dy. Speaker :—** There is another discussion on matters of Urgent Public Importance for stort duration on.

'বনবিভাগ তার রিজার্ভ বনের এলাকা বাড়াবার ফলে স্থানীয় হাজার হাজার আদিবাসী তাদের ঘরবাড়ী জমি জমা থেকে উচ্ছেদ হওয়া সম্পর্কে'।

Notice has been given by Shri Bidya Ch. Deb Barma. I call on Shri Bidya Ch. Deb Barma to start discussion.

**শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :—** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এখানে আমি একটা শর্ট ডিউরেশানে ডিসকাশন এনেছি বনবিভাগ সম্পর্কে। কারণ ২৫ বছর পরেও আমরা দেখলাম যে এই যে বনবিভাগের যে জুলুম, সেই জুলুমটার ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করতে হচ্ছে। কারণ প্রথম অবস্থায় কোয়েশ্চান আওয়ারে মাননীয় সদস্য সুনাল বাবু দেখিয়েছিলেন, প্রথম শিকার হিসাবে লংথরাই পাহাড়ের সেই সাইকারী গ্রাম। এর আগে ছিল জম্পুই পাহাড়ের নিকটবর্তী সাকান পাহাড়ের উপর থেকে দারলংরা যে ছিল, তারা সেখান থেকে চলে যায়। তাদের কমলা লেবুর বাগান ছিল, সেটা কেটে দেওয়া হয়, তারা সেখান থেকে আসামে চলে যায়। আজকে আমাদের একটা কমলা লেবুর বাগান সৃষ্টি করতে যদি হয়, তাহলে সরকারের পক্ষে অন্ততঃ কয়েক হাজার টাকার হবে। আজকে সেই বাগান সৃষ্টি করতে তারা পারছে না। এছাড়া দেখলাম খোয়াইর মধ্যে নূতন করে আরও তারা উচ্ছেদ করতে চেষ্টা করছে এবং বাগান বাড়ানোর চেস্টা করছে, কোথাও প্রথমে যখন ফসল হল না এবার, খোয়াই ব্লকের বগাবিলে চার শত একর জমিতে এক গোছা ধানও হয় নি, সেই জায়গাতে নতুন করে ফরেষ্ট অফিস খুলল এবং এছাড়া বাচাইবাড়ী, গোপাল নগর আরেকজন ভূমিহীনের জমিতে

যেখানে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল, সেখানে তাদের বাট অফিস করেছে। এছাড়া পদ্মবিলে হামেশাই লেগে আছে মানুষকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা, এইরকম ভাবে খোয়াইয়ের মধ্যে আমরা দেখি যে নতুন করে আরও তারা ফরেস্ট সৃষ্টি করছে। উত্তর গকুলনগর পাঁচ ছয় বছর ধরে মানুষ বসবাস করছে, সেই জায়গায় নতুন করে বাগান করে, তাদের জমি তার অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং বাচাইবাড়ীতে যেখানে রিজার্ভ ছিল, সেখানে নতুন করে বাগান করছে। এর পর এমন কি লক্ষীপুর মৌজায় ব্রজেন্দ্র দেববর্মা আম কাঁঠালের বাগান করেছিল, সেই বাগান পর্যন্ত তাদের রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত করেছে। ঠিক সেই রকম ভাবে খোয়াইর জুরিবাড়ী, আশুতোঁঝা, বগাছড়া, বাবুছড়া, জিওলিছড়া ইত্যাদি জায়গায় তারা ফরেষ্ট বীট অফিস করেছে এবং সেই বীট অফিস হওয়ার পর থেকে সেখানকার যারা জুমিয়া হিসাবে আছে, তাদের কাছ থেকে সেখানকার অফিসার প্রতি বছর ১০।১৫ টাকা করে ঘুষ নেন। এমন কি লক্ষীপুর মৌজায় ব্রজেন্দ্র দেববর্মার যে আম কাঁঠালের বাগান সে বাগানটা পর্যন্ত ফরেষ্ট রিজার্ভের অন্তভুক্ত করা হয়েছে। খোয়াই ঠিক সেইরকমভাবে জুরিনাবী, রলাছড়া, বালুছড়া, জিয়লছড়া, গংগানগর এলাকায় বিট অফিস করা হয়েছে। সেখানে যারা জুমিয়া হিসাবে আছেন তাদের কাছ থেকে ওখানকার অফিসাররা ১০-১৫ টাকা করে ঘোষ নেন। কারণ সে টাকা না দিলে পরে তাদের কিছুতেই সেখানে জুম চাষ করতে দেওয়া হবে না এবং অন্যান্য বাশ ছন ইত্যাদি কাটতে দেওয়া হবে না। র‍্যাঞ্জার এবং খোয়াই এস, ডি, ওকে জানানো হয় কিন্তু জানানোর পরও তাদের কোন রকম প্রতিকার তারা করে নাই। ঠীক সেই রকমভাবে অমরপুর শর্মা অঞ্চলের যারা সেখানকার স্থানীয় অধিবাসী তাদের আপত্তি সত্বেও সরকার সেখানে জুর করে বিট অফিস বসিয়েছে। গাঁও সভার পক্ষ থেকেও ডম্বুর আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থার পক্ষ থেকেও এস. ডি, ও অমরপুরের কাছে জানানোর পরও অমরপুর এস,ডি,ও, আজ পর্যন্ত কোন প্রতিকার করেন নাই। ঠিক তদ্রুপ রাণীর পুকুর ঘনবসতি এলাকায় ফরেষ্ট বিট অফিস স্থাপন করেছে। সে জায়গাগুলি তাদের ধান যোগ্য নালজমি কিন্তু সে নাল জমিতে তারা যে এত বৎসর যাবত চাষ কছেছে তাদের সেখানেও ফরেষ্ট রিজার্ভ রিজার্ভ মুক্ত করে তাদের নামে দেওয়ার জন্য সরকার কোন প্রয়োজন মনে করলেন না। গণ্ডাছড়া নারায়ণপুর মৌজায় সেখানকার স্থানীয় জনসাধারণের আপত্তি থাকা সত্বেও ঠিক একই রকম ভাবে তারা সেখানে বাগান করে এমন কি শুধু বাগানতো করে নি সেখানে বাড়ীটা পর্যন্ত উচ্ছেদ করেছে। আর এক জায়গায়, রাইমার সেই গিরিধারী জমাতিয়াকে বাড়ী থেকে জুর করে তাকে উচ্ছেদ করেছেন। সেরকমভাবে যতন বাড়ীর এক কনট্রাকটায় তার বাড়ীতে একটা বড়ই গাছ ছিল। সে বড়ই গাছের লোভে দারগার সাহায্যে সে বড়ই গাছটা কাটে এবং সেই বড়ই গাছটা কাটার ফলে তার ঘর ভেঙ্গে যায়। এমন কি সেই দিন তার যে ছোট ছেলেমেয়ে ছিল সে ছেলে মেয়েটিকেও টেনে ঘরের ভিতর থেকে আনার কোন চেষ্টা করা নাই। এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে আমরা কি বুঝবো যে জুলুম চড়দে উঠেছে। এই জুলুম যদি চরমে পৌঁছে যায় তাহলে সরকার যে পরিকল্পনা নিয়েছেন সেটা কিছুতেই

সফল হবে না হতে পারে না। কাঞ্চনপুর যান, আনন্দবাজার সেখানেও মাথাপিছু বা ঘর কিন্তু ১০ টাকা করে ঘোষ খাচ্ছে। কাঞ্চনঘাট সেখানে রেবতী মোহন, জয় মোহন, শান্তি কুমার, বীরচন্দ্র, গঙ্গারিগ্নার মনমোহন, কালো চাকমা তারা ১০ খানি জমি সে ১০ বছর যাবত চাষ করে। তারপরে যান কাঞ্চনপুরে ত্রিশ বছর যাবত অমুল্যধন ৬ খানি, জলধর ১ খানি, নিনদ ৪খানি চাষ করে। তারপর শিবনগর দেবচান ৬ খানি, টিপুধন পাচ কানি, রনজিত ৩ খানি, বৈশিষ্ট্য ৪ কানি, কাংরা ৪ কানি, রুপচাঁদ ৮ কানি, বাসুদেব ৩ কানি আনন্দ ৪ কানি, শিবনাথ ৪ কানি, এবং আরও নবরতন ৩ কানি, চন্দ্র দেব ৩ কানি এই রকম ভাবে তারা সেখানে বহুদিন যাবত জমি করে কিন্তু জমিতে, তদুপরি সমতল জমি আজ পর্যন্ত সেই ফরেষ্টের আওতা থেকে মুক্ত করা হয় নি। উপলছড়াতে যান, কাঞ্চনপুর, বাবপুচ্ছ চাকমা, পুনর্বাসনের নাম করে বহু-দিন যাবত ঘোরা ফেরা করছে। কিন্তু তাকে কোন রকম সেখানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয় নাই এবং বন্দোবস্ত এবং জমিটাও তার দখলে এখনও প্রাচ্ছেনা। শুধু এইটা নয় ঘনবসতি পূর্ণ যে সমস্ত জায়গা আছে সে সমস্ত জায়গাগুলিতে দেখবেন যেমন সদরের দক্ষিণে জারুল বাচার সেখানে নুতন করে ফরেষ্ট রিজার্ভ সৃষ্টি করতে চলছে। অথচ সরকারের হিসাব মতে ফরেষ্টের আওতারে আমরা দেখছি ১০ হাজারের মত ফরেষ্টের আওতারে ভূমিহীন জুমিয়া কাছেন। অথচ আরও চিদংছড়া ফরেষ্ট ভিল্যাজ আছে সেখানে কিছু কিছু জমিতে অধিকার নেই এমন লোক আছেন। সব সময় তাদের টেক্স দিতে হয় এবং জমি তারা ভোগ করতে পারে না। জমি তাদের নামে থাকে না। সাবরুম ফরেষ্ট ভিল্যাজ টেক্কা তুলপিতেও একই অবস্থা। গজিতে মাতার বাড়ীর পর থেকে বিশেষ করে মাননীয় সদস্য নিশীবাবু এই সম্বন্ধে আমার চেয়ে ভাল জানেন। রিয়াং বাড়ী থেকে যেমন মাতাবাড়ীর পর একটা চক্রধরের বাড়ী আছে সে চক্রধরের যে বাড়ীটা সেটাই ফরেষ্ট রিজার্ভের আওতারে। কমলপুর যেখানে ফরেষ্ট হতে পারে না, মাননীয় ওখানকার যিনি বন বিভাগের মন্ত্রী হিসাবে আছেন উনিও একদিন আমা-দের সংগে এসটিমেট কমিটির পক্ষ থেকে গিয়েছিলেন ছেলেমায়। সেখানে ছেলেমাতে মেনদাহাওরে যে ফরেষ্টএর বাগানটা আছে সেখানে ফরেষ্ট বাগান হতে পারে না। সেখানে অনেক লোকের বসতি। ঘন বসতি সেখানে কি করে বাগান হয়। কাজেই সে দিক থেকে এই বাগানগুলি অন্ততঃ ফরেষ্টের আওতারে থাকাটা উচিত বলে আমি মনে করি না। তাহলে সেখানকার মানুষের কি অবস্থা কি রকম হবে তারা কোন গাছগাছরা কাটতে পারবে না। এমন কি একটা পর্যন্ত যদি এই বাগানে ঢুকে তাদের জরিমানা দিতে হবে। সেই রকম বিলো-নিয়াতেও কারাগাং এলাকায় যে রিজার্ভ আছে সে রিজার্ভটাকে অন্ততঃ তুলে দেওয়া দরকার। তা না হলে আমাদের স্কীম ভূমিহীন জুমিয়াদের পুনর্বাসনের যে স্কিম সেটা শুধু খাতাপত্রে লেখাই থাকবে কার্য্যে রূপ দিতে গেলে পরিশেষে সেটা কার্যকর হবে কি না সন্দেহ। বিশেষ করে মানুষের মধ্যে ভূমিহীন জুমিয়ারা হলো সবচেয়ে বেশী অর্থনৈতিক সংকটে ভোগছেন। কাজেই সেই দিক দিয়ে ট্রাইবেল অংশের মধ্যে যারা আছেন তাদের অন্ততঃ সে সমস্ত জায়গা-গুলিতে রিজার্ভ যদিও থাকে সে রিজার্ভকে মুক্ত করে তাদের সে সমস্ত জায়গাগুলিতে পুনর্বাসন

করার কাজে সরকারে সাহায্য করা দরকার বলে আমি মনে করি। শুধু এইটাই বলছি না ফরেষ্টের আরও অনেক কুমর্ম আছে। এমন কি জুতের জমিতে. ভূমিহীন কলোনী যে আছে সে ভূমিহীন কলোনীর মধ্যে তাদের পর্চা থাকা সত্বেও এই সমস্ত জমিতেও যে সমস্ত গাছ সে গাছের উপর ফরেষ্টের সাংঘাতিক লোভ। যেমন ঘটেছে আসারাম বাড়ীতে, পরেশ দেবনাথ নামে ল্যাণ্ড লেস্ তার সমস্ত কিছু আছে, গাছ কাটার অধিকার তার নিজের জুতের উপর থাকা সত্বেও ফরেষ্ট তাকে ধরলো। এবং ধরার পর তাকে ফরেষ্টের রয়েলটি দিতে হয়েছে কিন্তু তবু তার সেই ২৯টি গাছ এখনও ফরেষ্ট ছাড়ে নি। কাজেই সে দিক থেকে, জুমিয়া পুনর্ব্বাসন দেওয়ার জন্য সরকার যে চেষ্টা করছে বা যে সমস্ত পরিকল্পনা সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়ে থাকে বা ত্রিপুরা উপজাতী উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা নিয়ে থাকে সে পরিকল্পনা গুলি রূপায়িত হবে না যদি এই পদ্ধতিগুলিকে ঠিক ঠিকভাবে তুলে ধরতে না পারে। এবং আমরা তাদের সেই পুনর্ব্বাসনের কার্যো সাহায্য করতে পারবো না। সেই পরিকল্পনাকে রূপদান করার জন্য যে পদ্ধতিতে কাজ করা হয় সেই পদ্ধতির দোষগুলি বিরোধীতা যদি আমরা ঠিক ঠিকভাবে তুলে ধরতে না পারি তাহলে পরে কিছুতেই আমরা তাদের সেই পুনর্বাসনের কাজকে সাহায্য করতে পারব না। বাস্তব ক্ষেত্রে যদি আমরা যাই তাহলে আমরা দেখছি ত্রিপুরার উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয় কিন্তু গ্রামের দিকে যদি আমরা লক্ষ করি তাহলে দেখবেন যে গ্রামে এক ফোটা খাবারের জল নেই, স্কুলগুলোতে মাষ্টার নেই। এছাড়া কৃষির উন্নয়নের জন্য গ্রামের লোক যদি বলে এইখানে বাঁধ দিলে জল পাওয়া যাবে তখন আমাদের ইঞ্জিনীয়াররা বলেন, না এখানে হবে না।

( এ ভয়েস—ফরেষ্ট সম্পর্কে বলুন )

ফরেষ্ট সম্পর্কে বলতে গিয়ে পরিকল্পনা কি করে ব্যর্থ হয় সেটাই বলছি। অর্থাৎ গ্রামের মানুষের বক্তব্য যদি না শোনেন তাহলে এখানে বসে কাগজে কলমে যদি রাখেন তাহলে ত্রিপুরাকে উন্নত করতে পারবেন না।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার** :— অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। শ্রীযুক্ত বিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয় এখানে স্পীকারকে অ্যাড্রেস না করে শুধু বনমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন। এটা পারেন কিনা ?

**শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা** :— আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বলেই অ্যাড্রেস করছি। কাজেই এই দিক থেকেই আমি বলছি যে ট্রাইবেলদের উন্নয়নের জন্য ফরেষ্টের যে জমি আছে

সেই ছাড়তে হবে। উপজাতিদের উন্নতির জন্য অনেক কিছু করতে হবে, এইগুলি মুখরোচক কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। ত্রিপুরাতে আমরা দেখছি যে শুধু ত্রিপুরার উন্নয়ন বলেই নয়, ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের কত রকমভাবে এই সরকার যে অবহেলা করছেন তার দিকে যদি আমরা নজর দিই তাহলে কি দেখতে পাই? এইবার একটা ঘটনা ঘটে গেল। খোয়াইয়ে এস, এফ, আই পরীক্ষা ( এ ভয়েস—এটা কি ফরেষ্ট সম্বন্ধে বলা হচ্ছে ) ত্রিপুরার লোককে কিভাবে অবহেলিত করছে সেটাই বলছি।

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—** ফাইনাল পরীক্ষা ফরেষ্ট নয়।

**শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—** যেখানে আসামে দাঙ্গা বেধেছে সেখানে যদি ত্রিপুরার আদিবাসীদের হেয় বলে প্রতিপন্ন করা হয় তাহলে আমরা এই সম্পর্কে বলতে পারি. শুধু ফরেষ্টের জুলুম না. অথবা দেখা ই মলিটারা দিয়ে পর্যন্ত ট্রাইবেলদের জুলুম করছে। তারা বছর বছর পকেট ভারী করছেন, তাদের বেলাই শাস্তি নাই। এই যদি উন্নয়নের নমুনা হয় তাহলে সেই পরিকল্পনা আমরা কিছুতেই গ্রহণ করতে পারি না যদি না আমাদের ট্রাইবেলদের উন্নয়নের জন্য একতরফা অধিকার দেওয়া না হয়। এই ফরেষ্ট জুলুম যদি বন্ধ করা না হয়, আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে অনুরোধ করে বলছি যে আপনারা যদি এই সমস্ত দুর্নীতির প্রতিকার না করেন তাহলে আমরা নিশ্চয়ই সংগ্রাম চালাব। এখানে যেমন আমরা সংগ্রাম করব ঠিক বাইরেও আমরা সংগ্রাম করব। আমরা মানুষকে খাওয়াতে চাই।

**শ্রীতড়িৎমনি দেববর্ম্মা :—** মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি মাতৃভাষায় কিছু বক্তব্য রাখব। এর পর তিনি ককবরক ভাষায় বক্তব্য রাখেন।

* * *

** Spoke in a language other than English or Bengali but did not furnish a translation of his speech in English or Bengali.

**শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকের এই হাউসে মাননীয় সদস্য বিদ্যাবাবু বন বিভাগ তার রিজার্ভ বনের এলাকা বাড়াবার ফলে স্থানীয় ~~হাজার হাজার~~ হাজার আদিবাসী তাদের ঘরবাড়ী জমিজমা থেকে উচ্ছেদ সম্পর্কে যে আলোচনা রেখেছেন, আমি সেই সম্পর্কে কিছু বলছি। তিনি তাঁর দীর্ঘ আলোচনা ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থ-নৈতিক দিকটা চিন্তা না করে,

অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর বক্তব্য রেখে গেছেন। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনীতির সঙ্গে আমাদের এই বন বিভাগটা যে সম্পূর্ণভাবে জড়িত, সেই সম্পর্কে তিনি একটা কথাও বলেন নি। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি, ত্রিপুরা রাজ্যের আয়, ত্রিপুরা রাজ্যের সহায় সম্পদএর সংগে এই বন বিভাগ অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছে। তিনি যেখানে রিজার্ভ সম্পর্কে বলবেন, সেখানে তা না বলে, শুধু পাইলট প্রজেক্ট স্কীম সম্পর্কে তার বক্তব্য বলে গেছেন। কাজেই তিনি তাঁর বক্তৃতাতে কোন কন্‌ক্রিট সাজেশান রাখতে পারেন নি। আমরা জানি সরকার আজকে যেমন রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকা বাড়াচ্ছেন, তেমনি অন্য দিক দিয়ে আদিবাসীদের পুনর্ব্বাসন দেওয়ার জন্য নানা পরিকল্পনা করছেন, এটা মাননীয় সদস্য বাজুবন বাবুও তাঁর বক্তব্যের মধ্যে রেখে গেছেন। সে যাই হউক, আমি এখানে এই রিজার্ভ সম্পর্কে দুই চারটি কথা বলব। আজকে ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে রিজার্ভ করার ফলে রাবার বাগান, শাল, সেগুন বাগান ইত্যাদি হয়েছে। আর এগুলি করে ত্রিপুরা রাজ্যের কিভাবে আর্থিক উন্নতি করা যায়, তার সম্পর্কে আমাদের সরকারের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। অবশ্য যেসব জায়গা ঘনবসতিপূর্ণ সেই জায়গাকে রিজার্ভ ঘোষণা না করে, সেটা যাতে ছেড়ে দেওয়া হয়, সেজন্য সরকার বিচার বিবেচনা করছেন। কাজেই এদিক দিয়েও সরকার সচেতন রয়েছেন। তবে তিনি যদি কোন একটা পার্টিকুলার এরিয়ার কথা বলতেন, যেটা নাকি ঘনবসতি অঞ্চল সেটাকে রিজার্ভ মুক্ত করে আমাদের আদিবাসীদের পুনর্বাসন দেওয়া হউক, তাহলেও একটা কথা হত। কিন্তু তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় সেইরকম কিছুর উল্লেখ করেন নি। আজকে আমাদের ত্রিপুরাতে যেমন দেখছি, রাবার বাগান হয়েছে, শাল, সেগুন গাছের বাগান হয়েছে এবং বাঁশ বনেরও সৃষ্টি করা হয়েছে। এগুলি আমাদের পক্ষে নিত্য দিনের প্রয়োজনীয় জিনিষ, আজকে যদি বাঁশ বন না করা হয়, তাহলে আমাদের কোন উপায় থাকবে না। আর এগুলি যদি নাই করা হয়, তাহলে আমরা পাব কোথায়? কাজেই এই ফরেষ্ট বিভাগ নির্দিষ্ট জায়গায় যে বাগান করছে, সেটা আমাদের জন্য খুবই এসেন্‌সিয়েল। তাই আমি বলছি যে সব এলাকা ঘনবসতিপূর্ণ, বিশেষ করে যেখানে লুঙ্গা মি আছে, সেগুলি যাতে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট থেকে মুক্ত করে আমাদের ফসল উৎপাদনের কাজে লাগে, সেই ব্যবস্থা সরকারকে নিতেই হবে এবং সেগুলি আমাদের ভূমিহীন কৃষক যারা আছে বা আদিবাসী ভাইরা যারা আছে, তাদের মধ্যে বিলি বণ্টন করতে হবে যাতে করে তাদের একটা সুষ্ঠু পুনর্বাসন হতে পারে। এখানে বিদ্যাবাবু আমার বিলোনীয়ার কালমার এলাকার কথা বলেছেন, কিন্তু সেটা আগে প্রপোজড রিজার্ভ ফরেষ্ট ছিল, এখন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেই জায়গাতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই রকম জায়গা আমার বিলোনীয়াতে আরও আছে যেমন—রতনপুর, সেটা সম্পূর্ণ ই আদিবাসী এলাকা, এটা যদি ফরেষ্ট রিজার্ভ থেকে মুক্ত করতে পারি, তাহলেও আমরা বেশ কিছু আদিবাসী ভাইকে পুনর্ব্বাসন দিতে পারব। সেইরকম আমি মনে করছি, ব্রজেন্দ্র নগর, লক্ষ্মীচড়া এবং পতিছড়ি ইত্যাদি এলাকায় যেখানে ঘনবসতি আছে, সেগুলি যদি রিজার্ভ মুক্ত করা হয়, তাহলেও অনেক ভূমিহীন এবং আদিবাসীকে

পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হবে। তাই আমি দাবী রাখব সরকার যাতে অবিলম্বে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমাদের গরীব শ্রেণীর মানুষদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

**শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য চন্দ্র শেখর দত্ত মহাশয় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে যে বক্তব্য রেখেছেন, তাতে তিনি একটা কথা উল্লেখ করেছেন, সেটা হচ্ছে আমরা বিরোধীরা নাকি কোন কনষ্ট্রাকটিভ সাজেশান দেয় নি; কিন্তু এই যে আলোচনাটা এসেছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্য। এই আলোচনাটা এখানে নিয়ে আসার মানে হ'ল সরকার এই সম্পর্কে কি করতে চান এবং সরকারের কার্য্যকলাপের ফলে আমরা কি অবস্থা দেখতে পাই, সেটা বিশদভাবে জানা। এই রিজার্ভ বন করার দিক দিয়ে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কি, সেটা যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখব যে সরকার একটা মানুষের জীবনের মূল্যকে একটা গাছের মূল্যের চেয়েও কম করে দেখতে চাইছে। তাদের কথা হল, মানুষ কিছু নয়, বনটা হল আসল। তারা বনকে রক্ষা করতে গিয়ে মানুষকে যেভাবে উচ্ছেদ করছে, এটাই তার যথেষ্ট প্রমাণ। কি ভাবে মানুষের স্বার্থ নষ্ট করা হচ্ছে। আমরা এটা চিন্তা করতে পারি না। মানুষ তাদের জীবিকার জন্য সেই এলাকার জমির উপর নির্ভর করে কৃষক এবং জুমিয়ারা ফসল উৎপাদন তাদের জীবিকার জন্য কিন্তু সেখানে বনায়নের নামে তাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। মন্ত্রীরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমি জানি বনের সীমানা আবার রিভাইজড করা হবে কিন্তু নির্বাচনের পর ক্ষমতায় এসে সেই কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে নতুন ভাবে আরও বন রিজার্ভ করা হচ্ছে, উচ্ছেদ করা হচ্ছে। এমনই ভাবে ইতিমধ্যে গোলাঘাটিতে আমি দেখেছি গোলাঘাটি এলাকায় সিপাইজলাতে এবং পেকুয়ারজলাতে যে সমস্ত খুঁটি গেড়েছে এমনভাবে করা হয়েছে একেবারে জমির সাথে। কাজেই এই প্লেন্টেশান করা হয়েছে এমনভাবে যার ফলে ঐসব জমির উপর গাছের ছায়া পরে যার ভাল ধান ফসল নষ্ট হয়ে যায়। সেখানে উচ্ছেদ না হলেও ধান ফসল নষ্ট হয়ে যায়। কারণ আপনারা জানেন সূর্যের আলো না পেলে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। এবং সেখানে ফসল হয় না। কৃষকের প্রধান অবলম্বন গরু এমনভাবে সীমানা নির্দ্ধারণ করা হয়েছে বন বসতি এলাকার মধ্যে তাতে গোচারণ করার উপায় নাই। গরু পালার প্রয়োজন মনেই করেন না এমন ঘটনা আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, গোলাঘাটির গাঁও প্রধান যিনি ছিলেন তিনি উনার জমিতে গরু খোঁটা লাগিয়ে গিয়েছিলেন। দড়ি ছিঁড়ে একটা গরু প্লেনটেশানে গিয়েছিল তিন-চার দিন বেধে রাখা হল আমরা জানিনা ফরেষ্টের জন্য কোন আলাদা খোয়ার আছে কিনা। এবং তারপর দাবী করা হল খোয়ার থেকে নিতে হবে। পেকোয়ারজলার গ্রাম প্রধানের গরু এইভাবে নিয়ে গিয়েছিল ফরেষ্টের লোকেরা। এবং প্রত্যেক ফরেষ্ট অফিসেই এইরকম ভাবে গরু ধরে নেওয়া হয় এবং ফরেষ্ট অফিসে বেধে রাখা হয়। এবং এইভাবে শত শত লোককে হেরাসমেন্ট করা হয়। এমনও দেখা গিয়েছে টাকা পাওয়ার লোভে জমি থেকে যেখানে কৃষক নেই সেখান থেকে গরু তুলে নিয়ে গিয়ে ফরেষ্ট অফিসে বেধে রাখা হয় তারপর বলল তোমার এই গরু আমাদের প্লেনটেশান-এর সব গাছ নষ্ট করে ফেলেছে তোমাকে জরিমানা দিতে হবে। আমি ঘটনা দিয়ে বলছি আপনি তদন্ত করুন

তাহলে সত্যতা প্রমাণ পাবেন। প্রত্যেক জায়গায় এই একই ঘটনা ঘটছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের বলা হয় তারা কনষ্ট্রাকটিভ কোন আলোচনাই আনতে চায় না। বনায়ন করার প্রয়োজনের বিরুদ্ধে আমরা নই। এইখানে জংগল নষ্ট হয়ে যাক এটা আমরা চাই না। বন হউক এটা আমরা চাই কিন্তু মানুষের জনবসতি যেখানে সেখানে যদি করা না হয় এবং জনতার স্বার্থ নষ্ট হয় এইভাবে করা না হয় সেটাই আমাদের বক্তব্য এবং সেদিকে যাতে লক্ষ্য রাখা হয় এটাই আমরা চাই। কিন্তু আমরা দেখছি যেখানে মানুষ চাষ করতেছে, ফসল করতেছে সেখান থেকেই উচ্ছেদ করা হয় এমন কি গ্রামের ভিতর নিয়ে নতুন ভাবে খুঁটি গাড়া হয়। আপনারা জানেন যেখানে খাস জমি আছে মানুষ আবাদ করে চাষ বাস করছে যেখানে বন্দোবস্ত পায়নি সেখানে ১০ বছর ২০ বছর পর্যন্ত পায়নি কাজেই এটা খাস সেজন্য রিজার্ভ এলাকার মধ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গোলাঘাটিতে জম্পুইজলাতে নতুন সীমানা করা হয়েছে এইরকম সীমানা যার ফলে দীর্ঘদিন যাবত যারা বসবাস করতে ফসল করছে সেটিও রিজার্ভ-এর ভিতর পরে গেল। এমন কি এই রিজার্ভ-এর ভিতর ফলন্ত গাছও পরে গিয়েছে সিপাইজলাতে গিয়ে দেখুন আমি নিজে দেখে এসেছি প্রায় দশ পনর বছর যাবত আছে তাদের কাঁঠাল গাছ আম গাছ করেছে বাঁশ বন করেছে সেগুলি থেকে তাদের আয় হয় সেখান থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। এইভাবে ডেষ্ট্রাকটিভ মেজার্স নেওয়া হচ্ছে বনায়ণের নামে সেজন্যই আমাদের বলা হয় কনষ্ট্রাকটিভ কোন আলোচনা আনতে চায় না ডেষ্ট্রাকটিভ আলোচনাই করা হয়। বনায়ণ করতে হলে এমন জায়গাতেই করুন যেখনে মানুষের ফসল নষ্ট হবে না এবং যেখানে জুমিয়া পুনর্বাসনের প্রশ্ন নয়। মাননীয় সদস্য চন্দ্র বাবু বলেছেন জায়গা দেখান কোথায় দেওয়া হবে আমরা দেব। উনি কি খোঁজ রাখেন ডিপার্টমেন্টে শত শত জুমিয়া আবেদন করেছে জায়গা ঘোষণা দিয়েছে এই জায়গায় আমরা পুনর্বাসন চাই সেখানে আমরা বাঁচতে পারি যদি আমরা পাই সেই খোঁজ কি তিনি রাখেন না রাখেন না। কনষ্ট্রাকটিভ কোন কার তারা দেখাবেন না যদি কোন পুনর্বাসনের জন্য চেষ্টা চলে সেখানে বিরোধী পার্টি বলছে তোমরা ঐ সমস্ত গ্রহণ করো না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে আলোচনা আজকে আমাদের সামনে এটা খুব কনষ্ট্রাকটিভ যাতে ত্রিপুরার মানুষ বাঁচতে পারে সেই দিকে এই আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। আমরা তো শুনেছি বার বার প্রায় সদস্যের মুখে শুনেছি ট্রাইবেলদের জন্য দরদের কথা কিন্তু সেটা মুখে মুখে কিন্তু রিজার্ভ এলাকার ভিতর আমি প্রশ্ন তুলেছিলাম এমন জমি আছে গোলাঘাটিতে রিজার্ভের ভিতরে যেখানে মানুষ পুনর্বাসন পেতে পারে কালটিভেশান

হতে পারে কিন্তু তারা স্বীকার করতে চান না এবং সেখানে কিছু কিছু লোক বাস করার চেষ্টাও করেছিল এবং কিছু কিছু আবাদও তারা করেছিল। কিন্তু তা থেকে তারা উচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে তারা পুনর্বাসনও পাচ্ছেন না এবং তাদের জীবিকার কোন উপায়ও পাচ্ছেন না।

**মিঃ স্পীকার :**— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে।

**শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :**— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার বক্তব্য সংক্ষেপ করছি। আজকে যদি জুমিয়াদের বাঁচাতে হয় ত্রিপুরার মানুষকে বাঁচাতে হয় তাহলে রিজার্ভ এর সীমানাকে ঘন বসতিপূর্ণ স্থানে না করে অনেক দূরে সীমানা ঘুরিয়ে নেওয়া হয় সেই অনুরোধ রাখছি।

**মিঃ স্পীকার :**— অনারেবল মিনিষ্টার যে গিভ হিজ রিপ্লাই।

**শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :**— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা চরণ দেববর্ম্মা বনবিভাগ তার রিজার্ভ বনের এলাকা বাড়াবার ফলে স্থানীয় হাজার হাজার আদিবাসী তাদের ঘরবাড়ী জমিজমা থেকে উচ্ছেদ সম্পার্ক একটা ডিসকাশন রেইজ করেছেন। এটা উনি যেভাবে বলেছেন আজকে তার উত্তরে আমি বলতে চাই ভারতের জাতীয় বন নীতি অনুসারে পার্বত্য এলাকাতে মোট ভূমির অন্ততঃ শতকরা ৬০ ভাগ ভূমিতে এবং সমতল এলাকায় মোট জমির অন্ততঃ শতকরা ৩৩ ভাগ ভূমিতে বন থাকা অত্যাবশ্যক। ভূমিতে জল সংগ্রহের জন্য বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রণে বন নিয়ন্ত্রনে জনস্বাস্থ্য আবহাওয়া উন্নয়নে সর্বোপরি দেশের আর্থিক অর্থনীতিক উন্নয়নে ভূমি জল সংরক্ষণ, বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রণ. বন্যা নিয়ন্ত্রণ সর্ব্বোপরি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি রেখে এই জাতীয় বন নীতি নির্দ্ধারিত করা হয়েছে। ১২ বছর আগে ত্রিপুরার শতকরা ৭০ ভাগ বন ভূমি সংরক্ষিত ছিল। ত্রিপুরার পূর্ব্ব বন নীতি অনুসারে মূল ভূমির শতকরা ৬০ ভাগ বন নীতির অন্তর্গত হওয়া আবশ্যক। ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার চাপে ত্রিপুরাতে শতকরা ৬০ ভাগ বনভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই। ত্রিপুরাতে ন্যূনপক্ষে শতকরা ৩৬ ভাগ বনভূমি অর্থাৎ মোট ১ হাজার ৫০০ বর্গমাইল সংরক্ষিত বলে রাখা আবশ্যক। বন নীতি অনুযায়ী যে পরিমাণ বন ভূমি থাকা উচিত তাহা হইতে শতকরা ২৪ ভাগ ত্রিপুরাতে কম থাকবে। আজ পর্যন্ত সমগ্র ত্রিপুরাতে মোট ১৬ হাজার ৯ শত বর্গমাইল সংরক্ষিত বন হিসাবে ঘোষিত হয়েছে, আর বাকী ২৩৬ বর্গমাইল সংরক্ষিত বন হিসাবে ঘোষণা করতে বাকী আছে। কাজেই শতকরা ১৯ ভাগ সংরক্ষিত হিসাবে ঘোষিত হবে, বাকী প্রস্তাবিত ১১০ বর্গমাইল

এলাকার জন্য ফরেষ্ট সেটেলমেন্ট অফিসার তদন্ত করিতেছেন। তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর সংরক্ষিত বন হিসাবে ঘোষণা করবার ব্যাপারে যথোপযুক্ত বিবেচনান্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আমাদের সেটেলমেন্ট অফিসার যে এলাকায় সংগঠিত প্রস্তাব বলিয়া ঘোষণা করে প্রত্যেক অঞ্চলের লোকজনের কাছে তাদের কোন আপত্তি, ওজর আছে কিনা সেইগুলি শুনে, তারপর সেটেলমেন্ট অফিসার সেইভাবে রিকম্যাণ্ডেশন করেন। তাছাড়া আমাদের যে প্রস্তাবিত রিজার্ভ জমি তার থেকে ৪৪ হাজার একর জমি আমাদের যে সয়েল কনজার্ভেশান কমিটি ছিল, তাদের পরামর্শ অনুযায়ী, সেটা ছাড়া হয়েছে। আমাদের রিজার্ভ ছিল তার থেকে প্রস্তাবিত এবং সংরক্ষিত যে বন, আমাদের ছিল তার থেকে আমরা ৪৪ হাজার একর জমি ছেড়েছি। কাজেই সয়েল কনজার্ভেশান বোর্ডের পরামর্শ অনুযায়ী সেটা ছাড়া হয়েছে, যেটা রিজার্ভেশান ছিল, তার থেকে সেটা ছাড়া হয়েছে। কাজেই উচ্ছেদ করা হয়, যেকথা বলেছেন, সেই উচ্ছেদের কোন প্রমাণ নাই, যে উচ্ছেদ করা হয়েছে। এটা ঠিক বরং ছাড়া হয়েছে ৪৪ হাজার একর জমি। কাজেই উচ্ছেদ-এর প্রশ্ন এখানে আসতে পারেনা এবং উচ্ছেদ আমরা করি নাই, উপরন্তু তথ্য অনুযায়ী বিগত ১২ বছরে বনভূমির পরিমাণ প্রায় শতকরা ৩৪ ভাগ কমে গিয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে আদিবাসীদের অনেক জায়গায় সংরক্ষিত বনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে, উচ্ছেদ করা হয় নাই। বে-আইনিভাবে যারা প্রস্তাবিত সংরক্ষিত এলাকার জংগল কাটিয়া পরিষ্কার করেন. অথবা সংরক্ষিত বনে জুম চাষ করেন, অথবা ভূমি জবর দখল করেন, তাদের বিরুদ্ধে বন বিভাগ আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই একথা জানেন। তবে উনাদের একথা বলার কারণ আছে, কারণটা হল এই যে বন আজকে যদি সেই বন যতই উন্নতি লাভ করছে, ততই উনাদের গাত্রদাহ আরম্ভ হচ্ছে, তার কারণ এতদিন তাঁরা শিক্ষা দিয়াছেন জুমিয়া ভাইদের তোমরা বন কেটে পরিষ্কার কর। কারণ বনের উন্নতি হলে তোমাদের অসুবিধা হবে, কিন্তু ট্রাইবেলরা এখন আর সেটা চায় না, যেহেতু তারা আজকে হাজার হাজার লোক ফরেষ্টের জায়গায় ফরেষ্ট ভিলেজার্স হয়ে কিছুটা উপলব্ধি করতে পেরেছে, যেখানে টঙ্গিয়া প্রথায় ফরেষ্ট ভিলেজ আছে, সেখানে টঙ্গিয়া প্রথায় তারা আবাদ করছে এবং হাজার হাজার ফরেষ্ট ভিলেজার্স হয়ে আছে। ফরেষ্ট রিজার্ভের অধীনে যেখানে লুঙ্গা জমি আছে, সেখানে চাষাবাদ করে, অতিরিক্ত জুম করে, কারণ ফরেষ্ট চাড়া বাগান হলেই সঙ্গে সঙ্গে উঁচু গাছ হয় না, সেখানে তারা কয়েক বছর জুম চাষ করবার সুযোগ পায় এবং ফরেষ্ট এলাকায় কাজও করে এবং ফরেষ্টের চাড়া লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে তারা জুম চাষও করে।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, টঙ্গিয়া জিনিষটা কি বুঝিয়ে দিতে পারেন কিনা? উনি যে টঙ্গিয়া প্রথায় হাজার হাজার লোক চাষাবাদ করে সেখানে বাস করছেন বলেছেন, সেই টঙ্গিয়া জিনিষটা কি? টঙ্গিয়া প্রথায় একবার চাষ হলে, সেখানে কি আর থাকতে পারে মানুষ? মাননীয় মন্ত্রী is talking without knowing what is tangia.

**শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :**—টঙ্গিয়া কথা বললে আপনাদের গাত্রদাহ হবে আমরা জানি। টঙ্গিয়া হল আমাদের রিজার্ভ ফরেষ্টের ভিতর যে জঙ্গল তা সেখানে যে বন বপন করা হয়, সেখানে ট্রাইবেল ভাইয়েরা তার আশে পাশে যে জায়গা আছে, যেখানে চাড়া বপন করা হয়, তার ফাঁকে ফাঁকে তারা জুম চাষ করতে পারে। এই যে জুমটা, সেটা তারা পরিশ্রম করে নিজের করে, সেই সময় তাদের কাছে কিছু চার্জ্জ করা হয় না, উপরন্তু তাদের যে বাগানে কাজ করতে হয়, তার জন্য তাদের কিছু পয়সা দেওয়া হয়। কাজেই আজকে যখন পেরাভিয়ায় রাবার প্লান্টেশান সুরু হয়, তখন তারা গাছ কেটে দেয়, কিন্তু আজকে এই টঙ্গিয়া প্রথার দরুণ ফরেষ্ট ডিপেজার্স হয়ে হাজার হাজার উদ্বাস্তু ভাইয়েরা আজকে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে জুমও করছে। শুধু তাই নয়, টঙ্গিয়া প্রথা ছাড়াও বন বিভাগের যে বিভিন্ন রাস্তা ঘাট করা হয়, লক্ষ লক্ষ টাকার কাজও হয়, সেঃ সমস্ত কাজও তারা করতে পারে এবং অতিরিক্ত কাজ করার সুযোগ পায়। ফরেষ্ট কাটার জন্য তাদের যদি এখন বলা হয়, তাদের দ্বারা আজ ফরেষ্ট তাঁরা কাটাতে পারেন না। আরেকটা কারণ আছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বন না থাকার দরুণ তাঁদের অসুবিধা হয়, তাঁদের পালাবার সুযোগ নাই। এখানে যদি বন সৃষ্টি হয়, তাহলে তাঁরা পালাবে কোথায়। তাঁরা দুষ্কর্ম করে যেখানে লুকিয়ে থাকতেন, মানুষকে চোখ বেধে নিয়ে যেখানে হত্যা করা হত, বনে আটক করে রাখা হত, (গণ্ডগোল)......। এখন সেই বন যদি সেখানে সৃষ্টি হয়, তাহলে তাঁদের আর দুষ্কর্ম করে লুকিয়ে থাকবার আর স্থান থাকবে না (রেড লাইট)। কাজেই বন সৃষ্টির নামে তাঁদের গাত্রদাহ হচ্ছে। এখন আমরা যেখানে ৬০ ভাগ বন করার কথা, সেখান থেকে ৩৪ ভাগ আমরা কম করেছি। যেখান থেকে আমাদের কাছে প্রস্তাব এসেছে, আমরা কমপ্যাক্ট এরিয়া থেকে, রিজার্ভ ফরেষ্ট থেকে জায়গা ছেড়েছি। আমরা এই পর্যন্ত ৪৪ হাজার একর জায়গা ছেড়ে, দরকার হলে আমরা আরও ছাড়ব। কাজেই এখানে উচ্ছেদের কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। এই বক্তব্য রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**Mr. Speaker :**—The House stands adjourned till 11 A. M. on Friday the 15th December, 1972.

# PAPERS LAID ON THE TABLE

## STARRED QUESTION NO. 569.

**By Shri Gunapada Jamatia.**

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, উদয়পুরের রুদ্রাগ্রাম সংলগ্ন জলায় পূর্বে চাষ হইত এবং বর্ত্তমানে উহা সম্পূর্ণ জলমগ্ন হইয়াছে ;

২) যদি হইয়া থাকে, তবে উক্ত জলা সংস্কারের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১) হাঁ। কতক অংশ বর্ত্তমানে জলমগ্ন হইয়াছে।

২) হাঁ।

## STARRED QUESTION NO. 209.

### By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১৯৭২ইং সনে খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত তেলিয়ামুড়া ব্লকের অধীনে রামদয়াল গাওসভা, আথড়া মৌজা গাঁওসভা, গয়ামনি মৌজা গাঁওসভার কাণি প্রতি কি পরিমাণ আউসের ফলন হইয়াছে এবং কতটুকু জমিতে আউস ফসল ফলিয়াছে ?

উত্তর

১) যে পরিমাণ জমিতে আউস ধান ফলানো হইয়াছিল এবং কাণি প্রতি আউস ধান ফলনের গাঁওসভা ভিত্তিক আনুমানিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ—

| গাঁওসভা | আউস ধান ফসলের আওতায় জমির আনুমানিক পরিমাণ | | আউস ধান ফলনের আনুমানিক হার (কিলোগ্রাম) | |
|---|---|---|---|---|
| | হেক্টারে | কাণিতে | হেক্টর প্রতি | কাণি প্রতি |
| রাম দয়াল | ৩০৩ | ১,৮৭৫ | ১২,০৭·৯২ | ১৯৫·২০ |
| আথড়া মৌজা | ১৪৫ | ৮৯৫ | ৯৯৩·১০ | ১৬০·৯০ |
| গয়ামনি মৌজা | ১১৮ | ৭৩০ | ৯৯১·৫২ | ১৬০·২৭ |

## STARRED QUESTION NO. 83

### By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agricelrure Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সদর তমাকারীর শ্রীদুঃখিরায় দেববর্ম্মাকে কি গত বৈশাখ মাসে কিসারী লোন মঞ্জুর করা হয়েছিল ;

২) ইহা কি সত্য যে ঐ লোন অন্য ব্যক্তি জাল সই করে আত্মসাৎ করেছে বলে শ্রীদেববর্মা অভিযোগ করেছেন ;

৩) যদি সত্য হয়, ঐ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) হাঁ।

২) হাঁ।

৩) এই ব্যাপারে শ্রীধনঞ্জয় দেববর্মা নামে এক ব্যক্তিকে পুলিশে হাওলা করা হইয়াছে। পুলিশ তাহার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ড বিধি ৪১১।৪২০ ধারায় মামলা রজু করিয়াছে। মামলা বিচারাধীন আছে।

## STARRED QUESTION NO. 553

**By Shri Jatindra Kumar Majumder**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সদরের জিরানীয়ার নিকটবর্তী ভুগুদাসবাড়ী রাস্তায় পুলটির কাজ অতি সত্বর আরম্ভ করার জন্য সরকার চিন্তা করিতেছেন কি ?

উত্তর

১) আপাততঃ এরূপ কোন প্রস্তাব নাই।

## STARRED QUESTION NO. 560

**By Shri Gunapada Jamatia**

Will the Hon'ble Minister in-charge of P. W. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) উদয়পুর টাউন হইতে কিল্লা বাজারের রাস্তা জীপ গাড়ী চলাচল উপযোগী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) যদি থাকে কবে পর্যন্ত হবে ; এবং

৩) না থাকিলে তাহার কারণ ?

উত্তর

১।২ এবং ৩। এরূপ কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

## STARRED QUESTION NO. 557

### By Shri Gunapda Jamatia

Wiil the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) দেওয়ানবাড়ী, কাঁঠালিয়া বাড়ী ও নোয়াবাড়ী সংলগ্ন মাঠগুলিতে এবং পশ্চিম টাকার জলায় জম্পুই ছড়ার দক্ষিণ মাঠে জলসেচের কোনরূপ পরিকল্পনা সরকারের আছে কি; এবং

২) যদি থাকে, তবে বর্তমান আর্থিক বৎসরে হবে কি না;

৩) না থাকলে তার কারণ?

উত্তর

১) দেওয়ান বাড়ী ও পশ্চিম টাকার জলার জম্পই ছড়ার দক্ষিন মাঠে অস্থায়ী বাঁধের সাহায্যে জলসেচের পরিকল্পনা আছে।

২) দেওয়ান বাড়ী ও পশ্চিম টাকার জলার জম্পই ছড়ার দক্ষিণ মাঠে বর্তমান আর্থিক বৎসরেই হইবে।

৩) পিত্রাছড়ায় অস্থায়ী বাঁধের কার্যকারিতা সম্বন্ধে সংশয় থাকায় কাঁঠালিয়া বাড়ী ও নয়াবাড়ী সংলগ্ন মাঠগুলিতে এই বৎসর জলসেচের ব্যবস্থা না ও হইতে পারে।

## STARRED QUESTION NO. 71

### By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। অম্পি এলাকায় কতটি Pumping machine সরকার হইতে কৃষকদের ব্যবহারের জন্য V. L. W. মাধ্যমে দেওয়া হইয়াছে;

২। ইহা কি সত্য যে যতগুলি Pumping machine দেওয়া হইয়াছে সবগুলিই অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে;

৩ ইহা কি সত্য যে Pumping machine ভাড়ার জন্য security বাবদ অগ্রিম ১০০.০০ (একশত) টাকা জমা দিতে হয়?

উত্তর

১। একটি।

২। না।

৩। না।

## STARRED QUESTION NO. 343

**By Shri Bulu Kuki**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২-৭৩ বাজেটে অম্পি ছড়ার উপর পুল তৈয়ার করার জন্য বাজেটে ইষ্টিমেট থাকা সত্বেও এখন পর্যন্ত এ পুল তৈয়ারের কাজে হাত না দেওয়ার কারণ কি ?

২। এ পুল কখন তৈয়ার হইবে ?

উত্তর

১। অম্পি ছড়ার উপর পুল নির্মাণ সহ রাস্তাটির যাবতীয় উন্নয়ন কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ বরাদ্দ করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে বিধায় রাজ্য সরকারের বরাদ্দ অর্থ ব্যয় করা হইতেছে না ;

২। কেন্দ্রীয় সরকার স্কীম মঞ্জুরী ও অর্থ বরাদ্দ করিলে পর পুল নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হইবে।

## STARRED QUESTION NO. 484

**By Shri Naresh Chandra Roy**

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Departmeut be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ঈশানচন্দ্র নগর বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রের কুড়িপুকুর থেকে রাধাকিশোর গঞ্জ বাজার পর্যান্ত রাস্তাটির কাজ এখন পর্যান্ত অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, ইহা কি সত্য ?

উত্তর

১। হাঁ।

## STARRED QUESTION NO. 489

**By Shri Naresh Chandra Roy**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Departmen. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। Taxi accident এ নিহত P. W. D. র Clerk (L. D. C.) সুভাষ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর দুঃস্থ পরিবারকে রক্ষার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ;

২। ইহা কি সত্য যে তার বিধবা স্ত্রী ঐ Department এ একটি সাধারণ চাকুরীর জন্য আবেদন করিয়াছেন ?

উত্তর

১। তাহার বিধবা স্ত্রীকে আজীবন family pension দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ হইতেছে।

২। হঁ্যা

## STARRED QUESTION NO. 512

**By Shri Ajit Ranjan Ghosh.**

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় State Electricity Board স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২। যদি থাকে, তবে কবে নাগাদ তার কাজ সুরু হবে?

উত্তর

১ এবং ২ এরূপ কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

## UNSTARRED QUESTION NO. 291

**By Shri Kalipada Banerjee.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of P. W. Dpepartment be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সাবরুম মহকুমার সোনাই ছড়িটি নিয়ন্ত্রণ করিয়া ভূমিক্ষয় বন্ধ করিতে সরকার সচেষ্ট হইবেন কি না;

উত্তর

১। এরূপ কোন প্রস্তাব আপাততঃ নাই।

## STARRED QUESTION NO. 518

**By Shri Kalipada Banerjee**

Will the Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department be ple sed to state—

Question

A) Is there any plan/proposalfor opening of a Government Poultry Farm at Sabroom Sub-Division?

B) If so, when it would be possible to open ?

Answer

A) There is no such programme at the moment.

B) Does not arise.

## STARRED QUESTION NO. 546

**By Shri Sunil Chandra Dutta.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state –

প্রশ্ন

ক) সারা ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী সীড্ ফার্মের সংখ্যা কত;

খ) এই সব ফার্মে বিভিন্ন ধরণের কর্মচারীর সংখ্যা কত ?

উত্তর

ক) ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৯ (নয়)টি সরকারী বীজ পরিবর্দ্ধন খামার আছে।

খ) এইসব ফার্মের বিভিন্ন ধরণের কর্মচারীর সংখ্যা নিম্নরূপ :—

| | |
|---|---|
| এগ্রিকালচারেল একষ্টেনশন অফিসার (২০০-৪০০) (হাই ইল্ডিং ভেরাইটিজ)— | ১ |
| ফার্ম ম্যানেজার (২০০-৪০০)— | ১ |
| এগ্রিকালচারেল ইন্সপেক্টার (১৫০-২৫০)— | ১ |
| এগ্রিকালচারেল এসিস্ট্যান্ট (১০৫-২০০)— | ৬ |
| পাওয়ার টিলার ড্রাইভার (১০০-১৪০) | ৭ |
| চৌকিদার (৬০-৭৫)— | ৬ |
| | মোট—২২ |

## STARRED QUESTION NO. 580

**By Shri Bajuban Riyang**

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) বীরচন্দ্র বাজার থেকে রাজাপুর পাইথিপা চিন্তামারা মনু নদীর মুখ পর্য্যন্ত রাস্তাটির কাজ P. W. D. Southern Division No. II কোন সনে শুরু করেছিল ;

২) সরকার কি অবগত আছেন যে উক্ত রাস্তা বর্তমানে জীপগাড়ী চলাচল অথবা মানুষ হাঁটার অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে ; এবং

৩) অবগত থাকিলে ঐ রাস্তা সংস্কারের কাজ কবে আবার শুরু করা হইবে ?

উত্তর

১) ১৯৬৭ইং সনে আদিবাসী কয়েকজন ঠিকাদারকে কাজ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও উহারা কাজ করে নাই। ১৯৭২ ইং সনে সেপ্টেম্বর মাসে তাদের ওয়ার্ক ওর্ডার বাতিল করা হইয়াছে। অন্য একজন ঠিকাদারকে নভেম্বর ৭২ ইং সনে নূতন ওয়ার্ক ওয়ার্ড দেওয়া হইয়াছে। তিনি অতিসত্বর কাজ আরম্ভ করিবেন।

২) রাস্তাটি মানুষ চলাচলের উপযোগী কিন্তু জীপগাড়ী চলাচলের উপযোগী নয়।

৩) ১নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

## STARRED QUESTION NO. 198
**By Shri Bidya Chandra Deb barma.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

(১)ক) ইহা কি সত্য যে খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত তেলিয়ামুড়া ব্লকের অধীন রামদয়াল মৌজা গাঁও সভা, আথড়া গাঁওসভা ও গয়ামনি গাঁওসভার অধীনে সেচের কোন ব্যবস্থা নাই ; এবং

খ) যদি তাহা সত্য হয়, তবে উক্ত গাঁওসভার অধীনে জমিগুলিতে ফসল উৎপাদনের জন্য ১৯৭২ইং সনে গভীর নলকূপ খনন করিয়া সেচের ব্যবস্থা করা হইবে কি ?

উত্তর

১) রামদয়াল মৌজা গাঁওসভা ও আথড়া গাঁওসভা এলাকায় সেচের ব্যবস্থা আছে। গয়ামণি গাঁওসভায় সেচের ব্যবস্থা নাই।

২) গভীর নলকূপ খনন ভূ-গর্ভস্থ জল সম্পদ সমীক্ষার উপর নির্ভরশীল এবং সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। কাজেই ১৯৭২ইং সনে এইরূপ পরিকল্পনার সম্ভাবনা নাই।

## STARRED QUESTION NO. 408
**By Shri Amarendra Sarma**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর নয়াপাড়া (ধর্মনগর) কালীবাড়ীর নিকট থেকে পূর্বদিকে জুরী নদীর পাড় পর্যান্ত এবং নদীর একটু পশ্চিম উত্তরমুখী রাস্তায় আবার নদীর পাড় পর্য্যন্ত রাস্তাটীর উন্নয়নের জন্য কোন পরিকল্পনা আছে কি ; এবং

২) থাকিলে কবে পর্যান্ত ঐ রাস্তা উন্নয়নের কাজে হাত দেওয়া হইবে।

১) এবং ২) একটি পরিকল্পনা পরীক্ষাধীন আছে।

## PAPERS LAID ON THE TABLE
## ANNEXURE 'B'

### UNSTARRED QUESTION NO. 453

**By Shri Samar Choudhury**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সোনামুড়া মহকুমায় কোন্ কোন্ রেভিনিউ মৌজা খরা বিধ্বস্ত হয়ে ৭০ শতাংশের বেশী ক্ষতিগ্রস্থ ;

২) এই সকল মৌজায় কি কি খরা প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে ?

উত্তর

১) রেভেনিউ মৌজাগুলির নাম নিম্নে দেওয়া গেল :—

নিদয়া।
মহেশপুর।
হিমন্ত্পুর।
ধনপুর।
কালীকৃষ্ণনগর।
কাঠালিয়া।

২) মহেশপুর মৌজায় ১টি ও ধনপুর মৌজায় ২টি পাঁচ অশ্বশক্তি সম্পন্ন পাম্পসেট নিখরচায় জলসেচের জন্য ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছে।

এছাড়া, নিম্নোক্ত মৌজাগুলিতে অস্থায়ী বাঁধ তৈরী করিয়া কতক এলাকা জলসেচের আওতায় আনা হইয়াছে :—

| মৌজার নাম | অস্থায়ী বাঁধের সংখ্যা | জলসেচের আওতায় আনা জমির পরিমাণ |
|---|---|---|
| নিদয়া | ৬টি | ১৫৫ একর |
| মহেশপুর | ১টি | ২০ ,, |
| কাঁঠালিয়া ও মহেশপুর | ১টি | ৫০ ,, |
| কাঁঠালিয়া | ২টি | ৬০ ,, |
| ধনপুর | ১টি | ২০০ ,, |

হিমন্তপুর ও কালীকৃষ্ণনগর মৌজাগুলিতে জলের ব্যবস্থা না থাকায় জলসেচের কোন ব্যবস্থা করা যায় নাই।

## UNSTARRED QUESTION NO. 550

**By Shri Kalipada Banerjee**

Will the Hon'ble Minister In-chaage of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে সরকারী Seed Multiplication ফার্মের সংখ্যা কয়টি ?

২। এইসব ফার্মে কর্মচারীর pattern কি ?

৩। ১৯৬৯-৭০, ১৯৭০-৭১, ১৯৭১-৭২ এই সব ফার্মে কি কি প্রকারের কত পরিমাণ বীজ উৎপাদিত হইয়াছে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরাতে ৯ (নয়) টি সরকারী বীজ পরিবর্দ্ধন খামার আছে।

২। এইসব ফার্মে মঞ্জুরীকৃত কর্মচারীর pattern নিম্নরূপ :—
প্রতিটি ফার্মে :—একজন ফার্ম ওভারশিয়ার ও একজন চৌকিদার। সাতটি নির্বাচিত ফার্মে একজন করিয়া Power Tiller ( পাউয়ার টিলার ) অপারেটর আছে।

৩। ১৯৬৯-৭০, ১৯৭০-৭১, ১৯৭১-৭২ সনে এইসব ফার্মে বিভিন্ন প্রকারের নিম্নবর্ণিত বীজ উৎপাদিত হইয়াছে।

( উৎপাদন কিলোগ্রাম হিসাবে )

| বীজের নাম | ১৯৬৯-৭০ | ১৯৭০-৭১ | ১৯৭১-৭২ |
|---|---|---|---|
| ১) ধানের বীজ | ১,১৬,২৫৭ | ১,১৮,৯৮৯ | ৮৯,৯৭০ |
| ২) পাটের বীজ | ৩,৪০৪ | ১,৮৪৪ | ২,৪০২ |
| ৩) ভুট্টা | ১৫২ | ... | ৬০ |
| ৪) গমের বীজ | ১২,১৮৪ | ২৮,৪০৭ | ১১,০৩০ |
| ৫) আখের চারা | ১,৩৪,০০০ | ১,৬০,০০০ | ১,৫৭,০০০ |
| ৬) ধইঞ্চা | ৩৮০ | ২৮৫ | ৬০ |
| ৭) তিলের বীজ | ১৮০ | ২৫ | ৫৪ |
| ৮) মুগের বীজ | ... | ... | ৩২ |
| ৯) চীনাবাদামের বীজ | ... | ... | ৯০ |
| ১০) সরিষার বীজ | ১,১৫৩ | ১,১০২ | ১,৭২২ |
| ১১) মুশুরীর বীজ | ৮০৭ | ২৭৫ | ২৮৮ |
| ১২) বুটের বীজ | [illegible] | ১৪৬ | ৪৮২ |
| ১৩) মাষকলাই বীজ | ... | ... | ১৯৫ |
| ১৪) মটরের বীজ | ৭৪ | ... | ... |

## UNSTARRED QUESTION NO. 158
**By Shri Pakhi Tripura**

Will the Hon'ble Minister In-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) এ বছর এ পর্যন্ত ত্রিপুরার কোন মহকুমায় কতজন কৃষককে ফলের বাগান করার জন্য ঋণ বা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ;

২) কৃষকদের কিভাবে বাছাই করা হয়েছে তার ভিত্তি।

উত্তর

১) এ বছর এ পর্যন্ত কতজন কৃষককে ফলের বাগান করার জন্য ঋণ বা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

| ক্রমিক নং | মহকুমা | কৃষকের সংখ্যা | | মোট |
|---|---|---|---|---|
| | | ঋণ | সাহায্য | |
| ১) | ধর্মনগর | ২ | ১৩৩ | ১৩৫ |
| ২) | কৈলাসহর | ... | ১২৫ | ১২৫ |
| ৩) | কমলপুর | ... | ৪২ | ৪২ |
| ৪) | খোয়াই | ... | ২০ | ২০ |
| ৫) | সদর | ১৯ | ২০ | ৩৯ |
| ৬) | সোনামুড়া | ২ | ২০ | ২২ |
| ৭) | উদয়পুর | ... | ২০৫ | ২০৫ |
| ৮) | অমরপুর | ... | ৪২ | ৪২ |
| ৯) | বিলোনীয়া | .. | ২০ | ২০ |
| ১০) | সাবরুম | ... | ২০ | ২০ |
| | মোট— | ২৩ | ৬৪৭ | ৬৭০ |

২) ফলের বাগান করার জন্য প্রার্থীদের পত্র তদন্ত করিয়া প্রস্তাবিত জমির উপযুক্ততা, জমির মালিকানা ও মূল্য নির্দ্ধারণ এবং প্রার্থীর ঋণ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করিয়া, জমি বন্ধক রাখিয়া এই ঋণ মঞ্জুর করা হইয়া থাকে।

আদিবাসী ও তপশিলী কৃষকদের ফল-বাগান করার উপযুক্ত জমি এবং চাষে আগ্রহ থাকিলে বিনা মূল্যে চারা, সার ইত্যাদি সরবরাহ করিয়া সাহায্য করা হয়। সাধারণতঃ আদিবাসী কলোনী বা তপশিলি কৃষক অধ্যুষিত অঞ্চলে এই সাহায্য দেওয়া হয়।

## UNSTARRED QUESTION NO. 455
**By Shri Samar Choudhury**

**Will the Minister in-charge of the P. W. D. be pleased to state—**

প্রশ্ন

১) মাইনর ইরিগেশন স্কীমে সোনামুড়া মহকুমায় ১৯৭২, ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৭২, ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত কোন্ কোন্ প্রকল্পের প্রস্তাব তদন্ত করা হয়েছে; এবং

২) ১৯৭২, ১লা এপ্রিলের পূর্বে কি কি প্রস্তাব মাইনর ইরিগেশন প্রকল্প রূপে গ্রহণের জন্য তদন্ত কার্য সমাপ্ত হয়ে বিবেচনাধীন আছে, কিন্তু রূপায়িত হয় নাই ?

উত্তর

১। ক) সোনামুড়া নিকটবর্তী বটতলী এলাকায় গোমতী নদীতে একটি মোবাইল লিফট ইরিগেশন স্কীম ;

খ) কাকড়াবন—সোনামুড়া এলাকায় গোমতী নদীতে একটি মোবাইল লিফট ইরিগেশন স্কীম ; এবং

গ) ধনপুরের নিকট সোনাই ছড়িতে একটি লিফট ইরিগেশনের প্রস্তাব তদন্ত করা হইয়াছে ।

২। এরূপ কোন প্রস্তাব নাই ।

## UNSTARRED QUESTION NO. 466
**By Shri Maindra Deb Barma**

**Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. D. Department be pleased to state :—**

প্রশ্ন

১) খোয়াই বিভাগের চেবরী হইতে পূর্ব রাজনগরের রাস্তাটি সংস্কার করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ; এবং

২) না থাকিলে তাহার কারণ ?

উত্তর

১) একটি প্রস্তাব পরীক্ষাধীন আছে ;

২) ১নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না ।

## UNSTARRED QUESTION NO. 473

**By Shri Manindra Deb Barma**

Will the Hon'ble Ninister in charge of the P. W. D. be pleeased to State—

প্রশ্ন

ক) ইহা কি সত্য যে পশ্চিম রাজনগর এলাকার জনসাধারণ সমরুছড়ার উপর লিফট ইরিগেশন করার জন্য সরকারের নিকট দরখাস্ত করিয়াছে ?

খ) যদি সত্য হয় তাহা হইলে সরকার উক্ত ছড়ার উপর লিফট ইরিগেশন করার জন্য কি চিন্তা করিতেছেন ?

উত্তর

ক) হ্যাঁ ।

খ) ব্যাপারটি তদন্তাধীন আছে ।

## UNSTARRED QUESTION NO. 475

**By Shri Manindra Deb Barma**

Will the Hon'ble Minister in charge of the P. W. D. be pleased to State —

প্রশ্ন

১। সরকার কি অবগত আছেন যে খোয়াই বিভাগ চাম্পাহাওর বাজার নিকটবর্তী লালছড়ার উপর পুল না থাকার ফলে স্থানীয় জনসাধারণের বর্ষাকালে অত্যন্ত অসুবিধা হয় ।

২। যদি অবগত থাকেন। তবে ঐ ছড়ার উপর পুল দেওয়ার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ।

উত্তর

১। ইহা সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের রাস্তা । লালছড়ার উপর পুলটি নষ্ট হইয়া যাওয়ার ফলে জনসাধারণ অসুবিধা ভোগ করিতেছেন ।

২। একটি প্রস্তাব পরীক্ষাধীন আছে ।

## UNSTARRED QUESTION NO. 472

**By Shri Manindra Deb Barma**

Will the Hon'ble Minister in charge of tho P. W, D. he pleased to State —

প্রশ্ন

১। খোয়াই বিভাগে সেচের জন্য কতগুলি লিফট ইরিগেশন করার স্কীম আছে : এবং এ পর্য্যন্ত কয়টি হইয়াছে তাহার হিসাব ?

উত্তর

১। ছয়টি তদন্তাধীন, এবং দুইটি যথা সমরু ছড়া ও চন্তাই ছড়ায় করা হইয়াছে তাহার মধ্যে একটি সমরু ছড়া বর্ত্তমানে সংস্কার প্রয়োজন।

## UNSTARRED QUESTION NO. 476

**By Shri Manindra Deb Barma**

Will the Hon'ble Minister in charge of the P. W. D. be pleased to State —

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে খোয়াই বিভাগের চেবরী ও পূর্ব রাজনগরের রাস্তাটির উপরে পুল না থাকার ফলে স্থানীয় জনসাধারণের অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে।

২। উক্ত রাস্তাটির উপরে পুল দেওয়ার জন্যে সরকার কোন পরিকল্পনা নিয়াছেন কি ?

উত্তর

১। ইহা সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের রাস্তা। ঢুলছড়ার উপর পুলটি নষ্ট হইয়া যাওয়ার ফলে জনসাধারণ অসুবিধা ভোগ করিতেছেন।

২। একটি নূতন পুলের প্রস্তাব পরীক্ষাধীন আছে।

## UNSTARRED QUESTION NO. 477

**By Shri Manindra Deb Barma**

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. D. be pleased to State—

প্রশ্ন

১। খোয়াই সমরুছড়া গ্রামের পাম্পিং সেট দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ থাকার কারণ কি, উক্ত পাম্পিং সেট চালু করার জন্য সরকার নির্দেশ দিয়াছিলেন কি না ;

২। যদি দিয়া থাকেন তবে ঐ পাম্পিং সেটটি চালু না করার কারণ কি ?

উত্তর

(১) এবং ২) রবিশস্যের মরসুমে জল সেচের জন্য খোয়াই মহকুমায় রাজার বাগের নিকট সমরু ছড়ায় একটি লিফট ইরিগেশন স্কীম করা হইয়াছিল, ইহার সঙ্গে ৫ অশ্বশক্তি সম্পন্ন একটি ডিজেল চালিত পাম্প যুক্ত ছিল। পাম্পটি ঠিক ( কাজের উপযোগী ) আছে কিন্তু ছড়া গর্ভ সম্পূর্ণ ভরাট হইয়া যাওয়ার ফলে এবং ছড়াটি গতি পরিবর্ত্তন করিয়া পাম্প হাউস হইতে ৪ ফুট দূরে সরিয়া যাওয়ায় এত দূর হইতে জল সেচ করার শক্তি এই পাম্পটির নাই। যেহেতু এতদূর হইতে জল সেচ করার শক্তি ৫ অশ্বশক্তি সম্পন্ন পাম্পের নাই। সেই জন্য ইহার স্থলে ২০ অশ্বশক্তি সম্পন্ন একটি পাম্প বসানোর ব্যবস্থা চলিতেছে। যার জন্য বিগত ২৮।১১।৭২ ইং তারিখে দরপত্র পাওয়া গিয়াছে এবং তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতেছে।

## UNSTARRED QUESTION NO. 480

**By Shri Manindra Deb Barma**

Will the Hon'ble Minister in charge of the P. W. D. be pleased to State—

প্রশ্ন

১। সরকার কি অবগত আছেন যে চলিত বৎসরে তেলিয়ামুড়া ব্লক অন্তর্গত দুর্গাপুর গাও সভায় শ্রীশশী দেববর্মার বাড়ীর নিকট মরকুমা ছড়ায় জলসেচের জন্য বাঁধ স্থানীয় জোতদার গণ দিয়াছিল ?

২। থাকিলে উক্ত কাজে সরকারী সাহাযা না দেওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১। হঁ্যা, সংশ্লিষ্ট ব্লক কর্তৃপক্ষকে না জানাইয়া বাঁধটি নির্মাণ করা হইয়াছিল ;

২। যথাসময়ে ইহা সংশ্লিষ্ট ব্লক কর্তৃপক্ষকে না জানানোর জন্য সরকারী সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারা যায় নাই।

## UNSTARRED QUESTION NO. 471

**By Shri Manindra Deb Barma.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। খোয়াই মহকুমার তেলিয়ামুড়া ব্লক অন্তর্গত খিলাতলা বাজার হইতে মহারাণী বাজার পর্যন্ত যে রাস্তাটি আছে তা সংস্কার করার পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১। এরূপ কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

## STARRED QUESTION NO. 144

**By Shri Purna Mohan Tripura**

Will the Hon'ble Minister-in-chargeof the Forest Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বন দপ্তরের কাজের জন্য এ বছর পর্যন্ত মোট কত শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ;

২। এই শ্রমিকদের মধ্যে স্থায়ী কতজন, অস্থায়ী কতজন ; এবং

৩। এই শ্রমিকদের স্থায়ী করা হইবে কি ?

উত্তর

১। বন দপ্তর কাজের জন্য কোন শ্রমিক নিয়োগ করেন না। বনবিভাগ শ্রমিকদের দৈনন্দিন মজুরী দিয়া তাহাদের কাজ করান। যে শ্রমিক যে দিন কাজ করেনা সে সেইদিন তাহার মজুরীও পায় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই শ্রমিকদের স্থায়ী বা অস্থায়ী করার কোন প্রশ্ন আসে না।

২। এক নম্বরের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে, এই প্রশ্ন আসে না।

৩। এই প্রশ্ন আসে না।

## UNSTARRED QUESTION NO. 582
**By Shri Bajuban Riyan.**

Will the Hon'bie Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। অমরপুর মহকুমায় ১৯১১—১২ আর্থিক বছরে মোট কত পরিমাণ জুমধান, আউস ধান, বরোধান ও আমন ধান ফসল হইয়াছিল ?

২। চলতি আর্থিক বছরে মোট কত পরিমাণ জুমধান, আউস ধান ও বরোধান ফসল হইয়াছে ?

৩। ভয়াবহ খরাতে ক্ষতির হার কিরূপ ( বর্তমান বছরে বিভিন্ন ফসলের ) ?

উত্তর

১। ১৯১১—১২ ইং আর্থিক বছরে অমরপুর মহকুমায় উৎপন্ন আউস ধান, জুম ধান, বরোধানের ও আমনধানের আনুমানিক পরিমাণ নিম্নরূপ :—

| ফসলের নাম | আনুমানিক উৎপাদনের পরিমাণ ( মেট্রিক টন হিসাবে ) |
|---|---|
| বরোধান | ২,৮৪০ |
| আউস ধান | ১২,৭০০ |
| জুম ধান | ৬,৪১৭ |
| আমন ধান | ১২,১৭২ |

২। চলতি আর্থিক বছরে (১৯১২—১৩) অমরপুর মহকুমায় উৎপন্ন আউস ধান, জুমধান ও বরোধানের আনুমানিক পরিমাণ নিম্নরূপ :—

| ফসলের নাম | আনুমানিক উৎপাদনের পারিমাণ ( মেট্রিক টন হিসাবে ) |
|---|---|
| বরোধান | ২,৮৩০ |
| আউস ধান | ৬,২৬৭ |
| জুমধান | ৩,০২৩ |

৩। ভয়াবহ খরায় অমরপুর মহকুমায় চলতি বছরে (১৯৭২—৭৩) বিভিন্ন ফসলের ফলনের ক্ষতির হার গত বছরের ( ১৯৭১—৭২ ইং ) তুলনায় নিম্নরূপ :—

| ফসলের নাম | আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ ( শতকরা হিসাবে ) |
|---|---|
| বরোধান | ০·৩৫ ভাগ |
| আউস ধান | ৫০·৬৫ ,, |
| জুম ধান | ৫২·৮৯ ,, |

## UNSTARRED QUESTION NO. 463

**By Shri Kalidas Deb Barma.**

Will the Hon'ble Minister In-charge of the Agriculture Department be pleased to state.

**প্রশ্ন**

১) সরকার কি অবগত আছেন যে, সদর বিভাগের বোয়াখাায় কৃষকেরা জলের অভাবে মেস্তা পাট পঁচাইতে পারে নাই ; এবং

২) যদি অবগত থাকিয়া থাকেন, তবে কৃষকের স্বার্থে মেস্তা পাট পঁচাইবার ব্যবস্থা করা হবে কি না ?

**উত্তর**

১) হ্যাঁ।

২) কৃষকদের সুবিধার্থে ঐ এলাকায় ২টি পাট ভিজানোর পুকুর ও ২টি বাঁধ টেষ্ট রিলিফের টাকা হইতে তৈয়ারী করা হইয়াছে। এইগুলিতে কৃষকেরা তাঁহাদের পাট ভিজাইতেছেন। এই ধরণের কাজ আরোও করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

---

## PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

**Friday, December 15, 1972**

The Assembly met in the Legislative Assembly Chamber, Agartala on Friday, the 15th December, 1972 at 11 A.M.

### PRESENT

**Mr. Speaker** (Shri Manindra Lal Bhowmick) in the Chair Ministers, Deputy Minister, Deputy Speaker and M. L. As.

**Mr. Speaker :**—To-day, in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned—Short Notice Question Shri Jatindra Kr. Majumdar.

**Shri Jatindra Kumar Majumder :**—Short Notice Question No. 605.

**Shri Debendra Kishore Choudhury :**—Short Notice Question No. 605, Sir.

প্রশ্ন

১) সরকার কি অবগত আছেন যে জিরানিয়া ব্লক এলাকায় বোরখাপাড়াতে প্রায় ৫০০ ভূমিহীন পরিবার পুনর্বাসন না পাওয়ায় দীর্ঘদিন যাবত তাহাদের অনেকেই অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইতেছেন ?

২) অবগত থাকলে তাহাদিগকে বাঁচাবার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

১) না, পুনর্বাসন পায়নি এমন কোনও পরিবার নাই।

২) প্রথম প্রশ্নের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :**—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে সেখানে ৫০০ ভূমিহীন পরিবার এখনও আছে। আপনি বলছেন সেখানে পুনর্বাসন পায়নি এমন কোনও পরিবার নাই, কিন্তু আমি বলছি যে সেখানে ৫০০ পরিবার ভূমিহীন আছে এটা তদন্ত করে দেখবেন কি ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :**—মাননীয় সদস্য যখন বলেছেন, তখন সেটা খোঁজ নিয়ে দেখব।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :**—স্যার, আমার ২নং প্রশ্নে আছে সরকার অবগত থাকলে তাদের বাঁচাবার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন, এই সম্পর্কে কিছু জানতে পারি কি ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—কেন, সেখানে টেষ্ট রিলিফের কাজের বন্দোবস্ত আছে যখন সেখানে যেটা প্রয়োজন হচ্ছে, আমরা এই টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে তা দিচ্ছি, যাতে মানুষ খেয়ে পড়ে বাঁচতে পারে।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার** :—বর্তমান খরা পরিস্থিতির জন্য তাদের যে আর্থিক অবস্থা চলছে সেটার থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়ার জন্য সেই এলাকার ঐ ভূমিহীন পরিবারগুলিকে কি এই ধরণের কোন সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—এটা যেখানে যখনই প্রয়োজন হচ্ছে, তা আমরা দিচ্ছি। এখন তাদের যদি সেই রকম কোন অবস্থা হয়ে থাকে, তাহলে আমরা সেটা অনুসন্ধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার** :—স্যার, ওদের জন্য কি ব্যবস্থা করা হবে, সেটাই আমি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—স্যার, জিরানীয়া ব্লকের অন্তর্গত পার্টলী শিবনগর, পার্টলি, ওয়াকিনগর এই এলাকায় প্রায় ৩১৪টি ল্যাণ্ডলেস ফেমিলী আছে, তার মধ্যে ১১৩ ফেমিলীকে ৫০০ টাকা করে গ্রেণ্ট দেওয়া হয়েছে আর ২০১টি ফেমিলীকে ৩০০ টাকা গ্রেণ্ট দেওয়া হয়েছে।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি যে তথ্য এখানে পরিবেশন করলেন, এটা সত্য কিনা অনুসন্ধান করে দেখবেন কি ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—স্যার, তিনি যদি স্পেসিফিকেলী জায়গার নাম, কয়টি পরিবার, অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র দেন এবং সেটা যদি ঠিক হয়, তাহলে আমরা সেটা অনুসন্ধান করে দেখব।

**শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী** :—স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তখন বলেছিলেন যে তিনি অনুসন্ধান করে দেখবেন, আর এখন বলছেন স্পেসিফিক জায়গার নাম এবং অন্যান্য ডিটেইলস দিলে তিনি সেটা দেখবেন, এটা কি কন্ট্রাডিক্টরী হচ্ছে না ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—স্যার, এটা তো টাকার প্রশ্নে বলছি।

**শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী** :—স্যার, মাননীয় সদস্য বলেছেন সেখানে ৫০০ ভূমিহীন পরিবার আছে, আর মন্ত্রী বলেছেন যে একজনও নেই। আর মাননীয় সদস্য যখন অনুসন্ধান করে দেখতে বলেছেন, তখন মন্ত্রী রাজী হয়েছেন। আবার এখন বলছেন স্পেসিফিক দিতে হবে, এর মানে কি ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—স্যার, আমি বলছি টাকার প্রশ্ন যখন উঠেছে, এটা আমি তদন্ত করে দেখব।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার** :—স্যার, আমি জানি যে তাদেরকে ৫০০ টাকা করে দেওয়া হয়নি। অথচ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে তাদেরকে ৫০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই তার এই তথ্যটা যদি ঠিক না হয়, তাহলে যারা তাঁকে এই তথ্য দিয়েছেন, তাদের বিরুদ্ধে সরকার থেকে কোন প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা, জানতে পারি কি ?

মাননীয় সদস্য যখন বলছেন, তখন নিশ্চয় দেখা হবে।

**শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস** :—সর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান নাম্বার, ৬১০।

**শ্রীশৈলেশ সোম** :—সর্ট নোটীশ কোয়েশ্চান নাম্বার, ৬১০, স্যার।

প্রশ্ন

১) খরাজনিত পরিস্থিতির জন্য ত্রিপুরায় কর্ম্মসংস্থানের ব্যাপক অভাব সরকার কিভাবে মোকাবিলা করতে চান ?

উত্তর

১) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩, স্যার।

প্রশ্ন

১) সরকার কি অরুন্ধতিনগর বাধারঘাটের প্রতাপগড় টি, এষ্টটকে ১৯৬০ সালের ভূমি সংস্কার ও ভূমি রাজস্ব আইন অনুসারে সিলিং এর উপর জমি রাখার অনুমতি দিয়াছেন ?

২) যদি অনুমতি দিয়ে থাকেন কি কারণে দিয়েছেন এবং কত জমি শিলিং-এর উপরে রাখতে দিয়েছেন, এবং

৩) ঐ জমি এখন কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, কিন্তু ঐ অনুমতি সাম্প্রতিককালে বাতিল করা হয়েছে।

২) যেহেতু ঐ ভূমি চা বাগানের জন্য আবশ্যক বিবেচিত হয়েছিল, শিলিং-এর উপর ১৫৯.৯৩ একর ভূমি রাখতে দেওয়া হয়েছিল।

৩) ১৯৬০ইং সনের ত্রিপুরা ভূমি সংস্কার আইনের বিধানমতে উক্ত ভূমি দখল লওয়ার অনুষ্ঠান চলিতেছে।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কোন্ বছরে কত তারিখে এই এ্যাকজাম্পশান বাতিল করা হয়েছে ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—তারিখটা এখন আমার কাছে নেই, তাই আমি জানাতে পারছি না।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই একসজেম্পশানের পরে এই প্রতাপগড় টি এস্টেইট বা যারা জমির মালিক হচ্ছেন একচোয়েলা ত্রিপুরার টি ডেভেলাপমেন্ট টি, কোঃ তাদের যে জমি একোয়ার করা হয়েছিল সে একোয়ারের অর্ডারগুলি বাতিল হয়েছে কিনা ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—এই তথ্য বর্ত্তমানে আমার কাছে নেই।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :—মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে ২৩-৫-৬৩তে তৎকালীন সেটেলমেন্ট অফিসার শ্রী এ, কে, লোধ, এই জমির একসজেম্পশান দেওয়ার বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য করেছিলেন কিনা ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—সে ডিটেইলস আমার কাছে নেই।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি সে নোটে ১৯৫৫ সাল থেকে ওখানে কোন চা বাগান নেই। এই মন্তব্য আছে কিনা ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে ১৯৫৫ সালের পর থেকে গভর্ণমেন্ট এখানে কত জমি একোয়ার করেছেন ? এবং সমগ্র প্লট বা সমগ্র বাগানের জমিটা একোয়ার করার জন্য কোন প্রপোজেল গিয়েছিল কিনা ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি এই জমি থেকে গভর্ণমেন্ট ১৯৫৫ সাল থেকে এক দাগে ৩২·৬৫ একর, এক দাগে ৬·৮০ একর এবং আর এক দাগে ১২·২২ একর এই যে জমি গভর্ণমেন্ট ভেষ্টেড জমি হওয়া উচিত সেটা গভর্ণমেন্ট একোয়ার করেছেন কিনা ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** : —মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে ১৯৫৫ সাল থেকে, যে কাগজগুলি, সেই কাগজগুলি আমার কাছে নেই। নোটিশ করে জানালে আমি বলবো।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে এই যে ৭৪·২৪ একর জমি যেটা পুলিশ ট্রেইনিং কলেজের জন্য একোয়ার করা হয়েছিল সেইটা জাল মেপের ভিত্তিতে করা হয়েছিল এবং অরিজিনাল মেপ একটাও সেটেলমেন্ট অফিসে নেই ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** : —আমার এই রকম কোন তথ্য জানা নেই স্যার।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** : —সাপ্লিমেন্টারী স্যার।

**মিঃ স্পীকার** : —মাননীয় সদস্য আপনি অনেক সাপ্লিমেন্টারী করে ফেলেছেন।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :**—লক্ষ লক্ষ টাকা গভর্ণমেন্টের ভেষ্টেড ল্যাণ্ড বিক্রী করে খোয়া হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটা অসুবিধায় পড়েছি, আমি হাফ অ্যান হাওয়ার ডিসকাশনের জন্য নিতাম কিন্তু আমাদের ৭ দিনের সেসন ৩ দিনে নোটিশ নিতে হয় এবং আমাদের আইন থাকা সত্ত্বেও আমি হাফেন হাওয়ার ডিস্কাশন চাচ্ছি না। মাননীয় স্পীকার স্যার যদি হাফ অ্যান হাওয়ার ডিসকাশনের সময় দেন তাহলে আমি আর সাপ্লিমেণ্টারী বলবো না।

**মিঃ স্পীকার :**—সাপ্লিমেণ্টারী নিয়ম আছে মাননীয় সদস্য।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :**—এই জন্যই বলছি আমাদের অসুবিধার জন্য আমি আর বেশী বলবো না একটা দুইটা করে শেষ করবো।

**মিঃ স্পীকার :**—ঠিক আছে একটা করুন।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :**—মাননীয় মন্ত্রীমশায় কি জানেন যে ১২-১২-৬৯ সালে এ্যাসিস্টেন্ট সেটেলমেন্ট অফিসার শ্রী জে, সি, সাহা যে নোট দিয়েছিলেন সে নোটে দেখা যায় যে অরিজিন্যাল মেপ সেগুলি সেটেলমেন্ট অফিস থেকে খোয়া গেছে। এবং জাল মেপ দিয়ে সেখানে জমি এ্যাকোয়ার করার ব্যবস্থা করা হয়েছে ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :**—এই রকম কোন তথ্য আমার জন্য নেই।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :**—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় সমগ্র ব্যাপারটি তদন্ত করে হাউসকে জানাবেন কি ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, সেটা কি কি জিনিস জানতে হবে। তিনি যদি আবার নূতন করে আমাকে জানান তাহলে আমি চেষ্টা করে দেখবো।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :**—স্যার, আমি যে কোয়েশ্চানগুলি করেছি যেহেতু তিনি এখন জবাব দিতে পারছেন না সেজন্য আমি বলছি তদন্ত করে জবাব দিন।

**মিঃ স্পীকার :**—অনারেবল মেম্বার উনিও বলছেন আপনিও বলছেন আমি কারও কথা বুঝতে পারি নি।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :**—স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় অবগত আছেন কি যে এই বাগানের ডিরেক্টার হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য এবং তিনি হচ্ছেন এই হাউসের একজন এম, এল, এ এবং অনেকগুলি পয়েন্ট করা হয়েছে যার উপর মন্ত্রীমশায় দিতে পারেন নি। সেইটা আমি ডিমাণ্ড করছি যে এই হাউসকে এই সমস্ত তথ্য পরিবেশন করবেন কিনা ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, যে সমস্ত সাপ্লিমেণ্টারী উনি করেছেন সেগুলির উত্তর আমি উনাকে জানাবার জন্য চেষ্টা করবো।

**মিঃ স্পীকার :**—শ্রীপাখী ত্রিপুরা। শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

**মিঃ স্পীকার :**—শ্রীপাখী ত্রিপুরা।

**শ্রীপাখী ত্রিপুরা :**—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৫।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৫ স্যার।

প্রশ্ন

১। রাইমা শর্মার এবছর কতজন কৃষক কৃষি ঋণের জন্য আবেদন করেছেন এবং কতজন কৃষি ঋণ পেয়েছেন এবং

২। যারা ঋণ পান নাই, তাদের আবেদন অগ্রাহ্য হবার কারণ ?

উত্তর

১। ১৫২ জন কৃষি ঋণের জন্য আবেদন করিয়াছেন, তন্মধ্যে ৬১ জন কৃষি ঋণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২। কোন আবেদন অগ্রাহ্য করা হয় নাই। বাকী দরখাস্তগুলি তদন্তাধীন আছে।

**শ্রীপার্থ ত্রিপুরা** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে ওখানে যারা দরখাস্ত দিয়েছেন কৃষি ঋণের জন্য, তাদের ৮৭ জনের দরখাস্ত এখন পর্য্যন্ত আটক আছে, তার ঋণ সরকার এখনও দেন নাই।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—বাকী গুলি তদন্তাধীন আছে।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :—এই তদন্ত কত দিন'এর মধ্যে শেষ হবে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারেন কি ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—যত শীঘ্র সম্ভব চেষ্টা করা হচ্ছে।

**মিঃ স্পীকার** :—শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী।

**শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী** :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬০।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬০।

প্রশ্ন

ক) বর্ত্তমান বৎসরের খরাজনিত অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সরকার বকেয়া ভূমিরাজস্ব, বকেয়া কৃষিদাদন ঋণ আদায় স্থগিত রাখার কোন সিদ্ধান্ত নিয়াছেন কি ?

খ) বকেয়া সরকারী পাওনা আদায়ের জন্য যেসব সার্টিফিকেট মামলা (সার্টিফিকেট কেস) দায়ের আছে সে সম্পর্কে সরকার কোন সিদ্ধান্ত নিয়াছেন, এবং

গ) ১ ও ২নং প্রশ্নের উত্তর না হইলে তাহার কারণ ?

উত্তর

ক) ভূমি রাজস্ব, দাদন ঋণ এবং পুনর্বাসন প্রাপ্ত ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকগণকে প্রদত্ত আদায়এর কার্য শিথিল করা হইয়াছে।

খ) আপাততঃ খরা পরিস্থিতি অবসান না হওয়া পর্যন্ত ভূমি রাজস্ব, দাদন ঋণ ও পুনর্বাসন প্রাপ্ত ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকগণকে প্রদত্ত ঋণ আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্য স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই আদেশ কেবলমাত্র অসমর্থ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু যাহারা আদায় করিতে ইচ্ছুক তাদের বেলায় নহে।

গ) প্রশ্নের (ক) ও (খ) আইটেমএর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

**শ্রীসুশীলরঞ্জন সাহা** :—যে সমস্ত কৃষকদের কৃষি ঋণ বর্ত্তমানে আদায় করা স্থগিত আছে, পুনরায় তাদের ঋণ দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, যাদের নাকি ঋণ আছে, এই রকম আমাদের ডিরেকশান আছে যে প্রয়োজন হলে তাদেরকে পুনরায় ঋণ দিয়ে সাহায্য করা যেতে পারে।

**শ্রীমধুসূদন দাস** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে কারা কারা সমর্থ, কারা কারা সমর্থ নয়, কি ভাবে ঠিক করবেন।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—যাদের ঠিক করবার জন্য সরকার থেকে রাখা হয়েছে, তারাই ঠিক করবেন।

**শ্রীমধুসূদন দাস** :—এমন কেস আমার মহকুমায় আমার জানা আছে যেটা নাকি একবার ঋণ নিয়েছিল এবং পুনরায় ঋণের জন্য দরখাস্ত করেছিল অন্য জায়গা দিয়ে তাদের ঋণ দেওয়া হয় নাই। তারা যাতে ঋণ পেতে পারে, সরকার থেকে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—সেটা হয়তো দেওয়া হবে। দিতে অনেক সময় দেরী হয়। যে টাকা ছিল সেটা হয়তো ফুরিয়ে গেছে, এখান থেকে টাকা গেলে দেওয়া হবে।

**শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা** :—টাকা আছে স্যার। এস, ডি. ও মহাশয় বলেছেন যে একবার ওরা ঋণ নিয়েছে, সেইজন্য তাদের দেওয়া হয় নাই। তাহলে আমার মনে হচ্ছে প্রশাসনের কোন সরকারের এস, ডি, ওর কাছে পৌঁছায়নি বা এস, ডি, ও মহাশয় ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করছেন। সরকার'এর দেওয়ার ইচ্ছা আছে, তারা তবুও পাচ্ছে না, তার জন্য কি ব্যবস্থা সরকার করছেন ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—মাননীয় সদস্য আমাকে কেস দিলে আমি তদন্ত করে দেখব।

**শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা** :—আমি তাদের নাম বলতে পারি। শ্রীলালচাঁদ দাস, ডানকানবাড়ী, ঋণ চেয়েছে, দরখাস্ত করেছে, কিন্তু এস, ডি, ও বলেছেন যে তিনি গত বছর ঋণ নিয়েছে তাই ঋণ পায়নি। অন্য জায়গা দিয়ে ঋণ নিতে চেয়েছিল, কিন্তু তাকে ঋণ দেওয়া হয়নি, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তদন্ত করে দেখবেন কি ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—তদন্ত করে দেখব।

**শ্রীপাখী ত্রিপুরা** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি রাইমা শর্মা বর্ত্তমানে খরা জনিত অবস্থায় অক্ষম ব্যাক্তিদের কাছ থেকে ডুম্বুর বাধের তাগিদে রাজস্ব থেকে আরম্ভ করে খাজনা পর্যন্ত আদায় করা হইতেছে ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—মাননীয় স্পীকার; স্যার, আমরা একথা বলেছি যে যারা দিতে পারে, তাদের থেকে নেওয়া হচ্ছে। যারা দিতে পারছে না তাদের থেকে জোর করে নেওয়া হচ্ছে না, তাদের ক্ষেত্রে শিথিল করা হয়েছে।

**শ্রীপাখী ত্রিপুরা** :—যারা দিতে পারেনা, এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভিত্তিটা কি ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—যে দিতে চায় তার উপর ভিত্তি করেই হয়।

**মিঃ স্পীকার** :—শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা।

**শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা** :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৬১ স্যার।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৬১।

প্রশ্ন

১) বর্ত্তমানে কৃষকদের কৃষি ঋণ দেওয়ার পদ্ধতি কি ?

২) কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কৃষকদের কৃষি ঋণ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কি ?

৩) যদি না থাকে, তাহলে সরকার এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন কি ?

উত্তর

১) হালের বলদ, বীজ এবং কৃষি যন্ত্রাদি ক্রয় করার জন্য দুঃস্থ কৃষকগণকে ১০০ টাকা হইতে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত সরকার হইতে কৃষি ঋণ দেওয়া হয়। দায়িত্বশীল অফিসার কর্তৃক তদন্ত ক্রমে জমি দায়া বন্ধ রাখিয়া উপযুক্ত ক্ষেত্রে এই ঋণ দেওয়া হয়। যে সকল কৃষকের জমি আছে কিন্তু বন্দোবস্ত হয় নাই, তাহাদের প্রত্যেককে যুক্ত বণ্ডে ১০০ টাকা পর্য্যন্ত কৃষি ঋণ দেওয়া হয়।

২) হাঁ।

৩) প্রশ্নের দুই নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

**শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা** :—কো-অপারেটিভ ব্যাংক কি ভাবে কৃষকদের কৃষি ঋণ দেয়। কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে অথবা ইনডিভিজুয়েল কৃষকদের কৃষি ঋণ কো-অপারেটিভ ব্যাংক থেকে দেওয়া হয় কি ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—এটা কো-অপারেটিভ সোসাইটির মারফত দেওয়া হয়।

**শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা** :—ইনডিভিজুয়েল কৃষককে কৃষি ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—এটা আইনগত ভাবে যেভাবে দেওয়া যায়, সেই ভাবে দেওয়া হচ্ছে।

**শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা** :—কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ছাড়া, অন্যান্য ব্যাঙ্ক যেমন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক থেকে কৃষি ঋণ দেওয়া হয় কি, এবং কিভাবে দেওয়া হয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—সেটা আমার জানা নেই।

**শ্রীআবদুল ওয়াজিদ** :—মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে দেড় হাজার পর্যান্ত এগ্রিকালচার ঋণ দেওয়া হয়, কিন্তু ব্লক অফিসার অর্থাৎ এস, ডি, ও চারশত টাকার বেশী দিতে পারেন না; মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—চার শত টাকার উপর এস, ডি, ও দিতে পারে আমরা সেকথা বলিনি, আমরা বলেছি যে কৃষি ঋণ দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে পারা যায় এবং তার জন্য যিনি নাকি দায়িত্বশীল অফিসার, তাঁর তদন্তক্রমে, প্রসিডিউর আছে, সেই অনুসারে দেওয়া হয়।

**শ্রীআবদুল ওয়াজিদ** :—দায়িত্বশীল অফিসার কে বলবেন কি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—সাবডিভিশন্যাল অফিসার থেকে এনকোয়ারী হয়ে এলে তারপর ডি, এম দিতে পারেন।

**শ্রীআবদুল ওয়াজিদ** :—ধর্মনগর থেকে অনেকেই এইভাবে চেয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত এইরকম কোন লোন পায়নি, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তদন্ত করে দেখবেন কি?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** : কেউ পায় নি এটা ঠিক নয়, আমি যখন ঐদিকে ট্যুরে গিয়েছিলাম দেখেছি অনেকে পেয়েছে।

**শ্রীআবদুল ওয়াজিদ** :—দেড় হাজার টাকার পরিমাণ টাকা স্যাংশান হয়েছে, কিন্তু চারশত টাকার উপর কেউ পায় নাই।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—সাবডিভিশন্যাল অফিসারের কাছে যারা দরখাস্ত করেছেন, তারা হয়ত পান নাই, ডি, এম'এর কাছে যারা দরখাস্ত করেছে তাঁরা কেউ কেউ পেয়েছেন।

**শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী** :—ডি, এম, দেড় হাজার টাকা দিতে পারেন না, ডি, এম এক হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে পারেন স্যার।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—ডি, এম, এক হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে পারেন, কিন্তু ষ্টেট গভর্ণমেন্ট এক হাজারের উপর দিতে পারেন।

**শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা** :— অমরপুরে শচীন্দ্র দাস, মোহনলাল দাস এবং নগেন্দ্র মজুমদার, এই তিন ব্যক্তি প্রায় দুই আড়াই মাস আগে তাদের ১ হাজার করে ঋণ চেয়ে দরখাস্ত করেছিলেন আমাদের হাকিম মহাশয় সেট রিকম্যাণ্ড করে পাঠানোর পরও সরকার থেকে সাবসিডি দিয়ে যে তিন খানা পাম্প সেট দিয়েছিল, পাঁচ অশ্ব চালিত কিন্তু অদ্য পর্যন্ত সেই টাকাটা না পাওয়ার কারণ কি? সেটা তদন্ত করে দেখবেন কি?

**মিঃ স্পীকার** :—এটা পাম্প সেটের বিষয়, অতএব এত প্রশ্ন এখানে আসেনা।

**শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা** :—উনি বলেছেন দিচ্ছেন স্যার, আমরা বলছি দিচ্ছেন না। এই যে না দেওয়া, এই যে একটা গাফিলতি সেটা তদন্ত করে দেখবেন কি? এই খরা পরিস্থিতি,

মোকাবিলা করার জন্য দেড়হাজার টাকার পাম্প সেট কেনার জন্য সরকার দিয়ে দিলেন যেখানে, সেখানে তারা পাচ্ছেননা, তার কারণ কি ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী:**—মাননীয় স্পীকার, স্যার, উনি পাম্প সেটের জন্য টাকাটা চেয়েছেন, এখন পাম্প সেটের কি ব্যাপার সেটা আলাদা ভাবে প্রশ্ন করলে আমি খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি।

**শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :**—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে ত্রিপুরা সরকার দেড় হাজার পর্যান্ত ইচ্ছা করলে স্যাংশান করতে পারেন। এইবার খরা পরিস্থিতির জন্য যেহেতু দেশে খরা চলেছে, সেহেতু কৃষকদের মধ্যে আরও ফসল জন্মাবার জন্য উৎসাহ এসেছে, এই জন্য সরকার যে সমস্ত কৃষকরা সরকারের কাছ থেকে সাবসিডিতে পাম্প সেট নিতে চায় অথচ অর্থের সংস্থান নেই সেই সমস্ত কৃষকদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত লিবারেলী সেই ঋণ স্যাংশান করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা সরকার নেবেন কি না ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :**—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার মনে হয় এটা একটা আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যাবে।

**শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :**—স্যার, আলাদা প্রশ্ন করার কথাই উঠেনা। তিনি বলেছেন সরকার ১৫০০ টাকা করে দেন। সেখানে আমার বক্তব্য হল যে এই যে ১৫০০ টাকা দিচ্ছেন যে সমস্ত কৃষকদের বিশেষ করে পাম্পিং সেট কেনার জন্য যাদের জমি আছে এবং জমি বন্ধক দিতে পারে তাদের ব্যাপারে এই স্যাংসনটা লিবারেল করে দেবার জন্য সরকার ব্যবস্থা নিবেন কিনা। কাজেই এটা উইদিন দি জুরিসডিকশন অব দি কোয়েশ্চান।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :**— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের সংগে এর সম্পর্ক আছে। কাজেই দুই ডিপার্টমেন্ট বসে আলোচনা না করলে এটা বলতে পারছি না। কাজেই আলাদা একটা প্রশ্ন করলে ভাল হয়।

**শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :**—স্যার, তিনি বলতে পারেন বিবেচনা করে দেখতে পারেন। আলাদা প্রশ্ন দরকার হয় না।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :**— বিবেচনা করার অর্থ অর্দ্ধেকটা অ্যাস্যুরেন্স দিয়ে দেওয়া। কাজেই আমি বলেছি আলাদা প্রশ্ন করে আমি দেখতে পারি।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী**—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কৃষকদের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে এই যে ১০০০ টাকা মঞ্জুর করার ক্ষমতা এস, ডি, ও দের দিবেন কি ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :**—আইনগত ভাবে যেটা চলে আসছে সেটাই দেওয়া হচ্ছে। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে এস, ডি, ও কেও ক্ষমতা দেওয়া হবে।

**শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :**—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি উনি যে ১৫০০ টাকা করে কৃষি ঋণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন সেটা কতজন কৃষককে দেওয়া হয়েছে ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :**—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

**শ্রীমধুসূদন দাস** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কো-অপারেটিভের মধ্য থেকে যে কৃষি ঋণ দেওয়া হয় এবং এস, ডি, ও, বি, ডি, ও, রা যে কৃষিঋণ দেন এর মধ্যে সুদের ডিফারেন্সটা কি এবং কোনটার সুদ বেশী ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

**শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত** :—এই হাউসে যে ১২০০ টাকা কৃষিঋণ দেবার কথা ঘোষণা করা হয়েছে সেটা আগে কৃষকদের কাছে বা এস, ডি, ও এবং ডি, এম,কে বা অন্য কোন এজেন্সীকে জানানো হয়েছিল কিনা ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা পুরনো রীতি যে ১০০০ টাকা করে দেওয়া হয়।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার**— স্যার এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বাঁচার প্রশ্ন। আমার একটা সাপলিমেনটারী। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কৃষকদের ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ইট শুড বি ক্ল্যারিফাইড যে ইউজুয়াল কোর্সে কো-অপারেটিভ থেকে যে লোনটা পায় এবার খরা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অ্যাডিশন্যাল কোন লোন এই সোসাইটির মেম্বারদের দেওয়া হবে কিনা ?

**শ্রী শৈলেশ রঞ্জন সোম**— স্টেট কো-অপারেটিভকে কতগুলি নিয়মের ভিতর দিয়ে চলতে হয় এবং সমবায় সমিতিগুলি ঋণ দান করেন। কোন ইনডিভিডুয়ালের মাধ্যমে নয়। সুতরাং কতগুলি প্রভিশান এর মধ্যে আছে যেগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইনডিয়ার সঙ্গে আলোচনা করে করতে হয়। কাজেই হঠাৎ করে কো-অপারেটিভ এটা করতে পারে না। সমবায় সমিতি-গুলির বিধান আছে যে পরবর্তী ঋণ পেতে হলে পূর্ববর্তী ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সেটা দেওয়া হবে না।

**শ্রী যতীন্দ্র কুমার মজুমদার**— এই যে বিষয়টা এল, মাননীয় মন্ত্রী বললেন ঠিকই। কো-অপারেটিভ এ্যাক্ট অনুসারে আগের ঋণ আদায় না হলে দেওয়া যায় না। কিন্তু খরা জনিত পরিস্থিতিতে তারা অনেক ক্ষেত্রে রিলেকসেসান দিয়েছেন যে আগে যারা ঋণ নিয়েছেন তাদের ঋণ ফেরত না পাওয়া গেলেও তাদের ঋণ দেবেন। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এই বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে বলেছে কিনা যে এই অবস্থায় ঋণ দেওয়া যেতে পারে কিনা সেটা বিবেচনা করে দেখতে ?

**শ্রী শৈলেশ রঞ্জন সোম**— অভার ডিউ যেটা আছে সেটা পরিশোধ না করলে তারা দিতে পারে না।

**মিঃ স্পীকার**— শ্রীঅনিল সরকার।

**শ্রী অনিল সরকার** কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭৫।

**শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী**— মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭৫।

| প্রশ্ন | উত্তর |
| --- | --- |
| ১। তেলিয়ামুড়া ব্লকে ১৯৭২ সালে এ পর্যন্ত কতজনকে কৃষি ঋণ দেওয়া হয়েছে তার সংখ্যা ও প্রদত্ত ঋণের মোট টাকার পরিমাণ ; | ১। ৮১০ জন কৃষককে ১,০৪৫ টাকা কৃষি ঋণ দেওয়া হয়েছে। |
| ২। কৃষ্ণপুর গাঁও সভার এলাকার জনৈক ধীরেন্দ্র চন্দ্র রায়, যিনি কৃষক নন যার চাষযোগ্য জমি নাই, তাকে কৃষিঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে এবং কত টাকা ; | ২। ডি এম কলোনীর শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র রায়কে ৩০০ টাকা কৃষি ঋণ দেওয়া হয়েছে। তিনি একজন কৃষক এবং তার দুই একর টিলা এবং কয়েক একর লুঙ্গা জমি আছে |
| ৩। ইহা কি সত্য গত ১লা নভেম্বর ৭২ ইং খোয়াই মহকুমা শাসকের অফিসে ডেপুটেশনে একদল প্রতিনিধি এবং ১৬ নভেম্বর তেলিয়ামুড়া ব্লক অফিসে ডেপুটেশনে আর একদল প্রতিনিধি এই বিশেষ ব্যাক্তির কৃষিঋণ পাবার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তদন্ত করার জন্য আবেদন করেছিলেন ; | ৩। হাঁ। |
| ৪। যদি সত্যি হয়, এই সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ? | ৪। বিষয়টি তদন্তাধীন আছে |

**মিঃ স্পীকার**— শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস।

**শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস**— কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৪১।

**শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** - মাননীয় স্পীকার, স্যার কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৪১।

| প্রশ্ন | উত্তর |
| --- | --- |
| ১। ডি এম, (নর্থ) অধীনে মোট কতটি পদ গেজেটেড ও নন গেজেটেড আছে উহার মধ্যে কতপদ খালি আছে ? | ১। গেজেটেড পদের সংখ্যা ২৬টি খালি পদের সংখ্যা ৭ ; নন-গেজেটেড পদের সংখ্যা ৫৬ খালি পদের সংখ্যা ৯। |

**শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস**— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই গেজেটেড পদ এবং নন-গেজেটেড পদ খালি থাকার জন্য সেখানে সরকারের কাজ কর্ম করতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না কি ?

**শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী**— মাননীয় স্পীকার, স্যার, যেখানে পদের সংখ্যা ২৬ এবং ৭ জন কর্মচারী নেই, নিশ্চয় সেখানে কিছু অসুবিধা হচ্ছে।

**শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস**— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি, কি জন্য এত দিন পর্যন্ত এই পদগুলি পুরণ করা হয় নি ?

**শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরি**— সেগুলি কেন পুরণ করা হয়নি সেটা এখন বলতে পারছি না। তবে পুরণ করার চেষ্টা হচ্ছে।

**শ্রী সুশীল রঞ্জন সাহা**—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কতদিন যাবত এই পদগুলি খালি পড়ে আছে ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী**— সেই উত্তরও আমি এখন দিতে পারছি না

**শ্রী সুবলচন্দ্র বিশ্বাস**—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন খালি পদগুলির জন্য কোন কর্মচারী বা লোক পাওয়া যাচ্ছে না, এই জন্যই পদগুলি খালি পড়ে আছে কি না ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী**— কি ব্যাপারে খালি রয়েছে আমি বলতে পারব না নিশ্চয় কোন অসুবিধা রয়েছে।

**শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা**— কোন্ কোন্ পোষ্ট সেখানে খালি আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী**— অ্যাডিশন্যাল সাবডিভিশন্যাল অফিসার ৩ জন, সাব-ডেপুটি কালেক্টর ১ জন, রেভিনিউ অফিসার ১ জন ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার ২ জন।

**শ্রী সুবল চন্দ্র বিশ্বাস**—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যেহেতু যোগ্য বেকার পাওয়া যাচ্ছে না বলেই পদগুলি খালি পড়ে আছে ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী**—যোগ্য বেকারের প্রশ্ন নয়, অন্য প্রশ্ন ও থাকতে পারে।

**শ্রী কালিপদ ব্যানার্জি**— বি, ডি, ও, র অভাবে ব্লক চলছে কি করে। দুটি ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের পোষ্ট খালি আছে কি করে কাজ চলছে।

**শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** — যে অফিসারের পদ খালি আছে তাতে নিশ্চয়ই অসুবিধা হচ্ছে অন্য অফিসারদের দিয়ে কাজগুলি করানো হয়।

**শ্রী সুশীল রঞ্জন সাহা**—যোগ্য পদের জন্য যোগ্য বেকার লোক কি আছে না নাই ? যোগ্য ব্যক্তির জন্য খালি আছে না ইচ্ছাকৃত খালি আছে।

**শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী**—এখন বি, ডি, ব্লকের যে ভেকেন্সি আছে সেখানে পি, ই, ওদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। বেকারদের মধ্যে নিশ্চয়ই যোগ্য লোক আছে এবং সেখানে তাদের নেওয়া হবে না অন্য কোথাও থেকে নেওয়া হবে সেগুলি সরকার বিবেচনা করে দেখছেন।

**মিঃ স্পীকার—শ্রী** বিনোদ বিহারী দাস।

**শ্রীবিনোদ বিহারী দাস—** প্রশ্ন নং ৪৯৪।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—** প্রশ্ন নং ৪৯৪।

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত মেলাঘর বাজারের উন্নয়নের জন্য সরকারের কোনও পরিকল্পনা আছে কি না,

২। বাজারের ড্রেইনেজ সিস্টেম আছে কি না;

৩। যদি না থাকে তাহা করার কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি এবং,

৪। থাকিলে কবে পর্যান্ত কার্যকরী হবে?

উত্তর

১। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মেলাঘর বাজার উন্নয়নের প্রস্তাব আছে।

২। বর্তমানে ড্রেইনের সিস্টেম নাই।

৩। ও ৪। প্রশ্নের ১নং আইটেমের উত্তর দ্রষ্টব্য।

**শ্রীবিনোদ বিহারী দাস:** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি মেলাঘর বাজারে অতি অল্প পরিমাণ বৃষ্টি হলেও প্রচুর পরিমাণ জল আটকে থাকছে সেই সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন কিনা?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী।—** সরকারের সেটা জানা আছে সেজন্য উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

**মিঃ স্পীকার:—** শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ।

**শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ:—** প্রশ্ন নং ৪৯৮।

**মিঃ স্পীকার:—** কোয়েশ্চান নং ৪৯৮।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী:—** প্রশ্ন নং ৪৯৮

প্রশ্ন

১) উদয়পুর মহকুমার কাকড়াবন বাজার গত বৎসর এবং বর্তমান বৎসরে কত টাকায় ইজারা দেওয়া হইয়াছে?

২) কাকড়াবন বাজার সরকারী উদ্যোগে কোন উন্নয়ন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় জনসাধারণের যে অসুবিধা হইতেছে তাহা সরকার অবগত আছেন কিনা?

৩) যদি থাকেন তবে উক্ত বাজারের উন্নতি কল্পে সরকার হইতে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে কিনা?

উত্তর

১) গত বৎসরের ইজারার টাকার পরিমাণ ৮০৩ টাকা। এই বৎসরের ইজারার টাকার পরিমাণ ৮৫১ টাকা।

২) পণ্য দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের আরও সুবিধার্থে বাজারগুলির উন্নয়নের জন্য সরকারের একটি স্কীম আছে।

৪) চতুর্থ পরিকল্পনার অবশিষ্ট সময় মধ্যেই বাজারটির উন্নতির ব্যাপার চিন্তা করা হইতেছে এবং সেই অনুযায়ী প্লেন, এষ্টিমেট তৈরী হইতেছে।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি এই যে বাজার ইজারা দেওয়া হয় তাতে বাজার পরিস্কার রাখা ইজারার একটি কনডিশান কিনা।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—এটা এখনই বলতে পারলাম না স্যার।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী** :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে বাজারে ইজারাদারা বাজার পরিস্কার রাখার জন্য ঝাড়ুদারদের দিয়ে তারা তোলা আদায় করছে।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ইজারার সর্তগুলি আমার কাছে নেই যদি সেপারেট কোয়েশ্চান করা হয় তাহলে ইজারার শর্তগুলি আমি বলে দেব।

**মিঃ স্পীকার** :— শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া।

**শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া** :—প্রশ্ন নং ৫২৮।

**শ্রীশৈলেশ সোম** :— প্রশ্ন নং ৫২৮।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, আই, টি, আই ট্রেনিং প্রাপ্ত ছাত্ররা মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশানুসারে উন্নয়ন দপ্তরে চাকুরী প্রার্থী হিসাবে তাহাদের নামের তালিকা দাখিল করিয়াছেন ; এবং

২। যদি সত্য হয় তবে ঐ তালিকা হতে এ পর্যন্ত কতজনকে চাকুরী দেওয়া হইয়াছে?

উত্তর

১। শিল্প দপ্তর এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নহে ;

২। প্রশ্ন আসে না।

**শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার** :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি বলতে পারেন ট্রেনিং প্রাপ্ত ছাত্র কতজন বেকার আছে। আই, টি, আই থেকে ট্রেনিং প্রাপ্ত এমন ছাত্র কতজন বেকার আছে

**শ্রীশৈলেশ সোম :**— ১৯৬০-১৯৭২ সালের জুলাই পর্যন্ত আমাদের ৯৮৫ জন ছাত্র ইন্দ্রনগর আই, টি, আই, হতে পাশ করেছে।

**শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার :**— তার মধ্যে কতজন সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত হয়েছে।

**শ্রীশৈলেশ সোম :**— ৩১-৭-৭২ পর্যন্ত ৭৫ জন পাশ করা ছাত্রের চাকুরী হয়েছে।

**শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার :**— তাহলে ইণ্ডাস্ট্রী ডিপার্টমেন্ট সেই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয় এই কথা ঠিক নয়। এটা কি মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলতে পারেন...

**শ্রীশৈলেশ সোম :**— মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশ্নটা ছিল মন্ত্রীর নির্দেশানুসারে উন্নয়ন দপ্তরে চাকুরীর প্রার্থী হিসাবে তাহাদের নামের তালিকা দাখিল করেছেন কিনা।

**মিঃ স্পীকার :**— শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত।

**শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :**— প্রশ্ন নং ৫৪৮।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :** — প্রশ্ন নং ৫৪৮।

প্রশ্ন

১) বিগত পাক-ভারত যুদ্ধে কমলপুর মহকুমায় ক্ষতিগ্রস্থ নাগরিকদের ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ? ক্ষতিগ্রস্থদের কবে পর্যন্ত সাহায্য দেওয়া হইবে ?

উত্তর

১) বিগত পাক-ভারত যুদ্ধে কমলপুর মহকুমায় ক্ষতিগ্রস্থ নাগরিকদের এ পর্যন্ত ৬৯,৩০৭.৬২ টাকা গ্রেচুইটিস রিলিফ হিসাবে অর্থ সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

**শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :**— যে অর্থ দেওয়া হয়েছে সেটি সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল তবে কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী যুদ্ধের সময় কেন্দ্র থেকে অর্থ বরাদ্দ চেয়েছেন কি না ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :**— তাদের ফারদার এসিসটেন্স দেবার জন্য ৮,২৫,১০০ টাকা ডি, এম, এণ্ড কালেক্টারের কাছ থেকে পাওয়া গিয়াছে।

**শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :**— এই অর্থ মঞ্জুরীর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কাগজ এসেছে রিকম্যাণ্ডেশান এসেছে এবং সেই কাগজ ডি, এম, এর কাছ থেকে কবে গিয়েছে।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :**— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বললাম ৮,২৫,১০০ টাকা ফার্দার সাহায্য দেওয়া হবে ৪,৮১৪ জন লোককে।

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—** কবে পর্যন্ত এই ক্ষতিগ্রস্থ লোকেরা পাবে আশা করতে পারে ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—** শীঘ্রই পাওয়া যাবে কমপ্লেটিং আর অলমোষ্ট কমপ্লিট।

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—** এই পাক ভারত যুদ্ধের ফলে ত্রিপুরার বিভিন্ন সীমান্ত অঞ্চলে তাদের বেলায় সরকার কি করেছেন।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—** আই ডিমান্ড নোটিশ

**মিঃ স্পীকার :—** শ্রীগুনপদ জমাতিয়া।

**শ্রীগুণপদ জমাতিয়া :** — প্রশ্ন নং ৫৬১।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :** — প্রশ্ন নং ৫৬১।

প্রশ্ন

১) বর্তমান আর্থিক বৎসরে উদয়পুর মহকুমায় কতজন ভূমিহীনকে পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে ?

২) তাহার মধ্যে কোন্ এলাকায় কতজনকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে

৩) যদি পুনর্বাসন দেওয়া না হইয়া থাকে তাহার কারন কি ?

৪) কবে পর্যন্ত উক্ত পুনর্বাসন দেওয়া হইবে ?

উত্তর

১) কোন প্রস্তাব নাই।

২), ৩), ৪) প্রশ্নের ১নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

**শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ভূমিহীনদের ভূমি উদয়পুরে দেওয়া হয়েছে জুমিয়াদের অর্থাৎ আদিবাসীদের জুমিয়া পরিকল্পনায় গত বছর দেওয়া হয়েছিল কি না। হয়ে থাকলে কোথায় এবং সিডিউল্ড কাষ্ট ভূমিহীনদের ভূমি দেওয়া হয়েছে কি না এবং তার জন্য অর্থ দেওয়া হয়েছিল কি না ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—** ৩৭ জন ল্যাণ্ডলেস পরিবারকে ভূমি দেওয়া হয়েছিল এবং কৃষির জন্য দেওয়া হয়েছে গর্জিছড়া মৌজাতে ৫ জনকে, বাগমায় ২০ জনকে, গর্জি রিজার্ভ ফরেষ্টের ৫ জন, বাইয়াবাড়ীতে ৭ জন।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই এলাকায় অনেক জুমিয়া ভূমিহীন দীর্ঘদিন যাবত খাস জমি দখল করে রেখে পুনর্বাসনের জন্য দরখাস্ত করেছেন ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—** খাস জমি অনেকের দখলে আছে সেটি সরকারের জানা আছে এবং তার জন্য তারা দরখাস্তও করেছে কিন্তু সেগুলি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে খোঁজ করে বের করা হচ্ছে যাতে সেগুলি রিজার্ভ ফরেষ্ট থেকে রিলিজ করে দিতে পারা যায় তার জন্য বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। এবং ডিউরিং দি ইয়ারের মধ্যে হোমস্টেড-এর জন্য সেগুলিকে দেওয়ার ব্যবস্থা করে হচ্ছে।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে কৈলাসহরে ছ'কোটি ফরেষ্ট অঞ্চলে বহু ভূমিহীন পরিবার তাদের নিজেদের চেষ্টায় সেখানে পুনর্বাসন লাভ করেছে?

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য, আপনার প্রশ্নটা হচ্ছে কৈলাসহরের, কিন্তু এখানে প্রশ্নটা এসেছে, সেটা হচ্ছে উদয়পুরের সম্বন্ধে, কাজেই আপনি কৈলাসহর সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলে ফ্রেস প্রশ্ন করতে পারেন।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—** স্যার, আমি জানতে চাইছি যে এইরকম বহু ভূমিহীন পরিবার তাদের নিজেদের চেষ্টায় কৈলাসহর এবং অমরপুর সাব-ডিভিশনে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে নিয়েছে এটা সত্য কিনা।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—** স্যার, উনি যদি সেপারেট কোয়েশ্চান করেন, তাহলে আমি সেটার উত্তর দিতে পারি।

**শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমার উদয়পুর সাব-ডিভিশনে রাজেন্দ্রনগরে গত বছর কত ট্রাইবেল ফেমিল কে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে বলতে পারেন কি?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—** এটা আমার একুনি জানা নেই।

**শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তাহলে আমার উদয়পুর সাব-ডিভিশনের ফুলকুমারীতে গত বছর কতজন সিডিউলড্ কাস্টকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, বলতে পারেন কি?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—** আমি যে ৩১ জনের কথা জানি, সেটা বলেছি, এছাড়া অন্য কিছু আমার জানা নেই।

**শ্রীতাপস দে :—** মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে ৩১ জনের কথা বল্লেন, তার মধ্যে ২০ জনকে বাগমা এলাকায় পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে বলে বল্লেন, তারা বাগমা এলাকার কোন জায়গায় পুনর্বাসন পেয়েছে বলতে পারেন কি?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—** ঠিক কোন জায়গায় দেওয়া হয়েছে, এরজন্য নূতন করে প্রশ্ন করলে তবেই জবাব দিতে পারব।

**শ্রীতাপস দে :—** স্যার, এটা তো রিলেটেড কোয়েশ্চান, এরজন্য আবার নূতন করে প্রশ্ন দেওয়ার কি আছে বুঝতে পারছি না। উনি নিজেই বলেছেন যে ২০টি পরিবারকে বাগমা

এলাকায় পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। এখন বাগমা এলাকার মধ্যে কোন্ জায়গায় পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, সেটাই আমি জানতে চাইছি।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :**— ঠিক কোন জায়গায় দেওয়া হয়েছে, তা আমার জানা নেই।

**শ্রীবাজুবন রিয়াং :**— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৭১।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :**— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৭১, স্যার।

| প্রশ্ন | উত্তর |
| --- | --- |
| ১) ইহা কি সত্য যে বিলোনীয়ার কাঠালিয়াচড়া গাঁওসভার অন্তর্গত উত্তর তকুমাছড়া এলাকার গাঁও প্রধান এর পক্ষ পাতিত্বের জন্য উত্তর তাকমার শ্রীজারমনি রিয়াং একাই সরকারী সাহায্য হিসাবে এই বছরে বীজ ধান ১০ কে. জি., দাদন লোন ৩০.০০ টাকা কৃষিঋণ ২০০.০০ টাকা ও তার পরিবারের অন্যান্য তিন জন দাদন লোণ পাইয়াছে--এই মর্ম্মে অভিযোগ গত ৩-১০-৭২ তারিখে 'সারা ভারত কৃষক সভার' নেতৃত্বে ডেপুটেশান দেওয়ার সময় এস, ডি, ও মহাশয় পাইয়াছেন কি ? | হ্যাঁ। |
| ২) পেয়ে থাকলে কি কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ? | রেকর্ড আলোচনায় প্রকাশ পায় যে জারমনি রিয়াং ২০০ টাকা কৃষি ঋণ এবং ৩০ টাকা দাদন ঋণ পাইয়াছিল। যেহেতু উক্ত উভয় সুবিধা একই ব্যক্তি পাইতে পারে না, তজ্জন্য দাদনের ৩০ টাকা তাহার নিকট হইতে সংগে সংগেই আদায় ক্রমে ট্রেজারীতে জমা দেওয়া হইয়াছে। তাহাকে ধান্য বীজ এবং তাহার পরিবারের কাহাকেও দাদন ঋণ দেওয়া হয় নাই। |

**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী** :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৪৯।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৪৯, স্যার,

| প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|
| ১) সাব্রুম মহকুমায় মোট ভূমিহীন কৃষক পরিবারের সংখ্যা কত ? | ...৭২৫ জন |
| ২) ভূমিহীনকে ভূমিদান পরিকল্পনায় এই পর্যন্ত কত পরিবারকে ভূমি দেওয়া হইয়াছে ? | ২৯৯ জনকে। |
| ৩) বাকী ভূমিহীনদের ভূমি দেওয়া সম্পর্কে সরকার কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ? | অবশিষ্ট ভূমিহীনদিগকে ভূমি দেওয়ার কাজ চলিতেছে। |

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই যে ভূমিহীনদের ভূমি দান করা হয়, এতে তাদের কত পরিমাণ ভূমি দেওয়া হয় জানাবেন কি ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :— ২ ষ্টেণ্ডার্ড একর।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে অনেক ভূমিহীন ২ ষ্টেণ্ডার্ড একরেরও বেশী ভূমি দীর্ঘদিন যাবত দখল করে বসে আছেন, তাদেরকে কেন ফেমিলী হোল্ডিং বেশী ভূমি দখলে রাখতে দেওয়া হল ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :— এটা তো ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্ট, নাইনটিন সিক্‌টি অনুসারে দেওয়া হয়েছে।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা কি অস্বীকার করবেন যে অনেক ভূমিহীনকে ২ ষ্টেণ্ডার্ড একরের বেশী দেওয়া হয় নি।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :— যখন দেওয়া হয়েছিল, তখন ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্স ইনফোর্স ছিল না।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :— ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্ট ১৯৬০ পাস হওয়ার পরেও যে সমস্ত জুমিয়াকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, তাদের অনেককে ২ ষ্টেণ্ডার্ড একরের বেশী ভূমি দেওয়া হয়েছে, এটা আপনার জানা আছে কি ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :— স্যার, এই আইনটি পাশ হওয়ার পর, আইনের বাইরে কাউকে কিছু দেওয়া হয় নি।

**শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা** :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯২।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯২, স্যার,

প্রশ্ন

১) ধর্মনগরের রাঘনা এবং ভাগ্যপুর অঞ্চলে বিগত পাক ভারত যুদ্ধের জনসাধারণের ক্ষতির পরিমাণ কত ?

২) যুদ্ধের সময়ে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের ক্ষতিপূরণ করা হয়েছে কি ?

উত্তর

১) বিগত পাক-ভারত যুদ্ধে ধর্মনগর মহকুমার রাঘনা এবং ভাগ্যপুর গ্রামে জনসাধারণের কোন ক্ষতি হয় নি।

২) প্রশ্নের ১নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

**শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা** :— রাঘনা এবং ভাগ্যপুর অঞ্চলে মিলিটারী লোকদের জন্য যে সব টেন্ট করা হয়েছিল, তাতে সেখানকার জনসাধারণের অনেক ক্ষতি হয়েছে। কাজেই তাদের সেই ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা সরকার কি বিবেচনা করবেন না ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :— স্যার, আমি বলেছি যে ঐ দুইটি গ্রামের কোন ক্ষতি হয় নাই।

**শ্রীরাধারমন নাথ** :— স্যার, ঐ সব অঞ্চলে মিলিটারীদের থাকার জন্য যে সব টেন্ট করা হয়েছে, তাতে ঐ অঞ্চলের জনসাধারণের গাছপালা এবং বাঁশ ইত্যাদি কেটে একেকার করা হয়েছে, কাজেই তাদের কোন ক্ষতি হয় নি, এই কথাটা মোটেই ঠিক নয়।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :— স্যার, এটা আমার জানা নেই।

**শ্রীরাধারমন নাথ** :— স্যার, আমরা বলছি এবং আমরা নিজেরাও ভাল করে জানি যে সেখানে মিলিটারী থাকার দরুণ অনেক লোকের ক্ষতি হয়েছে, কাজেই সরকার তাদের সেই ক্ষতি পূরণ করার জন্য কোন প্রকার সাহায্য দিবেন কিনা, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে আমরা জানতে চাই ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :— যেখানে যেখানে ক্ষতি হয়েছে, সেখানে তাদের ক্ষতির পরিমাণ বিবেচনা করে সরকার ৫ হাজার টাকা পর্যান্ত সাহায্য দিয়েছে, এইটুকু আমি বলতে পারি।

**Mr. Speaker** :—Question hours is over. There are 12 Unstarred Questons to-day, the Minister may lay on the Table of the House of the reply to the Unstarred Questions and also to Starred Questions which were not answered orally.

**শ্রীশৈলেশ সোম** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৭ তারিখে কোয়েশ্চান আওয়ারে আমি বলেছিলাম হাউসে, একটা সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্ন মাননীয় সদস্য শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার মহাশয় করেছিলেন, সেটা জানাব। সেটা হচ্ছে ২৪৬ নং ষ্টার্ড কোয়েশ্চান, পুরু নোয়াগাঁও মালটিপারপাস কো-অপারেটিভ সমিতি লিং সম্পর্কে। সেই সম্পর্কে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন

পার্লিমেন্টারীতে যে ঐ সমিতির যে সম্পাদক, সেই সম্পাদকের বিরুদ্ধে কোন সদস্য তহবিল তছরূপের কোন অভিযোগ করেছেন কিনা ? এই রকম একটা অভিযোগ পাওয়া গেছে।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটা মোশান আসামের ভাষা দাংগার পরিপ্রেক্ষিতে ছিল, ত্রিপুরার বহু ছাত্র ছাত্রী হায়ার এডুকেশানের জন্য আসামে যান এবং দুঃখজনক ভাষা দাংগায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সেখান থেকে ফিরে এসেছে এবং সেখানে আর ফিরে যেতে—

**মিঃ স্পীকার** :—মাননীয় সদস্য আমি আপনার মোশান পেয়েছি কিন্তু সময় অভাবে এ্যাডমিট করতে পারিনি।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :—আমি এখানে বলছি কি কারণে আমি সেই মোশান এনেছিলাম। সেই সমস্ত ছাত্র ছাত্রী ফিরে যেতে পারেনি এবং তাছাড়া আসাম থেকে যে সমস্ত দাংগাপীড়িত জনসাধারণ এসেছে এখানে, আমরা আশা করব এই সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে এটা উপস্থিত করুন যে আমাদের সংবিধানে, আমাদের স্টেট রি-অরগেনাইজেশান রিপোর্টে, মাইনরটি ল্যাংগুয়েজ কমিশনের রিপোর্টে এই সমস্ত রিপোর্টের যে নীতি নির্দ্ধারিত হয়েছে, সেই নীতির ভিত্তিতে ভাষা সমস্যার মীমাংসা করেন, সংখ্যা লঘুদের ভাষা সম্পর্কিত যে সংবিধানিক অধিকার, সেই অধিকারকে রক্ষা করুন এবং আমাদের ক্ষতিগ্রস্তদের পুনঃ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেন, এই ইচ্ছাটা আমাদের ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জানান।

**Mr. Speaker** :—My attention was drawn to a news item under Caption *****published in Dainik Sambad on 14/12/72.*****

**Mr. Speaker**—There are Calling Attention Notices given notice of by Shri Tapas Dey, M L. A. on 12. 12. 72 and Shri Jatindra Kr. Majumder, M. L. A. on 13. 12. 72 and Shri Sushil Rn. Saha on 14. 12. 72 to which the Ministers concerned agreed to make statements to day on 15th of December. 1972. Now I would call on the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department to make a statement, on—

"১১।১২।৭২ ইং তারিখে তুলসাবতী বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিনা ষ্টাম্পে টিকিট বিক্রয় এবং সরকারী কর ফাঁকি দেওয়া সম্পর্কে"।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ১১।১২।৭২ ইং তারিখে তুলসাবতী বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিনা স্টাম্পে টিকিট বিক্রি এবং সরকারী কর ফাঁকি সম্পর্কে। বান্ধব প্রাইভেট ক্লাব কর্তৃক গত ১১।১২।৭২ ইং তারিখে মহারাণী তুলসীবতী স্কুলে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। ইহা সত্যি যে এই উপলক্ষে—

**শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত** :—আগে ইংরেজীটা পড়ে নিন।

(Expunged as on ordered by the Chair***

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—It is a fact no amusement tax stamps were fixed on the admission ticket sold on the occassion. But it is not a fact that is was done to cheat the Government. In fact the Agartala Treasury could not supply the required number of amusement tax stamps as they have been running short of stamps. The Treasury Officer requested the Controller of Stamp, Central store, Nasik Road to supply the required stamp and has issued as many as 5 reminders The Controller of stam has informed that the entertain ment stamps are under printing and will be supplied on receipt of stock. The management of the function had obtained prior permission to the effect that they shall deposit the value of amusement stamp in the State Bank of India, Agartala Branch through Treasury Challan on the following day. The management sold 992 tickets at the rate of Rs. 5.30 each iovolving amusment tax and surchage amount of Rs. 786.70 only. Besides, 224 tickets at the rate of Rs. 7.50 each were sold involving amusement tax and surcharge amounting to Rs. 268.40 only. The total amount of amusement tax and surcharge comes to Rs, 1,052.10 only and it has been deposited by the management to the State Bank of India.

**শ্রীতাপস দে** :—পয়েন্ট অব কল্যারিফিকেশান স্যার। এখানে ষ্টেটমেন্ট বলা হয়েছে যে ইট ইজ নট এফ্যাক্ট দ্যাট ইট ওয়াজ টু চীট দি গভর্ণমেন্ট। বাট স্যার, এখানে যে পাশ ইস্যু করা হয়েছে সেখানে কোন ষ্ট্যাম্প লাগানো হয় নি। ওয়েষ্ট বেঙ্গল অ্যামিউজমেন্ট ট্যাক্সের যে নিয়ম সেটা আমি পড়ে শুনাচ্ছি স্যার।

Page 27—Tripura Administration, Judicial Department, Tripura Court Para III-Entertainment Tax shall be charged/levied and paid on all free complementary pass or tickets by whatever name called and issued by the proprietor of the cinems-autography or exhibitor in respect of admission without payment to seat or other accommodation therein and every person who is to admit on a free or complementary pass or ticket in cinema-autograph or exhibition shall be liable to pay the sum amounting to entertainment tax as would be payable by him had been admitted on such free or other accommodation on payment. এখানে যে সমস্ত পাশ ইস্যু করা হয়েছে, কম্‌প্লিমেণ্টারী পাশ এবং আমার যতটুকু রিপোর্ট স্যার এখানে কালেক্টার হিসাব গভর্ণমেণ্টের কাছে দেয় নি। এটা সম্বন্ধে আমি মিনিষ্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—মাননীয় স্পীকার, স্যার' কতগুলি টিকিট বিক্রি হয়েছে তা যেমন সরকারের হিসাবে আছে কতগুলি কম্‌প্লিমেণ্টারী কার্ড দেওয়া হয়েছে তাও সরকারী হিসাবে আছে।

**শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত** :—তা হলে দয়া করে জানান কতগুলি কমপ্লিমেণ্টারী কার্ড দেওয়া হয়েছে .

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—৩৫০টা কার্ড দেওয়া হয়েছে।

**শ্রীতাপস দে** :—অন পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ষ্টেটমেন্ট বললেন যে ৯২২ জন ৫,৩০,২২৪ জন ১,৫০ এই হারে ১,০৫২.১০ পয়সা ট্রেজারীতে জমা হয়েছে। আর বাকী যে ৩৫০টা যে বললেন সেটা ট্রেজারীতে জমা হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে দেখাযায় ৩৫০টি কম্‌প্লিমেন্টারী কার্ড সম্বন্ধে আমরা ওকেবহাল এবং তাই ধার্য্য করা হয়েছে এবং আদায় করার ব্যবস্থা হয়েছে।

**শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা** :—টিকেটের এমাউন্টটা কত স্যার, আমি জানতে চাই। কতটা টিকিট বিক্রী হয়েছিল, ১.৫০ করে যেটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাশ. কতটা টিকিট বিক্রী হয়েছে?

**মিঃ স্পীকার** :—ফাস্টক্লাশ টিকেট কতটা বিক্রী হয়েছে।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—১,৫০ করে ২৪৬টি টিকেট বিক্রী হয়েছে।

**শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা** :—যদি স্যার আপনি অনুমতি দেন তবে আমার একটা টিকিট লে করতে পারি। সেটা হচ্ছে ৫০৫ নাম্বার। আমি ৪ খানা টিকেট ক্রয় করেছিলাম ৫০৫, ৫০৬, ৫০৭, ৫০৮, নাম্বার। ৫০৫নং টিকেট আমি লে করতে পারি তাতে প্রমাণ হয় যে ২৪৭টির বেশী ১.৫০ পয়সার টিকেট বিক্রী হয়েছিল। তারা কর ফাকি দিয়েছে সরকারকে।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, টিকেটের বইতে ২৫টা না হয় ৫০টা করে টিকেট থাকে। এক টিকেটের যে সবগুলি বিক্রী হবে এমন কোন কথা নেই। ১০০ নং থাকলেও আমরা এই কথা বুঝি না যে ৫০০ নাম্বারের বেশী টিকেট বিক্রী হয়েছে।

**শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত**—মাননীয় স্পীকার স্যার, যেহেতু মাননীয় সদস্য এখানে যে পয়েন্টটা তুলেছেন যে ৫০০এর উপরে টিকেট নাম্বার তার দেখা যায় সেইজন্য এই সমস্ত টিকেট সংগ্রহ করে এই এসেম্বলীতে সদস্যদের দিয়ে এর অনুসন্ধান, তাদের একটা কমিটি করে এবং গভর্ণমেন্টের একজন অফিসার নিয়ে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই সমস্ত তদন্ত করবেন কি না?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সরকার তরফ থেকে এখানে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের দেওয়া হয়েছে সেটার হিসাব রাখবার জন্য সেখানে আর আমি তদন্তের কোন প্রয়োজন আছে মনে করি না।

**শ্রীতাপস দে**— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আমি দেখেছি স্যার, যিনি অফিসার ছিলেন উনি সুস্থ অবস্থায় ছিলেন না। ইস্যু পারমিট নিয়ে আমি ২-৪ টা কথা বলি স্যার, আমি ঐখানে দেখেছি স্যার ষ্টাম্প নেই। যিনি ওখানে ছিলেন ওনাকে বলেছি উনি তখন সে কথাকে এভয়েড করে চলে যান। এবং আমি উনাকে যে অবস্থায় দেখেছি স্যার, বুঝতে পারলাম

উনি সুস্থ অবস্থায় নন। যে সমস্ত দায়িত্বশীল অফিসাররা ছিলেন, এর কোন প্রয়োজন নেই, মাননীয় মন্ত্রী মশায় যেটা বললেন স্যার, সেই সম্বন্ধে আমার একটু ক্লারিফিকেশানের দরকার স্যার, কারণ আজকে এইখানে ইনকোয়ারী না করলে পর, আমার মনে একটা সন্দেহ থাকবে এবং আমার কলিং এটেনশান ছিল এই যে এখানে কর ফাঁকি দেওয়া হয়েছে এবং এইটার তদন্ত করা আবশ্যক।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোরচৌধুরী**— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোন অফিসার যদি ব্যক্তিগতভাবে তার কাজে ফাঁকি দেয় তার জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করবার জন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা রয়েছেন।

**শ্রীতাপস দে**— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে ট্রেজারীতে ষ্টাম্প না থাকাতে, ষ্টাম্প সাপ্লাই করতে পারেন নাই। কিন্তু অন্য কোন পাল্টা ব্যবস্থা তো নিতে পারতেন যেমন ইম্প্রেসড ফর দি এডিসি ষ্টাম্প, এইটা তো করতে পারতেন স্যার। এতে বুঝা যায় যে কোনটাই করা হয় নি। এবং তাদের যে একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং যতটুকু জানি স্যার, যে পুলিশ সেখানে কতগুলি টিকেট সীজ করেছে পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে কোন দলিল পায় নি। এমন কোন চিঠি বা প্রায়র পারমিশানও ছিল না। এই পারমিশানটা স্যার অনেক ঘাটাঘাটির পর করে নেওয়া হয়েছে। কারণ ওখানে যে ডি, এম, অফিসের চিঠি জে, ডি, এম /ওয়েষ্ট/১০-১ (২২) এইটা তে যে সই আছে স্যার, সেই সইটা ডি, এম, এর নয়, ডি, এমের ফেবারে কেউ সই করেছেন বলে আমার মনে হয়। এটা সম্বন্ধে আমার মনে হয় এই বিধান সভার সদস্যদের নিয়ে একটা কমিটি করে একটা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করলে ভাল হয়। এই একই সংস্থা ২৫শে নভেম্বর আর একটা ফাংশান করেছিল সেখানেও ওরা এইভাবে টাকা কালেকশান করেছে যদিও কোন ডকুমেন্ট নেই। এই সংস্থা ব্যবসা করে কর ফাঁকি দেয়। আমার সাজেশান এই যে বিধান সভার সদস্যদের নিয়ে একটা তদন্ত কমিটি করে এইটার পূর্ণাংগ তদন্ত করা হোক।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী**— মাননীয় স্পীকার স্যার, একটি পয়েন্ট উনি বললেন যে এই সইটা ডি, এম এর সই নয়। ডি, এমের পক্ষে অন্য সই করেছেন। ডি, এমের কার্য্য পরিচালনার জন্য আমাদের অনেক দায়িত্বশীল অফিসার থাকেন উনারা ডি, এমের পক্ষে কাজ করে থাকেন।

**শ্রীতাপস দে**— আমার প্রশ্নের একটা পার্টের ক্লারিফিকেশান হলো স্যার, আর একটা পার্ট। এইটা হলো এডিসি ষ্টাম্প থাকলে পর কেন গভর্ণমেন্ট পালটা ব্যবস্থা নিলেন না।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী**— মাননীয় স্পীকার স্যার, টিকেট আমাদের ষ্টক না থাকাতে আমরা সেখানে অফিসার নিযুক্ত করেছি এবং কতগুলি টিকেট বিক্রী হচ্ছে কতগুলি কমপ্লিমেন্টারী দেওয়া হয়েছে, তার হিসাব রেখেছে এবং তা দিয়ে কিভাবে তাদের কাছ থেকে এমিউজমেন্ট টেক্স আদায় করা যায় তার বন্দোবস্ত আমরা করেছি।

**শ্রীতাপস দে**:— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, এইটা খুব জরুরী ব্যাপার, গভর্ণমেন্টের টেক্স ফাকি দেওয়া, এইটা স্যার, যে নাম্বারের কথা বলেছেন, যেখানে ৫০৫ সেই নাম্বার সম্বন্ধে সন্দেহ আছে এবং আমি জানি না গভর্ণমেন্ট কিভাবে ধরবেন যে কতগুলি কমপ্লিমেণ্টারী টিকেট দেওয়া হয়েছে। আমি জানি স্যার পুলিশ ৫০৫ এর বেশী কমপ্লিমেন্টারী কার্ড সীজ করেছে। উনি বলেছেন ৩২০ মোর স্থান ১০০ কার্ড সীজড বাই পুলিশ। আমার যখন সন্দেহ হয়েছে স্যার, যখন বক্তব্যটা উঠেছে, আমার মনে হয় স্যার, তদন্ত কমিশন গঠন করে এইটা দেখা উচিত। এইটা হলো আমার বক্তব্য স্যার।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী**:— মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি পুলিশের কথা বলেছেন পুলিশ ইজ দি পার্ট এণ্ড পার্শেল অব দি গভর্ণমেন্ট এবং পুলিশ যা যা সিজ করেছেন এবং যা যা দেখেছেন এবং আমাদের সরকারী হিসাবে যে কাজ করেছেন সবগুলি মিলেই ট্যাক্স কালেকসান করা হয়েছে। পুলিশ তো গভর্ণমেন্টের বাইরে নয়।

**শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত**:— অন পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, পয়েন্ট হচ্ছে এই বাইরে নয় সত্যিই যেহেতু মাননীয় সদস্যরা এই বিষয়ে একটা তীব্র দৃষ্টি দিয়েছেন তার ফলে দেখা যাচ্ছে এরা কমপ্লিমেন্টারী কার্ড পেয়ে ফাঁকি দিচ্ছিল যার জন্য তাদের কাছ থেকে কর নেওয়া হচ্ছে এবং সেটা মাননীয় সদস্যদের হয়তো এই ভিজিলেনসের একটা চেষ্টা পত্র পত্রিকায় লেখা তার ফলেই সেটা সম্ভবপর হয়েছে। কাজেই তাদের একটা ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল এবং আরও কিছু আছে কি না এটা এই নয় যে গভর্ণমেন্ট ঠিকই করেছেন। গভর্ণমেন্ট ন্যায্য কাজ করেছেন সেটি আমি সমর্থন করছি। গভর্ণমেন্ট তাদের কাছ থেকে কর আদায় করেছেন এবং গভর্ণমেণ্ট সতভাবে সেই জিনিষটা করতে চায় তাহলেও তারা বিশ্বাস করেছিলেন যে এই রকম প্রাতিষ্ঠান কালচারের জন্য যারা গান বাজনা শুনিয়ে লোককে আনন্দ দেওয়ার জন্য কাজ করছে তার মধ্যে হয়তো ফাকি নেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে যারা এই ভাবে কাজ করছে তারা ডাবল বা ট্রিপল মটিভ নিয়ে কাজ করে। কাজেই সেখানে সমস্ত জিনিষটা ক্লারিফাই করার জন্য আমার মনে হয় গভর্ণমেন্ট আবার ভাল করে ব্যাপারটা দেখবেন ভবিষ্যতে যাতে আমাদের কোন দিনই এই ধরণের ফাকির কাজ না উঠতে পারে। তার জন্য সেটা গভর্ণমেন্ট একটা অনুসন্ধান করে এমন কিছু করবেন যাতে মাননীয় সদস্যদের মন থেকে সন্দেহ যাবে এবং জনসাধারণও সেটি অনুধাবন করবে।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী**:— মাননীয় স্পীকার স্যার, যে কথা মাননীয় সদস্য তড়িত বাবু বলেছেন পরে এটা খোঁজ নিয়ে জানানো হয়েছে তা নয় তখনই এটা ঠিক করে নেওয়া হয়েছিল যে কমপ্লিমেণ্টারী কার্ড কতগুলি দেওয়া হয়েছে সেটি হিসাব করে পরে টিকিট জমা দেওা হবে। কারণ আগে তো টিকিট জমা দেওয়া যায় না সে জন্য এখানে আমি কোন ভুল দেখছি না এবং যাতে নাকি এই এমিউজমেন্ট ট্যাক্স ফাকি না দেওয়া হয় সেজন্য উর্দ্ধতন সরকার সর্ব্বদা সচেষ্ট।

**শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ** :— যেসব টিকিটগুলির উপর ষ্ট্যাম্প ছিল না সেই টিকিটগুলিতে ডি, এম, ওয়েসেটর বা উনার অনুমোদিত কোন অফিসার দ্বারা উনার অফিসের সীল ছিল কি না এই টিকিটগুলির উপর।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :— এই রকম চলে আসছে সিনেমা হলে যখন টিকিটের অভাব পরে যাত্রাতেও এই রকম করি এখানেও এই রকম করা হচ্ছে কিন্তু ওয়াচ রাখা হয়েছে ।

**শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ** —: না না আমি বলছি যে টিকিটগুলির উপর ষ্ট্যাম্প ছিল না সেই টিকিটগুলির উপর ডি, এম, ওয়েষ্ট বা উনার অনুমোদিত কোন অফিসার দ্বারা সিগনেচার বা উনার অফিসের সীল ছিল কি না ।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা প্রয়োজন মনে করা হয় না। কারণ যে টিকিট বিক্রী হয় তা ছেড়াই থাকে আর যে টিকিট বিক্রী হয় না তা পরেই থাকে।

**শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত** :— যে টিকিটগুলি বিক্রী করেছিল তার সিরিয়েল নাম্বারগুলি কত পর্য্যন্ত ছিল দয়া করে জানাবেন কি।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সিরিয়েল নাম্বার এখনই বলতে পারছি না। যদি মাননীয় সদস্য জানতে চান তাহলে আমি সিরিয়েল নাম্বার পরে বলতে পারব। কিন্তু যে সমস্ত বইগুলি সেখানে ছিল তা জমা দেওয়া হয়েছে এবং যেসব টিকিট বিক্রী হয়েছে তার হিসাব দেওয়া হয়েছে।

**শ্রীনরেশ রায়** :— এই যে সংস্থা যে সংস্থা এই ফাংশান পরিচালন করেছিল যার পিছনে একটা গুরুতর কারসাজি আছে সেই সংস্থার পরিচালক—প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারী কে ছিলেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে পারি কি।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বান্ধব প্রাইভেট ক্লাব।

**শ্রীনরেশ রায়** :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বান্ধব তো একটা ক্লাব একটা সংস্থা। সেটার পরিচালক থাকে একজন তার সেক্রেটারী কে ছিলেন।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :— সেই পরিচালক কে ছিল এখনই আমি বলতে পারছি না পরে বলে দিতে পারব।

**শ্রীতাপস দে** :— কমপ্লিমেণ্টারী কার্ডগুলির নম্বর পাওয়া গেল কি রেইটে পাওয়া গেল ইত্যাদি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :— যেটি যে রেটে দেওয়া হয়েছে সেই ভাবেই এমিউজমেণ্ট ট্যাক্স আদায় করা হয়েছে।

**শ্রীতাপস দে** :-- টিকিটের যেটি রেইট ছিল এবং কমপ্লিমেন্টটারী কার্ড যতটি দেওয়া হয়েছে--কিন্তু আমি যতটুকু জানি স্যার, কমপ্লিমেন্টারী কার্ডের অ্যাগেইনষ্টে টাকা নেওয়া হয়েছে। এবং কি রেটে এমিউজমেন্ট ট্যাক্স গভর্ণমেন্টের ঘরে জমা পরবে এবং কি মেসিনারীতে সরকার এটা জষ্টিফাই করবেন সেটি মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কমপ্লিমেন্টারী কার্ড যাদের দেওয়া হয়েছে তাদের থেকে কত করে ডোনেশান নেওয়া হয়েছে সেটার খোঁজ নিয়ে জানানো হবে।

**শ্রীনরেশ রায়** :— অন পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি আশীষ চক্রবর্ত্তী নামে এক ভদ্রলোক এই সংস্থার পরিচালক ছিলেন এবং এই রকম কারসাজিতে যুক্ত ছিলেন।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :— মাননীয় স্পীকার স্যার. কারসাজির কি প্রশ্ন হল এটা আমি বুঝতে পারলাম না। কারণ যেখানে নাকি আমাদের ভিজিলেন্স রাখা হয়েছে এমিউজমেন্ট ট্যাক্স আদায় করা হচ্ছে কারসাজির প্রশ্নটা আমি বুঝতে পারলাম না।

**শ্রীমধুসূধন দাস** :— এখানে দেখা যাইতেছে মন্ত্রী মহোদয়ের যে টিকিট নাম্বার এবং মাননীয় সদস্যদের যে টিকিট নাম্বার এতে ফার ডিফারেন্স রয়ে গিয়েছে যদিও উনি বলেছেন টিকিট নাম্বার এমনও হতে পারে ১ নম্বরের টিকিট বিক্রী হয়েছে ১০ নম্বরের টিকিট বিক্রী হয়নি। ১০ নম্বরের টিকিট বিক্রী হয় নাই কিন্তু ১৪ নম্বরের টিকিট বিক্রী হয়েছে। এখানে টিকিট বিক্রী হয়েছে ৭টি অথচ নাম্বার পরে গিয়েছে ১৪ এমন হতে পারে। এটা অবশ্য মিনিষ্টারের কথা। কিন্তু মাননীয় সদস্যের কথা হয় না এমন হতে পারে না এক থেকে আরম্ভ করে ১৪ নম্বর পর্যন্ত বিক্রী হয়েছে ১৪টি টিকিটই বিক্রী হয়েছে। যেখানে নাকি এত বড় একটা সন্দেহ রয়ে গেছে সেখানে যদি একটা তদন্ত হয় তাহলে আমার মনে হয় প্রকৃত যে সত্যটা সেটা বেড়িয়ে যাবে এবং সরকারের যে ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়াটা সেটাও চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি এটা মেনে নেন তাহলে পাবলিক এবং সরকারের সবারই মনে হয় একটা বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষিত হবে। কর ফাঁকি দেওয়ার অভ্যাসটা চিরতরে রহিত হয়ে যাবে। আমার অনুরোধ উনি যেন এটা মেনে নেন।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই রকম কথা কখনই বলি নাই যে ১০ নম্বরেরটা বিক্রী হয়েছে ১২ নম্বরেরটা বিক্রী হয় নাই বা ৩ নম্বরেরটা বিক্রী হয়েছে ১৪ নম্বরেরটা বিক্রী হয় নাই এই রকম আমি বলি নাই। আমি বলেছি টিকিটের বই করা হয়েছে ৫০টা করে বা ৫০টা করে এবং কোন বই হতে ১০টা বিক্রী হল কোন বই হতে ২০টা বিক্রী হল এবং সবগুলি থেকে কতগুলি টিকিট বিক্রী হয় সেই হিসাবে কর নেওয়া হয়েছে।

**শ্রীনরেশ রায় :**— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারলেন না যে এই সংস্থার পরিচালককে আমি যতটুকু জানি এবং জানার পর একটা নাম প্রকাশ করলাম তাও তিনি সঠিক ভাবে বলতে পারলেন না। আমার কথা হয় একটা কমিটি করা হউক ডি, এম, এর তরফ থেকেই হউক আর অন্য ভাবেই হউক—যে পরিচালকের জন্য এই রকম একটা কারসাজি চলেছে সরকারী কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য তাকে শায়েস্তা করবেন কি না, অনুসন্ধান নিয়ে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :**— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা কারসাজি কি করে হল সেটি আমি বুঝতে পারলাম না।

**শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :**— যদি সেখানে সরকারের উপযুক্ত ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়ে থাকে সেখানে টিকিট চেক করবার জন্য তাহলে পুলিশের লোক সেখানে গিয়ে টিকিট সিজ করল তার কারণ কি। পুলিশ থেকে তাদের ওয়াকিবহাল করা হল না কেন সেটি জানতে চাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়-এর কাছ থেকে।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :**— পুলিশ যেগুলি বিক্রী হয় নাই বা যেগুলি বিক্রী হয়েছে তার সবগুলিই যদি আলাদা ভাবে হিসাব রাখে তাহলে সরকার সেই হিসাব পাবে। সরকার থেকেই তো সেখানে পুলিশ রাখা হয়েছে। স্যার, পুলিশ যদি যে সব টিকিট বিক্রী হয় নি, সেগুলি সীজ করে থাকে অথবা যেগুলি বিক্রি হয়েছে সেগুলি সীজ করে থাকে এবং সেগুলির আলাদা আলাদা হিসাব রাখে তাহলে তো সরকার সেই হিসাব পাবে। কারণ সরকার থেকেই তো পুলিশ সেখানে রাখা হয়েছে।

**শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :**— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যেখানে সরকারকে অনেক টাকা ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে এবং জনসাধারণের মধ্যেও এমন একটা সন্দেহ রয়েছে, আর আমরাও এই রকম বহু যাত্রা বা থিয়েটার দেখেছি, কিন্তু সেখানে এই রকম কোন সাষ্টেম দেখি নি। তাই আজকে কেন এই রকম হচ্ছে যে আলাদাভাবে টিকিট সীজ করা হয়েছে, এটা আমরা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে ক্ল্যারিফিকেশান চাচ্ছি?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :**— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যে সমস্ত টিকিটগুলি বিক্রি হয় নি, সেগুলি নিয়ে যদি হিসাব না করা হয়, তাহলে সেই জায়গাতে পুলিশ নিয়ে গিয়ে সীজ করে কি হবে?

**শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :**— এই যে কমপ্লিমেন্টারী কার্ড দেওয়া হয়েছিল, তাতে কোন সিরিয়েল নাম্বার ছিল কিনা, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে পারি কি?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :**— মাননীয় স্পীকার, স্যার, কমপ্লিমেন্টারী কার্ড যতগুলি ছিল, তার জন্য আলাদা সীট ছিল।

**শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :**— স্যার, আমরা জানতে চেয়েছিলাম, টিকিটের মধ্যে কোন সিরিয়াল নাম্বার ছিল কিনা?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—** সীট যদি গুনতি থাকে, তাহলে সিরিয়েল নাম্বারের দরকার হয় না।

**শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—** স্যার, সেখানে সীটের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। আমি নিজেও সেখানে গিয়েছিলাম, সেখানে ২/৩ হাজার লোক উপস্থিত ছিল। কাজেই এই ব্যাপারটা তদন্ত করা হউক, কারণ এভাবে যদি কর ফাঁকি দেওয়া হয় তাহলে অত্যন্ত খারাপ কাজ হবে বলে আমরা মনে করি।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—** মাননীয় স্পীকার, স্যার, উনি গিয়েছিলেন সো দেখতে আমার লোক গিয়েছিল টিকিট গুনতে (হাসি)।

**শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—** মন্ত্রী মহোদয়, যে কমপ্লিমেন্টারী কার্ডগুলি বিক্রি হয়েছে, সেগুল কি এক রেটে বিক্রি হয়েছে ?

**শ্রীসুশীলরঞ্জন সাহা :—** কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলাম যে এভাবে সরকারকে কর ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে, আমরা পুলিশকে জিজ্ঞাসা করেছি এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে সীজ করেছে কিনা ? স্যার, অন্য কোন ফাঙ্কশানে হলে টিকিট সীজ করা হত, অথচ ২৫শে নভেম্বর তারিখে যে ফাঙ্কশান হয়েছিল সেখানে টিকিট সীজ করা হয়নি কেন ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—** স্যার, কোন পুলিশের সংগে তিনি আলাপ করেছেন, সেটা যদি নির্দিষ্ট করে বলেন, তাহলে আমরা তার বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করব।

**শ্রীতাপস দে :—** স্যার, গভঃ এর লোক রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টে যেমন আছে, তেমন পুলিশ ডিপার্টমেন্টেও আছে এবং তারা সকলেই সেখানে ছিল। কাজেই পুলিশ যখন সীজ করছে, তখন রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের লোক, তার বক্তব্য রাখে নি কেন, এটা হচ্ছে এক নম্বর আর দুই নম্বর লোক সংখ্যা যেটা দেখানো হয়েছে ১৪০০, এটা ঐ একমডেশানে জাষ্টিফাই করে কিনা ?

**মিঃ স্পীকার :—** মাননীয় সদস্য, আমাদের আরও ৩টা কলিং এটেনশান নোটিশ আছে। আপনারা সবাই যদি এটাকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন এবং ঐগুলির সম্পর্কে আগ্রহী না হন, তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই এবং সেগুলি আমরা করব না।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—** স্যার, আমাদের Rules of Procedure 59(4) তে বলা আছে—"There shall be no debate on such statement at the time it is made." অথচ এখানে পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশনের উপর অনেকগুলি কোয়েশ্চান আসছে। কাজেই এই অবস্থায় যদি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলে দেন যে একটা তদন্ত করা হবে, তাহলেই তো চলে যায়।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—** মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য তাপস বাবু বললেন পুলিশের কথা, কিন্তু আমাদের সরকারের নিয়ম আছে যে রেভিনিউ পুলিশকে সাহায্য

করবে এবং পুলিশও রেভিনিউকে সাহায্য করবে। আর তদন্তের কথা তিনি যেটা বললেন, আমাদের যারা নাকি দায়িত্বশীল কর্মচারী আছে, তাদের উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে এবং তারা যদি কেউ ফাঁকি দিয়ে থাকে, তাহলে আমরা তাদের বিরুদ্ধেও শাস্তি বিধান করতে পারি।

**শ্রীনরেশ রায় :—** স্যার, এখানে একটু আগে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে যদি কোন পুলিশ দোষ করে থাকে, তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু যাদের দরুণ এটা হ'ল অর্থাৎ যাদের পরিচালনায় এই কর ফাঁকি দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ল, তাদের বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, সেটা আমরা জানতে চাইছি?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—** স্যার, আমি বলেছিলাম কোন পুলিশ যদি আমাদের মাননীয় সদস্যদের সেইরকম কোন ইন্‌ফরমেশান দিয়ে থাকেন, তাহলে সে পুলিশ কে সেটা আমি জানতে চেয়েছিলাম। আমি কোন শাস্তির কথা বলি নি। তবে কেউ যদি দোষ করে থাকে, তাহলে তার জন্য শাস্তির বিধান আমাদের করতেই হবে।

**শ্রীমধুসূদন দাস ঃ—** স্যার. আমরা এই ব্যাপারে একটা তদন্ত চাই।

**মিঃ স্পীকার ঃ—** মাননীয় সদস্য, একটা বিষয়ে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে বিষয়টা নিয়ে আপনারা এখানে আলোচনা করছেন, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এটা আমিও স্বীকার করছি। কিন্তু এখানে আরও ৭টা কলিং এটেনশান নোটিশ রয়েছে, সেগুলি আমি কি করব, আই ওয়ান্ট ইউর অপিনিয়ন।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—** স্যার. এই বিষয়ে আপনি একটা রুলিং দিয়ে দেন।

**মিঃ স্পীকার :—** আই ক্যান নট গিভ এ্যানি রুলিং অন দীস ইস্যু। এই কলিং এটেনশান নোটিশের উপর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন, তার উপর যথেষ্ট পরিমাণে ক্ল্যারিফিকেশান চাওয়া হয়েছে এবং যথেষ্ট আলোচনাও হয়েছে। কাজেই আমি এখন নেক্ট কলিং এটেনশান নোটিশের উপর যাচ্ছি।

**শ্রীতাপস দে ঃ—** স্যার, সরকারকে যেখানে ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে এটা কি আমরা বলবো না এবং এই সম্পর্কে হাউসে একটা ডিমাণ্ড এসেছে যে একটা ইনকোয়ারী করা হউক। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি এটা মেনে নেন, তাহলে তো আর পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশনের প্রশ্ন আসে না?

**শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য :—** স্যার, কর ফাঁকি দেওয়া সংক্রান্ত যে প্রশ্নটা এখানে তোলা হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এরজন্য যে তদন্তই করা হউক সেটা বিধানসভার সদস্যদের দিয়ে হউক আর এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের বিশ্বস্ত অফিসার দিয়ে হউক, বা ডি, এমকে দিয়ে হউক অথবা এস, ডি, ওকে দিয়ে হউক, সেটা করানো উচিত। কারণ এরজন্য এই হাউসের মধ্যে একটা এভারেজ কনসাস এসেছে তদন্তের পক্ষে। তাই আমার মনে হয় এটা করলে এখানে যারা ইন্স মেম্বার রয়েছে…

**মিঃ স্পীকার :—** শুধু ইঙ্গ কেন, ওল্ড তো রয়েছেন ? (হাসির রোল)।

**শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য :—** স্যার, আমায় মনে হয় এই সম্পর্কে একটা তদন্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়, হোয়েন ইট রিলেটস টু দি গভঃ রেভিনিউ। এটা যদি এই হাউসের সদস্যদের সেণ্টিমেণ্ট হয়ে থাকে যে এক পয়সা করও ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে যেটা নাকি লক্ষ টাকা ফাঁকি দিলে যে ক্রাইম হয়, এক পয়সা ফাঁকি দিলেও সেই ক্রাইম হয়। কাজেই আমার মনে হয় মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই বিষয়ে আর হেজিটেট করা উচিত নয় এবং তার বলা উচিত যে এই পর্যায়ে একটা তদন্ত হবে।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—** স্যার, এই বিষয়ে আমাদের যে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী রয়েছেন, তারা এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছেন, আর সেজন্যই আমি বলছি যে আলাদা করে আর একটা তদন্ত করার দরকার নাই।

**শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—** স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, উনি যে বল্লেন পরীক্ষা নিরীক্ষার কথাটা, এটা তদন্ত পর্যায়ে আছে কিনা ? এটা যদি তদন্ত পর্যায়ে হয়ে থাকে, তাহলে তিনি সেটা এখানে আমাদের কাছে বলতে পারেন। কারণ আমরা বলছি যে গভঃ এর রেসপেনসিবাল অফিসার রয়েছে, তাদের দিয়ে হউক আর অন্য কাউকে দিয়ে হউক এটার একটা থরো ইন্‌কোয়ারী বা থরো চেক-আপ করার দরকার যে গভঃ হ্যাজ নট বীন ডিপ্রাইভড ফ্রম দি রেভিনিয়ু সেলস প্রসিডস, তাহলে এটা পাবলিক ও জানতে পারবে এবং তাদের মনের মধ্যে যে সন্দেহ আছে, সেটা দূরীভূত হবে। কেন না এখানে একজন রেসপনসিবাল এম, এল, এ একটা কলিং এটেনশান নোটিশ দিয়ে এটা এই হাউসে এনেছেন তাই ফর দি ইণ্টারেষ্ট অব দি গভঃ একটা ইন্‌কোয়ারী হওয়া দরকার. অথচ উনাকে এই ব্যাপারে কেন যে এত ইন্‌সিষ্ট করতে হচ্ছে, তা আমি বুঝতে পারছি না।

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—** আমি বললাম তো যে যেই মাত্র মাননীয় সদস্য, তাপস দে মহাশয়ের কাছ থেকে এই সম্পর্কে একটা কলিং এটেন্‌শানের নোটিশ পাওয়া গেল, সেই মাত্র আমাদের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা সেগুলি হুসিয়ার হয়ে নানাবিধ খুঁটিনাটি বের করার চেষ্টা করছে, কোথাও কোন ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েছে কিনা সেটাও দেখা হচ্ছে। কাজেই আমি বলব নতুন করে এই ব্যাপারে আমাদের মনে কোন প্রকার সন্দেহ হওয়া উচিত নয়।

**Mr. Speaker :—** I would call on the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department to make a statement on—

১২/১২/৭২ ইং বিকালবেলা রাণীর বাজার বিদ্যামন্দিরে পরীক্ষা চলাকালীন বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে।'

**শ্রীশৈলেস সোম :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১২/১২/৭২ইং তারিখে বেলা ১-৩০ মিনিটে ঐ স্কুলে বিকালবেলা পরীক্ষা সুরু হয়। স্কুলের ৬নং কক্ষে ৭৮ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিতেছিল এবং দুইজন শিক্ষক মহাশয় সেখানে পরীক্ষাকার্য্য তদারকী করতে ছিলেন। বেলা

আনুমানিক ৩টা, পরীক্ষার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক শ্রীনয়ন সিংরায় মহাশয়, ঐ কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পান যে পরেশ চন্দ্র সাহা নামে—জনৈক দশম শ্রেণীর ছাত্র বই দেখিয়া নকল করিতেছে। তিনি উক্ত পরীক্ষার্থীকে তার উত্তর পত্র ও বইখানা ফেরৎ দিতে বলেন কিন্তু ঐ ছাত্র তা দিতে অস্বীকার করে এবং ওদ্ধতপূর্ণ আচরণ করে। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মহাশয় অবশ্য উক্ত পরীক্ষার্থীর খাতা এবং বই নিয়ে নেন কিন্তু যখন তিনি ঐ কক্ষ পরিত্যাগ করিতেছিলেন তখনই ঐ কক্ষে একটা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়, সৌভাগ্যক্রমে বিস্ফোরণে—কেউ আহত হয় নাই। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা খুবই ভয় পায় এবং পরীক্ষা কক্ষের বাইরে চলিয়া যায়। সমস্ত ব্যাপারটা ১০ | ১৫ মিনিটের মধ্যে ঘটিয়া যায়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান শিক্ষক মহাশয় সেদিনের জন্য পরীক্ষা স্থগিত রাখেন এবং পুনরায় যাতে এই পরীক্ষা হতে পারে তার ব্যবস্থা করিতেছেন।

**Mr. Speaker :—** I would call on again the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Depaetment to make a statement on—

"গত ১১/১২/৭২ইং তারিখে কুমারঘাট (নদীর দক্ষিণ পার) বাজারে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড এবং তাহার জন্য ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে।"

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—** গত ১১/১২/৭২ইং তারিখে কুমারঘাট (নদীর দক্ষিণ পার) বাজারে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড এবং তাহার জন্য ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে।'

গত ১২/১২/৭২ইং তারিখে অপরাহ্ন সাড়ে চারটার সময় কুমারঘাট বাজারে আকস্মিক এক অগ্নিকাণ্ড ঘটে। উক্ত বাজারের শ্রীঃহাটেলের রান্নাঘর হইতে আগুন ছড়ায়। উক্ত আগুনের ফলে তিনটি বসত গৃহ সহ, মোট ৩৩টি দোকান ভস্মীভূত হয়। সর্ব্বমোট ৩৪টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং আনুমানিক ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। কোন প্রাণ-হানি হয় নাই।

**শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :—** এখানে যে সমস্ত পরিবারগুলি আগুনে পুড়িয়া যাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে, এই সম্পর্কে সরকার কি ধরণের সাহায্য বা রিলিফের ব্যবস্থা করেছেন, সেই সম্পর্কে জানাবেন কি?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—** এখানে কিছু পরিবারকে জি, আর দেওয়া হয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে এবং আমাদের অগ্নিকাণ্ড ব্যাপারে, আমরা যখন নাকি সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড পাশ করিয়েছি, সেখানে তখন দেখেছেন যে ফায়ার ভিক্‌টিমদের জন্য কিছু টাকা ধরা আছে। যদি তারা লোন নিতে চায় তাহলে তাদের সেইভাবে সাহায্য করা হবে।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—** মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যেখানে অগ্নিকাণ্ডটা ঘটল, তার থেকে ফায়ার ব্রীগেড সেন্টার নিয়ারেষ্ট কতটুকু দূরে?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—** সেখানে ফায়ার ব্রীগেড সেন্টার নাই। ধর্ম্মনগর সেন্টার আছে।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—** ওয়ান মোর ক্লারিফিকেশান। সেখান থেকে ফায়ার ব্রিগেড আনার কোন চেষ্টা করা হয়েছে কি?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ—** সেখান থেকে ফায়ার ব্রিগেড আনার চেষ্টা করার আগেই পুড়ে সব শেষ হয়ে গেছে।

**Mr. Speaker** :— Next I would call on the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department to make a statement on--

'গত ১২/১২/৭২ইং তারিখে রাত্র ৭ ঘটিকায় শিবনগর (আগরতলা) অরুণ মিত্র ও সুধীর পাল নামক দুইজন বিদ্যুৎকর্মী কার্যরত অবস্থায় ছুরিকাহত।'

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—** ১২/১২/৭২ইং তারিখে রাত্র ৭ ঘটিকায় শিবনগর (আগরতলা) অরুণ মিত্র ও সুধীর পাল নামক দুইজন বিদ্যুৎ কর্মী কার্যরত অবস্থায় ছুরিকাহত সম্পর্কে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ গত ১২/১২/৭২ইং তারিখ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শিবনগর এলাকায়, আগরতলা পাওয়ার হাউসের দুইজন কর্মী প্রহৃত হয়েছে। দুইজন কর্মী শ্রীযুক্ত অরুণ মিত্র ও সুধীর পাল দুষ্কৃতিকারীদের ছুরিকাঘাতে তাদের বাম উরুতে সামান্য আহত হয়েছে। ডাক্তার আহতদের স্থানীয় ভি, এম, হাসপাতালে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পর ঐ সন্ধ্যায়ই তাদের ছাড়িয়া দেন। বর্তমানে তাহারা কাজ করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। কোতোয়ালী থানায় এই ঘটনার মোকদ্দমা ২৩/১২/৭২ আই, পি, স, ১৪৮ | ১৪৯, ৩৪১, ৩২৬, ৩২৩ ধারা মতে নথিভূক্ত করা হয়েছে। কোতোয়ালী পুলিশ তদন্ত করিয়া দুষ্কৃতিকারীদের খুঁজিয়া বাহির করেন এবং ১৩/১২/৭২ইং তাং তাদের গ্রেপ্তার করেন। যাহাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাহাদের নাম শ্রীস্বপন চৌধুরী, পিতা রবীন্দ্র চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন রোড, শ্রীশ্যামল সাহা, পিতা পারবতী সাহা, ঝগরিয়ামুড়া, শ্রীসমীর আধিকারী, পিতা—শ্রীরায়মোহন আধিকারী, শিবনগর। তাহাদের ১৪/১২/৭২ইং তাং আদালতে হাজির করা হইয়াছে এবং হাজতে ২৭/১২/৭২ইং তাং পর্য্যন্ত রাখার আদেশ হইয়াছে। ১২/১২/৭২ তাং সন্ধ্যা ৬টার পর পাওয়ার হাউসের গাড়ী চালক অভিযোগ করে যে শ্রীদুলাল চক্রবর্তী, পিতা—মৃত অবন চক্রবর্তী এবং অপর দুইজন শ্রীঅরুন মিত্র ও সুধীর পাল সহ যখন তাহারা টি, আর, এল, নাম্বার ১৮৩০ গাড়ী চালিয়ে চিত্তরঞ্জন রোড দিয়ে যাইতেছিলেন, তখন ১০/১২ জন অপ্রকৃতস্থ যুবক পার্ব্বতী হোটেলের দক্ষিণ পাশে গাড়ী থামায় এবং তাদের মারধোর করে এবং তার সঙ্গী দুইজনকে উরুতে ছুরিকাঘাত করে। এই মর্মে উপরে বর্ণিত শ্রীচক্রবর্তী কোতোয়ালী থানায় ঐ সন্ধ্যায় এজাহার দাখিল করে। এজাহারের সময় তাহারা একথা বলেছেন যে গত দুর্গাপূজার সময় অভিযোগকারীরা যখন রূপছায়ায় সিনেমা দেখিতেছিলেন তখন কতিপয় যুবক গোলমাল করতে থাকলে তিনি প্রতিবাদ করেন এবং সেই কারণেই ছেলেরা তাদের মারিয়াছে। এই মামলার এখন তদন্ত চলিতেছে। আরও বিস্তারিত সংবাদ পড়ে সংগৃহীত হবে।

**Mr. Speaker :—** The House stands adjourned till 2 P. M. today.

**Mr. Speaker** :—Next business of the House is Private Member Resolution. First I shall take the Resolution of Shri Nripendra Chakraborty which was carried over from the List of Business of 8. 12. 72. The Resolution was that—

'ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছেন যে, দীর্ঘ খরাজনিত পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে, অবিলম্বে ত্রিপুরাকে 'দুর্ভিক্ষ-এলাকা' বলে ঘোষণা করুন এবং তার জন্য সকল প্রকারের রিলিফ ও অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করুন।'

**Mr. Speaker** :--Now you may please resume your discussion.

**শ্রীশৈলেস সোম :—** উনি তো আগেই বলেছিলেন। শুধু রিপ্লাই বাকী আছে।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—** মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললে আমরা রিপলাইয়ের সুযোগ পাব। আমি এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করে আমার বক্তব্য রেখেছি। এরপর ডিসকাশন হলে আমার একটা রিপলাইয়ের সুযোগ আশা করি।

**মিঃ স্পীকার :—** রাইট অব রিপ্লাই দিবেন, তা পাবেন। শ্রীসুবল বিশ্বাস।

**শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :—**মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের বিরোধী দলের নেতা নৃপেনবাবু যে প্রস্তাব এনেছিলেন সেই সম্পর্কে আমি আগেই কিছু বলেছিলাম। আজকে আর মাত্র কয়েক ঘন্টা পরেই হয়তো আমাদের চলতি সেশান শেষ হয়ে যাবে। এই কয়দিনের মোটামুটিভাবে খরা সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে ও বিভিন্ন রকম আলোচনার মাধ্যমে আমরা যতটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছি সেই দিক দিয়ে বলতে গেলে কয়টি কথা বলতে হয়। আমাদের মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতা উনি বলেছেন যে খরার প্রকোপ ত্রিপুরাতে যেভাবে এসেছে তাতে এই সমগ্র ত্রিপুরাকে দুর্ভিক্ষ এলাকা বলে ঘোষণা করা হউক। এখানে আমাদের ত্রিপুরাতে খরা হয়েছে এবং এই খরার ভয়াবহতা সম্পর্কে হাউস একমত এটা ঠিক। কিন্তু সমগ্র ত্রিপুরাকে দুর্ভিক্ষ এলাকা বলে ঘোষণা করতে হবে এই কথা বলতে গিয়ে আমি বলতে পারি এই খরা ত্রিপুরাতে হয়েছে এবং এর ভয়াবহতার জন্য ত্রিপুরার খরা এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে এটা ঠিকই। কিন্তু তার দ্বারা ত্রিপুরার প্রত্যেক ইঞ্চি জমির উপর ক্ষতি হয়েছে প্রত্যেকটি লোকের উপর আঘাত হেনেছে এই কথাটা সঠিক বলে ধরে নেওয়া যায় না। কথা প্রসঙ্গে উনি এই কথা বলেছেন মন্ত্রী এই সম্পর্কে দিল্লীর কাছে জানানো সত্বেও মন্ত্রীরা শিলং থেকে চলে গিয়েছে আমাদের এখানে আসেনি এটাও ঠিক সত্য কথা নয়। কেননা আমি জানি ত্রিপুরার উপর কেন্দ্র যথেষ্ট সজাগ এবং কেন্দ্র যথেষ্ট রকমের ত্রিপুরার উন্নয়নের সম্পর্কে বিভিন্ন দুর্দ্দশাগ্রস্ত মানুষের সম্পর্কে তারা চিন্তা করেন এবং চিন্তা করেন বলেই কেন্দ্র থেকে আমাদের কৃষি মন্ত্রী এই খরা অবস্থা চলাকালীন তিনি কয়েকটি জায়গা পরিদর্শন করেছেন এবং তার কাছে আমরা এই ত্রিপুরার খরা সম্পর্কে যে বক্তব্যটি রেখেছিলাম তার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কেন্দ্রীয় সরকার

সেই সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন এবং আমাদের আর্থিক সাহায্যও কেন্দ্রীয় সরকার করেছেন। যদিও সেই আর্থিক সাহায্য প্রয়োজনের তুলনায় কম ছিল তবুও আমরা আশা করছি নতুন করে কেন্দ্রীয় সরকার এই খরা জনিত পরিস্থিতির জন্য আরও তারা সাহায্য করবেন। কিন্তু এখানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন এসে যাচ্ছে। বিরোধী দলের বক্তারা বিশেষ করে নৃপেনবাবু উল্লেখ করেছেন যে এই খরা সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে কৃষি ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, টেষ্ট রিলিফ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, ক্র্যাস প্রোগ্রাম-এর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং সেই ক্র্যাস প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমাদের গরীব কৃষকদের আর্থিক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানেও একটি অভিযোগ করা হয়েছে কৃষি ঋণ দিতে গিয়ে যারা কংগ্রেস কর্মী তাদেরই বেছে বেছে কৃষি ঋণ দেওয়া হয়েছে হাউসে এই অভিযোগ করা হয়েছে। কথা হচ্ছে ত্রিপুরাতে কৃষকরাই কৃষি ঋণ পাবে এ কথা সবাই জানে। এখন সরকারী কর্মচারীরা যারা কংগ্রেস কর্মী তাদেরই কৃষি ঋণ দিয়েছে এই কথাটা সঠিক নয়। আমি জানি কৈলাসহরে এমনও দেখা গিয়েছে যে কংগ্রেসের কর্মী যারা তারাই বিগত জুলাই মাসে দরখাস্ত করেছিল—আমি অনেকের নামও বলতে পারি কৃষ্ণধন ভৌমিক, সুবোধ বর্দ্ধন এই ধরণের প্রায় ৩০টি কেস আছে তারা আমার কাছে এবং এস, ডি, ও'র কাছেও লিখেছে আমরা সেই জুলাই মাসে দরখাস্ত করেও আজ পর্যন্ত কৃষি ঋণের টাকা পাইনি। এবং তারা পার্টির মানুষ হিসাবে আমার কাছে বলেছে কিন্তু এমনও প্রমাণ আছে এই সমস্ত অঞ্চলের যারা কংগ্রেস করে নাই বিরোধী দলের কাজ করছে তারাই বরং কৃষি ঋণ, দাদন, টেষ্ট রিলিফ ইত্যাদিতে বেশ সাহায্য এবং সুযোগ পেয়েছে। তাহলে এটা ঠিক একটা দলের স্বার্থ একটা দলকে একটা দলের ইমেজকে ক্ষুন্ন করার জন্য তারা এই কথা বলেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এতে প্রমাণিত হয় এরা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য আমাদের কংগ্রেস দল, কংগ্রেস সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এই ধরণের চেষ্টা ষড়যন্ত্রমূলক বক্তব্য রেখেছেন এই কথাকি বলা যায় না। সরকার জনসাধারণের উপকার করার জন্য সরকারী প্রশাসন জনসাধারণকে সুযোগ সুবিধা দেবার জন্য কাজ করছে। সেখানে দলবাজী করা হচ্ছে তাহলে পরে আমার কাছে যারা অভিযোগ করল তারা পেল না কেন—তারাও তো কংগ্রেস কর্মী ছিল তারা পেল না কেন তাহলে নিশ্চয়ই সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে ঐ তথাকথিত দলবাজী যারা করে তাদের সহযোগিতা থাকে নিশ্চয়ই এখানকার সরকারী কর্মচারীরা এখানকার প্রশাসন তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উদের টাকা দিয়েছে এবং কংগ্রেসের লোককে টাকা দেয়নি। তাহলে পরে এটা কি প্রমাণ করা যায় না যে এক শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী আছে তারা সরকারী নীতি অনুযায়ী কাজ করেনা সরকারী আইন তারা মানে না তারা দলবাজী করার জন্য চাকরী করে জনসাধারণের কোন উপকার হউক তারা তা চায় না। সরকার টাকা দিচ্ছে, ক্র্যাস প্রোগ্রাম, টেষ্ট রিলিফ দিচ্ছে। এখানে যে টাকা খরচ হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে, অথচ সেই টাকাটা সুষ্ঠুভাবে কোন জায়গায় ব্যয় করা হচ্ছে না, এই জন্য কি শুধু সরকারী কর্মচারীদের উপর দোষ চাপিয়ে দিলেই চলবেনা এই জন্য সরকারী যে প্রশাসন চলছে, যারা এটাকে চালাচ্ছে, সেই মন্ত্রী মশাইরা কি দায়ী

নয়? তারা কেন দেখছেন না যে সেখানে সুষ্ঠভাবে টাকা খরচ হচ্ছে না? এজন্য কি তাদের দায়ী করা যায় না? আমার মনে হয়, আমাদের সরকারী প্রশাসনে যে সব কর্মচারী আছে, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক কংগ্রেসের নাম করে নানাভাবে জনসাধারণকে ঠকাচ্ছে। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মণ্ডলীর কাছে অনুরোধ রাখব যে আপনারা কেন্দ্র থেকে টাকা আনছেন, সত্য কথা, সেই টাকা বরাদ্দ করছেন, সত্য কথা আবার সেটা ব্যয়ও করছেন সত্য কথা। কিন্তু এই টাকাটা ঠিকভাবে জনসাধারণের কাছে যাচ্ছে কিনা, সেটা যেন আপনারা দয়া করে একটু দেখেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের বিরোধী দলের নেতা এখানে যে প্রস্তাবটা এনেছেন, তার বিরোধীতা করার মত অনেক কারণ রয়েছে। যেমন আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যেই এই খরা পরিস্থিতি সীমাবদ্ধ নয়, এই খরা পরিস্থিতির ব্যাপকতা আজকে ত্রিপুরা ছাড়াও অন্যান্য রাজ্যগুলিতে চলছে। কাজেই খরার জন্য ত্রিপুরাতে দূর্ভিক্ষ দেখা দেবে, এই রকম একটা ধারণা করা মোটেই ঠিক নয়। তবে খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার জন্য যেটুকু করার দরকার, ত্রিপুরার মানুষকে যতটুকু সাহায্য করার দরকার, সেটা সরকার করছেন এবং ভবিষ্যতে আরও করবেন। তাছাড়া এর জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আরও অধিক পরিমাণে অর্থ সাহায্য চেয়েছি, এবং আশা করছি যে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের প্রয়োজন মত অর্থ দিয়ে সাহায্য করবেন। তাই সমগ্র ত্রিপুরাকে একটা দূর্ভিক্ষ এলাকা বলে ঘোষণা করলে তেমন একটা লাভ হবে বলে আমি মনে করি না। তাই আমি উনার প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত** :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৮ | ১২ | ৭২ইং তারিখে যে রিজলিউশান বিরোধীদলের নেতা এই হাউসের সামনে রেখেছেন, সেটা হচ্ছে ত্রিপুরা বিধান সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে দীর্ঘ খরাজনিত পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে অবিলম্বে ত্রিপুরাকে দূর্ভিক্ষ এলাকা বলে ঘোষণা করুন এবং তার জন্যে সকল প্রকারের রিলিফ ও অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করুন। কিন্তু আমি উনার এই রিজলিউশানটার বিরোধিতা করছি। কারণ ত্রিপুরাতে খরার মোকাবিলা করার জন্য আমাদের সরকার যে সজাগ রয়েছেন, সেটা কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটা দীর্ঘ ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন খরা পরিস্থিতির জন্য আমাদের যে আউস এবং আমন ফসল নষ্ট হয়েছে, তার জন্য খাদ্যের যে ঘাটতি হবে, সেই ঘাটতি যাতে বরো ফসল দিয়ে পুরণ করা যায়, সে জন্য সরকার বিভিন্ন ভাবে ব্যবস্থা নিচ্ছেন এবং তারও জন্য সরকার জলসেচের সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়েছেন, তাই আমি মনে করছি ত্রিপুরাকে একটা দুর্ভিক্ষ এলাকা বলে ঘোষনা করে কোন লাভ হবে না। আমার যেটা মনে হচ্ছে, সেটা হচ্ছে আমাদের কৃষি বিভাগ এবং অন্যান্য কর্মকর্ত্তারা যদি একটু সতর্ক হন তাহলে যে ব্যাপক খাদ্য শস্যের অভাব হবে, এটা আমি মনে করি না। কারণ আমাদের যে পরিমাণ খাদ্য ঘাটতি আছে, সেটা পূরণের জন্য বরো ফসলের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। আর আমরা যারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি রয়েছি, তারা সকলে যদি গ্রামে গিয়ে আমাদের কৃষকেরা সকলে যাতে বরো ফসল করে,

সেজন্য তাদেরকে উৎসাহিত করি, তাহলে ব্যাপকভাবে খাদ্যাভাব দেখা দিবে, এটাও আমি মনে করি না। আমি বিশ্বাস করি যে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা যদি আমরা আগে থেকে গ্রহণ করি, তার ফলে আমাদের বরো ফসলের উৎপাদন যদি বাড়ে তাহলে আমরা আমাদের খাদ্যাভাবের মোকাবিলা করতে পারব। তারপরে সেদিন তিনি মতাইএর একটা উদাহরণ দিতে গিয়ে অভিযোগ করে গিয়েছেন যে যুব কংগ্রেসের কর্মীরা নাকি কৃষি ঋণের দরখাস্ত লেখার জন্য চাঁদা তুলছেন। আমি প্রতি সপ্তাহে একবার করে আমার কন্‌ষ্টিটিউনসীতে ঘুরি, এই মতাই এলাকাটা আমার কন্‌ষ্টিটিউনসীতে, আমি কিন্তু সেইরকম কোন অভিযোগ পাইনি। তবে একটা বিশেষ শ্রেণীর থেকে সেই রকম একটা অভিযোগ তোলার চেষ্টা চলছে কিন্তু কৃষকেরা নিজেরাই তাতে বাধা দিয়েছে। কাজেই এই ধরণের কোন অভিযোগ তুলে একটা ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা চলছে। কারণ আমরা দেখছি মানুষের অভাব দূর করবার জন্য যখন সরকারী যন্ত্র স্বক্রিয় থাকে, তখন তাদের আঁতে ঘা লাগে বলে তারা টেনে পড়ে উঠেন। আমি সেদিনও এস, ডি, ওর কাছে এই রকম একটা অভিযোগ করেছিলাম যে উনাদের তরফ থেকে এই ধরণের কিছু কিছু চাঁদা নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, আমি নাম বলতে, নাম আমার জানা আছে। তারা সি, পি, এম, কর্মী তারা পাহাড়ীদের বলে আমরা তেজপালি কাজ দেব, টেষ্ট রিলিফ না বলে তারা তাদেরকে বলছে তেজপালি কাজ দেব' কাজেই তোমরা চাঁদা দাও, ঋণের জন্য দরবার করতে হলে চাঁদা লাগবে। কিন্তু অনেক পাহারী আমার কাছে অভিযোগ করেছে যে বাবু দেখুন ওরা আমাদের কাছে চাঁদা চায়, আমরা তাদেরকে কিশের চাঁদা দেব বলুন। তাই তাদের ঐ রকম অনেক দালাল আছে. সেই দালালেরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষের সব্বনাশ করবার চেষ্টা করছে। আমি তাদেরকে বলেছি, আপনারা আমার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যোগাযোগ করুন, আমি চেষ্টা করব আপনাদের যে দুঃখ আছে, সেটা দূর করতে। কাজেই তাদের পক্ষে এই ধরণের অভিযোগ এখানে করা অসম্ভব কিছু নয়, যেহেতু সেখানকার লোক তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে, সেহেতু সেটাকে ঢাকা দেওয়ার জন্য এই চেষ্টা তাদের চলছে। এই রকমের ঘটনা আমি ঐ মতাইতে দেখেছি। সেখানে দরখাস্তের মধ্যে নাম সহি করে তাদের কাছে থেকে টাকা পয়সা নেওয়া হচ্ছে। তাই তারা যে এখানে আমাদের বিরুদ্ধে উল্টো অভিযোগ করছে, এটা মোটেই সত্য নয়। তেমনি লক্ষীচড়া, বীরেন্দ্রনগর, পূর্ব্ব চরকবাই, পশ্চিম চরকবাই, লাউগাঙ রত্নপুর ইত্যাদি জায়গাতেও এই রকম প্রচেষ্টা তারা করেছিল। কিন্তু আমাদের কংগ্রেস কর্মীরা এজন্য অত্যন্ত সজাগ রয়েছে এবং তারা গ্রামে গ্রামে ঘুরছে ফলে তাদের সেই ব্যাপক প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে গেছে। আর দাদন সম্পর্কে আমি আগের দিনও বলেছি। আমাদের ঐখানে এমন কোন জুমিয়া নাই যাকে আমরা সমান হারে দাদন দেয় নাই, সেখানে দাদন দিতে কোন কার্পণ্য করা হয়নি। আগে দাদন এস, ডি, ওর অফিস থেকে নিয়ে যেতে হত, এবং তার জন্য পাহাড়ী ভাইদের মহুরীদের খপ্পরে পড়ে অনেক টাকা খরচ হত, তাদের সেই হয়রানি এবং খরচকে লাগব করার জন্য, এবার আমরা প্রতিটি বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরে ঘুরে সেই দাদন লোন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। যাকে যাকে দাদন দেওয়া উচিত, তাকে

তাকে দাদন দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া জি, আর যেটা, সেটাও অনুরোপ ভাবে তিনবার পর্য্যন্ত দেওয়া হয়েছে, এছাড়া আমি আরও জানি যে আমার বিলোনিয়া সাব-ডিভিশানে কোথাও কোথাও পার্মেনেন্ট ভাবে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারা যে আজকে চীৎকার তাদের কথা বলছে, তাতে হয়তো সাময়িক বাহবা কিছু পেতে পারেন, কিন্তু এর ফল খুব একটা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। আজকে আমরা যদি স্বক্রীয় ভাবে গ্রামের কৃষকদের ফসল উৎপাদনের জন্য উৎসাহ দেয়, তাহলে দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণা করবার কোন দরকার হবে না। তিনি এখানে আরো অভিযোগ করেগিয়েছেন, যে কংগ্রেসীকে নাকি চেয়ে চেয়ে কৃষি ঋণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি মনে করছি যে পরিমান কৃষি ঋণের দরখাস্ত পড়েছে, তা প্রায় কয়েক মণ হবে। তাতে গাঁও পঞ্চায়েতের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে প্রতিটা গাঁও মেম্বার থেকে সুরু করে প্রধানের সঙ্গে আলোচনা করে সেখানে কৃষি ঋণ দেওয়া হচ্ছে। সেখনে কোন দলবাজী হচ্ছে না। দলবাজী আমরা করি না। কিন্তু ইলেকশনের সময় হয়তো কোন দলবাজীর প্রশ্ন আসতে পারে। যখন সরকার গঠন করা হয়, যখন সরকার সব্বশ্রেণীর মানুষের দায়িত্ব নেন। একটা অসত্য অভিযোগ এনে একটা দীর্ঘ বক্তৃতা হয়তো দেওয়া যায় কিন্তু কোন সমস্যার সমাধান হয় না। আমি তো বলতে পারি কৃষ্ণনগর গাঁও সভা, ঋষ্যমুখ গাঁওসভা এবং মতাই গাঁও সভাতে আমরা প্রত্যেকটি লোককেই কৃষিঋণ দিতে পারি না। কিন্তু গাঁও পঞ্চায়েত যারা নাম রিকমেণ্ডেশান করেছেন তাদেরকেই দেওয়া আরম্ভ হয়েছে এবং এখনও চলছে। কৃষিঋণ দেওয়া তো বন্ধ হয়নি এবং সে কৃষিঋণ আমার মনে হয় কৃষকরা বলেছেন কিছুদিন আগে আমাদের আপত্তিতে কৃষিঋণ দেওয়া বন্ধ হয়েছে। আমরা এখন ফসল কাটাচ্ছি এখন দরকার নেই। আমরা যখন বুরো করতে যাবো তখন আমাদের কৃষিঋণ দেবেন। এখন আবার কৃষিঋণ দেওয়া হচ্ছে। কৃষিঋণ দেওয়া বন্ধ হয়নি। সেখানেও গাঁও পঞ্চায়েতের সঙ্গে আলোচনা করে কৃষিঋণ দেওয়া হচ্ছে। আবার মাননীয় ভদ্রমণি দেববর্ম্মা দীর্ঘ বক্তৃতা করে বলেন যে সমস্ত গাঁও প্রধান দুর্নীতিবাজ। আমি তো বিশ্বাস করি না। এটা বিশ্বাস করার কোন প্রশ্ন আসে না। কারণ আমি নিজের মুখে বড় হইতে চাই না। কোন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি সে দুর্নীতিবাজ হতে পারে না। কারণ যদি আমি এটা বিশ্বাস করি তাহলে আমি যে একজন নির্ব্বাচিত তার কোন মানে হয় না। কারণ আমার কথা ভুললে হবে না উনার কথা ভুললে হবে না। কারণ উনিও নির্ব্বাচিত গাঁও প্রধান। আজকে যে গাঁও প্রধান উনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্ব্বাচিত হয়েছেন। একজন প্রতিনিধি আর একজন প্রতিনিধির বিরুদ্ধে বলতে পারে না। কারণ তারও অধিকার আছে একজনের নাম রিকমেণ্ডেশন করার। আমরা হয়তো এম, এল. এ, কিন্তু প্রতিটা পরিবারের কথা আমরা জানি না। কিন্তু গাঁও প্রধান বা গাঁও সভার মেম্বার তারা প্রতিটা বাড়ার কথা বা প্রতিটা পরিবারের কথা জানেন। কাজেই তাদের বিরুদ্ধে এইভাবে অভিযোগ আনা উচিত বলে আমি মনে করি না। আমি মনে করি আজকে ত্রিপুরা সরকারের অন্ততঃ কৃষিঋণ দেওয়ার আপত্তি তার আইনগত কোন বাধা আছে। এই আইনগত যাহা নাকি আরও দ্রুতগতিতে

হওয়া দরকার। কারণ মানুষ চায় আইন আরও দ্রুতগতিতে হোক। আরও নূতন ভাবে আইনকে গঠন করে তাকে এমন ভাবে তৈরী করা হোক যাতে দ্রুতগতিতে সেটা মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারে। আইন ঠিক দ্রুতগতিতে চলছে না। আমি কিছু হচ্ছে না সেটা বলতে চাই না আবার আইন যে ঠিক স্বাভাবিক গতিতে চলছে তাও বলছি না। আমি বলছি যে আইন এখন চালু আছে তা মানুষের আশা আকাঙ্খাকে পূরণ করতে পারছে না। কারণ আইনটা আরও সুন্দর হওয়া দরকার। যাতে গ্রামের সাধারণ মানুষ অন্ততঃ কৃষিঋণ পায় এবং অন্যান্য সাহায্যও যাতে পেতে পারে সেই ভাবে আইনকে গঠন করা উচিত। আইনটাকে যদি সংশোধন করে আরও ব্যাপকভাবে গতিশীল করা না হয় তাহলে আমরা মানুষের কোন উপকার করতে পারবো না। যেমন অনাবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হয়েছে, খরা পরিস্থিতি মানুষের দুরবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই আইনকে আরও দ্রুতশীল করার জন্য অনুরোধ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং এই রিজিউলেশনের বিরুধীতা করছি।

**মিঃ স্পীকার** :—I call on Hon'ble Minister to reply. আপনি বলবেন? আগে বলেন নি?

**শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস** ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণার জন্য এই প্রস্তাবকে সমর্থন করি। কারণ আমি এই বিধানসভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খরা এলাকা, খরা সম্পর্কিত যে বিবৃতি দিয়েছেন সে বিবৃতি আলোচনার মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণার দাবী উত্থাপন করি। কাজেই দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণার এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করি। কারণ ত্রিপুরাতে এই রকম একটা খরা যার ফলে ৪টা ফসল একটার পর একটা ফেল করেছে। গত আউশ ফসল, জুম ফসল, আমন ফসল এবং মাঝখানের বুরো ফসল, সমস্ত রবি শস্য, তরিতরকারী সমস্ত ক্ষেত্রে এবং শুধু কৃষিজীবী মানুষ নয়। কৃষির সাথে এমন ব্যবসায়ী কারিগর ইত্যাদি সমস্ত শ্রেণীর মানুষই এইটার দ্বারা এফেকটেড। মাছের কেজি ১২ টাকা। ফুল কপির কেজি ২ টাকা। কাজেই এই যে অবস্থা এই অবস্থার সাথে এবং ব্যাপক কর্ম্মসংস্থানের অভাবের দরুণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খরা সম্পর্কিত যে সর্বশেষ প্রেস কনফারেন্স করেছেন, সে প্রেস কনফারেন্সে বলেছেন এবং এমন কি কংগ্রেস পার্টি থেকে বলা হয়েছে যে ত্রিপুরায় আমন ফসল উৎপাদন ৭৫ পার্চেন্ট কম, আমাদের ২৫ ভাগ উৎপাদন। এই খরাজনিত অবস্থার ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, আমি বলছি না যে সরকার কিছু করছে না। আমরা দেখেছি সরকার কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আমার বক্তব্য হলো এই পরিস্থিতিতে সরকার পক্ষ থেকে যে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে পরিমাণ ব্যবস্থা করার দরকার হবে, সম্পুর্ণ ব্যবস্থা করতে গেলে, নাম দিন আর না দিন দুর্ভিক্ষকে রোধ করবার জন্য যে ব্যবস্থা করা দরকার ততটুকু ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তী সময়ে এই অবস্থা আরও সংকটজনক হবে এবং সমগ্র ত্রিপুরার মানুষ ইহার দ্বারা মারাত্মকভাবে এফেক্ট হবে। কাজেই নামের প্রশ্ন প্রধান প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হলো যে পরিমাণ সমস্যা আছে সে পরিমাণ সমস্যাকে সঠিকভাবে মোকাবিলা

করতে গেলে যাতে আমাদের দেশের মানুষ তাদের জীবনযাপন করনে যা ঘটে তার চেয়ে বেশী না এফেক্টেড হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই অবস্থার মোকাবিলা করতে গেলে দুর্ভিক্ষকে মোকাবিলা করতে যে অবস্থা যে পরিমাণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় প্রায় সমপরিমাণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কাজেই দুর্ভিক্ষ এলাকার নাম দেওয়া আর না দেওয়া প্রধান কথা নয়। যদি করতে হয় সেটা দুর্ভিক্ষ মতই মোকাবিলা করতে হবে। আমি বেশী বলতে চাই না এই অবস্থার ফলে ত্রিপুরায় যে ব্যাপক অভূতপূর্ব্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে ৪টা ফসল একের পর এক মারা গেছে এবং ইহা সমস্ত শ্রেণীর মানুষই একেকৃটেড হয়েছে। এই অবস্থায় ত্রিপুরা দুর্ভিক্ষ এলাকা বলে ঘোষণা করাই মঙ্গলজনক হবে। এবং তার মোকাবিলা করার জন্য সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষ যাতে একে মোকাবিলা করেন এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**মিঃ স্পীকার :**—আপনি ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

**শ্রীনিশিকান্ত সরকার :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই খরা পরিস্থিতি সম্বন্ধে অনেক আলাপ আলোচনা অনেকেই করেছেন এবং একটা উত্তর মিনিষ্টার দিয়েছেন। কিন্তু আজকে আবার নূতন দেখলাম ত্রিপুরার বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছেন যে দীর্ঘ খরাজনিত পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে অবিলম্বে ত্রিপুরাকে দুর্ভিক্ষ এলাকা বলে ঘোষণা করুন এবং তার জন্য সকল প্রকার অর্থ সাহায্য, রিলিফের ব্যবস্থা করুন। এইটাতো আজকে নতুন না স্যার, এই বিধান সভা ঐদিন আরম্ভ হলো। ত্রিপুরার খরা পরিস্থিতি সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ত্রিপুরা সরকার বহুবার টেলিগ্রাম করেছে, পর্যবেক্ষক দল পাঠিয়েছে সেটা মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার মধ্যেও আছে এবং আমরা যারা এম, এল এ, আছি। এটা আজকে নুতন করে আনার কোন যুক্তি নাই। আগেই আমরা সমস্ত কিছু অবগত আছি সেই অনুসারে খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য ত্রিপুরা সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছেন। খরার জন্য এই ফসল গেল, বাকী ফসল কি করে রক্ষা করা হবে, তার জন্য পাম্পিং সেট, ডীপ টিউব ওয়েল ইত্যাদি দেওয়া নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছে, তাই এই যে সময় নষ্ট হল এটা সমর্থন করতে গিয়ে বলেছেন নুতন করে এই প্রস্তাব আনার কারণ কি ? কারণ মাননীয় সদস্য বলেছেন জুমিয়া দাদন, বীজ ধান, কৃষি ঋণ, সেই সম্পর্কে নুতন করে বলেছেন। এটা সত্যি যাহারা সাহায্য পাচ্ছে, তাদের গায়ে কি কংগ্রেস, কে কমিউনিষ্ট লিখা থাকে ? তাহলে বুঝা যায় সুষ্ঠু ব্যবস্থা সরকার করছে। সেখানে তিনবার যে লোন নিচ্ছে, সে হয়তো পাচ্ছে না, আর যারা পাচ্ছেন তারা সবই কংগ্রেস এই যে ধারণা, এর দ্বারা জনসাধারণকে হেয় করা হচ্ছে। তবে হতে পারে দাদন বিলি বন্টনের মধ্যে ত্রুটিবিচ্যুতি থাকতে পারে। আগে এইসব মহকুমা শাসকের অফিস থেকে নিতে হত, এখনও সেখানে অল্পমাত্রায় দিচ্ছে। এখন যেখানে ব্যাপক হারে ঋণ দিচ্ছে, সেটা কাগজে কলমে বসে যাতে না দিতে হয়, সেটা দালালের হাতে যাতে না যায় তারজন্য চেস্টা করা হচ্ছে। একদল আছে, লাল মার্কা, তাদের মধ্যে দালাল আছে, তারা হয়তো, বি, ডি, ও, এস, ডি, ও টাকা দিল, তার থেকে দুই এক টাকা

দালালদের দিতে হয়, সরল আদিবাসী মানুষ তাদের বিশ্বাস করে তা দিচ্ছে। কাজেই আমি এখানে দুই একটি সাজেশন রাখব। এই প্রস্তাব নতুন করে এলেও এর সংগে এটার যুক্তি নাই সেজন্য আমি সমর্থন করছি না। প্রশ্ন হল যে আজকে ত্রিপুরার যে অবস্থাটা, সরকার ব্যাপক হারে কৃষিঋণ, খয়রাতি সাহায্য, ষ্টেট রিলিফ ইত্যাদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, এটা আরেকটু দেখতে হবে। খয়রাতি সাহায্য স্টেট রিলিফ, ইত্যাদির কথা বলতে গেলে, অনেক গেজেটেড অফিসার বলেন কাজটা যে চালু করব, সেটা চালু করবে কে, এটা সত্যি কথা। টাকার প্রশ্ন, কর্ম্মচারীর প্রশ্ন ইত্যাদির প্রশ্ন সেখানে আছে। ধরুন এখন ফরেস্ট'এর কাজ, প্রত্যেকের দিন মজুরের কাজ করতে হবে, যে টাকা বরাদ্দ আছে বা যে অর্থ সংগ্রহ করবে, সেটা যাতে প্রত্যেক এলাকায় সমভাবে যায় এবং কোন এলাকায় যাতে কাজ বন্ধ না হয়ে যায় সেটা দেখতে হবে। ক্র্যাশ প্রগ্রাম সম্বন্ধে বলতে গেলে আমি বলতে পারি টাকা কোথাও কোথাও খরচ হয়েছে বাকী টাকা খরচ করতে পারে নাই। তার কারণ ক্র্যাশ প্রগ্রাম চালু করতে গেলে কর্ম্মচারী দরকার, সেই কর্ম্মচারীর অভাব। বি, ডি, ও, পঞ্চায়েত সেক্রেটারী, ভি, এল, ডবলিও যদি এই কাজে আসে, ট্রাইবেল ইন্সপেক্টার যদি টেস্ট রিলিফ, ক্র্যাশ প্রগ্রামের পেছনে ধাওয়া করে, তাহলে সরকারের অন্যসব কাজ অচলের মত হয়ে যাবে। আমি দেখেছি সর্ব্বত্র অচলের মত কাজ চলছে। মোটামুটি কথা হল, স্যার বি, ডি, ও'র কাজ হল, তার নিত্যনৈমিত্তিক কাজ আছে, সেগুলি করা, কিন্তু সেই যে পার্মানেন্ট কাজ সেটা অচলের মত হয়ে যায়, তার কারণ টেষ্ট রিলিফ, সীজন্যাল বাঁধ, তার পেছনে তাঁকে ধাওয়া করতে হয়, ফলে তাঁদের অন্যান্য কাজ করার সুযোগ থাকেনা। আমাদের স্টাফ বাড়াতে ক্ষতি কি স্যার? যখন শরণার্থীরা এসেছিল, তাদের রিলিফের কাজের জন্য অস্থায়ীভাবে বহু লোককে কাজ দেওয়া হয়েছে, কাজেই সরকার সেভাবে কিছু লোককে কাজে নিয়োগ করে কাজ করিয়ে নেওয়া, তার মধ্যে কোন অসুবিধার কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না। বোরো ফসল রক্ষা করার জন্য সরকার এখন যে পাম্পিং মেশিনগুলি দিয়েছেন বা মেশিনগুলি দিচ্ছেন, মেশিনারী জিনিষ যেকোন সময় বিকল হবে, তার প্রমাণ আমি নিজে। আমি একটা মেশিন ৮।১০ দিন অনুরোধ করে নিলাম, মেশিন তখন ভালই ছিল, কিন্তু তিন চার ঘন্টার মধ্যে মেশিন বিগড়ে গেল, সাত দিন পর্যন্ত আমার কাজ বন্ধ। কবে ডিপার্টমেন্ট মিস্ত্রী পাঠাবে, তারপর মেশিন ঠিক হবে, তবে কাজ হবে, এটা অনেক সময় লেগে যায়। আমার যে মিস্ত্রি আছে, সরকারী ষ্টাফ তাকে সেটায় হাত দিতে দেয় না, আমাকে বলে এটা স্যার, আপনারা পারবেন না, হয়ে গেল আরকি, আমার গম শুকিয়ে গেল। কাজেই মেশিন যে আছে (রেড লাইট)

**মিঃ ডেঃ স্পীকার** :—আপনি তাড়াতাড়ি শেষ করুন।

**শ্রীনিশিকান্ত সরকার** :—যেসব কারাগর গ্রামে আছে, যারা কাজ জানে, অস্থায়ীভাবে তাদের গ্রামে নিয়োগ করে, যাতে সেইসব মেশিন চালু থাকে সেই ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। তাহলেই বোরো ফসল পাব। যেখানে জলের ব্যবস্থা আছে, সেখানে মন্ত্রীর রিপোর্ট'এর অপেক্ষায় বা ডিপার্টমেন্টের অর্ডারের অপেক্ষায় যাতে সরকারী কর্ম্মচারীদের বসে থাকতে না

হয়। কারণ আগরতলা থেকে অর্ডার যেতে যেতে হবে কি, সব শুকিয়ে যায়। আমাকে বলতে দিলে আমি অনেক যুক্তি দিতে পারব, কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয় সময় দিচ্ছেন না। খরা পরিস্থিতি সম্পর্কে আগেও বলেছি। পূর্ত্ত বিভাগ গ্রামের রাস্তা করেন না, সহরের বড় বড় রাস্তা নিয়েই টানাহেচরা করেন। কারণ গ্রামে যে সমস্ত আদিবাসী তারা কোন কেনাবেচা করতে পারেনা, টাউনে যে সমস্ত রিফিউজী আছে, তারা হয়তো কিছু লাকড়ি কেটে বিক্রী করার একটু সুবিধা পায়, আদিবাসীরা ঐ জিনিষটা এখনও শিখে নাই। কাজেই তাদের অবস্থা খুবই খারাপের দিকে যাচ্ছে। এইবার পূর্ত্তবিভাগ, কৃষি বিভাগ, মাইনর ইরিগেশন, ব্লক ইত্যাদিকে যুদ্ধের মোকাবিলা তৈরী করতে হবে; যেমন বাংলাদেশের শরণার্থীরা আসতে সুরু করলে মাঠে, ময়দানে কাজ সুরু হয়েছিল, ঠিক তেমনি কাজ করতে হবে। বিরোধী দল দুর্ভিক্ষ এলাকা বলে ঘোষণা করতে বলেছেন, কিন্তু তার দ্বারা কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে আমি জানি না, সরকার যেখানে ব্যাপক হারে সাহায্য করছে, সেখানে দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণা করার কোন যুক্তি আমি পাই না। দুর্ভিক্ষ এলাকা যদি ঘোষণা করা হয়, তখন গড়ে হরিবোল, সব এলাকার হয়ে গেল, তখনই তাদের বক্তৃতার ফাক থাকবে। সরকার ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, কিছু কিছু লোকের সুবিধা হচ্ছে, এই জায়গাতে একথা বলার উদ্দেশ্য বাহবা নেবার জন্য যে দেব আমরা বলেছিলাম দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণা জন্য, সরকার স্বীকার করলেন না। আমি আর বেশী সময় নিচ্ছি না। তিনবার লালবাতি জ্বালানো হয়েছে। সরকারকে যুদ্ধের মোকাবিলায় তৈরী থাকতে হবে, যেখানে জলের সন্ধান পাওয়া যায়, সেখান থেকে জল এনে মাঠের ফসল বাঁচাতে হবে, দরকার হলে এই কোম্পানী মেশিন দিলনা অন্য কোম্পানী থেকে মেশিন আনতে হবে। এই বলে আমি বক্তব্য শেষ করছি।

**শ্রীশৈলেশ সোম :**—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা নৃপেন্দ্র বাবু যে বেসরকারী প্রস্তাব এই সভায় উত্থাপন করেছেন, সেই প্রস্তাবকে উপলক্ষ করে সরকারের তাঁর মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি পৃথক উনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই সভায় ইতিপুর্বে খরা পরিস্থিতি নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি মাননীয় উপমন্ত্রী এই সভায় পাঠ করছেন। কাজেই খরা পরিস্থিতিতে সরকার যে নীরব নেই, সরকার উদ্বিগ্ন নন, সরকার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেন নি, এমন কথা নয়, তার প্রমাণ রয়ে গেছে সেই বিবৃতির মধ্যে। সরকার যে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন, তা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর বিবৃতির মধ্যে তবু এই প্রস্তাব নিয়ে দীর্ঘ দু'দিন ধরে মাননীয় সদস্যগণ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ভংগীতে অনেক আলোচনা সমালোচনা করেছেন, কটু তিক্ত রসায়, লবনাক্ত, সমস্ত রকমের রস মিশিয়েছেন যার যার অভিরুচি অনুযায়ী। কিন্তু বক্তব্যের মধ্যে সারবস্তু যতখানি আছে, সমালোচনার মধ্যে অসারতা অনেক বেশী। সেক্সপীয়ারের মার্চেন্ট অব ভেনিসে আছে, অ্যানটানিও বলছেন গ্র্যাসানিও সম্পর্কে যে "Grationio speaks in infinite deals of nonsense". তারপর বলছেন যে এক বুশেল তুষের মধ্যে গমকে যদি আমরা খুঁজি তার মধ্যে দুচার দানা গম আমরা পাব। সমালোচনাটা ঠিক তেমনি হয়। আর সমালোচনা করতে গিয়ে অর্ধসমাপ্ত, অসমাপ্ত

কতগুলি কাল্পনিক তথ্যের সংগে কিছু কিছু বাস্তব তথ্য মিশিয়ে পরিবেশন করা হয়েছে, অপূর্ণ বলে প্রকৃত ঘটনাকে বিকৃত করবার একটা প্রয়াস তার মধ্যে রয়েছে। টমাস ম্যান, প্রখ্যাত সাহিত্যিকের একটা কথা আছে যে—"Half truth is more dangerous than untruth". ঠিক তেমনি ভাবে একটা চমকপ্রদ কাহিনী রচনা করবার জন্য কিছু কিছু কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে বাস্তব যে সত্য সেই সত্য হচ্ছে খরা ত্রিপুরায় হয়েছে, সেই খরা জনজীবনে অশেষ দুঃখ ক্লেশ এনেছে। মানবিক দৃষ্টিভংগী দিয়ে প্রতিটি নাগরিক কিভাবে তার সমস্ত শক্তি, সাহস, তার চিন্তা, তার বুদ্ধি, তার কর্মকে নিয়োজিত করবে প্রশ্নটা হচ্ছে সেখানে সবচাইতে বেশী। আজকে আলোচনা নয়, সমালোচনা নয়, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমস্যার মোকাবিলা করা সেটাই হচ্ছে বড় কথা। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। সেদিন জাতির সামনে সব চাইতে বড় কর্তব্য দাঁড়ায় ঐ সিটুয়েশানকে, পরিস্থিতিকে কিভাবে তারা মোকাবিলা করবে। একটা জাগ্রত জাতি, স্বাধীন সত্তাসম্পন্ন জাতি মানবিক দৃষ্টিসম্পন্ন জাতি যত বড় বিপর্যয়ই আসুক না কেন সেই বিপর্যয়কে মোকাবিলা করে অদম্য শক্তি দিয়ে সাহস দিয়ে, পৃথিবীর ইতিহাসে তার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আমরাও স্বাধীনতার পর বিভিন্ন স্তরে স্তরে রূপায়িত করেছি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় দেশের মধ্যে নানা বিপর্যয় এসেছে। কিন্তু জাগ্রত জাতি তার মানবিক সমস্ত প্রজ্ঞা নিয়ে, শক্তি নিয়ে কর্মক্ষমতা নিয়ে, সরকার তার সমস্ত মানবিক অভিধান নিয়ে সেদিন অগ্রসর হয়েছে মোকাবিলা করবার জন্য। সমস্ত সংকট সে উত্তীর্ণ হয়েছে। আজও ভারতের প্রান্তে প্রান্তে বিশেষ করে আমাদের এই ত্রিপুরার প্রান্তে খরা জনজীবনে অপরিসীম দুঃখ এবং বেদনা এনেছে এই মানবিক দৃষ্টি সম্পন্ন সরকার তার সংকটে উদাসীন নয়। কোন কোন মাননীয় সদস্য ব্যঙ্গ করে নানা কথা বলেছেন। এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে ভারতের ইতিহাসকে তারা বলেছেন, কংগ্রেস ইতিহাসকে বলেছেন, ভারতের মহান নেত্রী প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে পর্যন্ত ব্যঙ্গ করতে কসুর করেন নি। কিন্তু সত্যের যদি তারা অনুসন্ধানী হন, তারা জানেন, তা অস্বীকার করতে পারবেন না। মানবিক মূল্যবোধের দৃষ্টি নিয়ে ভারতবর্ষ আজকে সারা পৃথিবীতে উজ্জ্বল, ভাস্বরতার মহিমা। পৃথিবীর ইতিহাসে কোথায় আজকে ৭২ সাল ততখানি নয়। বিগত বাংলাদেশের সমস্যার সময়ে আমরা দেখেছি ইউ, এন, ও, ফ্লোরে দাঁড়িয়ে যারা বড় বড় বক্তৃতা করে মানবতা নিয়ে, মরুভূমিতে যারা মানুষের দুঃখ দুর্দশার জন্য বন্যা বইয়ে দেন কুম্ভীরাশ্রুতে ঐ সমস্ত দেশকে দেখেছেন। এরা কি মানব প্রজাতির বংশধর? যখন দেখেছি আমাদের পাশের রাষ্ট্রে নারী নির্যাতন চলেছে, শিশু হত্যা চলেছে, ভ্রাতৃহত্যা চলেছে নির্বিচারে গণহত্যা চলেছে, তখন ঐ সমাজবাদী দেশ বলে, কম্যুনিষ্ট দেশ বলে যারা বড়াই করে তারা সেদিন ঐ অত্যাচারীর অস্ত্র যুগিয়েছে। সেদিন মানবিক অধিকারের বুলি ঐ সমস্ত দেশের মধ্যে অনেকগুলিতে দেখতে পাইনি। কিন্তু ভারতবর্ষ তার সীমিত শক্তি নিয়ে স্বাধীনতাকামী ভারতবর্ষ, সমাজবাদী ভারতবর্ষ, গণতন্ত্রকামী ভারতবর্ষ, মহাননেত্রী ইন্দিরাজীর নেতৃত্বে এশিয়া সূর্য্য ইন্দিরাজীর নেতৃত্বে

সেদিন এই অবস্থাকে মোকাবিলা করবার জন্য উদ্যত হয়েছিলেন। এই কথাগুলি বলছি এই জন্য যে ভিন্ন একটা রাষ্ট্রের মানুষের সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, তার স্বাধীন নবজাগ্রত জাতির যে অভিধা তাকে তুলে ধরবার জন্য যদি এই সরকার উদ্যত হয়ে থাকে, আমার দেশের মানুষ মারা যাচ্ছে, তার জন্য সরকার উদাসীন থাকে এই কথা কল্পনাতেও আসে কোথা থেকে? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি ইতিহাসের অনেক ঘটনা আমি বলতে পারি। কিন্তু তারা সহ্য করতে পারবেন না। আজকে মানব অধিকারের কথা তারা বলছেন খরা পরিস্থিতির কথা; দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির কথা, বলছেন ত্রিপুরা সরকার এবং ভারত সরকার উদাসীন হয়ে রয়েছে এমন একটা ভাব এবং ভঙ্গীতে। ইতিহাসকে যদি তুলে ধরি তাহলে অন্যায় হবে না। ভারতের ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করে। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে যখন সারা ভারতবর্ষের সমস্ত স্বাধীনতাকামী মানুষ কারার অন্তরালে তাদের জীবনগুলিকে অতিবাহিত করছিলেন বৃটিশের অত্যাচারে সেদিন কারা ঐ দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত মানুষের মুখের গ্রাসকে কেড়ে নিয়েছিল? ইংরেজের এই সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলেছিল? সেদিন আমরা দেখেছি সেদিন লক্ষ লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল অনাহারে। আর তারা বলেছিলেন জনযুদ্ধ। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বুটের নীচে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন জনযুদ্ধ। সেদিন তারা বৃটিশের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন মানুষের মুখের গ্রাসকে কেঁড়ে নিয়ে। সেদিন তারা ঐ বৃটিশের সৈন্যদের ভোগের জন্য নারী নির্যাতন করতে পর্যন্ত বাদে নি। আজকে তারা মানব অধিকারের কথা বলছেন তাদের লজ্জা করা উচিত। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা সরকার যখন সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন ঐ দুর্ভিক্ষকে প্রতিরোধ করে মানুষকে বাঁচাতে তখন তারা মানুষের মধ্যে বিশৃঙ্খলতা এনেছেন। যখন সমগ্র জাতি এক হয়ে বাঁচবার জন্য চেষ্টা করবে মানসিক বল প্রস্তুত করবে তখন তারা মানুষের মনে হতাশা জাগাচ্ছেন, দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত এলাকা ডিক্লেয়ার করবার জন্য তারা বলছেন। তারা বলছেন লঙ্গরখানা খুলে এক। ভিখারীর জাতিতে তাকে পরিণত করতে। আর আমরা যখন চাইছি তারা মান সম্ভ্রম নিয়ে বসবাস করুন, রুজি রোজগারের নানারকম ব্যবস্থা আমরা করেছি, আমি এখানে ষ্টেটিসটিকস দিয়ে বলব, তখন তারা সমস্ত জাতকে লঙ্গরখানায় ঢুকানোর জন্য প্রস্তাব করছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এটা তাদের পক্ষেই বলা সম্ভব যারা মানুষকে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মহম্মদ তুঘলকের মত সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করে, মানুষের সমস্ত আত্মরক্ষার পথকে নষ্ট করবার চেস্টা করে, তাদের পক্ষেই এই প্রস্তাব আনা এবং সমর্থন করা সম্ভব, অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা চাইছি দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত এই ত্রিপুরার মানুষ বাঁচুক, মানুষের হারে, মানুষের মর্যাদা নিয়ে, গণতান্ত্রিক দেশে মানুষ যেভাবে থাকে সেইভাবে। এই সংকটকে আমরা মোকাবিলা করতে চাইছি এবং তারি জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা আমরা অবলম্বন করেছি। অথচ আশ্চর্য হচ্ছি কাল্পনিক অনেক কথা তারা বলছেন, সেকথা যদি বলতে হয় যে দুই ঘন্টা সময় আছে সেও দুই ঘন্টায় শেষ হবে না। সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য আমরা দিয়ে আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি। সুতরাং আমরা দেখেছি আমি জানি সাস্পিশাস মাইণ্ডের কি অবস্থা হয় সত্য কথা বলছে।

সুতরাং আজকে তাদের দুঃখের কারণ হচ্ছে আমি জানি রাজ্য সরকার এই সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন আছে বলেই সর্বপ্রকার আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের সরকার সম্পূর্ণভাবে চেষ্টা করছেন। এই জন্য আমরা ভারত সরকারকে বার বার অনুরোধ করেছি এবং আমাদের অনুরোধ সরকার সাড়া দিয়েছেন এবং পরিস্থিতির প্রথম পর্য্যায়ে সরকার এক পর্যবেক্ষক দল ত্রিপুরার পাঠান এবং সেই অবস্থা দেখেই তারা ১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে মঞ্জুর করেন খরা পরিস্থিতির জন্য। ওরা কিন্তু বলছেন আমরা কিছু করি নি। এছাড়া আমরা খরাতে সাহায্য হিসাবে এ ব্যাপারে ৩০ লক্ষ ৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছি। আর ১৩ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করা আছে এই অবস্থা যাতে মোকাবিলা করা যায়। টেষ্ট রিলিফের জন্য আমরা কর্ম সংস্থান করেছেন। ওরা বলছেন যে আমরা কি করি? ওরা চায় লঙ্গরখানায় খাওয়াতে, আমরা চাই ওদের কাজ দেব মানুষের মত পারিবারিক সম্রম নিয়ে, পারিবারিক জীবন নিয়ে ওরা বসবাস করুক। সুতরাং আমরা কর্মসংস্থানের জন্য টেষ্ট রিলিফের ব্যবস্থা করেছি এবং এ ব্যাপারে ৬১,৭০,০০০ টাকা আমরা মঞ্জুর করেছি। আরও ১৬,৩০,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এর জন্য। কৃষি আর দাদন খাতে এ পর্যন্ত ৩১ লক্ষ ৫৫ হাজার এবং ১৬ লক্ষ ৯৫ হাজার মঞ্জুর করা হয়েছে এবং আরও ৭৬ লক্ষ ৭৫ হাজার এবং ৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা যথাক্রমে বরাদ্দ রয়েছে। এ ছাড়া ভারত সরকার রবি শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ৪২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন এবং যাতে টেষ্ট রিলিফ কাজ করার পর মানুষকে দূরে যেতে না হয় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের জন্য তার জন্য ৩৮০টি ন্যায্য মূল্যের দোকানএর ব্যবস্থা হয়েছে এবং আরও ৭৬টি ন্যায্য মূল্যের দোকান খোলা হয়েছে। সরকার আরও ১৪,৫০০ মেঃ টঃ চাউল এবং ৭,৩১১ মেঃ টঃ গম এলটমেন্ট করেছেন আরও ৬ হাজার মেঃ টঃ চাউল এবং ১,১৪১ মেঃ টঃ গম আনা হয়েছে। প্রচলিত নিয়ম শিথিল করে ভূমিহীন কৃষককে আমরা ঋণ দিয়েছি যা ইতিপূর্বে দেওয়া হতো না। এ ছাড়াও আমরা পূর্ত্ত ও বনকর বিভাগ অধ্যুষিত অঞ্চলে গ্রাম্য রাস্তা ইত্যাদি নির্ম্মান করছি যাতে ঐ অঞ্চলের কাজের জোগার করতে পারে এবং জীবিকার সংস্থান করতে পারে এবং রিজার্ভএর আগাছা ইত্যাদি পরিষ্কারের কাজ আমরা করছি চারাগাছ ইত্যাদি রোপণের কাজ আমরা করেছি। নূতন স্কীম নিয়ে উপজাতি এবং অ-উপজাতিদের অন্ততঃ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঐ সমস্ত কাজের মধ্য দিয়ে যাতে তারা জীবিকার সংস্থান করতে পারে। এছাড়া ৩৫০টি টিউব ওয়েল এবং ২০০টি রিংওয়েল স্থাপন করা হয়েছে তাছাড়া ১,৫০০টি টিউবওয়েল এবং ৭৫০টি রিংওয়েল মেরামতের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে মানুষের পানীয় জলের কষ্ট দূর হয় তার জন্য। ৮০০টি সিজনেল বাঁধ নির্ম্মাণ করা হয়েছে এতে ২১ হাজার একর আমন ধানের জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হবে। এছাড়া ১৩৭টি ৫ অশ্ব শক্তি বিশিষ্ট পাম্প সেট এবং গত ১,৩০০টি আর্টিজেন ওভারফ্লো টিওবওয়েল এবং অতিরিক্ত আরও ৪০০টি টিওবওয়েল বসানো হয়েছে। এছাড়াও আরও ২,০০০টি পাম্প সেট কৃষকদের নিকট বিক্রী করার জন্য ক্রয় করা হয়েছে। ১০টি পাম্প সেট এবং ২৭টি ডিজেল পাম্প সেট বসানোর জন্য আরও ব্যবস্থা হয়েছে।

প্রধান মন্ত্রীকে উপহাস করা হয়েছে কিন্তু তার ড্রট রিলিফ ফাণ্ড থেকে এ পর্যান্ত ৫০ হাজার টাকা দান করা হয়েছে গত ৭ই ডিসেম্বর বিধান সভায় এই কথা বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আর ভারত সরকার এই খরা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ত্রিপুরা সরকারকে সর্ব্বোতোভাবে সহায়তা করছেন। সুতরাং ভারত সরকারকে অযথা সমালোচনা করে তারা মনের বিকৃত চেহারাটা খোলে ধরেছেন। আর একটি কথা লক্ষ্য করবার আছে যে এই খরা পরিস্থিতি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে নয় ভারতের দুইটি রাজ্য ছাড়া সমস্ত রাজ্যে খরা, বন্যা অথবা ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সুতরাং সারা দেশের না হয়ে যদি এটা শুধু ত্রিপুরার কথা হতো তাহলে এই ত্রিপুরার সমস্যাকে আরও অঢেলভাবে সহায়তা করা সম্ভব হতো। এ ছাড়া আমরা খাজনা মকুব করেছি ৭ সনের ৪৭ লক্ষ টাকা এ ছাড়া আরও ৫১.৮৬ হাজার টাকা খাজনা মকুব করা হয়েছে। এমনই ভাবে বিভিন্ন ভাবে এই খরা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করছি এবং এই অবস্থায় মানুষের মনোবল যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তার জন্য আমি অনুরোধ করব মাননীয় সদস্যদের এমন কোন কথা যেন বলা না হয় যাতে এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে মানুষের মনোবল ভেঙ্গে যেতে না পারে বরং তাদের উৎসাহিত করে আজকে এই সঙ্কট উত্তীর্ণ হতে পারি তার জন্য চেষ্টা করা হয় এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :** —মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি খুব দুঃখিত যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমি যে সব বক্তব্য উপস্থিত করেছিলাম তার একটারও তিনি জবাব দেন নি। আমি এর আগে বিধানসভায় আমাদের ট্রেজারী বেঞ্চে দেখেছি আমাদের নাটক করতে এবং সেই নাটক আপাতত ভাল লাগতে পারে কিন্তু আজকে যখন সেই মন্ত্রীর দিকে তাকাই তখন দেখি জনতা তাঁকে ডাষ্ট বিনে ফেলে দিচ্ছে। কাজেই যারা বাস্তবকে দেখে না যারা মাটিতে পা দেয় না তাদের বিচারের ভার আমি জনতার উপর ছেড়ে দেয়ায় আমি শুধু এই কথাই মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাব আমি যে ১০টি নাম দিয়েছিলাম যারা অনাহারে মৃত্যুবরণ করেছে তারপর আরও ৪টি নাম ইচ্ছা করলে দিতে পারি যারা গত কয় দিনের মধ্যে অনাহার মৃত্যু বরণ করেছে তার একটি নাম মন্ত্রী কনট্রাডিক্ট করতে পারেননি এই হাউসের মধ্যে This remains a fact. This remains a fact Facts will speak. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমি বলছি না। মানুষ যখন দেড় টাকা মজুরীতে টেষ্ট রিলিফের ক্ষেত্রে গিয়ে ভীড় করেন—১.৫০, ১.৭৫ তাহলে মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জেনে বলছি যখন দেড় টাকা মজুরীতে স্কুল ছেড়ে ছাত্ররা গিয়ে ভীড় করে টেষ্ট রিলিফ এই কথাটার অর্থ কি মাননীয় মন্ত্রী জানতে না পারেন সমস্ত দেশের মানুষ জানে টেষ্ট রিলিফের অর্থ কি দুর্ভিক্ষ আছে কি নেই অভাব আছে কি নেই সেটা টেষ্ট করার জন্য আগে ৪ পয়সায় বৃটিশ আমলে টেষ্ট রিলিফের কাজ হতো। আজকে ৪ পয়সার দাম দেড় টাকা হয়েছে আজকে সেখানে হাজার হাজার মানুষ যাচ্ছে কাজ করতে। মাননীয় স্পীকার স্যার, this remains a fact. উনি কি বলতে পারেন আজকে কটা Test Relif Centre চালু আছে। আমি মৃত এ্যাকটস চাইছি না আমি লিভিং ক্যাক্টস চাইছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, ফ্রান্সিস একজন মেম্বার বলেছেন সব

ব্যাপক নয় তীর্থময়ী এলোমিনিয়াম ফেক্টরীতে যান শ্রমিকরা বলছে কাজ কমে গিয়েছে। কেন এলোমিনিয়ামের বাসন বিক্রী হয় না। কে কিনবে ১৫ টাকায় ডেকচি মাটির হাড়ি কিনতে পারে না। একটা এলোমিনিয়ামের ফেক্টরী এখানে চার পাঁচটি এলোমিনিয়ামের ফেক্টরী চলতে পারে। কিন্তু আজকে কুম্ভকার বেকার তার চাকা ঘুরছে না তার মাটির হাড়ি বিক্রী হয় না। মন্ত্রীর জানার কথা নয়। কিন্তু দুর্ভিক্ষ সমস্ত অংশের মানুষের জীবনকে কি ভাবে গ্রাস করে চলেছে। মাননীয় স্পীকার আমি দেখেছি ট্রান্সফার অব প্রপার্টি কি করে চলেছে। আমি আমি দেখেছি সমস্ত দোকান পাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আমি দেখেছি লক্ষ লক্ষ পিটিশান পরে আছে তদন্ত হচ্ছে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে বলা হয়েছে করাপশানের কথা। একজন মেম্বার বলেছে সি, পি, এম-কেও ঘুষ দেওয়া হচ্ছে দরখাস্তের জন্য। কিন্তু সি, পি, এম তো রুলিং পার্টি নয়। সি, পি, এম-এর হাতে ঘুষ দিয়ে পয়সা পাবে এমন মুর্খ সমস্ত ত্রিপুরার মধ্যে কেও বোধহয় নেই এই হাউসের মধ্যে সম্ভবত থাকতে পারে দুই-চার জন।

**শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত** :—অন পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আমি ঘুষের কথা বলি নাই চাঁদার কথা বলেছি।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যদি বলতে চাই যে হাওমন্ত ব্লক-২৫টা গাঁওসভা আপনারা এসেম্বলী রিপোর্টস পড়ে দেখুন ৮টি লোককে কৃষি ঋণ দেওয়া হয়েছে। দি ফ্যাকটস ওইল স্পীক। ফ্যাক্টস ইত্যাদি প্রমাণ করছে ক্রামিনেলসের মতো কাজ করা হয়েছে। যে এলাকার মধ্যে ৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে অনাহার মৃত্যু একটি কনট্রাডিকশান দিতে পারেনি সেই এলাকার ৮ জন কৃষককে কৃষি ঋণ দেওয়ার পর এখানে সেক্সপীয়ার কোট করা হচ্ছে। ডেবিল কোট করছে স্ক্রপচার্স। ডেভিলের মুখ দিয়ে সেক্সপীয়ার বেড়োয়। সেক্সপীয়ার মহান ব্যক্তি ছিলেন। ডেভিলের মুখ দিয়ে সেক্সপীয়ার শুনতে চাই না।

মাননীয় স্পীকার স্যার, রেশন সপের কথা বলছিলাম, বহু এলাকায় রেশন সপ নেই। আঠার মুড়া লংথরাই থেকে যখন মানুষ আসছে, শিকারী বাড়ী, হরিণ ছড়া, কাঠাল বাড়ী, আমবাসা, পূর্ব্ব পশ্চিম দলুবাড়ী, রাইপাশা, নাইলাছাম চৌধুরী পাড়া, আড়াইকলই বাড়ী, প্রভৃতি এলাকায় কতগুলি খোলা হয়েছিল, এখন সেগুলি বন্ধ হয়ে গেছে, আর কতগুলি খোলাই হয়নি। সমগ্র এলাকাটা হচ্ছে ট্রাইবেল এরিয়া। মাননীয় স্পীকার স্যার, আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি যে আজকে পর্যান্ত এফ, সি, আই একটা গোডাউন করে নি, কোন ষ্টক বিল্ড আপ করে নি। লম্বা লম্বা বক্তৃতা করা হচ্ছে, কাগজ পড়া হচ্ছে, আমি জানতে চাই এফ, সি, আই কেন ষ্টক বিল্ড আপ করে নি? কালকে বা দুইদিন পরে যদি কোন ক্রাইসিস হয়, যদি রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যায়, যদি কোন রকমে আমাদের ট্রেনসপোর্ট ব্রেকডাউন হয়, আমাদের তো রেল লাইন নেই, আমরা কেন আগে থেকে ষ্টক বিল্ড আপ করছি না। এখানে মানুষের দুঃখের কথা বলা হচ্ছে, আমি জানতে চাই রিগ কেন আসে নি? মিলিটারীর কথা বলা হয়েছে, বি, এস, এফ, এর কথা বলা হয়েছে, সি, আর, পির কথা বলা হয়েছে। আর রিগ

আসতে পারে নি, টিউব ওয়েল করার জন্য রিগ আসতে পারে নি, কেন আসতে পারে নি, আমি জানতে চাই? কিন্তু সেকথার জবাব, আমি এখান থেকে পাই নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখছি, করাপশানের কথা বলা হচ্ছে, ইদানিং সময়েতে ধর্মনগর থেকে দুলুবাড়ী একটা ট্রাইবেল এলাকা, সেখান থেকে আমাকে লিখিত ভাবে জানিয়েছে, আমি নাম বলতে পারি, মানিক হালাম, নাইবরুয় হালাম, মানিকলিয়েন হালাম, নাইবাননি হালাম, রঞ্জিত হালাম এবং সন্নজয় হালাম ইত্যাদি, এদের সবার নাম জাল টিপসহি দিয়ে তাদের নামে টাকা নেওয়া হয়েছে, সমস্তই দাদনের টাকা। সেখানে লিখিত অভিযোগ গেছে, কিন্তু এই সমস্ত দুর্নীতির কোন তদন্ত করা হয় নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমি নিজেও লিখিত ভাবে অভিযোগ দিয়েছি, কৈ কোন তদন্ত হয়েছে কি না, সেই সম্পর্কে তো কিছু বল্লেন না। শুধু একটা কথাই বলেছেন, সেটা হচ্ছে দুর্নীতি সম্পর্কে, কিন্তু এই কথা কি বলেছেন যে আমরা তদন্ত করে দেখেছি, এই দুর্নীতির অভিযোগটা অসত্য? এই কথাও যদি বলতেন, তাহলে আমি খুসী হতাম। টাকা ঠিক ঠিকই আসবে এবং সেই টাকাটুকু ঐ দুর্নীতিপরায়ণ আমলা এবং কিছু কায়েমী স্বার্থের লোক। আমি এই কথা কোন দিনই বলি নি যে সমস্ত গাঁও প্রধানেরা দুর্নীতিপরায়ণ, আমি এই কথাই বলেছিলাম যে গাঁও প্রধানদের একটা অংশকে তারা হাত করেছে, তারা কায়েমী স্বার্থের লোক। কিন্তু এই গাঁও সভাকেও তারা বিশ্বাস করে না। আজকে এই কথা যদি মাননীয় মন্ত্রীরা বলতে পারতেন, যেটা আমি জানতে চেয়েছিলাম, আজ পর্য্যন্ত কোন সার্কুলার দিয়েছেন কিনা যে গাঁও সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে তোমাদের কাজ করতে হবে। হে এস, ডি, ও, হে বি, ডি, ও, হে ভি, এল, ডব্লিউ, সেখানে ভি, এল, ডবলিউ যারা আছে, তাদের ক্ষমতা ঐ গাঁও প্রধান বা গ্রাম পঞ্চায়েতের চেয়ে অনেক বেশী। ওদের সঙ্গে আবার দালালদের যোগ হয় আর না হয় যারা রুলিং পার্টি, যাদের কথায় এস, ডি, ওরা কাজ করেন। আপনি আরও আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন, স্যার, আমি একজনকে একটা চিঠি দিয়েছি, আমি অবশ্য খুব বেশী চিঠি দেই না, আমার সেই চিঠির কি জবাব এসেছে জানেন স্যার, সদর এস, ডি, ও থেকে ও নৃপেন চক্রবর্তীর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এসেছে? তাহলে তার কাছেই যাও, তারা ঋণ দেবে? আজ পর্য্যন্তও সে কৃষিঋণ পায় নি। আমি বলছি, যদি কংগ্রেস করতে হয়, তাহলে এস, ডি, ও, যারা থাকবে, তাদের কংগ্রেসী করা চলবে না। চাকুরীও করবে আবার কংগ্রেসও করবে, এ হয় না। কংগ্রেস করতে হয়তো চাকুরী ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেসী কর, কারও কোন আপত্তি থাকবে না। এই হাউসেই এর আগে আলোচিত হয়েছে, আমরা সদর এস, ডি, ওকে দেখেছি কংগ্রেসের চাকর হিসাবে কাজ করেছে। কৈ এখন তো সেই মন্ত্রীও নেই আর এস, ডি, ও নেই। কাজেই আমরা যখন করাপশানের তথ্য দিচ্ছি, তখন সাহস যদি তাদের থাকে, তাহলে তার তদন্ত করে সেগুলি যে অসত্য তা প্রমাণ করতে পারেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আর ২/১টি কথা বলে শেষ করছি। এই গত ১১ তারিখে হাজার হাজার লোক এখানে এসেছিল, তারা একটা স্মারকলিপি এখানকার সরকারের কাছে উপস্থিত করেছেন, তাদের প্রতিনিধিরা মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন,

তারা একটা দশ দফা দাবী সনদ তাদের কাছে উপস্থিত করেছিলেন, আর সেই দশ দফা দাবী সনদ হচ্ছে—

1. The Central Government must treat Tripura as a famine area and rush adequate relief to feed the distress people of the State. Rice at ration shop is to be supplied to the distressed people at the subsidised rate of ·50 paise per kg. Community Feeding Centres should be started whereever necessary. Ration shops must reach all inaccessible areas, and every one must get ration card. All relief work is to be pioloted in consultation with elected Gram Panchayats, and all allegations of corrupt practices must be enqured into.

2. Essential commodities like Dal, M. Oil, K Oil, Salt, Sugar, Ata, Cloth etc. must be supplied at cheap rate on the basis of reation cards, through ration shops. The black-marketeers should be punished.

3. Employment opportunities through Crash Programme and Test Relief Schemes etc. must be offered to every villagers. The education unemployed must be provided with job or dole, with the help of the Central Government.

4. Agriculturists who have applied for loan must get it, without being subjected to harrasment and preconditions.

5. Seed and in-puts must be supplied to agriculturists, free of cost, for growing Boro, Rabi Jum crops.

6. Irrigation and flood protection schemes must be energetically implemented, if necessary, with the help of the Military.

7. The workers and employees must get wages and allowance at enhanced rate.

8. Government must stop collection of all arrear revenue, debts, taxes, Dadan money etc. Forest Department should be asked to suspend collection of royalities from the distressed people.

9. The work of rehabilitation of landless agriculturiests and Jumies must be expedited. All attempts of evition of Kisans must be resisted. Zuming must continue till Jumias get rehabilitated.

10. Terrisation through goondas, police attach must step, and, all cases against the workers of democractic movement must be withdrawn.

আমরা সেখানে মন্ত্রীদের বলেছি যে আমাদের বক্তব্যের উপর সরকারের বক্তব্য কি, সেটা জনসাধারণকে জানিয়ে দিন। আমি আরও জানতে চাই আমাদের এই যে প্রস্তাব, এটা কনস্ট্রাকটিভ কি না? যদি কনস্ট্রাকটিভ হয়ে থাকে তাহলে সেই প্রস্তাব মন্ত্রীরা বিবেচনা করবেন এবং যে আহ্বান এখানে জানানো হয়েছে এই আহ্বান আমিও জানাচ্ছি যে সেই

প্রগ্রামের ভিত্তিতে যদি মন্ত্রীরা অগ্রসর হন, যে কোন কাজেই বিরোধী দলের সহযোগিতা তারা পাবেন, এই আশ্বাস আমি তাদেরকে দিতে পারি। আমি জানি আজকে যারা এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের গুণ কীর্তন করছেন, এই সম্পর্কে অবশ্য আমি কিছু বলতে চাই না। তবে খবরের কাগজ পড়লে দেখা যায় সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষের মনের মধ্যে একটা বিক্ষোভের তরঙ্গ উঠছে।

সরকারী কর্মচারী থেকে সুরু করে, কলকারখানার শ্রমিক থেকে শুরু করে এবং গ্রামের বঞ্চিত কৃষক থেকে শুরু করে আজকে এই খরা, দুর্ভিক্ষ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং বেকারীর বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ সংগ্রামের মধ্যে অবতীর্ণ হচ্ছে। তাই আজকে আমরাও এই কথা বলতে চাই যে মন্ত্রীরা যদি এই প্রগ্রামের ভিত্তিতে কাজ করতে না রাজী হন, তাহলে ত্রিপুরার ক্ষুধার্ত জনতা, তারাও এই সংগ্রাম করবেন যাতে করে তাদের এই দশ দফা দাবী তারা মেনে নিতে বাধ্য হন এবং তার জন্য তারা সর্বোচ্চ মূল্য দিতেও প্রস্তুত হবেন, এই কথা আজকে বিধান সভায় নয়, সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখের মধ্যেও আমরা দেখতে পারছি। কাজেই তাদের সেই প্রতিজ্ঞা, আমাদের এখান থেকেও ঘোষিত হচ্ছে।

**Mr.Dy. Speaker** :—Next item in the list of business the private Members' resolution of Shri Tapas Dey. I would call on Shri Dey, to move his resolution. He is absent. This falls through.

Next item in the list of business the Private Members' resolution of Shri Naresh Roy, I would call on Shri Roy, to move his resolution.

**শ্রীনরেশ রায়** :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটি রিজিওলিশন এনেছি এই বিধান সভায় সেটা হলো ত্রিপুরার কৃষক সমাজকে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণদানে সাহায্য করার জন্য ত্রিপুরা কো: অপারেটিভ ল্যাণ্ড মর্টগেইজ ব্যাঙ্ককে অধিক পরিমাণ আর্থিক সাহায্য করা হউক। স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষক সমাজকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়ার জন্য একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান আছে সেটা হলো ল্যাণ্ড মর্টগেইজ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক। সেই ল্যাণ্ড মর্টগেইজ ব্যাঙ্কই একমাত্র পারে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দিয়ে ত্রিপুরার কৃষকগণকে রক্ষা করতে। এই ল্যাণ্ড মর্টগেইজ ব্যাঙ্কের কেপিটাল এবং যে হারে তারা ত্রিপুরার কৃষকগণকে ঋণ দিচ্ছে সেটা অত্যন্ত স্বল্প এবং অত্যন্ত দরকারী। মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৬০ সনে ত্রিপুরায় ল্যাণ্ড মর্টগেইজ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারপর থেকে আজকে এই ১২ বৎসরের মধ্যে তার যে কেপিট্যাল তা অত্যন্ত নগণ্য। তার জন্য কৃষকরা তাদের দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পেতে অনেক দুঃখকষ্টের মধ্যে চলতে হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৬২ সনে গভার্ণমেন্ট রিলিফ ডিপার্টমেন্ট থেকে এই ল্যাণ্ড মর্টগেইজ ব্যাঙ্ককে ১ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছে। কেপিট্যাল হিসাবে। এর পরে এই গভার্ণমেন্ট শেয়ার হিসাবে দেড় লক্ষ টাকা দিয়েছে। আর কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট থেকে লোন হিসাবে ১৯৬৭ সনে সেটা ৮২ হাজার টাকা দিয়েছে। এ ছাড়া এই ল্যাণ্ড মর্টগেইজ ব্যাঙ্ক তার নিজের সাবসক্রিপশান সেই সাবসক্রিপশান ৬৫ হাজার টাকা। সর্ব সাকুল্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে

৩ থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকার মধ্যে তার কেপিট্যাল এ তিন থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকার মধ্যে এই ল্যাণ্ড মর্টগেইজ ব্যাঙ্কের কেপিট্যাল। সে ল্যাণ্ড মর্টগেইজ ব্যাঙ্ক যারা ত্রিপুরা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ কৃষককে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়ার পক্ষে কতটুকু কষ্ট সাধ্য সেটা যদি আমরা একবার চিন্তা করি তাহলে সেটা সহজেই বুঝা যায়। আজকে কৃষকের যে অবস্থা অনেক দিক থেকেই কৃষক সমাজ সেটা বৃটিশ আমল থেকে আমি বলতে পারি যে কৃষক সমাজ বিভিন্ন ঋণভারে জর্জরিত। অনেক সক্ষম কৃষক যার এক দ্রোণ দুই দ্রোণ জমি আছে তারাও তাদের জমি মহাজনদের কাছে টাকার জন্য আটক রেখেছে। যার ৫ | ৭ কানি জমি আছে তাদের আছে হাজার হাজার টাকা। হয়তো তারা বিভিন্ন সময়ে কৃষকের উন্নতির জন্য কৃষি ক্ষেত্রে যাতে একটা দীর্ঘকালীন ডেভেলাপ হতে পারে সে জন্য ঋণ আনছে হয়তো, একটা নতুন জমি ক্রয় করার জন্য টাকার প্রয়োজন পরেছে তাই মহাজনদের কাছ থেকে এনেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত অনেক কৃষক সেই ঋণ দিতে পারে নি। অনেক সময় ল্যাণ্ড মর্টগেইজ ব্যাঙ্কের কাছে তারা চেষ্টা করেছে টাকার জন্য কিন্তু ৮০ পার্সেন্ট ক্ষেত্রে ফেইলিউর। সেটা ল্যাণ্ড মর্টগেইজ ব্যাঙ্কের দোষ নয় সেটা তাদের কেপিট্যালের দোষ। যেখানে কেপিট্যালের অভাব সেখানে ল্যাণ্ড মর্টগেইজ ব্যাঙ্ক কি করে ঋণ দেবে। আশ্চার্য্যের ব্যাপার আমাদের মত একটা রাজ্য পণ্ডীচেড়ী সেখানে আমরা দেখি ১৯৬৩-৬৪ সাল থেকে ১৯৬৫-৬৬ সালের মধ্যে ১২ লক্ষ টাকা যেখানে গভার্ণমেন্ট তাকে ইনভেষ্ট করেছে। হোয়েরয়াজ ত্রিপুরাতে ২ থেকে আড়াই লক্ষ টাকার মত। রাজ্য হিসাবে পণ্ডিচেড়ী চেয়ে ত্রিপুরা রাজ্য কম নয়। সে ক্ষেত্রে গভার্ণমেন্ট কেপিট্যাল যদি সেখানে আরও বেশী আসতো তাহলে হয়তো কৃষকদের এই দুর অবস্থা ভোগ করতে হতো না। আজ এই যে বিভিন্ন ভাবে সরকারের কাছে ঋণের জন্য কৃষকগণ উপস্থিত হয় তার কারণ এই যে তারা নানা ভাবে বিভিন্ন ঋণে ঋণগ্রস্ত হয়ে পরেছে সে টাকা তারা আদায় করতে পারছেন না। তারা মনে করে যে কোন ভাবেই হোক সরকার যদি ঋণ দেয় সেটা আমরা গ্রহণ করবো। ৪০০ টাকা কৃষিঋণ দেয় এখন। ১০০ টাকাও দেয়। কিন্তু যে সকল নীতি বা নিয়ম আছে তাতে যে সব কৃষকরা ঋণ নিতে পারে তা ঠিক নয়। অনেক ক্ষেত্রে আমি দেখেছি এই টাকা নিয়ে তারা শুধু ঋণ শোধ করার চেষ্টা করে। যেখানে ২ হাজার টাকা কোন কৃষকের ঋণ আছে সেখানে হয়তো সে মনে করে ইনডাষ্ট্রি থেকে ঋণ নেওয়ার চেষ্টা করে। সেই টাকা নিয়ে ইণ্ডাষ্ট্রী করেছে। তাতে দেখা যায় এই দায়গ্রস্ত বেশী দায় যেখানে আছে তা শোধ করবার চেষ্টা করে। হয়তো বলতে পারি কৃষকরা এক ঋণ দিয়ে অন্য ঋণ শোধ করার চেষ্টা করে। সেটার কারণ হলো আর কোন উপায় না থাকাতে নিরুপায় হয়ে তারা যখন যেখানে অবলম্বন পায় সেখানে তারা সে টাকা নেয় এবং তাদের দায়গ্রস্ত মুক্ত পাওয়ার চেষ্টা করে। সেই জন্য আমি বলছিলাম যে ত্রিপুরায় যে ল্যাণ্ড মর্টগেইজ ব্যাঙ্ক একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা কৃষকগণকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেয়। সেই ব্যাঙ্ককে অধিক অর্থ সাহায্য দিয়ে যদি শক্তিশালী করা না হয় তাহলে কৃষকগণকে বাচানো যাবে না। এবং তারা কোন স্থায়ী ডেভেলাপ করতে পারবে না। সেটা করাও সম্ভব নয়। যদি কোন স্থায়ী ডেভেলাপের মধ্যে না আসে, যদি তাদের জমিতে স্থায়ী উন্নয়ন মূলক কাজ তারা না করতে

পারে তাহলে তো হতাশা দেখা যাবেই, উপরন্তু আমাদের অধিক ফসল উৎপাদন অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হবে। আমি অনেক জায়গায় দেখেছি বিশেষ করে ত্রিপুরার মত অনেক জায়গায় প্রয়োজন আছে তার রিকলেমেশান করে বিভিন্ন রকমের ক্যানেল দিয়ে সেখানে জমির ডেভেলাপ করা যেতে পারে। জঙ্গল কেটে জমি ডেভলাপমেন্ট করা, জমিতে আইল বেঁধে জমির ডেভলাপমেন্ট করা কিন্তু সেই ক্ষেত্রে চারশত টাকা বা হাজার টাকা স্বল্প মেয়াদী ঋণ দিয়ে সম্ভব নয়, সেখানে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের প্রয়োজন পড়ে। যেখানে ত্রিপুরার বেশীর ভাগ কৃষকই এইরকম জমি নিয়ে কৃষি কাজ করতে চলেছে, সেখানে ত্রিপুরার ল্যাণ্ড মরটগেজ ব্যাংক যে ঋণ, সেটা অত্যন্ত নগণ্য সেই জন্য এখানে অধিক টাকা নিয়োগ করা প্রয়োজন। আরেকটা জিনিষ ১৯৬৯ সালে রিজার্ভ ব্যাংক থেকে একটা অর্ডার ল্যাণ্ড মরটগেজ ব্যাংক'এ এসেছে, সেটা হল যে কিছু ঋণ দেওয়া হয়, সেই ঋণ থেকে—সেটার জন্য সেভেন্টি পারসেন্ট ঋণ দেওয়া হয়, নূতন কোন ট্যাংক করার জন্য, নূতন কূপ খনন করার জন্য বা এ্যাগ্রীকালচারেল মেশিনারী কেনার জন্য, সেটার জন্য সেভেন্টি পারসেন্ট ঋণ, আর টুয়েন্টি পারসেন্ট ঋণ সেটা হল জমি লেভেলিং, রিকলেমেশন ইত্যাদির জন্য, আর টেন পারসেন্ট ঋণ পুরাতন কোন ঋণ থাকলে অথবা নূতন কোন জমি ক্রয় করবার চেষ্টা করলে সেই ঋণ দেওয়া হয়। তাহলে দেখা যায় এক হাজার টাকা যদি ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে, সাত শত ব্যয় করতে হবে কূয়া করা বা পুকুর করে অথবা মেশিনারী কিনে, ২০০ শত টাকা খরচ করতে পারবে লেভেলিং, রিক্লেমেশনের জন্য, আর একশত টাকা পূর্ব ঋণ পরিশোধের জন্য। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরার কৃষকদের যে অবস্থা, সেই অবস্থার স্টেটিস্টেকস নিয়ে দেখা যায় বেশীর ভাগ কৃষক দায়গ্রস্ত মাহাজনদের কাছে, মাহাজনদের কাছে ঋণের দায়ে তারা জড়জড়িত, সেই ক্ষেত্রে আমাদের স্টেট ব্যাংক থেকে যে অর্ডার এসেছে সেটার মডি-ফিকেশান'এর প্রয়োজন আছে, বলে মনে করি। যেটা টেন পারসেন্ট ঋণ, সেটা আরও বেশী করতে হবে কারণ কৃষকদের পূর্ব ঋণ পরিশোধ করার জন্য অধিক টাকা লেগে যায়, তা না হলে কৃষক ঋণের দায়ে যে মহাজনদের কাছে দায়গ্রস্ত, তা থেকে বাঁচতে পারবে না। অন্য কোন সংস্থা যদি থাকত, যেখান থেকে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দিয়ে তাদের উদ্ধার করা যেত, তাহলেও তাদের বাঁচার একটা পথ ছিল, কিন্তু যেহেতু অন্য কোন পথ নাই, ল্যাণ্ড মরটগেজ ব্যাংকই তাদের ঋণ দিয়ে সাহয্যে করে, সেই জন্য এই অর্ডারের মডিফিকেশানের প্রয়োজন আছে। কূপ করা, ট্যাংক করা ইত্যাদি করার প্রয়োজন আছে, তথাপি এই প্রয়োজনের তুলনায় জমির দায়গ্রস্ত মাহাজনদের থেকে তাদের উদ্ধার করা অনেক বেশী প্রয়োজন এবং তার জন্য বেশী সাহায্য দেওয়ার জন্য আমার অনুরোধ থাকবে এই প্রস্তাবের থ্রুতে, সেখানে যেন রিজার্ভ ব্যাংক'এর অর্ডারকে মডিফিকেশনের দৃষ্টিভংগী মিনিষ্টাররা নেন। এছাড়া আমরা দেখছি দিনের পর দিন ত্রিপুরার কৃষক যেন আস্তে আস্তে তারা যেমন দায়গ্রস্ত হয়ে পড়েছে, বিভিন্ন জমিতে ফসলও কমছে। এই বছর খরা পরিস্থিতির জন্য বেশীর ভাগ ফসল নষ্ট হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে ফসল নেই বললেই চলে, কিন্তু বিগত দশ বছর থেকে হিসাব করে যদি দেখি তাহলে

আমার মনে হয়, এমন অনেকগুলি জায়গা আছে, যেখানে দিনের পর দিন ফসল কমছে বলা যেতে পারে। যেহেতু জমি উন্নত করার ব্যবস্থা নাই। তার জন্য কৃষক তার জমিকে উন্নতি করতে পারছে না। আরেকটা জিনিষ হল, অনেক ক্ষেত্রে মহাজনদের কাছে তাদের জমি মরটগেজ দেওয়া আছে, সেই জমি কাল্টিভেটারসদের দিয়েই চাষ করানো হয়, কালটিভেটারস-দের সঙ্গে কথা আছে, তোমার জমি আমি মরটগেজ নিলাম, তুমিই সেটা বর্গা করবে, ফলে সেই চাষী মনে করে যে জমিতো আমার নয়, জমি মহাজনের কাছে দায়গ্রস্ত, হাজার হাজার টাকা মহাজনদের দিতে পারব না, অতএব জমিও আনতে পারব না, কাজেই তাদের জমির প্রতি একটা উদাসীনভাব আসে, ফলে জমির প্রতি বীতশ্রদ্ধা তাদের জন্মে। কাজেই ফসলের দিনের পর দিন অবনতি ঘটে। প্রথম আমাদের চেষ্টা থাকতে হবে যেখানে যেখানে মহাজন-দের কাছে কৃষক দায়গ্রস্ত আছে, সেইগুলি উদ্ধার করতে হবে। ল্যাণ্ড মরটগেজ ব্যাংককে অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে শক্তিশালী করার প্রয়োজন আছে। রিক্লেমেশান'এর দরকার আছে। তথাপি যে অর্ডার রিজার্ভ ব্যাংক দিয়েছে, মহাজনদের কাছে ঋণ আদায়ের জন্য আরও পারসেন্টেজ বাড়াতে হবে এবং জমির রিক্লেমেশন'এর খাতে আরও কমলেও ত্রিপুরার কৃষকদের খুব বেশী অসুবিধা হবে বলে আমার মনে হয় না। আরেকটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার ত্রিপুরার ল্যাণ্ড মরটগেজ ব্যাংক এই ব্যাপারে যে ঋণ দিয়েছে, তার মধ্যে প্রায় সতের থেকে সাড়ে সতের হাজার টাকার মত ঋণ'এর সার্টিফিকেট কেস আছে, সেই কেস চলছে ছয় বছর আগের থেকে, এখনও তার কিছু হয় নাই। এত ডিলেয়িং প্রসেসে যদি থাকে, এমনিতেই ল্যাণ্ড মটরগেজ ব্যাংকের ক্ষমতা খুব কম, তারপর যদি টাকা মানুষের হাতে থাকে সেটা মানুষ দিতে না চায়, যদি না বুঝে, তার জন্য সার্টিফিকেট কেস থাকে, সেই সার্টিফিকেট কেসে সেটা আদায় করতে দেরী হয়, তাহলে সেই ব্যাংকের অবস্থা আরও সূচনীয় হবে, সেইজন্য সার্টিফিকেট কেস যেগুলি আছে, সেইগুলি ত্বরান্বিত করে ব্যাংক-এর টাকাগুলি যাতে ফেরত পেতে পারে তারজন্য তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করা হউক। আরেকটা অনুরোধ রাখব এই যে ল্যাণ্ড মটরগেজ ব্যাংকের আর্থিক পরিমাণ বাড়াবার জন্য, তারা যেন অনতিবিলম্বে একটা প্রস্তাব নেন এবং সেই চেষ্টা করেন। আমি জানিনা, খবর কতটুকু সত্য, আমি শুনলাম মাত্র মাসের মধ্যে ল্যাণ্ড মটরগেজ ব্যাংকে অর্থ দিয়ে শক্তিশালী করবার ব্যবস্থা চলছে। কিন্তু যে ব্যবস্থা চলছে, সেটা প্রয়োজনের তুলনায় কম, আগামী মরশুমে অন্ততঃ ২০ লক্ষ টাকা ক্যাপিটাল যদি জোগাড় না হয়, তাহলে এইবারকার খরাজনিত অবস্থার মধ্যে ত্রিপুরার কৃষক যে অবস্থায় পড়েছে এবং তাদের জমিগুলির যে অবস্থা হয়েছে, তা থেকে রক্ষা পেতে পারবেন না। অনেক কৃষককে আমি জিজ্ঞাসা করে দেখেছি এক বছর খরার জন্য, ফসল তিন বছরের জন্য নষ্ট হয়ে যায়। তার থেকে যদি রক্ষা করতে হয়, তাহলে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দেবার প্রয়োজন আছে, এবং একমাত্র ল্যাণ্ড মরটগেজ ব্যাংকই তা দিতে পারে। তাই ত্রিপুরার কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মরটগেজ ব্যাংকই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা কৃষকদের দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে কৃষকদের রক্ষা করতে পারে। কাজেই সেই ল্যাণ্ড মরটগেজ ব্যাংকে অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে

শক্তিশালী করে, ত্রিপুরার কৃষককে রক্ষা করার জন্য এবং ত্রিপুরার ফসল লক্ষ্য করার জন্য আমি এই প্রস্তাব এই হাউসে উপস্থিত করেছি।

**শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীনরেশ রায় যে বিষয়ে এই হাউসে রেখেছেন—যে ত্রিপুরার কৃষক সমাজকে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দানে সাহায্য করার জন্য ত্রিপুরা কোঃ-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মরটগেজ ব্যাংককে অধিক পরিমাণ আর্থিক সাহায্য করা হউক, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ তিন লক্ষ, সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ল্যাণ্ড মরটগেজ ব্যাংক থেকে যে খরচ হয়, এটা শুধু কৃষি ঋণ হিসাবে ব্যয় হচ্ছে না, তার অফিস খরচ আছে, কর্মচারীদের খরচ আছে, বাড়ী ভাড়া আছে, তাই ল্যাণ্ড মরটগেজ ব্যাংক'এর সংগে সমবায় আসছে, কো-অপারেটিভ আসছে, কৃষকের উন্নতির সংগে এর সবটাই জড়িত, তাই উনি যুক্তি দিয়েছেন এর মধ্যে উনি আলোচনা রেখেছেন, আমি মাত্র দুই একটি সাজেশান রাখতে চাই। কারণ কৃষকদের জন্য এত দরদের কথা বলি, কৃষকদের রোজগার একমুখী রোজগার শুধু ফসল উৎপাদন, আর দিনের পর দিন তাদের খরচ চারদিকে বাড়ছে। দিন দিন তার খরচ বাড়ছে। তাই সে চেষ্টা করে তার সীমিত সম্পদের উপর নির্ভর করেই তার ছেলেমেয়ের লেখাপড়া বিভিন্ন ব্যাপারে, শ্রাদ্ধ শান্তি ইত্যাদির ব্যাপারে, বিয়ের ব্যাপারে এর উপরেই নির্ভর করে। তাই সে চেষ্টা করে তার উৎপাদন বাড়াতে, ভাল ফসল পেতে। কিন্তু কৃষির একটা সময় আছে। একটা ফসল দুই মাস, দেড় মাস সময় থাকে, এর মধ্যে সেটা করতে হয়। ১২ মাস করলে সেই ফসল হয় না। তাই ত্রিপুরা সরকারের কাছে অনুরোধ থাকল যে সরকার যেমন জানেন যে ত্রিপুরা রাজ্য শুধু কৃষির উপর নির্ভরশীল, তাই ত্রিপুরা সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিচ্ছেন, কিন্তু আমরা বিধানসভায় একবার বলেছি যে আমরা বিভিন্নভাবে দেখছি এবং চিন্তা করছি যে একমাত্র সমবায়, একমাত্র কো-অপারেটিভ, একমাত্র ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাংকও কৃষকের মঙ্গল করতে পারে। মাননীয় সদস্য যে যুক্তি দিয়েছেন সেটা সত্যি কথা। তার কারণ ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাংকে আমি বিভিন্ন কৃষককে নিয়ে গিয়েছি। এক বছর আমি গেছি এক জমাতিয়াকে নিয়ে। তার টাকা কিন্তু আমি দেওয়াতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে সরে পড়লাম। তারপর ২৫ টাকার শেয়ার তাকে করিয়ে দিলাম। উপায় নাই তাদের। তাদের টাকা কম থাকে। সেজন্য দেরী হয়। তারা নানা অছিলায় দেরী করে। তার সম্পত্তি আছে কিনা, এটা আছে কিনা সেটা আছে কিনা, এই সমস্ত করে তারা দেরী করে। তারা সহজ করতে পারত। কিন্তু তাদের পুঁজি হচ্ছে মাত্র তিন লক্ষ টাকা। তাই আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি যে ষ্টেট ব্যাংকের যে ফ্যাকড়া তাতে ব্যবসায়ীরা নিতে পারে কিন্তু কৃষকেরা সেটা পারে না। আজ পর্যন্ত উদয়পুর ষ্টেট ব্যাংক থেকে কোন কৃষক টাকা পেয়েছে কিনা আমি জানি না। তারা বিভিন্ন তথ্য দিয়ে দেখায় যে ত্রিপুরার কৃষক বহু জায়গায় ঋণী, আমরা টাকা দেব কি করে? অথচ তারা বলে আমরা পাম্পিং সেটের জন্য টাকা দেব, এর জন্য দেব, তার জন্য দেব। এটা হচ্ছে ষ্টেট ব্যাংকের কথা। কাজেই সমবায় এবং ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাংক সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলব যে আজকে কৃষকের

টাকার দরকার, সেটা সমবায় থেকেই নিতে পারত, কেন তারা ষ্টেট ব্যাংকের কাছে যায়? এলাকাগুলি পঞ্চায়েত এলাকায় ভাগ হয়েছে, সীমিত জায়গা সীমিত পরিবার নিয়ে। এখানে যদি প্রত্যেকটা কৃষক পরিবারকে সমবায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহলে সেখানে এক হাজার দেড় হাজারের কথা আসে না। আমি দেখেছি তার শেয়ার কেপিটেলের উপর নির্ভর করে টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু আবার দেখেছি যে কৃষক শতকরা ১০/১৫ টাকা শোধ করে তারা আবার টাকা পায়। কিন্তু এটাকে আমি সমর্থন করতে পারি না। যেমন গর্জী সমবায় সমিতি আছে। সেটা যে অ্যারিয়া নিয়ে হয়েছে, সেটাকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। কিন্তু এটা আজ পর্যন্ত করা হল না। কাজেই আমি ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্ক বা সমবায় সমিতি কেন বলছি? তাহলে গভর্ণমেন্টের উপর ঋণ দেওয়ার প্রয়োজনটা কমে যায়। কিন্তু সেটা না হওয়াতে তারা এস, ডি, ও অফিসে গিয়ে ভীড় করছে। তাই যদি অ্যারিয়া বড় হয় তাহলে সেখানে দুইটা সমবায় সমিতি হতে পারে এবং সেখানে যদি সমবায়ের ব্যবস্থা থাকে তাহলে তার উৎপন্ন ফসল সেখানে জমা রাখতে পারে এবং ফসল রেখেও সে টাকা পেতে পারে বাজার যখন থাকে তখন বাজারে মালটা বেচতে পারে। আবার বাফার ষ্টক বা ন্যায্য মূল্যের দোকানে যদি ফসল থাকে তাহলে তার দুই দিকেই উপকার হল। কারণ তখন সে সরকার থেকে ন্যায্য মূল্যে মালটা পেল এবং ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করতে পারল। তাই আমি আবেদন করছি যে প্রত্যেকটা কৃষক যাতে সমবায়ের সদস্য হয়। কিন্তু একটা ফ্যাকড়া আছে যে ৪০০/৫০০ পরিবার না হলে রেজিষ্ট্রী হয় না। তাই এই ফাঁকটা বন্ধ করতে হয়। কৃষকেরা কোথাও ব্যাঙ্কের ধারে কাছে যেতে পারছে না। যাচ্ছে কারা? ব্যবসায়ীরা। বড় বড় ব্যবসায়ীরা যাচ্ছে সেখানে। দরকার হলে আমি লিষ্ট দিতে পারি। তারা টাকা পাচ্ছে, বিজনেস লোণ পাচ্ছে, কো-অপারেটিভ থেকে। আর যারা ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তারাও টাকা পাচ্ছে। নাম দিতে পারি তাদের। এইরকমও ব্যক্তি আছে যে এই কো-অপারেটিভ থেকে ৫০,০০০/৬০,০০০ টাকা নিচ্ছে ষ্টেট ব্যাঙ্ক থেকেও। কিন্তু আমার একটা কৃষক ভাই ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া তো বড় কথা কো-অপারেটিভ থেকেও কৃষি ঋণের টাকা পায় না। তাই আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি এই কারণে যে ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা দিতে হবে এবং যাতে কৃষককুল অল্প সময়ের মধ্যে টাকা পায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে কো-অপারেটিভ করে আমরা যদি কাজ করি তাহলে ত্রিপুরার কৃষক বাঁচবে এবং তারা বহু দায় দাবী থেকে মুক্ত হতে পারে। তারা হয়ত ৪০০ টাকা নিল, গত বছর হয়ত ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্ক থেকে ৮,০০০ টাকা কৃষককে দেওয়া হয়েছে। এর বেশী বোধ হয় তার ব্যবসায় ছিল না। তাহলে তার বাড়ী ভাড়া কত, তার কর্ম্মচারীর বেতন কত? আমার কৃষক পেল ৮,০০০ টাকা। কাজেই এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়া দরকার। তাই আমি বলছি যে কৃষক যদি মহাজনের কাছ থেকে ঋণ করে তাহলে দুই মণ ধানে তাকে আড়াই মণ দিতে হয়। ৩০ টাঃ যদি ধানের মন হয় ২ মণ ধানের জন্য ৬০ টাকা নিয়ে গেল ৪ মাসের জন্য। মাঠ তো খালি রাখা যায় না তাই কৃষক বিভিন্ন দিক থেকে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। একমাত্র সরকার বহুমুখী

পারে তাহলে তো হতাশা দেখা যাবেই, উপরন্তু আমাদের অধিক ফসল উৎপাদন অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হবে। আমি অনেক জায়গায় দেখেছি বিশেষ করে ত্রিপুরার মত অনেক জায়গায় প্রয়োজন আছে তার রিকলেমেশান করে বিভিন্ন রকমের ক্যানেল দিয়ে সেখানে জমির ডেভেলাপ করা যেতে পারে। জঙ্গল কেটে জমি ডেভলাপমেন্ট করা, জমিতে আইল বেঁধে জমির ডেভলাপমেন্ট করা কিন্তু সেই ক্ষেত্রে চারশত টাকা বা হাজার টাকা স্বল্প মেয়াদী ঋণ দিয়ে সম্ভব নয়, সেখানে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের প্রয়োজন পড়ে। যেখানে ত্রিপুরার বেশীর ভাগ কৃষকই এইরকম জমি নিয়ে কৃষি কাজ করতে চলেছে, সেখানে ত্রিপরার ল্যাণ্ড মরটগেজ ব্যাংক যে ঋণ, সেটা অত্যন্ত নগণ্য সেই জন্য এখানে অধিক টাকা নিয়োগ করা প্রয়োজন। আরেকটা জিনিষ ১৯৬৯ সালে রিজার্ভ ব্যাংক থেকে একটা অর্ডার ল্যাণ্ড মরটগেজ ব্যাংক'এ এসেছে, সেটা হল যে কিছু ঋণ দেওয়া হয়, সেই ঋণ থেকে—সেটার জন্য সেভেন্টি পারসেন্ট ঋণ দেওয়া হয়, নূতন কোন ট্যাংক করার জন্য, নূতন কূপ খনন করার জন্য বা এ্যাগ্রীকালচারেল মেশিনারী কেনার জন্য, সেটার জন্য সেভেন্টি পারসেন্ট ঋণ, আর টুয়েন্টি পারসেন্ট ঋণ সেটা হল জমি লেভেলিং, রিকলেমেশন ইত্যাদির জন্য, আর টেন পারসেন্ট ঋণ পুরাতন কোন ঋণ থাকলে অথবা নূতন কোন জমি ক্রয় করবার চেষ্টা করলে সেই ঋণ দেওয়া হয়। তাহলে দেখা যায় এক হাজার টাকা যদি ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে, সাত শত ব্যয় করতে হবে কূয়া করা বা পুকুর করে অথবা মেশিনারী কিনে, ২০০ শত টাকা খরচ করতে পারবে লেভেলিং, রিক্লেমেশনের জন্য, আর একশত টাকা পূর্ব ঋণ পরিশোধের জন্য। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরার কৃষকদের যে অবস্থা, সেই অবস্থার স্টেটিস্টেকস নিয়ে দেখা যায় বেশীর ভাগ কৃষক দায়গ্রস্ত মাহাজনদের কাছে, মাহাজনদের কাছে ঋণের দায়ে তারা জড়জড়িত, সেই ক্ষেত্রে আমাদের স্টেট ব্যাংক থেকে যে অর্ডার এসেছে সেটার মডিফিকেশান'এর প্রয়োজন আছে, বলে মনে করি। যেটা টেন পারসেন্ট ঋণ, সেটা আরও বেশী করতে হবে কারণ কৃষকদের পূর্ব ঋণ পরিশোধ করার জন্য অধিক টাকা লেগে যায়, তা না হলে কৃষক ঋণের দায়ে যে মহাজনদের কাছে দায়গ্রস্ত, তা থেকে বাঁচতে পারবে না। অন্য কোন সংস্থা যদি থাকত, যেখান থেকে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দিয়ে তাদের উদ্ধার করা যেত, তাহলেও তাদের বাঁচার একটা পথ ছিল, কিন্তু যেহেতু অন্য কোন পথ নাই, ল্যাণ্ড মরটগেজ ব্যাংকই তাদের ঋণ দিয়ে সাহায্য করে, সেই জন্য এই অর্ডারের মডিফিকেশানের প্রয়োজন আছে। কূপ করা, ট্যাংক করা ইত্যাদি করার প্রয়োজন আছে, তথাপি এই প্রয়োজনের তুলনায় জমির দায়গ্রস্ত মাহাজনদের থেকে তাদের উদ্ধার করা অনেক বেশী প্রয়োজন এবং তার জন্য বেশী সাহায্য দেওয়ার জন্য আমার অনুরোধ থাকবে এই প্রস্তাবের থ্রুতে, সেখানে যেন রিজার্ভ ব্যাংক'এর অর্ডারকে মডিফিকেশনের দৃষ্টিভংগী মিনিষ্টাররা নেন। এছাড়া আমরা দেখছি দিনের পর দিন ত্রিপুরার কৃষক যেন আস্তে আস্তে তারা যেমন দায়গ্রস্ত হয়ে পড়েছে, বিভিন্ন জমিতে ফসলও কমছে। এই বছর খরা পরিস্থিতির জন্য বেশীর ভাগ ফসল নষ্ট হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে ফসল নেই বললেই চলে, কিন্তু বিগত দশ বছর থেকে হিসাব করে যদি দেখি তাহলে

আমার মনে হয়, এমন অনেকগুলি জায়গা আছে, যেখানে দিনের পর দিন ফসল কমছে বলা যেতে পারে। যেহেতু জমি উন্নত করার ব্যবস্থা নাই। তার জন্য কৃষক তার জমিকে উন্নতি করতে পারছে না। আরেকটা জিনিষ হল, অনেক ক্ষেত্রে মহাজনদের কাছে তাদের জমি মরটগেজ দেওয়া আছে, সেই জমি কাল্‌টিভেটারসদের দিয়েই চাষ করানো হয়, কালটিভেটারস-দের সঙ্গে কথা আছে, তোমার জমি আমি মরটগেজ নিলাম, তুমিই সেটা বর্গা করবে, ফলে সেই চাষী মনে করে যে জমিতো আমার নয়, জমি মহাজনের কাছে দায়গ্রস্ত, হাজার হাজার টাকা মহাজনদের দিতে পারব না, অতএব জমিও আনতে পারব না, কাজেই তাদের জমির প্রতি একটা উদাসীনভাব আসে, ফলে জমির প্রতি বীতশ্রদ্ধা তাদের জন্মে। কাজেই ফসলের দিনের পর দিন অবনতি ঘটে। প্রথম আমাদের চেষ্টা থাকতে হবে যেখানে যেখানে মহাজন-দের কাছে কৃষক দায়গ্রস্ত আছে, সেইগুলি উদ্ধার করতে হবে। ল্যাণ্ড মরটগেজ ব্যাংককে অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে শক্তিশালী করার প্রয়োজন আছে। রিক্লেমেশান'এর দরকার আছে। তথাপি যে অর্ডার রিজার্ভ ব্যাংক দিয়েছে, মহাজনদের কাছে ঋণ আদায়ের জন্য আরও পারসেণ্টেজ বাড়াতে হবে এবং জমির রিক্লেমেশন-এর খাতে আরও কমলেও ত্রিপুরার কৃষকদের খুব বেশী অসুবিধা হবে বলে আমার মনে হয় না। আরেকটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার ত্রিপুরার ল্যাণ্ড মরটগেজ ব্যাংক এই ব্যাপারে যে ঋণ দিয়েছে, তার মধ্যে প্রায় সতের থেকে সাড়ে সতের হাজার টাকার মত ঋণ'এর সার্টিফিকেট কেস আছে, সেই কেস চলছে ছয় বছর আগের থেকে, এখনও তার কিছু হয় নাই। এত ডিলেয়িং প্রসেসে যদি থাকে, এমনিতেই ল্যাণ্ড মটরগেজ ব্যাংকের ক্ষমতা খুব কম, তারপর যদি টাকা মানুষের হাতে থাকে সেটা মানুষ দিতে না চায়, যদি না বুঝে, তার জন্য সার্টিফিকেট কেস থাকে, সেই সার্টিফিকেট কেসে সেটা আদায় করতে দেরী হয়, তাহলে সেই ব্যাংকের অবস্থা আরও সুচনীয় হবে, সেইজন্য সার্টিফিকেট কেস যেগুলি আছে, সেইগুলি ত্বরান্বিত করে ব্যাংক এর টাকাগুলি যাতে ফেরত পেতে পারে তারজন্য তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করা হউক। আরেকটা অনুরোধ রাখব এই যে ল্যাণ্ড মটরগেজ ব্যাংকের আর্থিক পরিমাণ বাড়াবার জন্য, তারা যেন অনতিবিলম্বে একটা প্রস্তাব নেন এবং সেই চেষ্টা করেন। আমি জানিনা, খবর কতটুকু সত্য, আমি শুনলাম মার্চ মাসের মধ্যে ল্যাণ্ড মটরগেজ ব্যাংকে অর্থ দিয়ে শক্তিশালী করবার ব্যবস্থা চলছে। কিন্তু যে ব্যবস্থা চলছে, সেটা প্রয়োজনের তুলনায় কম, আগামী মরশুমে অন্ততঃ ২০ লক্ষ টাকা কেপিটাল যদি জোগাড় না হয়, তাহলে এইবারকার খরাজনিত অবস্থার মধ্যে ত্রিপুরার কৃষক যে অবস্থায় পড়েছে এবং তাদের জমিগুলির যে অবস্থা হয়েছে, তা থেকে রক্ষা পেতে পারবেন না। অনেক কৃষককে আমি জিজ্ঞাসা করে দেখেছি এক বছর খরার জন্য, ফসল তিন বছরের জন্য নষ্ট হয়ে যায়। তার থেকে যদি রক্ষা করতে হয়, তাহলে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দেবার প্রয়োজন আছে, এবং একমাত্র ল্যাণ্ড মরটগেজ ব্যাংকই তা দিতে পারে। তাই ত্রিপুরার কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মরটগেজ ব্যাংকই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা কৃষকদের দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে কৃষকদের রক্ষা করতে পারে। কাজেই সেই ল্যাণ্ড মরটগেজ ব্যাংকে অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে

শক্তিশালী করে, ত্রিপুরার কৃষককে রক্ষা করার জন্য এবং ত্রিপুরার ফসল লক্ষ্য করার জন্য আমি এই প্রস্তাব এই হাউসে উপস্থিত করেছি।

**শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীনরেশ রায় যে বিষয়ে এই হাউসে রেখেছেন—যে ত্রিপুরার কৃষক সমাজকে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দানে সাহায্য করার জন্য ত্রিপুরা কোঃ-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মরটগেজ ব্যাংককে অধিক পরিমাণ আর্থিক সাহায্য করা হউক, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ তিন লক্ষ, সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ল্যাণ্ড মরটগেজ ব্যাংক থেকে যে খরচ হয়, এটা শুধু কৃষি ঋণ হিসাবে ব্যয় হচ্ছে না, তার অফিস খরচ আছে, কর্মচারীদের খরচ আছে, বাড়ী ভাড়া আছে, তাই ল্যাণ্ড মরটগেজ ব্যাংক'এর সংগে সমবায় আসছে, কো-অপারেটিভ আসছে, কৃষকের উন্নতির সংগে এর সবটাই জড়িত, তাই উনি যুক্তি দিয়েছেন এর মধ্যে উনি আলোচনা রেখেছেন, আমি মাত্র দুই একটি সাজেশান রাখতে চাই। কারণ কৃষকদের জন্য এত দরদের কথা বলি, কৃষকদের রোজগার একমুখী, রোজগার শুধু ফসল উৎপাদন, আর দিনের পর দিন তাদের খরচ চারদিকে বাড়ছে। দিন দিন তার খরচ বাড়ছে। তাই সে চেষ্টা করে তার সীমিত সম্পদের উপর নির্ভর করেই তার ছেলেমেয়ের লেখাপড়া বিভিন্ন ব্যাপারে, শ্রাদ্ধ শান্তি ইত্যাদির ব্যাপারে, বিয়ের ব্যাপারে এর উপরেই নির্ভর করে। তাই সে চেষ্টা করে তার উৎপাদন বাড়াতে, ভাল ফসল পেতে। কিন্তু কৃষির একটা সময় আছে। একটা ফসল দুই মাস, দেড় মাস সময় থাকে, এর মধ্যে সেটা করতে হয়। ১২ মাস করলে সেই ফসল হয় না। তাই ত্রিপুরা সরকারের কাছে অনুরোধ থাকল যে সরকার যেমন জানেন যে ত্রিপুরা রাজ্য শুধু কৃষির উপর নির্ভরশীল, তাই ত্রিপুরা সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিচ্ছেন, কিন্তু আমরা বিধানসভায় একবার বলেছি যে আমরা বিভিন্নভাবে দেখছি এবং চিন্তা করছি যে একমাত্র সমবায়, একমাত্র কো-অপারেটিভ, একমাত্র ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাংকই কৃষকের মঙ্গল করতে পারে। মাননীয় সদস্য যে যুক্তি দিয়েছেন সেটা সত্যি কথা। তার কারণ ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাংকে আমি বিভিন্ন কৃষককে নিয়ে গিয়েছি। এক বছর আমি গেছি এক জমাতিয়াকে নিয়ে। তার টাকা কিন্তু আমি দেওয়াতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে সরে পড়লাম। তারপর ২৫ টাকার শেয়ার তাকে করিয়ে দিলাম। উপায় নাই তাদের। তাদের টাকা কম থাকে। সেজন্য দেরী হয়। তারা নানা অছিলায় দেরী করে। তার সম্পত্তি আছে কিনা, এটা আছে কিনা সেটা আছে কিনা, এই সমস্ত করে তারা দেরী করে। তারা সহজ করতে পারত। কিন্তু তাদের পুঁজি হচ্ছে মাত্র তিন লক্ষ টাকা। তাই আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি যে ষ্টেট ব্যাংকের যে ফ্যাকড়া তাতে ব্যবসায়ীরা নিতে পারে কিন্তু কৃষকেরা সেটা পারে না। আজ পর্যন্ত উদয়পুর ষ্টেট ব্যাংক থেকে কোন কৃষক টাকা পেয়েছে কিনা আমি জানি না। তারা বিভিন্ন তথ্য দিয়ে দেখায় যে ত্রিপুরার কৃষক বহু জায়গায় ঋণী, আমরা টাকা দেব কি করে? অথচ তারা বলে আমরা পাম্পিং সেটের জন্য টাকা দেব, এর জন্য দেব, তার জন্য দেব। এটা হচ্ছে ষ্টেট ব্যাংকের কথা। কাজেই সমবায় এবং ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাংক সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলব যে আজকে কৃষকের

টাকার দরকার, সেটা সমবায় থেকেই নিতে পারত, কেন তারা ষ্টেট ব্যাংকের কাছে যায়? এলাকাগুলি পঞ্চায়েত এলাকায় ভাগ হয়েছে, সীমিত জায়গা সীমিত পরিবার নিয়ে। এখানে যদি প্রত্যেকটা কৃষক পরিবারকে সমবায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহলে সেখানে এক হাজার দেড় হাজারের কথা আসে না। আমি দেখেছি তার শেয়ার কেপিটেলের উপর নির্ভর করে টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু আবার দেখেছি যে কৃষক শতকরা ১০/১৫ টাকা শোধ করে তারা আবার টাকা পায়। কিন্তু এটাকে আমি সমর্থন করতে পারি না। যেমন গর্জী সমবায় সমিতি আছে। সেটা যে অ্যারিয়া নিয়ে হয়েছে, সেটাকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। কিন্তু এটা আজ পর্যন্ত করা হল না। কাজেই আমি ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্ক বা সমবায় সমিতি কেন বলছি? তাহলে গভর্ণমেন্টের উপর ঋণ দেওয়ার প্রয়োজনটা কমে যায়। কিন্তু সেটা না হওয়াতে তারা এস, ডি, ও অফিসে গিয়ে ভীড় করছে। তাই যদি অ্যারিয়া বড় হয় তাহলে সেখানে দুইটা সমবায় সমিতি হতে পারে এবং সেখানে যদি সমবায়ের ব্যবস্থা থাকে তাহলে তার উৎপন্ন ফসল সেখানে জমা রাখতে পারে এবং ফসল রেখেও সে টাকা পেতে পারে বাজার যখন থাকে তখন বাজারে মালটা বেচতে পারে। আবার বাফার ষ্টক বা ন্যায্য মূল্যের দোকানে যদি ফসল থাকে তাহলে তার দুই দিকেই উপকার হল। কারণ তখন সে সরকার থেকে ন্যায্য মূল্যে মালটা পেল এবং ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করতে পারল। তাই আমি আবেদন করছি যে প্রত্যেকটা কৃষক যাতে সমবায়ের সদস্য হয়। কিন্তু একটা ফ্যাকড়া আছে যে ৪০০/৫০০ পরিবার না হলে রেজিষ্ট্রী হয় না। তাই এই ফাঁকটা বন্ধ করতে হয়। কৃষকেরা কোথাও ব্যাঙ্কের ধারে কাছে যেতে পারছে না। যাচ্ছে কারা? ব্যবসায়ীরা। বড় বড় ব্যবসায়ীরা যাচ্ছে সেখানে। দরকার হলে আমি লিষ্ট দিতে পারি। তারা টাকা পাচ্ছে, বিজনেস লোণ পাচ্ছে, কো-অপারেটিভ থেকে। আর যারা ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তারাও টাকা পাচ্ছে। নাম দিতে পারি তাদের। এইরকমও ব্যক্তি আছে যে এই কো-অপারেটিভ থেকে ৫০,০০০/৬০,০০০ টাকা নিচ্ছে ষ্টেট ব্যাঙ্ক থেকেও। কিন্তু আমার একটা কৃষক ভাই ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া তো বড় কথা কো-অপারেটিভ থেকেও কৃষি ঋণের টাকা পায় না। তাই আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি এই কারণে যে ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা দিতে হবে এবং যাতে কৃষককুল অল্প সময়ের মধ্যে টাকা পায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে কো-অপারেটিভ করে আমরা যদি কাজ করি তাহলে ত্রিপুরার কৃষক বাঁচবে এবং তারা বহু দায় দাবী থেকে মুক্ত হতে পারে। তারা হয়ত ৪০০ টাকা নিল, গত বছর হয়ত ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্ক থেকে ৮,০০০ টাকা কৃষককে দেওয়া হয়েছে। এর বেশী বোধ হয় তার ব্যবসায় ছিল না। তাহলে তার বাড়ী ভাড়া কত, তার কর্মচারীর বেতন কত? আমার কৃষক পেল ৮,০০০ টাকা। কাজেই এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার। তাই আমি বলছি যে কৃষক যদি মহাজনের কাছ থেকে ঋণ করে তাহলে দুই মণ ধানে তাকে আড়াই মণ দিতে হয়। ৩০ টাঃ যদি ধানের মন হয় ২ মণ ধানের জন্য ৬০ টাকা নিয়ে গেল ৪ মাসের জন্য। মাঠ তো খালি রাখা যায় না তাই কৃষক বিভিন্ন দিক থেকে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। একমাত্র সরকার বহুমুখী

ব্যবস্থা নিয়েছে এটার দিকে যদি একটুও তাকায় তারা এবং এই সংস্থাকে ঠিকভাবে চালানো হয় তাহলে তাদের উপর করা নির্দেশ দিতে হবে যে ঠিকভাবে টাকা দেবে এবং ঠিকভাবে টাকা আদায় করবে। কৃষকের ঘরে যখন ফসল উঠে তখন যদি টাকা আদায়ের জন্য চাপ পরে তাহলে তারা টাকা ফেলে রাখতে পারে না। কিন্তু দুই মাস তিন মাস পরে গেলে হয় কি তারা তখন সেই টাকা দিতে পারে না তখন সরকার থেকে যে তারা ৫০০ টাকা নিল সেই চিন্তা তখন তার হয় না। পরে সরকারও আর দিল না তখন ৫ জন মহাজনের কাছ থেকে আনলো ৫০০ টাকা ৫ × ২ = ১০ মন ধান দিয়ে। তাই আমি বলি প্রস্তাবে যদি কৃষককে বাঁচাতে হয় সেচ ব্যবস্থা বলুন নাল ব্যবস্থা বলুন ঋণ ব্যবস্থা বলুন উন্নত বীজ বলুন একটা কেনেলে ৩টা সংস্থা আছে সমবায় ঠিক ঠিকভাবে করে বাঁচাতে হবে। তার পর থেকে আনতে হবে কৃষকের মঙ্গল হবে নইলে এই সরকার বিভিন্নভাবে সাহায্য করছে কিন্তু ঠিক ঠিকভাবে কাজ না করায় কৃষক বিভ্রান্তই হচ্ছে। এই বলে প্রস্তাবকে সমর্থন করে শেষ করছি। কারণ অনেকেই বললেন একই ধরণের কথা সরকার বোধ হয় চিন্তা করছেন এই বিষয়ে সেইভাবেই যেন কাজটা হয়।

**শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার :—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই বিধানসভায় আজকে যে প্রস্তাব এনেছেন মাননীয় সদস্য নরেশ বাবু মাননীয় সদস্যের উদ্দেশ্য অত্যন্ত মহৎ এবং ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক সম্পর্কে যে তথ্য দিলেন এই হাউসে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান। কিন্তু যে আকারে এসেছে তাতে আমি সমর্থন করতে পারি না। কারণ এ্যাসেম্বলীর ওপেনিয়ন যে ভাবে আসা উচিত এই প্রস্তাবটা সেইভাবে আসেনি। ত্রিপুরার কৃষক সমাজকে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দানে সাহায্য করার জন্য ত্রিপুরা কোপারেটিভ ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ককে অধিক পরিমাণ আর্থিক সাহায্য করা হউক এটা অন্য ভাষায় যে ভাষায় প্রস্তাবটা আসা উচিত ছিল ঠিক সেই ভাষায় আসেনি কাজেই এই প্রস্তাবকে যদিও আমি সমর্থন করিনা কিন্তু ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটি আমি উপলব্ধি করছি (গণ্ডগোল) না এই ভাষায় আমি সমর্থন করি না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের অপজিশনের সদস্য বাজুবান বাবু বলছেন, রুলিং পার্টির একজন সদস্য প্রস্তাব উত্থাপন করলেই সেটি সমর্থন করতে হবে আর বিরোধী পক্ষের কোন সদস্য করলেই বিরোধীতা করতে হবে, কিন্তু আমি বলছি এই পদ্ধতি আমাদের মধ্যে নাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় পয়েন্টটি অত্যন্ত ভাইটেল ১৯৭০-৭১ সালে এই লোণ সম্পর্কে ল্যাণ্ডে মর্টগেজে লোণ দেয়া সম্পর্কে এখানে 8th Report of Committee on Estimates-এ তারা বলেছেন যে "the Committee would, therefore, feels, if necessary, to evolve an immediate procedure to issue this loan in time". Department উত্তর দিয়েছেন যে this issue of loan be suspended for completion of various formalities and as such this is a lengthy process in case of Land Mortgage Bank. কাজেই এং যে লেংদি প্রসেস এটা আমরা জানি। ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্কে যে টাকাই আমরা চাই তাতে সমস্যা আছে। আমরা জানি

গ্যারান্টির প্রশ্ন আছে সিকিউরিটির প্রশ্ন আছে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে এটা ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত রয়েছে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের টাকার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। সেটি ষ্টেট গভর্ণমেণ্টের টাকা দিয়ে চলবে না। কাজেই যে টাকাই তাদের কাছে আছে সে টাকাটাই কৃষককে দিতে গেলে কত সহজতর উপায়ে সেটি দেওয়া যায় কি সুন্দর উপায় তার আছে সেটির দিকে লক্ষ্য রাখা উচিৎ। আর একটা কথা হচ্ছে এই যে ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্কে আগেও যেভাবে চলেছে কিন্তু টাকা নাও এটা অত্যন্ত দৃষ্টিকটূ এবং জনসাধারণের পক্ষে এটা সত্যিই কোন লাভজনক নয়। ব্যাঙ্ক সেটি শেয়ার ক্যাপিটেলের উপর চলবে তার একটা শেয়ার ক্যাপিটেল থাকতে হবে। এখানে এই রকম ভাবে কলহ হচ্ছে অথচ বলা না হলেও মানুষ ধরে নিয়েছেন যে ২৭ টাকা দিয়ে ২৬ টাকা দিয়ে একটা শেয়ার কিনলেই ৫ হাজার ৬ হাজার টাকা ল্যাণ্ড মর্টগেজ দিয়ে লোন পাওয়া যাবে। কি আশ্চর্য আজকে দুই বছর হল ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরার জনসাধারণের কাছে এটা পৌঁছালোনা কোন প্যামলেট বা কোন সরকারী বিজ্ঞপ্তি যাতে এই প্রশ্নটা পরিস্কার হয় যে ব্যাঙ্ক থেকে শেয়ার কিনলেই টাকা পাওয়া যায় না। আর একটা অসুবিধা আছে যারা নাকি কোপারেটিভের সদস্য নন তারা কোন শেয়ার কিনতে পারে না। কাজেই আজকে কোপারেটিভের কোন সদস্য বর্ত্তমান প্রথা অনুসারে যদি মনে করেন আমি যদি ডিফল্টার না হই তাহলে আমি ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক থেকে শেয়ার কিনলেই আমি টাকা পাব। এই ধারণা কৃষকের মধ্যে রয়েছে কাজেই এই ধারণাটা পাল্টাতে হবে। নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হল এই যে ব্যাঙ্কে বর্ত্তমানে ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্কে আমি যতদূর জানি কাকে ম্যানেজার রাখা হবে কাকে রাখা হবে না এই নিয়ে ভীষণ গোলমাল চলছে। কাজেই এটা প্রথমে দুরীভূত করতে হবে। যেখানে আজকে ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্কের বোর্ডস অব ডিরেক্টার রয়েছে তাদের ক্ষমতা রয়েছে তাঁরা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি তারাই ঠিক করবে কে ম্যানেজার হবে কিভাবে হবে। আমি যতদূর জানি কোপারেটিক ডিপার্টমেণ্ট এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। কাজেই সেটি কমপ্লিটলি সেই বোর্ডস অব ডিরেক্টার্সের উপর ছেড়ে দিতে হবে। কারণ জনসাধারণ যেখানে ভুগছে মাননীয় সদস্য নিশিবাবু আজ উনি নিজে বলেছেন উনি হয়রাণী হয়েছেন বহুবার আগরতলা-উদয়পুর, আগরতলা-কমলপুর, আগরতলা-কৈলাসহর এই ভাবে দৌড়াদৌড়ি করতে করতে তারপর ব্যাপারটা পরিস্কার হল। অথচ সমস্যাও আছে এবং টাকা নেওয়া টাকা দেওয়ার জন্য একটি নতুন পদ্ধতি বের করতে হবে। তাহলে কৃষকেরা হয়রানি হবে না। কাজেই আমি শুধু বলছি যে আকারে এসেছে তাকে সমর্থন করা যায় না অন্য ভাবে যদি আসে তাহলে সমর্থন করা যায়।

**শ্রীশৈলেশ সোম** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা কোঃ ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক সম্পর্কে মাননীয় সদস্য নরেশ রায় মহাশয় যে প্রস্তাবটা এনেছেন, এই প্রস্তাবটা সম্পর্কে যদিও আমি একমত নই, তবু এই প্রস্তাবটা এনে যে আলোচনার সুযোগ এই হাউসের মধ্যে এসেছে, এটা অত্যন্ত সময়োচিত হয়েছে এবং সভার দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হবে বলে আমি মনে করি। এই বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর সঙ্গে সামগ্রিকভাবে অর্থ নৈতিক তথ্য যেন নিহিত আছে, তার

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে সমবায়ের যে অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য যেগুলি একান্ত স্বাভাবিকভাবে এর আওতায় এসেছে। ত্রিপুরার কৃষক সমাজের আর্থিক দুরাবস্থা নিরসনের যে চিন্তা, তাও এর মধ্যে ফুটে উঠেছে। সুতরাং ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল। এককভাবে অর্থনীতির যে চিন্তা সমগ্র দুনিয়ার, যার মধ্যে সারা পৃথিবীতে সরকারের ভাঙ্গাগড়া চলছে রাষ্ট্রনীতি নির্দ্ধারিত হচ্ছে, সেই অর্থনীতির গোড়ার কথা এর মধ্যে রয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে সমবায়ের আন্দোলন, যেটা আজকে অবস্থার চাপে পড়ে, কারণ শুধু গণতান্ত্রিক দেশেই নয়, সমাজতান্ত্রিক দেশের মধ্যেও আমি দেখেছি সেই আন্দোলন চলছে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যেও চলছে। তার কারণ অর্থনীতি তার প্রবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে বাস্তব অবস্থার মধ্য দিয়ে চলছে, এর মধ্যে সমবায়ের যে ভূমিকা, তা নিশ্চয় অপরিসীম। আর সর্ব্বোপরি যাদের জন্য সমবায়, আর যাদের জন্য এই ল্যাণ্ড মর্টগেজ কোঃ ব্যাঙ্ক, সেই যে কৃষক সমাজ যারা ত্রিপুরার অর্থনীতিকে ভিত্তি করে সমাজবাদ গড়ে তুলছে, তারাও বিশেষভাবে এই ব্যাঙ্কের সঙ্গে জড়িত। সুতরাং ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল, শুধু জটিলই নয়, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণও বটে। কাজেই মাননীয় সদস্য যে এই রকম একটা প্রস্তাব এখানে এনেছেন এবং তার উপর যে বিভিন্ন ভাবে আলোচনা হবে, তাতে এই সভার দৃষ্টি আকর্ষিত হবে, এই প্রত্যয় আমার রয়েছে। তাই আমি মাননীয় সদস্যকে ধন্যবাদ জানাই এই জন্য যে তিনি এটার উপর একটা আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছেন সামগ্রিকভাবে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক কাঠামোর ব্যাপারে বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের দিয়ে যে কথা হচ্ছে, তাকে যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখব যে ত্রিপুরার জনসংখ্যা, তার অর্থনৈতিক অবস্থা, এই সমস্ত কিছু যদি দেখি, তাহলে দেখব যে এটা একটা অদ্ভুত ধরণের অবস্থা। কারণ এই সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রে যখন ৩ | ৪ লক্ষ লোকের বসবাস ছিল, ঠিক তখনই রাতারাতি রাষ্ট্রীয় কারণে বহু ছিন্নমুল উদ্বাস্তু এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। আমরা যদি পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাব যে বহিরাগত এর সংখ্যা আমেরিকাতে সব চাইতে বেশী। ঠিক তেমনি আমাদের এই প্রত্যন্ত রাজ্য ত্রিপুরাতেও বহিরাগতেরা রাতারাতি জলস্রোতের মত এসেছে এবং তাতে করে আমাদের যে কন্টিনিউয়াস ডেভেলাপমেন্ট, সেই ডেভেলাপমেণ্ট করার মত কোন সুযোগ আমরা পাইনি। আর এই যে জনসংখ্যা, এরা কারা? এরা হচ্ছে আমাদের পাশাপাশি রাজ্য আগে যেটা পাকিস্তান ছিল, সেই রাজ্যেরই মানুষ, তারা রাষ্ট্রীয় কারণে ছিন্নমূল হয়ে উদ্বাস্তু হবে নিজেদের ভিটামাটি সব কিছু ছেড়ে দিয়ে এখানে এসেছে, আসার সময় তারা কোন প্রকার সম্পদ নিজেদের সঙ্গে নিয়ে আসতে পারেনি। কাজেই ত্রিপুরার এই যে সমস্যা, এই ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের সমস্যার চাইতে ভিন্নতর। তাছাড়া ঐ সময়ে এই সামন্ততান্ত্রিক ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনৈতিক যে বুনিয়াদ ছিল, সেটা ছিল অত্যন্ত দুর্ব্বল, সেই সময়ে সামন্ত রাজের জমিদারী, চাকলা-রোসনাবাদই ছিল এই ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ। সুতরাং এমন একটা ভৌগলিক অবস্থার মধ্যে এখানে যারা ছিল আদিবাসী তাদের সঙ্গে নতুন করে জলস্রোতের মত উদ্বাস্তুরা এসে ভীর করলো, আর এই কারণেই ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনীতি কোন পথে চলবে, তার কি সজ্জা হবে, সেটা নির্দ্ধারণ করা যায়নি। এবং এই অবস্থার মধ্যে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার

এই রাজ্যের জন্য একটা অর্থনৈতিক ভিত্তি যাতে গড়ে উঠে, তার জন্য চেষ্টা করেছেন। আর এই ভিত্তিকে সবচেয়ে বড় করে ধরে রেখেছেন আমাদের কৃষক সমাজ। সুতরাং আমরা যদি ত্রিপুরার ইকোনমিকে এগ্রো-ইকোনমি বলি, তাহলে কিছু অত্যুক্তি হয় না। অথচ আমাদের এই কৃষক সমাজের অবস্থাটা কি? আমাদের কৃষক সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা, অন্যান্য রাজ্যের কৃষক সমাজের তুলনায় অত্যন্ত সীমিত। আমি পূর্ব্বেও বলেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসীরা অনেকদিন থেকে জুম প্রথায় চাষাবাদ করার জন্য, বর্ত্তমানের আধুনিক প্রথায় কৃষি কাজের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ অত্যন্ত সীমিত রয়ে গেছে। কাজেই যদিও সরকার এই কৃষক সমাজের অর্থনীতিকে উন্নততর করে গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন এবং তাদের জীবন ধারণের মানকে উন্নততর করবার চেষ্টা করছেন, তবুও এই রাজ্যের কৃষক সমাজ অন্যান্য রাজ্যের কৃষক সমাজের মত ততটা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারছে না। অবশ্য ইদানীংকালে সমবায় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাদের জীবন ধারণের একটা উন্নত ভিত গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু তাও আমাদের ইতিহাস থেকে দেখছি যে তারা উদ্বাস্তু তারা একবার উদ্বাস্তু ঋণ পেয়েছে, সমবায় ঋণও কেউ কেউ পেয়েছে। তারপর আজকে যে মর্টগেজ ব্যাঙ্কের ঋণের কথা বলা হচ্ছে, এটাও সীমিত সংখ্যক পেয়েছে। আদিবাসী লোকেরাও এই ধরণের সমবায় ঋণ, এগ্রিকালচারেল ঋণ, দাদন ঋণ এমন অনেক ঋণ পেয়েছে। এখন তার ফলস্বরূপ কি দাঁড়িয়েছে? ফল যা হয়েছে, সেটা হচ্ছে এই ধরণের ঋণ নিতে নিতে আমাদের কৃষক সমাজের যে আর্থিক বুনিয়াদ বা জীবনের বুনিয়াদ ততটা শক্ত হতে পারেনি। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবে প্রতিটি ঋণ দেওয়ার যে অনুসৃতি নীতি, সেই নীতির ফলে একবার ঋণ গ্রহণ করার পর সেটা পরিশোধ না করে অন্য ঋণ নেওয়ার সময়ে একটা না একটা অসুবিধা দেখা দেয়। আজকে যে ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্কের কথা বলা হচ্ছে, এই ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্কের ব্যাপারটা প্রভূত পরিমাণ আর্থিক ঋণের অপেক্ষা রাখে। কেননা, স্বল্প মেয়াদী ঋণ যেটুকু পরবর্তী বছরের মধ্যে ফেরত দেওয়া হবে, কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ যেটা ১৫/২০ বছর সময়ের জন্য গ্রহণ করে, সেটা ব্যাঙ্ক ১/২ বছরের মধ্যে ঋণ দিয়ে নিঃশেষ করে দিতে পারে। কিন্তু এই ধরণের ব্যাঙ্কের যে আমানত আছে, সেটা খুব বেশী কিছু নয় এবং তাদের এই সীমিত অর্থ খুব বেশী মানুষকে ঋণ হিসাবে দেওয়া যাবে না। কাজেই তাদের মূলধন প্রভূত পরিমাণে থাকার দরকার। তারা যে ঋণ দিল, সেটা যদি বছর বছর বাই ইনষ্টলমেণ্ট ফেরত আসেও তাহালে তারা কোন মতেই স্বাবলম্বি হতে পারবে না। কাজেই তাদের প্রভূত পরিমাণে টাকার দরকার, কিন্তু সে টাকা কোথা থেকে আসবে। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন, সেটা অবশ্য অনেকখানি সত্য যে ১॥ লক্ষ টাকা ত্রিপুরা সরকারের আছে, আরও ৬৪,৮০০ টাকার মত ব্যক্তিগত সম্পদ আছে। এছাড়া পুনর্ব্বাসন বিভাগ থেকে ১লক্ষ টাকার ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে এবং সমবায় থেকে ঋণ দেওয়া হয়েছে ৭১ হাজার টাকা। তাতে করে ব্যাঙ্কের মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩,৮১,৮৮০ টাকা। এই টাকা যদি ঋণ হিসাবে ত্রিপুরাতে দেওয়া হয় তাহলে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং এই ঋণ যদি ঠিকমত আবার সুদে আসলে ফেরত না আসে,

তাহলে ব্যাঙ্কের কার্যক্রম একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে। তাই বলছিলাম, এত টাকা আসবে কোথায় থেকে? বলতে পারেন, আসবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে। কিন্তু তারও তো একটা প্রচলিত নিয়মকানুন আছে এবং সেই যে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা চালু করেছে, সেজন্য একটা নিয়মকানুন বা সীস্টেম রয়েছে। কাজেই প্রত্যেক ব্যাঙ্কই তার আমানত লগ্নি করার সময়ে চিন্তা করে দেখবে যে যেটা লগ্নি করছে, সেটা যেন ঠিক ঠিক মত ফেরত আসে, সেটা যেন কোন প্রকারে বেড ডেবট না হয়ে যায়। তবে এর মধ্যে কিছু একটা পার্থক্য রয়েছে। সেটা হচ্ছে, কোন কোন ব্যাংক কাজে কারবারে একটু উদার, আর কোন কোন ব্যাংক রেষ্ট্রিক্টেড। কিন্তু কোন ব্যাংকই তার যে আমানত আছে সেটা যেন তেন প্রকারে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য বসে নাই, তারা ঐ আমানত লগ্নি করে তার থেকে কিছু রোজি-রোজগার করতে চায় এবং এই রোজিরোজগারের মধ্যেও তাদের সব সময়ে সতর্ক থাকতে হয় যে ঋণ দেওয়া হল, সেটা যেন ঠিকমত ফেরত আসে। আর এটা যদি না হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে যে কোন ব্যাংকই ফেল পড়তে বাধ্য। এবং ব্যাংকগুলি যে উদ্দেশ্য নিয়ে স্থাপন করা হয়েছে, সেই উদ্দেশ্য সার্থক হবে না।

**শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :** — যে আশংকার কথা মাননীয় সদস্য বলেছেন তা অনেকখানি সত্য হবে। ত্রিপুরার কৃষকগণের জীবনে দুর্দিন আসবে। মহাজনের দাপট আবার তার পরিধি বিস্তার করবে। তাছাড়া তিনি আর একটি মূল্যবান কথা বলেছেন। অনাদায়ী ঋণের কথা ১১ হাজার টাকা বা সে রকম কিছু টাকার কথা বলেছেন যেটা অনাদায়ী ঋণ রয়েছে। বাই ইনষ্টলমেন্ট যে সামান্য টাকা দেওয়ার কথা সে টাকাও যদি অনাদায়ী থাকে সেটা যদি ফিরে না আসে স্বভাবতঃ ল্যাণ্ড মর্টগেইজ ব্যাংকের যে ব্যাঙ্কার সে উদ্বিগ্ন হবে। টাকা লগ্নি করতে চাইবে না। এর জন্য ব্যাংক তার পরিচালনার জন্য, যথাযথভাবে চালাবার জন্য আরও বেশী অর্থের প্রয়োজন ত্রিপুরার কৃষকদের হাতে। ঠিক সংগে সংগে ত্রিপুরার কৃষকদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ যদি না জোরালো আর মজবুত না করা হয় তাহলে এতগুলি ঋণ গ্রহণ করার পর সে ঋণ আর পরিশোধ করতে পারবে না। যে কারণে ইনষ্টলমেন্টের ঋণগুলি পরিশোধ করতে পারে না। আর যদি না পারে তবে ব্যাংক অচল হয়ে যাবে। এইটা একটা ভি সার্কেলের মত অবস্থার সৃষ্টি হবে। ত্রিপুরা সরকার তার জন্য অবহিত। সুতরাং ত্রিপুরার কৃষককে বাঁচানোর জন্য, ত্রিপুরার কৃষকদের হাতে, যাতে টাকা যায় ত্রিপুরা প্রশাসন চিন্তা করে যে ঐ ব্যাংককে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। এবং বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করতে হবে। অর্থ সংস্থান করার জন্যে ৫ লক্ষ টাকা এ বছর ত্রিপুরা প্রশাসন এই ল্যাণ্ড মর্টগেইজ ব্যাংককে দিতে যাচ্ছেন। আর ত্রিপুরার ষ্টেইট কো-অপারেটিভ ব্যাংক আরও ৫ লক্ষ টাকা ত্রিপুরার ল্যাণ্ড মর্টগেইজ ব্যাংককে দিতে যাচ্ছেন তার জামিনদার হবেন ত্রিপুরার প্রশাসক। এইটা স্বীকৃত হয়েছে ত্রিপুরার প্রশাসনের পক্ষে। সুতরাং এই ঋণটা দেওয়ার যে পদ্ধতি এবং যাতে সুচারু ভাবে চালাতে পারে তার জন্য যে পেরা পারমেলী আছে সেগুলি সমবায় ব্যাংক খতিয়ে এখন

দেখছেন এবং অনতিবিলম্বে এইগুলির কাজ সমাধা হলেই ত্রিপুরার ল্যাণ্ড মর্টগেইজ ব্যাংককে ত্রিপুরার প্রশাসন এবং ত্রিপুরার কো-অপারেটিভ ব্যাংক ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক সংস্থান করবেন। সুতরাং এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি মনে করি যে আজকের যে প্রস্তাবটি মাননীয় সদস্য এনেছেন যেহেতু ত্রিপুরার প্রশাসন ১০ লক্ষ টাকা সংস্থানের কথা চিন্তা করছেন এবং তার খুটিনাটি এখন বাকী রয়ে গেছে এই পরিপ্রেক্ষিতে সে প্রস্তাব আজকে হয়তো সভা থেকে উনি প্রত্যাহার করে নেবেন।

**শ্রীনরেশ রায় :—** মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাবটি কৃষকদের আর্থিক দিক ভেবেই এনেছিলাম। মাননীয় সদস্য আমি মনে করেছিলাম এই গুরুত্ব উপলব্ধি করে যে উনারা সমর্থন করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীযতীন্দ্রবাবু ভাষাভিত্তিক কি ব্যবধান হয়েছে এর মধ্যে, ভাষা উপলব্ধি করে কৃষকের উপলব্ধিকে উনি একটু কম দেখেছেন বলে আমি মনে করি। যাহাই হোক, এখন কৃষক সমাজ কোনখানে লেখা আছে, সেজন্যই তিনি উনার ভাষার ব্যবধান হলো কি না জানি না। কৃষকগণ তার অর্থ কালটিভেটরস, আমি কোন সমাজকে বলি নাই। সমাজকে বলার উদ্দেশ্যেও নয়। উদ্দেশ্য কালটিভেটরস। সুতরাং এখন উনি সুস্থ মনে আমার প্রস্তাবকে সমর্থন করে নেবেন আমি মনে করি। যাহাই হোক, আমি বহু কৃষকদের কাছ থেকে শুনেছি যে একটু বেশী করে ঋণ যদি আমরা পাই তাহলে আমরা অনেক দিক দিয়ে বাঁচি। দেড় হাজার, দুই হাজার, তিন হাজার টাকার ঋণ কোনখানে পাওয়া যায় একটা ব্যবস্থা আমাদের জন্য করে দিন। তখন আমি বলেছিলাম যে একমাত্র ল্যাণ্ড মর্টগেইজ ব্যাংকই আছে যে এই টাকা দিতে পারে। বহু আগ্রহী কৃষক আসে সে ঋণের জন্যে। যেখানে তারা দায়গ্রস্ত টাকার জন্য কিন্তু কৃষকদের এই অবস্থা, এই রকম টাকার সংস্থান তারা কোথায় করতে পারে না। এবং তাদের যে অর্থ ব্যবস্থা তাদের নিজের সম্পত্তি নিজের ফসল, নিজের খাটুনি থেকে বছর শেষে কোন কোন কৃষক ৫০০/৭০০/১০০০ টাকা গচ্ছিত করতে পারে। সেটা আমার বিশ্বাস আছে। অবশ্য অনেক কৃষক আছেন তারা হয়তো সারা বছরের খোরাকী খেয়ে কোন রকমে সংসারটা বাঁচিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু তার কৃষি ক্ষেত্রে যে ডেভেলাপ সেটা তারা করতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে ৫ হাজার, ৭ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষক তার কৃষিকে উন্নত করবার জন্য আমার মনে হয় এইটা তারা কোথায়ও পায় না! ফলে তাদের কৃষিকে ডেভেলাপ করতে পারে না। সেইজন্য আমি এই রিজিউ-লেশান এনেছি এই মনে করে যে কৃষকদের রক্ষা করতেই হবে। সেটা আমাদের করা দরকার। তাদের রক্ষার জন্য, তাদেরকে একটা দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা, ঋণ দিয়ে, সেটাকে চালু করতেই হবে। যে কৃষকের প্রয়োজন অধিক সে প্রয়োজনের জন্যে ল্যাণ্ড মর্টগেইজ ব্যাংককে শক্তিশালী করতেই হবে। এখানে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় যে ষ্টেইটমেণ্ট দিলেন তাতে আমি অত্যন্ত সুখী হয়েছি। ১২ বছরে যে ল্যাণ্ড মর্টগেইজ ব্যাংক সাড়ে তিন লক্ষ টাকার বেশী পায় নি আমাদের তিন মাসের মধ্যে সম্ভবতঃ মার্চ মাসেই সেটা বাড়ছে। এই তিন মাসের মধ্যেই তার ১০ লক্ষ টাকা সাংশান হয়েছে। এইটা অত্যন্ত সুখের এবং গর্বের

কথা এবং আমার মনে হয় সে টাকাই যথেষ্ট হবে না। আগামী বছরগুলির জন্য যাতে আরও অধিক টাকার সংস্থান করা হয় তার জন্য যেন মাননীয় সদস্য আরও সচেষ্ট থাকেন। উনার কথা থেকেই বুঝতে পারছি যে এই ল্যাণ্ড মর্টগেইজ ব্যাংককে রক্ষা করতে গেলে অদ্ভুত পরিমাণ টাকার প্রয়োজন এবং অদ্ভুত পরিমাণ টাকার প্রয়োজন এই অর্থে যে এটা অদ্ভুত পরিমাণ কৃষককে রক্ষা করবার জন্য। স্বল্প টাকায় ব্যাংক ফেইলিওর হবে তার পূর্ব লক্ষণ মন্ত্রীমশায় দেখেছেন। ব্যাংক ফেইলিওর হলে কৃষককুল ধ্বংস হবে। সুতরাং আমার গুরুত্বকে উপলব্ধি করে মাননীয় মন্ত্রীমশায় যে সমপরিমাণ গুরুত্ব দেখিয়েছেন সেই জন্য আমি উনাকে ধন্যবাদ জানাই। এবং সেই গুরুত্বকে উপলব্ধি করে উনি ভবিষ্যতে যাতে অধিক টাকার সংস্থান করেন সে জন্য আমি মন্ত্রীমহোদয়ের কাছে একটা আবেদন রেখে এবং আজকের যে অর্থের সংস্থান হচ্ছে সে দিকটা ভেবে, ভবিষ্যতে এইটা হবে এই আশা রেখে আমি আমার প্রস্তাবকে উইদড্র করছি।

মিঃ স্পীকার :— The resolution is withdrawn.

**Mr. Deputy Speaker** :— Now the question before the House is that the leave of the House to withdraw the resolution moved by Shri Naresh Ch. Roy be granted.

The leave was granted by voice vote.

The resolution was withdrawn.

**Mr. Deputy Speaker** :— Next, in the list of Business is Private Members' Resolution of Shri Baju Ban Riyan. I would call on Shri Riyan to move his resolution that—

"This Assembly is of opinion that the Government of Tripura has failed to provide education to tribal students in Tripura through their mother-tongue even upto primary stage, and therefore recommends that an immediate step be taken to provide education at least upto primary stage through their mother-tongue."

**শ্রীবাজুবন রিয়াং** :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসে আমি যে প্রস্তাবটা মুভ করছি সেটা হচ্ছে :—

"This Assembly is of opinion that the Government of Tripura has failed to provide education to tribal students in Tripura through their mother-tongue even upto primary stage, and therefore recommends that an immediate step be taken to provide education at least upto primary stage through their mother tongue."

এই প্রস্তাবটার বা লা হচ্ছে—'এই ত্রিপুরা সরকার উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীকে তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দিতে ব্যর্থহয়েছেন এমনকি প্রাইমারী স্টেজ পর্যন্ত।'

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি ভারতবর্ষের সংবিধানে ভারতবর্ষের যে লিঙ্গুইষ্টিক মাইনরীটিজ, তাদের ভাষাকে রক্ষা করার জন্য অনেক সুযোগ সুবিধা রাখা হয়েছে। সংবিধানের সেই ধারাগুলি হচ্ছে ভারতবর্ষের যারা মাইনরিটি, কথায়ই হউক, ধর্মেই হউক আর কালচারেই হউক, তাদের রক্ষার প্রতিশ্রুতি ভারত সরকার দিয়েছেন, ভারতবর্ষের সংবিধানের আর্টিক্যাল ২৯ যদি দেখি সেখানে পরিস্কার লেখা আছে যে ভারতবর্ষের মাইনরিটির ধর্মকে রক্ষা করতে হবে, মাইনরিটির কালচারকে রক্ষা করতে হবে, মাইনরিটির ল্যাঙ্গুয়েজকে রক্ষা করতে হবে এবং লিঙ্গুইষ্টিক মাইনরিটিকে রক্ষা করার জন্য ভারতবর্ষের ১৯৪৯ সালের সিক্স্থ অগাষ্ট এরা একটা ষ্টেট রি-অরগেনাইজেশান কমিশন গঠন করে এই ষ্টেট রি-অরগেনাইজেশান কমিশনের বৈঠকে তারা এই সিদ্ধান্ত নেন যে ভারতবর্ষের যারা লিঙ্গুইষ্টিক মাইনরিটিজ, তাদেরকে যেকোন মূল্য দিয়ে রক্ষা করতে হবে। তাদের সেই সিদ্ধান্ত মত, গত ২২ বছর ভারতবর্ষে অনেকগুলি কমিশন গঠন হয়েছে, অনেকগুলি কমিটি গঠন হয়েছে, চীফ মিনিষ্টারদের অনেকগুলি কনফারেন্স শেষ হয়ে গেছে এবং ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক বাজেটের সহায়তায় লিঙ্গুইষ্টীক মাইনরিটিজদের রক্ষা করার জনা এবং তাদের উন্নত স্তরে নিয়ে যাওযার জনা টাকা ধরা হয়েছে সেই টাকা আমাদের ত্রিপুরার ভাগেও কিছুটা পড়েছে এবং চলতি আর্থিক বৎসরেও সেই টাকার অংশ আমাদের এখানে ধরা আছে। সেটা হচ্ছে এডুকেশানে আমাদের যে মূল বাজেট ডিমাণ্ড নাম্বার ১৩—এডুকেশান, পেইজ হচ্ছে ১৮৮, এছ ৫—মিসেলিনিয়াস, রোমান নং ৪ এবং রোমান নং—১৯এ টিচিং অব লোক্যাল লেঙ্গুয়েজ—১০০০ টাকা, এবং রিওয়ার্ডস ফর লার্ণিং ট্রাইবেল লেঙ্গুয়েজ—২০০০ টাকা। মোট তিন হাজার টাকা, আমাদের উপজাতিদের ভাষা উন্নতি করার জন্য এই ত্রিপুরা সরকার দয়া করে রেখেছেন বলে আমার মনে হয়। এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে এই সরকার ত্রিপুরার মোট বাজেটে কত টাকা রেখেছেন? এই এডুকেশান ডিমাণ্ড ত্রিপুরা সরকার বাজেট দেখিয়েছেন—মোট কোটি ৫৭ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। ত্রিপুরায় শিক্ষা সম্প্রসারণের জনা যে টাকা ধরা হয়েছে সেই টাকা নেহাৎ কম নয়। অবশ্য যদি এই সরকার সেকেণ্ড লিঙ্গুইষ্টিক মেজরিটি যেটা ত্রিপুরী ভাষা যারা কথা বলেন বা যারা বুঝেন এই গ্রুপকে যদি এবং তাদের ল্যাঙ্গুয়েজকে যদি, এটা শুধ সেকেণ্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, লিখিত ভাষা এখনও হয় নাই। এই ভাষাকে যদি উন্নত করতে চান, আমার মনে হয় যেখানে ৬ কোটি ৫৭ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা রাখতে পেরেছেন, আরেকটু বেশী টাকা সেখানে রাখতে পারতেন এই যে তিন হাজার টাকা খরচ করবেন সে টাকা খরচ করবেন সেটাতো আরও চমৎকার স্যার। সেটা হচ্ছে বেসিক ট্রেনিং কলেজে যেসব শিক্ষক এই ত্রিপুরী ভাষা বুঝেন না তাদের এ্যাডিশন্যাল সাবজেক্ট হিসাবে রাখা হয়েছে। এবং ঐ এ্যাডিশনাল সাবজেক্ট হিসাবে যারা এই ত্রিপুরী ভাষা নেবেন তাদের মধ্যে একটা কম্পিটেটিভ পরীক্ষা হবে, ঐ পরীক্ষায় যারা কোয়ালিফায়িং মার্ক পাবেন, কেউ একশত টাকা, কেউ ৫০ টাকা, কেউ ৬০ টাকা হিসাবে পুরস্কার পাবেন, এই পুরস্কারের এর মাধ্যমে ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট সেকেণ্ড মেজরিটি যে জাতি,

সেকেণ্ড মেজোরিটি ভাষায় যারা কথা বলে তাদের ভাষায় উন্নতির প্রচেষ্টা এই সরকার করছেন। কিন্তু আমি যদি ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের কথা বলি, তারা আমাদের এখান থেকে অনেক উন্নতি করেছে, অবশ্য এই সরকার করেছে তা নয়, নিজেদের চেষ্টায় তারা করেছে। আমরা দেখি মিজো স্টেটে, নিজেদের চেষ্টায় তারা তা করেছে, নাগাল্যাণ্ড, নিজেদের চেষ্টায় তার কিছু করেছে। মনিপুর তারা নিজেদের চেষ্টায় করেছে কিন্তু এখানে মহারাজার আমল থেকে আমরা যারা এই ভাষায় কথা বলি আমরা ত্রিপুরী ভাষা কেন, অন্যান্য ভাষা—হিন্দী, ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিতের হার ছিল খুব কম, এখন আমরা পাঁচ লক্ষ এর উপর উপজাতির মধ্যে শিক্ষার হারগত ১৯৭১ সালের সেনসাস রিপোর্ট যেটা বেরিয়েছে তার মধ্যে এই শিক্ষার হার দেখতে পাচ্ছি শতকরা ৮০০০ ভাগ বা ঐরকম কিছু, সঠিক সংখ্যা আমার মনে নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইজন্য এখানে এই হাউসে আজকে আমি আমার এই প্রস্তাব রাখতে বাধ্য হয়েছি, আশা করব এই হাউস এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করবেন এবং এই প্রস্তাবের পক্ষে ভারতবর্ষের সংবিধানে যে কতগুলি ধারা আছে, সেই ধারাগুলি আবার উল্লেখ করতে চাই সেটা হচ্ছে আর্টিকেল ২৯ এবং সেটার সাব-সেকশান (১)(১), আরেকটা হচ্ছে—আর্টিকেল ৩০, সেটার সাব-সেকশান (১)(২) তে আছে, আর্টিকেল ৩৪৭, আরেকটা হচ্ছে—আর্টিকেল ৩৫০, এই আর্টিক্যালে আছে জাতীয় সংহতি রক্ষা করতে হলে কি কি দরকার, এইগুলি সম্বন্ধে বলা হয়েছে এবং বিশেষ করে বলা হয়েছে ভারতবর্ষের লিঙ্গুইষ্টিক মাইনরিটির যদি উন্নতি করা না যায় এবং যাতে তাদের রক্ষা করা যায় সেটার জন্য এই আর্টিক্যালগুলি সংবিধানে রাখা হয়েছে। এবং সংবিধানের এই আর্টিক্যালসের ভিত্তিতে কতক্ষণ আমি বলেছি ১৯৪৯ সনে সিকন্ড অগাষ্ট যে রি-অরগেনাইজেশান কমিশন গঠন করা হয়েছিল, তার সুপারিশ মতে চীফ মিনিষ্টারদের মিটিং এবং ভাষা কমিশন গঠন হয়েছিল এই কমিশনের যে লেটেষ্ট রিপোর্ট আমার হাতে আছে সেটা হচ্ছে থার্টিন্থ রিপোর্ট। এটা ১৯৫৬ সন থেকে সুরু করে আজ '৭২ সন। এই কমিশন ভারতবর্ষের সমস্ত যেখানে লিংগুইষ্টিক মাইনরিটিজ আছে, একটা রাজ্যে ডিস্ট্রীক্ট বেসিসে যারা আছেন তাদের জন্যই কি কি দরকার সেটা তাদের থার্টিন্থ রিপোর্টের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সুপারিশ করে গেছেন। এর মধ্যে ত্রিপুরাতেও তাদের শুভ পদার্পণ হয়েছিল যদিও ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট ঐ কমিশনের কাছে যে রিপোর্ট দিয়েছেন সেই রিপোর্টের সঙ্গে আমি একমত হতে পারিনি। আমি জানি ১৯৭০ সনে মার্চ মাসে ঐ কমিশন ত্রিপুরায় এসেছিলেন এবং এখান থেকে প্রায় ১২ মাইল দূরে চম্পকনগরে একটা স্কুল আছে, লোক শিক্ষা-লয় বলে। সেখানে তারা গিয়ে দেখেছেন এবং একটা রিপোর্ট দিয়েছেন এবং ১৯৭০ সনে যিনি চীফ মিনিষ্টার ছিলেন তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছেন ঐ চীফ মিনিষ্টারকে তারা প্রশ্ন করেছিলেন ত্রিপুরাতে ত্রিপুরী ভাষাকে কেন উন্নত করা হয়নি, কি অসুবিধা? চীফ মিনিষ্টার উত্তর দিলেন যে এখানে বিভিন্ন গ্রুপ আছে, অনেক ভাষা আছে, এখানে আমরা কোনটাকে রাখব, কোনটাকে রাখবনা সেটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া লাগবে। সেজন্য এটাকে অর্থাৎ সিচুয়েশনকে ঠাণ্ডা রাখবার জন্য আমরা এখন পর্যন্ত সেটা করিনি।

**শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :**— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি বলেছেন ১৯৭০ সনের চীফ মিনিষ্টার নাকি বলেছেন এই কথা। তিনি এমনভাবে এটা রাখতে চান যে এই কথাটা সত্য হ'তে পারে, নাও হতে পারে। কাজেই আমি মনে করি যে ব্যক্তি এখানে নেই সেই ব্যক্তির সম্বন্ধে বলা উচিত নয়। সেটা এক্সপাঞ্জ করা হোক।

**শ্রীবাজু বান রিয়াং :**— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এটা উইথড্র করতে রাজী নই। যা বলেছি তা ঠিকই। আমি পড়ে শোনাচ্ছি—

"The Commission visited the Loka Shikshalay Senior Basic School, Champaknagar during her visit of Tripura in March, 1970. It was found that the majority of the people there were tribals, but without any facilities for studying through their mother tongue or even facilities for explaining the lessons to them through their mother tongue. This point was brought to the notice of the Chief Minister by the Commissioner. The Chief Minister said that it was not possible to make arrangement for instruction through the mother tongue as the number of languages/ dialects spoken in Tripura were so many. It was said that Tripuri was the main language in Tripura and efforts were being made to produce necessary text books to impose instructions through the medium of Tripura" মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য—

**মিঃ স্পীকার :**— আপনি বক্তব্য শেষ করুন, সময় খুব অল্প।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :**— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্য আছে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব। কাজেই সময় এক্সটেণ্ড করা হোক। নেক্সট সেসন পর্য্যন্ত আমরা চালিয়ে যেতে চাই। কারণ আমরা মনে করি আমাদেরও বলতে হবে।

**মিঃ স্পীকার :**— নেক্সড সেসান কবে হবে তার ঠিক নাই। আমাদের হাউস প্ররোগড হয়ে গেলে পর তারপর বিজনেস থাকবে না।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :**— তাহলে আরও আধা ঘন্টা সময় বাড়ানো হোক। কারণ এটা অত্যন্ত ইম্পোর্টেন্ট ব্যাপার, ৫ লক্ষ লোকের ভাষার প্রশ্ন। কাজেই এটা যদি লাইটলী নেওয়া হয় তাহলে আমরা খুবই ক্ষুব্ধ হব।

**শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :**— এটা লাইটলী নেওয়ার প্রশ্ন নয়। এই ব্যাপারটা আলোচনা হয়েছে। আজকে বিরোধী নেতার একটা প্রশ্ন ছিল। তার উত্তর দিতে গিয়ে বহু সময় নিয়েছে। আর আমাদের একটা অসুবিধা আছে। পাঁচটার পর আমাদের একটা এনগেজমেন্ট আছে। কাজেই—

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :**— আপনারা যদি আমাদের সংগে কো-অপারেট না করেন, আমরাও করব না এর পরে।

**শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত** :— সেটা প্রশ্ন নয়। এই গত হাউসেও এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আর যে প্রশ্ন বলেছেন উনি যে চীফ মিনিষ্টার বলেছেন, পূর্বতন চীফ মিনিষ্টার, যে কয়েকটা ডায়ালেক্ট আছে—

**মিঃ স্পীকার** :— উনার একসটেনশানের কথায় কি আপনারা স্বীকৃত ?

**শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত ও শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী** :— না, আমরা রাজী নই স্যার।

**মিঃ স্পীকার** :— লীডার অব দি হাউসের অপিনিয়ন কি ?

**শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী** :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। বিরোধী দলের নেতা যদি এটাকে অন্যভাবে নেন তাহলে আমার কিছু করবার নাই। আমাদের একটা এনগেজমেন্ট আছে পাঁচটার পরে। সেজন্য আমরা পারছি না। তার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

**মিঃ স্পীকার** :— প্লিজ সাম আপ ইওর ডিস্কাশন।

**শ্রীবাজুবান রিয়াং**—এখানে ইনডিয়ান লিংগুয়িষ্টিক মাইনরিটিজ কমিশনের যে থার্টিথ রিপোর্টের চাপটার (১) এ প্যারা ৮ এ বলা হয়েছে এবং এই প্যারা ৮ এ বলা হয়েছে যে সংবিধানে ১৯৫৬ সনে একটা অপারেশন করতে হয়েছিল। সেই অপারেশনের নাম হচ্ছে সেভেনথ অ্যামেণ্ডমেন্ট অব দি কনসটিটিউশন। এখানে সংবিধান সংশোধন করে তারা বলেছেন যে ভারতবর্ষের যে সব ভাষা মাতৃ ভাষা এবং শুধু কথ্য ভাষা আছে এই কথ্য ভাষা গুলিকে যাতে প্রাইমারী ষ্টেজ পর্যান্ত প্রত্যেক শিশুকে লেখা পড়ার সুযোগ দিতে হবে এবং আর্টিকল ৩৫০ (বি) তে তারা বলেছেন—There shall be a special officer for linguistic minorities to be appointed by the President. এখানে বলেছেন যে কোন রাজ্যে ভাষাকে রক্ষা করার জন্য একজনকে নিযুক্ত করতে পারেন। সেটা পারেন প্রেসিডেন্ট। একজন স্পেশাল অফিসার ঐ রাজ্যের মাইনরিটিজ গ্রুপের ভাষা যাতে নষ্ট হয়ে না যায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে এই ত্রিপুরা সরকার দেখিয়েছেন যে এখন পর্যন্ত এখানে ২৯৯৩টি যে প্রাইমারী স্কুল আছে ঐ স্কুলের মধ্যে ১,৪২৬টি স্কুল ত্রিপুরী ভাষায় এবং লুসাই ভাষায় তারা শিক্ষার সুযোগ দিয়েছেন এবং এই হিসাবটা হচ্ছে ১৯৭০ সনের এবং তখন তারা বলেছেন যে বাকী যে স্কুলগুলি, এই স্কুলগুলিতেও তারা কিছুদিনের মধ্যে চালু করবেন। এটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না স্যার। আমি অনেক জায়গায় ঘুরেছি এবং সব জায়গায় চীৎকার উঠেছে যে আমাদের মাতৃ ভাষায় লেখাপড়ার সুযোগ হচ্ছে না এবং মাষ্টাররা যা বোঝান সেটা আমরা বুঝি না। উচ্চারণ যা হওয়ার কথা সেটা হয় না। এবং ব্রান্ট বুক চালু আছে। সেই সম্পর্কে নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল এই নীতিকে সমর্থন করে এবং আপাতত চলুক এটাকে আমরা চাই এটাকে সমর্থন করতে আমরা বাধ্য। কারণ এখানে…

**মিঃ স্পীকার**—মাননীয় সদস্য আমাদের সময় আর মাত্র ২০ মিনিট।

**শ্রীবাজুবান রিয়াং**—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে দুই মিনিট সময় দিন।

**মিঃ স্পীকার**—দুই মিনিট।

**শ্রীবাজুবান রিয়াং**—হ্যাঁ। এখানে উদাহরণ হিসাবে আমি বলতে চাই যে হরপে এটা হয়েছে—বাংলায়। বাংলা হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরার রাজ্য ভাষা। পাশাপাশি দুইটি ভাষা থাকলে ভাষার উন্নতি হবে সেই দিকে বিচার করতে গেলে সেটি খুব ভাল। কিন্তু গভীর ভাবে বিচার করতে গেলে অনেকগুলি অসুবিধা আছে। জানিনা এই সরকার এই ভাষা চালু করার সময় এই অসুবিধাগুলি বিচার বিবেচনা করে দেখেছেন কি না। উদাহরণ হিসাবে একটি কথা বলতে চাই বাংলায় যদি কবর বলি আমাদের ভাষায় হবে পাগল। যেমন বাংলা ভাষায় 'চা' অর্থাৎ "Tea" আমাদের ভাষায় সেটি হচ্ছে খাওয়া। দুটি ভাষা যদি পাশাপাশি থাকে একই ভৌগোলিক সীমানায় তাহলে দুর্বল ভাষা যেটি সেটি সরে যেতে বাধ্য এবং যেখানে আমাদের ভাষায় এখানে যেটি পড়াচ্ছি সেটি সাইনবোর্ডে যদি আমরা লেখি আমাদের লিখতে হবে ত্রিরিপুরা। কিন্তু বাংলা ভাষায় লিখতে গেলে সেটি হবে ত্রিপুরা। কাজেই ত্রিরিপুরা যদি কোন সাইনবোর্ড থাকে আমাদের ভাষায় সেটি হতো অনেকেই বুঝবেন না। তাই এখানে প্রাইমারী স্কুলে যে ভাষা চালু হয়েছে সেটা পরীক্ষামূলক ভাবে চলতে থাকুক আমরা চাই...

**মিঃ স্পীকার**—দুই মিনিট সময় শেষ হয়ে গেছে।

**শ্রীবাজুবান রিয়াং**—আমি এই হাউসের কাছে এই অনুরোধ রাখব যাতে শিক্ষার মাধ্যমটা এবং স্ক্রিপটা আমরা মিলিত ভাবে আমরা চিন্তা করে কি করলে ভাল হয় রোমান নিলে ভাল না নূতন একটি নিলে ভাল—বাংলায় নিলে ভাল না আসামী নিলে ভাল কোনটা নিলে ভাল হবে তা একটি কমিশান বা একটি কমিটি গঠন করে বিচার বিবেচনা করে করা উচিত বলে আমি মনে করি এবং আমি এই বলে হাউসের কাছে অনুরোধ করছি এবং আমি আশা করব হাউস এই প্রস্তাব বিবেচনা করবেন।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী**—মাননীয় স্পীকার স্যার,

**মিঃ স্পীকার**—কতক্ষন বলবেন।

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী**—৫ মিনিট। মাননীয় সদস্য বাজুবান রিয়াং যে প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন আমি সেজন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাই এবং আমি বলতে চাই এই প্রস্তাবটি এই দৃষ্টি নিয়ে দেখলে চলবে না যে এটি এখানকার উপজাতির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। এটা উপজাতি, অ-উপজাতি বাঙ্গালী সমগ্র ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক স্বার্থে এই দায়িত্বটি আমাদের পালন করতে হবে। এ দায়িত্ব সংবিধান আমাদের উপর দিয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে বলা হয়েছে State Reorganisation Commission ভাষার প্রশ্নটি খুব ভাল ভাবে বিচার করে দেখেছেন দেখে বলেছেন যদি কোন স্কুলে কোন ক্লাসে যদি ১০ জন ছাত্র থাকে মাইনরিটি লেংগুয়েজে অথবা যদি কোন স্কুলে ৪০ জন ছাত্র থাকে কোন মাইনরিটি লেংগুয়েজে তাহলে ১ জন শিক্ষক সেই ভাষা শিক্ষার জন্য নিয়োগ করতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আসামে যখন মাইনরিটি লেংগুয়েজ প্রটেকশানের প্রশ্ন উঠেছে আমরা তো এই কথাটা বলছি আমরা বলছি যে যেখানে ৪০।৫০ লক্ষ লোক মাইনরিটি সেখানে এই যে নীতিটা যে নীতিটা সংবিধান যে নীতিটি

ষ্টেট রি-অর্গানাইজেশান কমিশান যে নীতিটা মাইনরিটি লেংগুয়েজ কমিশান আমাদের সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য নির্দ্ধারণ করেছে—সেটি আসামে কেন প্রয়োগ করা হবে না এবং এই গণতান্ত্রিক দাবি আমরা জানি না কেন আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী আজও এটাকে কেন সেখানে কার্য্যকর করছেন না কেন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না কেন ..

**মিঃ স্পীকার**—মাননীয় সদস্য...

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী**—আমি সেজন্যই বলছি আমাদের এখানেও কেন হচ্ছে না। আমরাও যারা বাঙ্গালী যারা আসামের জন্য ব্যথিত তারা ত্রিপুরার জন্য ব্যথিত হব না—কেন হব না। আসামে যদি ৭০ লক্ষ মাইনরিটি হতে পারে এখানে ১০ লক্ষ লোকের মধ্যে ৫ লক্ষ একটা বড় মাইনরিটি। কাজেই তাদের লেংগুয়েজকে একটা প্রাইমারী ষ্টেজ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারব না ? এখানে তো বলা হয়নি কলেজের কথা এই প্রস্তাবেতো বলা হয়নি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের কথা পাঠশালা স্কুলের কথা। বলা হয়েছে সেখানে প্রাইমারী ষ্টেজের কথা। যেখানে ট্রাইবেল ছাত্র মেজরিটি সেখানে একজনও এমন শিক্ষক থাকবে না একটা স্কুলও থাকবে না কেন। অথচ আমরা দেখছি যে সব হিসাব এখানে দেওয়া হয়েছে সেগুলি সমস্ত কাগজে হিসাব। আমি সমস্ত ট্রাইবেল এলাকা ঘুরে দেখেছি কোন ট্রাইবেল স্কুল নেই যেখানে ট্রাইবেল লেংগুয়েজে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটা স্কুলও নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, কাগজে হিসাব দেখানো খুব সহজ বাস্তবে কার্যকরী করা সেটা কঠিন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলব এই নীতিটা বাস্তবে রূপায়িত করা হউক এবং লেংগুয়েজ প্রশ্নটাকে একটা ছোট প্রশ্ন বলে চিন্তা করা উচিৎ নয়। আমরা দেখেছি লেংগুয়েজ প্রশ্নকে নিয়ে কি ভাবে বিভ্রান্ত করা হয় সংখ্যা গরিষ্ঠকেও বিভ্রান্ত করা হয়, সংখ্যা লঘিষ্ঠকেও বিভ্রান্ত করা হয়। কোন কোন সময় একটা সেপারেট ট্রেণ্ড গড়া হয় আবহাওয়া হু হু করে গড়ে উঠে এবং সমগ্র ভারতের ঐক্যকে তাতে বিপন্ন করে। আজকে আসামে দেখছি আজকে বিভিন্ন জায়গায় দেখছি যে এই কংগ্রেস সরকারের নীতির ফলে ভারতের ঐক্য ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং সেই ঐক্যকে রক্ষা করার খাতিরে আজকে আমাদের এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করতে হবে। এটা আমরা চাই এবং যে কথা এখানে বলা হয় যে ট্রাইবেল অনেক আছে তবে আমরা যেন এই কথা বলতে পারি ককবড়ক যেটা ত্রিপুরী লেংগুয়েজ যেটি সেটি অধিকাংশ ট্রাইবেলের লেংগুয়েজ এবং এমনও অনেক স্কুল আছে যেখানে সেই ভাষায় অধিকাংশ ছাত্র পড়ে। কাজেই এটা কোন বাধাই নয় এবং এই বাধাকে অতিক্রম করে এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করতে ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ করব।

**মিঃ স্পীকার**—অনারেবল মিনিষ্টার যে টাট...

**শ্রীবুলু কুকী**—মাননীয় স্পীকার স্যার,...

**মিঃ স্পীকার**—সময় নেই আর...

**শ্রীবুলু কুকী**—আমাকে দুই মিনিট সময় দিন...

**মিঃ স্পীকার**—দুই মিনিটে বক্তৃতা শেষ করতে পারবেন আপনি...

**শ্রীবুলু কুকী**—চেষ্টা করব। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এই উপজাতিদের ভাষা সম্পর্কে মাননীয় সদস্য বাজুবান রিয়াং যে প্রস্তাব এনেছেন আমি সেই প্রস্তাব সমর্থন করি এবং সমর্থন করতে গিয়ে কয়েকটি কথা বলতে চাই। বলতে চাই এই কারণে এই প্রস্তাবটি আসলে পরে বিভিন্ন সময়ে এসেম্বলির সেখানে এই প্রস্তাবটি আসে এবং রুলিং পার্টি যে যুক্তি তারা খাড়া করেন যে যুক্তি নাকি ঠিক নয়। তা বলার জন্যই আমি এখানে একটি কথা বলতে চাইছি।

**মিঃ স্পীকার**—মাননীয় সদস্য দুই মিনিট সময় শেষ হয়ে গিয়েছে।

**শ্রী বুলু কুকী**—আমার কথা বলতে একটু দেরী হয় আমি একটু তুতলা। সেজন্য মাননীয় স্পীকার স্যার,...

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরাদের ভাষা সম্পর্কে লেঙ্গুয়িজ রি-অর্গানিজেশান কমিশনের মন্তব্য বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে কথাটা বলেছেন যে তাদের ভাষার কোন ডায়লগ নাই, এ কথাটা ঠিক নয়। কারণ আমি জানি বিভিন্ন সময়ে এ্যাসেম্বলীতে এই ভাষা সম্পর্কে যে কয়েকটা প্রস্তাব এসেছে, সেগুলির সম্পর্কে এই সরকার থেকে নানাবিধ প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও সেগুলি আজ পর্যন্ত কার্য্যকরী হয় নি। এই কথাটা বলার জন্য, আমাকে কিছু এখানে বলতে হচ্ছে, কারণ আমি জানি, আমি নিজেও একজন উপজাতি এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যতগুলি উপজাতি আছে, তাদের সম্পর্কে তাদের ভাষা সম্পর্কে আমরাও কিছু জ্ঞান আছে। ত্রিপুরাতে বর্ত্তমানে উপজাতীর যে সব সম্প্রদায় আছে, তাদের মধ্যে মনিপুরী, গারো, চাকমা এবং মগ ইত্যাদি মহারাজের আমল থেকে তাদেরকে বলা হত ফরেইনার, এছাড়া বাকী যেগুলি আছে, তাদেরকে বলা হত, ত্রিপুরার আদিবাসী। আবার এই আদিবাসীদের মধ্যেও দুটো সম্প্রদায় আছে এবং তারা প্রত্যেকেই অন্ততঃ দুইটি ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তা বলতে পারে, যদিও তাদের ভাষার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে রয়েছে। আজকে সিলেটে যে ভাষা প্রচলিত রয়েছে, তার সঙ্গে নোয়াখালীর ভাষার কোন মিল নেই, আবার নোয়াখালির সঙ্গে চিটাগাং এর ভাষার মিল নেই। তবে তাদের সকলের জন্য একটা লিখ্য ভাষা আছে বলে তারা একে অন্যের সঙ্গে ভাষার আদান প্রদান করতে পারে। ঠিক তদরূপ রয়েছে কুকী ভাষাভাষীদের মধ্যে। এই কুকীদের মধ্যে আছে নানাপ্রকারের ভাষাভাষী যেগুলিকে আমরা আঞ্চলিক ভাষা বলতে পারি, যেমন কুকী, ডারলং, লুসাই, রাংখল মরছুম, কাইপেং গররং, থাকাতে থামাকে মাকাতং, কুলু এবং দাই প্রভৃতি। এদের মধ্যে ভাষাগত আঞ্চলিক পার্থক্য থাকলেও যারা লুসাই ভাষা বুঝে, তারা এই সমস্ত আঞ্চলিক ভাষায় কথাবার্ত্তার আদান প্রদান করতে পারে। তেমনি ত্রিপুরাদের মধ্যে রয়েছে—ত্রিপুরী, জমাতিয়া, রিয়াং, নোয়াত্তা, রুপিনী এবং কলই ইত্যাদি তারাও নিজেদের ভাষায় কথাবার্ত্তার আদান প্রদান করতে পারে। কাজেই এই যে বিভিন্ন রকমের আঞ্চলিক ভাষা রয়েছে, তার জন্যই হয়তো বলা হচ্ছে যে তাদের ভাষার লিক নাই। কিন্তু আমি মনে করি এই ত্রিপুরী ভাষাকে যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে

উন্নত করতে পারা যায়, তাহলে তাদের মাতৃ ভাষায় শিক্ষা দেওয়াটা খুব একটা বড় কঠিন কাজ হবে না। অথচ আমাদের এই রুলিং পার্টি সেটা করতে চাইছেন না। তাই আমি মাননীয় সদস্য বাজুবন বাবু যে প্রস্তাবটা এখানে উত্থাপন করেছেন, সেটাকে অত্যন্ত দরদ দিয়ে বিচার বিবেচনা করে, এবং ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতিদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার কথা চিন্তা করে, সর্ব প্রকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যাতে অবিলম্বে গ্রহণ করেন, সেজন্য মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে সরকারকে অনুরোধ জানাব এবং এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

**জীতেন্দ্র লাল দাস :**—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য বাজুবন বাবু ত্রিপুরী ভাষা সম্পর্কে যে প্রস্তাবটা এনেছেন, তাতে বলা হয়েছে যে এই পর্যন্ত ত্রিপুরীদের তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য সরকার থেকে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি, এটা অত্যন্ত সত্যি কথা। আবার তাদের মাতৃভাষা ত্রিপুরীতে যাতে শিক্ষার মাধ্যম হয়, অন্ততঃ প্রাইমারী ষ্টেজ পর্যন্ত, সেই ব্যবস্থা করা উচিত, এটাও সত্যি কথা। কাজেই এই বিষয়ে ব্যাখ্যা করে বা বক্তৃতা দিয়ে বুঝাবার মত সময় আমার নেই এবং বুঝাতে চাইও না। তবে এর সঙ্গে সঙ্গে একটা বক্তব্য আমি এখানে উপস্থিত করতে চাই, সেটা হচ্ছে এখানে এই আগরতলা শহরে শ্রীবীর চন্দ্র দেববর্মাকে সভাপতি করে একটি ককবরক উন্নয়ন পরিষদ গঠিত হয়েছিল, কয়েক বছর আগে এবং এই পরিষদের পক্ষ থেকে বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিধ শ্রীসুনীতি কুমার চাটার্জিকে দিয়ে এই ত্রিপুরী ভাষা সম্পর্কে একটা গবেষণা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেই গবেষণার ভিত্তিতে ত্রিপুরী ভাষা সম্পর্কে প্রাথমিক শব্দ বা একটা অভিধান ইত্যাদি তৈরী করা হয় এবং এই ককবরক উন্নয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে একটা মেমোরেণ্ডাম ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা বিভাগের উপ মন্ত্রীর কাছে দেওয়া হয়েছিল। তাই আমার যতটুকু জানা আছে, তা আমার মনে হয় যে ত্রিপুরা সরকার এর শিক্ষা বিভাগ এই সম্পর্কে একটা চিন্তা করছেন যাতে করে এই ভাষাটাকে তাদের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা যায়। তাই আমরা আশা করতে পারি যে ত্রিপুরা সরকার ঐ ককবরক উন্নয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে যে মেমোরেণ্ডাম দাখিল করেছেন, তা বিচার বিবেচনা করে অবিলম্বে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কাজেই এই বিষয়ের উপর আমার এই সব বক্তব্যগুলি রেখে এবং সরকারের প্রতি অনুরোধ রেখে প্রস্তাবটিকে সমর্থন করে, আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

**মিঃ স্পীকার**—মাননীয় সদস্যগণ, আমাদের হাতে আর মাত্র ৫ মিনিট সময় আছে, এর মধ্যে আমাদের কাজ শেষ করতে হবে।

**শ্রীশৈলেশ সোম :**— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিগত সেসানেও আমাকে ১২টি কাট মোশানের জবাব দেওয়ার জন্য মাত্র ৫ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছিল, সেজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

**মিঃ স্পীকার :—** আপনারা আমাকে বলুন, আমি কি করতে পারি? এখন আপনার বলার পরেও মুভার অব দি রিজলিউশান বলবেন, অথচ আমার হাতে সময় আছে মাত্র ৫ মিনিট।

**শ্রীশৈলেশ সোম :—** আপনার কিছু করতে হবে না। আমি শুধু বলেছি যে আমার জবাব দেওয়ার জন্য যে সময় দেওয়ার দরকার সেটা আমি পাইনি, সেজন্য আমি দুঃখিত। যা হউক আমি সামান্য ২ / ১ মিনিটের মধ্যেই আমার কথাগুলি বলতে চেষ্টা করব। কারণ ভালভাবে জবাব দেওয়ার মত সময় আমার নেই বা সময়ের অভাব আছে। এখানে একটি কথা, সেটা হচ্ছে বাজেট ফিগার ৮ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকার যে প্রভিশান রয়েছে, তার মধ্য থেকে মাত্র ৩ হাজার টাকা এই ত্রিপুরী ভাষা উন্নয়নের জন্য রাখা হয়েছে, বলে যে কথা এখানে বিরোধী পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তা আদৌ সত্য নয়। এই কথাটা এমন ভাবে বলার কারণ হচ্ছে, যাতে করে মিসলীড করা যায়, বিশেষ করে যে ইস্যুটা এখানে এসেছে, এটা অত্যন্ত স্পর্শ কাতর ইস্যু। এই কথাটা বলে তারা এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে বাকী সাড়ে ৮ কোটি টাকা যেটা রইল, সেটা অন্যান্য অ-উপজাতি ভাষার উন্নয়নের জন্যই ব্যায়িত হবে। তাই এই কথাটা মিস লীড করার জন্যই এখানে এমনিভাবে বলা হয়েছে। কাজেই তাদের কথাটা আদৌ সত্য নয়। (বিরোধী পক্ষ থেকে—এতো আপনাদের বাজেটেই আছে, অস্বীকার করছেন কেন?)—তা আছে কিন্তু সেটা যদি কেউ ভালভাবে দেখেন, তাহলে সহজে বুঝতে পারবেন, আপনারাও বুঝেন তবে সেটা আপনাদের মত করে বুঝেন কিনা, এই হচ্ছে যা অসুবিধা। তবে আমার যতটুকু জ্ঞান আছে, সেটা তো আমাকে বলতে হবে। এই বিধানসভায় এই সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে, বিশেষ করে এমন একটা স্পর্শ কাতর বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নানা কথার অবতাড়না আপনারা করেছেন, যাতে মনে হচ্ছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের জন্য ত্রিপুরা সরকার বা ভারত সরকার কিছুই চিন্তা করেন না। তাদের জন্য যত চিন্তা সবই আপনাদেরই করতে হচ্ছে। কিন্তু আমরা এই সম্পর্কে বিগত অধিবেশনে সরকার থেকে বক্তব্য রেখেছি যে এর মধ্যে লিখিত ভাষা মাত্র একটাই আছে, সেটা হচ্ছে মিজো ভাষা এবং এই ভাষাতে আমরা অলরেডী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বোর্ডকে বলে, সেখানে যাতে এই মিজো ভাষায় শিক্ষা দেওয়া যায়, তার ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করেছি এবং সেই অনুযায়ী লুসাই অধুষিত অঞ্চলের মধ্যে যে সমস্ত স্কুল আছে, সেগুলিতে এই ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। আর বাকী যেটা রয়েছে, ককবরক ভাষা সেই ভাষাতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক রচনা করে, তার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টাও চলছে। আর আমরা এই বিষয়ে অবগত যে এই ভাষাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় ডায়লগ হচ্ছে ককবরক, এই ককবক ভাষায় যাতে ত্রিপুরীদের শিক্ষা দেওয়া যায়, সেজন্য আমরা বেশ কিছুদিন আগে থেকে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি। আমাদের সেনট্রাল ইনষ্টিটিউশান অব লেঙ্গুইজ এডুকেশান এ্যাণ্ড ইনভেষ্টিগেশান যেটা মাইশোরে রয়েছে, তার সংগে আমরা যোগাযোগ রেখে চলছি এবং সেখানকার ডাঃ সহাস চাটার্জি যে রিকমেণ্ডেশান করেছেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই ভাষার উন্নয়ন সাধিত

করে, নূতন ভাষাতে তাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত, তাঁর সেই সুপারিশ আমরা অবলম্বন করে চলছি। আর এর সংগে সংগে আমরা সর্বত্র এটার প্রচার করার চেষ্টা করছি। কাজেই সরকার এই বিষয়ে বসে নেই, সরকার যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তার ফলে এই ককবরক ভাষায় প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়, সেই চেষ্টাই আমরা করছি। কিন্তু তা সত্বেও তারা যে ভাবে আজকে এখানে এই রকম ভাষার মত স্পর্শ কাতর একটা জিনিষকে টেনে এনে নানা কথার অবতারনা করছেন, এটা সত্যিই অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপারে। তবে হয়তো তাদের এটা করার পিছনে কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে, কেন না, এটাকে যদি একটা পলিটিক্যাল ইস্যুতে রূপান্তর করা যায়, তাহলে হয়তো কোন প্রকারে বাজীমাত করবার সুযোগ হয়ে যেতে পারে, এবং সেজন্য হয়তো তারা এই রকমই কিছু একটা চেষ্টা করছেন। তাছাড়া এটাকে এখানে প্রস্তাব আকারে আনার কোন দরকার আছে বলে আমি মনে করি না এবং সেই জন্যই আমি তাদের এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধিতা করছি।

**শ্রীবাজুবন রিয়াং :**— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য শুনে আমার এটাই মনে হচ্ছে...

( গণ্ডগোল )

**শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী**— এখানে ককবরক বা ত্রিপুরী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার কথা বলা হয়েছে এবং আপনারা এই ককবরক সম্পর্কে কি করেছেন, সেই সম্পর্কে বলুন। কিন্তু তা না বলে আবল তাবোল বলে যাচ্ছেন, মন্ত্রীদের একটা দায়িত্ব থাকা উচিত।

**শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :**— স্যার, উনি যদি মিনিষ্টারের রিপ্লাইতে খুসী না হন, অন্য কথা, কিন্তু যে ভাবে হাউসকে হেয় করা হচ্ছে, আমি মনে করি, এটা ঠিক নয়।

( গণ্ডগোল )

**Mr. Speaker :** – I have already requested to all the members maintain decorum of the House.

**শ্রীবাজুবন রিয়াং :**— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকার পক্ষের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উত্তর শুনে আমার এটাই মনে হচ্ছে যে ভারতবর্ষের সংবিধানের বিভিন্ন আর্টিক্যালের মধ্যে লেঙ্গুইষ্টিক মাইনরিটি গ্রুপের স্বার্থ রক্ষার জন্য যে সব কথা বলা হয়েছে, সেগুলিকে বাস্তবায়িত করবার কোন প্রয়োজন এই সরকার মনে করছেন না। কারণ আমি জানি সোনার চাকাকে অলংকার তৈরী করে যদি সেটা গলায় পড়া হয়, তাহলে সেটা সুন্দরই দেখা যায়। তাই ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের জন্য যে সোনার চাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে সংবিধানের মধ্যে, সেটা কখনও অলংকার হয়ে তাদের গলায় উঠবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এই কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আছে। এটা শুধু একটা ভাওতা দেওয়ার জন্য বা একটা এলুশান ক্রিয়েট করার জন্যই রাখা হয়েছে। তাই এই ভাষাকে যদি উন্নত করতে হয় বা রক্ষা করতে হয় তাহলে এই সরকারকে ক্ষমতায় থেকে উৎখাত করতে হবে।

**Mr. Speaker** :— Time is over. Hon'ble Member, please take your seat.

Now the question before the House is the resolution moved by Shri Baju Ban Riyan that—

"This Assembly is of opinion that the Government of Tripura has failed to provide education to tribal students in Tripura through their mother-tongue even upto primary stage, and therefore recommends that an immediate step be taken to provide education at least upto primary stage through their mother-toungue."

The resolution was put to voice vote and negatived.

The resolution was lost.

**Mr. Speaker** :— The House stands adjourned sine die.

## STARRED QUESTION NO.-361.

**By Shri Amarendra Sarma.**

Will the Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) বর্তমানে কৃষকদের কৃষি ঋণ দেওয়ার পদ্ধতি কি ?

২) Co-operative Bank এর মাধ্যমে কৃষকদের কৃষি ঋণ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কি ; এবং

৩) যদি না থাকে, তাহলে সরকার এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন কি ?

উত্তর

১ হালের বলদ, বীজ এবং কৃষিযন্ত্রাদি ক্রয় করার জন্য দুঃস্থ কৃষকগণকে ১০০ টাকা হইতে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত সরকার হইতে কৃষি ঋণ দেওয়া হয়। দায়িত্বশীল অফিসার কর্তৃক তদন্তক্রমে জমি দায়া বন্ধ রাখিয়া উপযুক্ত ক্ষেত্রে এই ঋণ দেওয়া হয়। যে সকল কৃষকের জমি আছে কিন্তু বন্দোবস্ত হয় নাই তাহাদের প্রত্যেককে যুক্ত বণ্ডে ১০০ টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ দেওয়া হয়।

২) হ্যাঁ।

৩) প্রশ্নের ২নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

## STARRED QUESTION NO. 524.

**By Shri Anantahari Jamatia.**

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ভেলিয়ামুড়ায় মণিপুরী কলোনী কোন সনে প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল ?

২) উক্ত কলোনীতে বর্ত্তমানে কত পরিবার আছে ?

৩) এবং তাহাদিগকে কত কৃষি ভূমি ও কত টাকা লোণ দেওয়া হইয়াছিল ?

৪) ইহা কি সত্য যে, গত কয়েক বৎসর আগে উক্ত কলোনীর জন্য রিং ওয়েল মঞ্জুর হইয়াছিল,

৫) যদি সত্য হয় রিং ওয়েলের কাজ শেষ হইয়াছে কিনা ?

উত্তর

১) তেলিয়ামুড়ায় সরকার কর্তৃক কোন মণিপুরী কলোনী স্থাপিত হয় নাই।

২), ৩), ৪), ৫), প্রশ্নের ১নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

## STARRED QUESTION NO. 497.

### By Shri Benode Behari Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) গত ২১শে অক্টোবর ১৯৭২ ইং রাত্রির ১ ঘটিকায় সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত মেলাঘর বাজারে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ কত ?

২) ক্ষতিগ্রস্থদের কি কি সাহায্য দেওয়া হইয়াছে ?

৩) যাদের ঘর পুড়িয়া গিয়াছে তাঁহাদের ঘর তৈরীর জন্য G. C. I. Sheet দেওয়া হইয়াছে কিনা ?

৪) দিয়া থাকিলে G. C. I. Sheet এর পরিমাণ কত ?

উত্তর

১) প্রায় ৪০,১১৮ টাকা।

২) উপযুক্ত ক্ষেত্রে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

৩) না, তবে জি, সি, আই শিটের জন্য যে ৫ জন দরখাস্ত করিয়াছেন তাহাদের দরখাস্ত বিবেচনাধীন আছে।

৪) প্রশ্নের ৩নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

## STARRED QUESTION NO. 501.

### By Shri Ajit Ranjan Ghosh.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) উদয়পুর মহকুমায় বেকারদের provide করার জন্য কোন ছোট বা মাঝারী ধরণের শিল্প গঠনের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ চালু হবে ?

উত্তর

১) আপাততঃ কোন ও নতুন পরিকল্পনা গ্রহণের প্রস্তাব নাই, কিন্তু বেকারগণ শিল্পোদ্যোগীদের আর্থিক সাহায্য দান, কৃষি সহায়ক কেন্দ্র এবং শিল্পপতিগণকে শিল্পোদ্যোগে শিক্ষাদান এই সব অনুমোদিত পরিকল্পনার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন।

২) প্রশ্ন উঠে না।

## STARRED QUESTION NO. 544.

**By Shri Subal Chandra Biswas.**

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Community Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) চলতি আর্থিক বৎসরে কুমারঘাট ব্লকে R. W. S এর কতটি রিং ওয়েল এবং কতটি টিউব ওয়েল নতুন দেওয়া হয়েছে ; এবং

২) উক্ত রিং ওয়েল এবং টিউব ওয়েল এর কতটার কাজ আজ পর্যন্ত শেষ হইয়াছে ;

উত্তর

১) ১৮টি রিং ওয়েল এবং ১২টি টিউব ওয়েল নতুন দেওয়া হইয়াছে।

২) ১৮টি রিং ওয়েলের কাজ বর্তমানে চলিতেছে এবং সত্বরই তাহা শেষ হইবে।

১২টি টিউব ওয়েলের কাজ শেষ হয় নাই। তাহা ছাড়া, ইতিমধ্যে ১৭টি অকেজো টিউব ওয়েলের মেরামতের কাজ সম্পন্ন হইয়াছে।

## UNSTARRED QUESTION NO. 442

**by Shri Subal Ch. Biswas**

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Community Development Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে পাণীসাগর ব্লকের বি, ডি, সি, তে কোন তপশিলী প্রতিনিধি নেই।

২। সত্য হলে তপশিলী প্রতিনিধি নেওয়া হবে কি ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে। তপশীলী উপজাতির প্রতিনিধি পাণীসাগর ব্লকের বি, ডি, সি, তে আছে।

২। প্রযোজ্য নহে।

## STARRED QUESTION NO. 558
**by Shri Gunapada Jamatia.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। টাকার জলা নির্বাচন ক্ষেত্রের প্রতিটি এলাকায় পাণীয় জলের সুব্যবস্থা করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে তাহলে বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে কতগুলি গ্রামে ব্যবস্থা করা হবে।

৩। না থাকিলে তাহার কারণ ?

উত্তর

১। নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের ভিত্তিতে কোন পরিকল্পনা করা হয় না ?

২। প্রযোজ্য নহে।

৩। প্রযোজ্য নহে।

পরিপূরক :—

টাকার জলা নির্বাচন কেন্দ্র এলাকায় উদয়পুর ও বিশালগড় ব্লকের অধীনে পড়িয়াছে। টাকারজলা নির্বাচন কেন্দ্র এলাকায় পাণীয় জলের ব্যবস্থা বর্ত্তমান আছে।

গত আর্থিক বৎসরে টাকারজলা নির্ব্বাচন কেন্দ্রের অধানস্থ নিম্নলিখিত গ্রামগুলিতে ৭টি রিংওয়েল দেওয়া হইয়াছে :—

১। কীর্ত্তিপদ জমাতিয়া পাড়া—১
২। সংখুমা মৌজা—২
৩। গোবিন্দ ঠাকুর পাড়া—১
৪। সন্তরের বাজার—১
৫। সংকটরাম পাড়া—১
৬। জম্পুই বাজার—১

গ্রামীণ জল সরবরাহ স্কীমে ১৯৭২—৭৩ সালে দুইটি নূতন টিউব ওয়েল বসানো ও ৩টি পুনঃ খনন হইয়াছে। আরও ৩টি নূতন টিউব ওয়েল বসানোর মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছে। আরও কিছু টিউবওয়েল পুন খননের কাজ এই বৎসর আরম্ভ হইবে। ১৯৭২—৭৩ সনে উপজাতি উন্নয়ন স্কীমে ২টি রিংওয়েল মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছে। তাছাড়া টাকারজলা নির্ব্বাচন কেন্দ্রের অধীনে জম্পুইজলা উদ্বাস্তু কলোনীতে ৬টি নূতন টিউবওয়েলের প্রস্তাব আছে। চলতি আর্থিক বৎসরেই উপরোক্ত কাজগুলি শেষ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

## UNSTARRED QUESTION NO. 584

**by Shri Bajuban Riyan**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) কোন সনে অমরপুর M.P. ব্লকে, চেলাগাং বাজার থেকে শর্মাটিলা পর্যন্ত প্রায় ৫ (পাঁচ) মাইল রাস্তা তৈয়ার করিয়াছিল ?

২) বর্তমানে ঐ রাস্তাটি P.W.D.কে দেওয়ার জন্য ব্লকের কোন প্রস্তাব আছে কি ?

উত্তর

১) ১৯৬৫ ইং সনে।

২) বিষয়টি পরীক্ষাধীন আছে।

## STARRED QUESTION NO. 579

**by Shri Bajuban Riyan**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) চলতি আর্থিক বৎসরে অমরপুরের ১) জলাইয়া ২) লেবাছড়া ৩) দঃ চেলাগাং ৪) উত্তর চেলাগাং ৫) করবুক গাঁও সভাগুলিতে কত টাকা দাদন, কৃষিঋণ ও খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইয়াছে ? (আলাদাভাবে)

২) ঐ গাঁও সভাগুলিতে মোট কতজন দরখাস্ত করেছিল ও কতজন পাইয়াছে ?

উত্তর

| ১) গাঁও সভার নাম | প্রদত্ত দাদন লোনের পরিমাণ টাকা | প্রদত্ত কৃষি ঋণের পরিমাণ টাকা | প্রদত্ত খয়রাতি সাহায্যের পরিমাণ টাকা |
|---|---|---|---|
| জলাইয়া | ৬৯০ | ৬১৫০ | ২০০ |
| লেবাছড়া | ৬০০ | ৪৭৫০ | ২০০ |
| দক্ষিণ চেলাগাং | ৬৫০ | ৮০০০ | ৫৭৫ |
| উত্তর চেলাগাং | ৬০০ | ৫৮০০ | ২০০ |
| করবুক | ৯৯০ | ১১৯৫০ | ২০১০ |

| | |
|---|---|
| ২) দাদন লোন পাওয়ার জন্য প্রার্থী সংখ্যা | দাদন লোন প্রাপ্ত প্রার্থী সংখ্যা |
| ২০৪ | ১৪৩ |
| কৃষিঋণ পাওয়ার জন্য প্রার্থী সংখ্যা | কৃষি ঋণ প্রাপ্ত প্রার্থী সংখ্যা |
| ৩১৯ | ১৪৯ |
| খয়রাতি সাহায্যের জন্য প্রার্থী সংখ্যা | খয়রাতি সাহায্য প্রাপ্ত প্রার্থী সংখ্যা |
| | ১৩৮ |

## STARRED QUESTION NO. 563

**By Shri Gunapada Jamatia.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land Revenue Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১) উদয়পুরের পূর্ব গকুলপুরে কত পরিবার ভূমিহীন পুনর্বাসন পাইয়াছে ?

২) যাহারা পুনর্বাসন পাইয়াছে তাহারা সম্পূর্ণ টাকা পাইয়াছে কি ?

৩) যদি পাইয়া না থাকে তবে কবে পর্যন্ত পাইতে পারে ?

৪) বাকী টাকা না পাওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১) ১৭টি পরিবার।

২) না।

৩) পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সর্ত্তাদি পালন করিলেই টাকা দেওয়া হইবে।

৪) পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সর্ত্ত পালন না করিবার কারণে।

# PAPERS LAID ON THE TABLE

## ANNEXURE "B"

## UNSTARRED QUESTION NO. 597

**By Shri Kalipada Banerjee**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Department be please to state—

প্রশ্ন

(ক) বাড়ী তৈরীর জন্য Village Housing Scheme এ গত তিন বৎসরে সারা ত্রিপুরায় কতটাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে ;

(খ) কতজনকে ঐ টাকা দেওয়া হইয়াছে Sub-Division ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর

(ক) মোট ১,০৬,২৫০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

(খ) যত জনকে দেওয়া হইয়াছে তাহার সাব-ডিভিসন ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :-

| সাব-ডিভিসনের নাম | সন | | | লোকের সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| | ১৯৬৯-৭০ | ১৯৭০-৭১ | ১৯৭১-৭২ | |
| ১। সদর | ৯,৮৫০·০০ | ১,২০০·০০ | ১০,০০০·০০ | ১৮ জন |
| ২। সোনামুড়া | ৮,০০০·০৯ | ১,৫০০·০০ | ৩,৫০০·০০ | ১২ ,, |
| ৩। খোয়াই | ১০,২৫০·০০ | ১,৫০০·০০ | ১৪,৭৫০·০০ | ২২ ,, |
| ৪। উদয়পুর | ১৫,০০০·০০ | ২,২৫০·০০ | ৭,৫০০·০০ | ২৭ ,, |
| ৫। অমরপুর | — | — | ৭,৫০০·০০ | ৩ ,, |

## UNSTARRED QUESTION NO. 502

**By Ajit Ranjan Ghosh.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be please to state—

প্রশ্ন

১) বর্তমানে উদয়পুর মহকুমায় কি পরিমাণ খাস জমি আছে ?

২) কি পরিমাণ খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে ?

৩) যাহাদের বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে তাহাদের নাম।

উত্তর

১) ১০,১০০ একর।

২) ৭৮.৯১ একর।

৩) সঙ্গীয় তালিকা দ্রষ্টব্য।

ANNEXURE—'A'

| Sl. No. | Name of village. | Name of the Allottee. | Area allotted | Date of allotment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Raiya bari R. K. pur. | Smti. Harasundari Das W/o. Lt. Jagat Ch. Das of Raiya bari. | ·80 | 14. 8. 72 |
| 2. | -do- | Shri Rabi Das S/o. Lt. Baikunta Das of Raiyabari. | ·40 | -do- |
| 3. | -do- | Shri Gopal Ch. Bhumyadas S/o. Lt. Adhar Ch. Das of Raiyabari. | ·80 | -do- |
| 4. | -do- | Shri Chitta Ranjan Das S/o. Lt. Dhananjoy Das of Raiyabari. | ·80 | -do- |
| 5. | -do- | Shri Nityahari Das S/o. Lt. Mahim Ch. Das of Raiyabari. | 1·50 | -do- |
| 6. | -do- | Shri Nibaran Ch. Das S/o. Lt. Hara Ch. Das of Raiyabari. | 1·50 | -do- |
| 7. | -do- | Shri Pabitra Mohan Roy S/o. Lt. Mathuramohan Roy of Raiyabari. | 1·80 | -do- |
| 8. | Bagma R K. pur. | Shri Bir Hanuman Jamatia S/o. Suryamani Jamatia of Bagma. | 3·00 | 17. 8. 72 |
| 9. | -do- | Shri Manindra Mohan Jamatia S/o. Shyama-charan Jamatia of Bagma. | 3·00 | -do- |
| 10. | -do- | Shri Gouranga Dayal Jamatia S/o. Niti Ch. Jamatia of Bagma. | 3·00 | -do- |
| 11. | -do- | Shri Binanda Bahadur Jamatia S/o. Dhanu Kr. Jamatia of Bagma. | 3·00 | -do- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 12. | Bagma R. K. Pur. | Shri Dinachand Jamatia S/o. Saktamuni Jamatia of Bagma. | 3·00 | 17. 8. 72. |
| 13. | -do- | Shri Indrahari Jamatia S/o. Brisapada Jamatia of Bagma. | 3·00 | -do- |
| 14. | -do- | Shri Sigrakanta Jamatia S/o. Biswasing Jamatia of Bagma. | 3·00 | -do- |
| 15. | -do- | Shri Ananta Mohan Jamatia S/o. Maheswar Jamatia of Bagma. | 3·00 | -do- |
| 16. | -do- | Shri Narendra Jamatia S/o. Ananta Jamatia of Bagma. | 3·00 | -do- |
| 17. | -do- | Bishnumohan Jamatia S/o. Sadhu Ch. Jamatia of Bagma. | 3·00 | -do- |
| 18. | -do- | Shri Tipanna Hari Jamatia S/o. Dulapada Jamatia of Bagma. | 3·00 | -do- |
| 19. | -do- | Shri Aradhan Jamatia S/o. Prasanna Kr. Jamatia of Bagma. | 3·00 | -do- |
| 20. | -do- | Shri Bhakta Kr. Jamatia S/o. Joypada Jamatia of Bagma. | 3·00 | -do- |
| 21. | -do- | Shri Gayasadhan Jamatia S/o. Dhanyahari Jamatia of Bagma. | 3·00 | -do- |
| 22. | -do- | Shri Bali Kr. Jamatia S/o. Ramkrishna Jamatia of Bagma. | 3·00 | -do- |
| 23. | -do- | Shri Surendra Ch. Jamatia S/o. Rajendra Ch. Jamatia of Bagma. | 3·00 | -do- |

| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 24. | Bagma R. K. Pur. | Shri Birendra Ch. Jamatia S/o. Indra Bhakta Jamatia of Bagma. | 3·00 | 17. 8. 72 |
| 25. | -do- | Shri Rati Kr. Jamatia S/o. Sikharoy Jamatia of Bagma. | 3·00 | -do- |
| 26. | -do- | Shri Brojamani Jamatia S/o. Sarat Ch. Jamatia of Bagma. | 3·00 | -do- |
| 27. | -do- | Shri Ela Ch. Jamatia S/o. Khirmani Jamatia of Bagma. | 3·00 | -do- |
| 28. | Garjee R. F. R. K. Pur. | Shri Rabindra Ch. Paul S/o. Lt. Sonatan Paul of Garjee R. F. | 2.00 | 17.8.72. |
| 29. | -do- | Shri Ananda Noatia S/o. Dilu Ch. Noatia of Garjee R. F. | 1.20 | -do- |
| 30. | -do- | Shri Anil Ch. Noatia S/o. Lt. Chandrahari Noatia of Garjee R. F. | 0·70 | -do- |
| 31. | -do- | Shri Sarat Chandra Dey S/o. Pukiram Dey of Garjee R. F. | 1·37 | -do- |
| 32. | -do | Shri Judhisthir Kr. Baidya S/o. Naba Kr. Baidya of Garjee R. F. | 1·25 | -do- |
| 33. | Garjeecherra. R. K. Pur. | Shri Madan Mohan Saha S/o. Jogendra Ch. Saha of Garjeecherra. | ·50+·20 | 23.8.72 |
| 34. | -do- | Shri Ali Ajgar S/o. Abdul Karim of Garjeecherra. | ·50+·20 | -do- |
| 35. | -do- | Shri Gopal Chandra Das S/o. Kailash Ch. Das of Garjeecherra. | ·50+·20 | -do- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 36. | Garjeecherra R. K. Pur. | Shri Dayamoy Dutta S/o. Kamini Kr. Dutta of Garjeecherra. | ·50+·20 | 23. 8. 72 |
| 37. | -do- | Shri Adhir Ch. Baidya S/o. Nabin Ch. Baidya of Garjeecherra. | 1·89 | -do- |
| | | | 78.91 | |

## UNSTARRED QUESTION NO. 598

**By Shri Kalipada Banerjee**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। Low Income Group Housing Scheme এবং Middle Income Group Housing Scheme এ গত তিন বৎসরে সারা ত্রিপুরায় কত টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

২। প্রাপকদের নাম ও প্রত্যেককে দেয় টাকার পরিমাণ ?

উত্তর

১। গত তিন বৎসরে ( ১৯৬৯-৭০, ১৯৭০-৭১, এবং ১৯৭১-৭২ ) এ Low Income Group Housing Schema এ ১,২২,২০০ টাকা এবং Middle Income Group Housing Scheme এ ৩,৫১,০০০ টাকা যথাক্রমে মঞ্জুর করা হইয়াছে।

২। প্রাপকদের নাম ও প্রত্যেককে দেয় টাকার বৎসরওয়ারী বিবরণ সঙ্গে দেওয়া গেল।

MIDDLE INCOME GROUP HOUSING SCHEME

| ক্রমিক নং | প্রাপকদের নাম | টাকার পরিমাণ |
|---|---|---|
| | ১৯৬৯-৭০ ইং | |
| ১। | শ্রী সতী ব্যানার্জী | ২০,০০০ টাকা |
| ২। | ,, ননীগোপাল কর ভৌমিক | ২০,০০০ ,, |
| ৩। | ,, গৌরগোপাল সিংহ | ২০,০০০ ,, |
| ৪। | ,, ভুবন মোহিনী দেববর্মা | ১৬,০০০ ,, |
| ৫। | ,, শংকরলাল চৌধুরী | ১৬,০০০ ,, |
| ৬। | ,, অরুন কুমার সেনগুপ্ত | ২০,০০০ ,, |

| ক্রমিক নং | প্রাপকদের নাম | টাকার পরিমাণ |
|---|---|---|
| ৭। | ,, অমিতাভ মজুমদার | ১৬,০০০ ,, |
| ৮। | ,, নৃপেন্দ্র মোহন পাল | ২০,০০০ ,, |
| ৯। | ,, কল্যানী ভট্টাচার্য্য | ২০,০০০ ,, |
| ১০। | ,, নীরেন কুমার ভট্টাচার্য্য | ২০,০০০ ,, |
| ১১। | ,, নিবারণ চন্দ্র দাস | ২০,০০০ ,, |
| ১২। | ,, গৌতম দেববর্মা | ১২,০০০ ,, |
| ১৩। | ,, গোষ্ঠবিহারী দত্ত | ২০,০০০ ,, |
| ১৪। | ,, সুহাস চক্রবর্তী | ১২,৫০০ ,, |
| ১৫। | ,, নীলমনি দেববর্মা | ১০,০০০ ,, |
| ১৬। | ,, জহরলাল ঘোষ | ২০,০০০ ,, |
| ১৭। | ,, দেবেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী | ১২,০০০ ,, |
| | | মোট— ২,৯৬,০০০ |

১৯৭০-৭১

| | | |
|---|---|---|
| ১। | শ্রীসুহাস চক্রবর্ত্তী | ৭,৫০০ টাকা |
| ২। | ,, দেবেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী | ৭,৫০০ ,, |
| | মোট | ১৫,০০০ টাকা |

১৯৭১-৭২

| | | |
|---|---|---|
| ১। | শ্রীরাধাচরণ দেববর্ম্মা | ৫,০০০ টাকা |
| ২। | ,, সুধাংশু কুমার সেন | ৫,০০০ ,, |
| ৩। | ,, সত্যেন্দ্র নাথ দাস | ৫,০০০ ,, |
| ৪। | ,, আলপনা সিংহ | ৫,০০০ ,, |
| ৫। | ,, নরেন্দ্র চন্দ্র পাল | ৫,০০০ ,, |
| ৬। | ,, যুগমায়া দেবী ও অন্যান্য | ৫,০০০ ,, |
| ৭। | ,, গৌরাঙ্গ বণিক | ৫,০০০ ,, |
| ৮। | ,, সত্যেন্দ্র সাহা | ৫,০০০ ,, |
| | মোট | ৪০,০০০ টাকা |

## Low Income Groupe Housing Scheme

১৯৬৯-৭০

| | | |
|---|---|---|
| ১। | শ্রীঅলকা রাণী সাহা | ৩,০০০ টাকা |
| ২। | ,, ইন্দ্রকুমার দেব | ৩,০০০ ,, |

| ক্রমিক নং | প্রাপকদের নাম | টাকার পরিমাণ |
| --- | --- | --- |
| ৩। | ,, ননীগোপাল সাহা | ৮,০০০ ,, |
| ৪। | ,, সুধাংশু কুমার নাগ | ৩,০০০ ,, |
| ৫। | ,, বিরাজ প্রভা সিংহ | ৩,০০০ ,, |
| ৬। | ,, সুরবালা বিশ্বাস | ২,৪০০ ,, |
| ৭। | ,, ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী | ২,৪০০ ,, |
| ৮। | ,, গৌরাঙ্গ মোহন ঘটক | ৩,০০০ ,, |
| ৯। | ,, চারুশীলা চক্রবর্ত্তী | ৩,০০০ ,, |
| ১০। | ,, পরিমল চন্দ্র ভারুন | ৩,০০০ ,, |
| ৯১। | এম, এস, রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ৬,০০০ ,, |
| ১২। | শ্রীইন্দুভূষণ শীল | ৩,০০০ ,, |
| ১৩। | ,, যোগেশচন্দ্র দাস | ,৭০০ ,, |
| ১৪। | ,, অশ্বিনী কুমার সাহা | ২,২৫০ ,, |
| ১৫। | ,, ধীরেন্দ্র কুমার রায় | ৫,০০০ ,, |
| ১৬। | ,, হরিপদ চক্রবর্ত্তী | ২,৪০০ ,, |
| ১৭। | ,, শান্তি ভৌমিক | ২০ ,, |
| | মোট | ৫৫,২০০ টাকা |

১৯৭০-৭১

| | | |
| --- | --- | --- |
| ১। | শ্রীললিত চন্দ্র চৌধুরী | ৩,০০০ টাকা |
| ২। | ,, সুধীর কুমার ভট্টাচার্য্য | ৩,০০০ ,, |
| ৩। | ,, সুদর্শন দেববর্ম্মা | ৩,০০০ ,, |
| ৪। | ,, সতীশচন্দ্র গণচৌধুরী | ২,৪০০ ,, |
| | মোট | ১১,৪০০ টাকা |

১৯৭১-৭২

| | | |
| --- | --- | --- |
| ১। | শ্রীবুদ্ধ দেববর্ম্মা | ২,৫০০ টাকা |
| ২। | ,, কমলাবতী দেবী | ২,৫০০ ,, |
| ৩। | ,, যতীন্দ্র চন্দ্র শীল | ২,৫০০ ,, |
| ৪। | ,, শেফালিকা শিব | ২,৫০০ ,, |
| ৪। | ,, ইলারাণী ভৌমিক | ২,৫০০ ,, |
| ৬। | ,, ক্ষিতীশ চন্দ্র দাসবিশ্বাস | ২,৫০০ ,, |
| ৭। | ,, সাধনচন্দ্র নন্দী ও অন্যান্য | ২,৫০০ ,, |

| ক্রমিক নং | প্রাপকদের নাম | টাকার পরিমাণ |
|---|---|---|
| ৮। | সুধীরচন্দ্র চৌধুরী | ২,৫০০ টাকা |
| ৯। | ,, মহেন্দ্র লাল সিংহ | ২,৫০০ ,, |
| ১০। | ,, নলিনী কান্ত মজুমদার | ২,৫০০ ,, |
| ১১। | ,, মুকুন্দচন্দ্র ঘোষ | ২,৫০০ ,, |
| ১২ | ,, ভুপাল চন্দ্র রায় চৌধুরী ও অন্যান্য | ২,৫০০ ,, |
| ১৩। | ,, অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য | ২,৫০০ ,, |
| ১৪। | বিধু ভূষন ভট্টচার্য্য | ২,৫০০ ,, |
| ১৫। | শ্রী প্রতাপ চন্দ্র বিশ্বাস | ২,০০০ ,, |
| ১৬। | ,, মহেন্দ্র কুমার সিংহ | ২,৪০০ ,, |
| ১৭। | ,, রূপেশ চন্দ্র শীল | ১,৩০০ ,, |
| ১৮। | ,, প্রমোদ রঞ্জন পাল | ২,৪০০ ,, |
| ১৯। | ,, ললিত মোহন সাহা | ২,৫০০ ,, |
| ২০। | ,, মাখন লাল সাহা | ২,৫০০ ,, |
| ২১। | ,, নিত্য রঞ্জন দাস | ২,৫০০ ,, |
| ২২। | ,, মনোরঞ্জন বৈষ্ণব | ২,৫০০ ,, |
| ২৩। | ,, শিব শঙ্কর দে | ২,৫০০ ,, |
| | মোট— | ৫৫,৪৬০০ ,, |

## PAPERS LAID ON THE TABLE

### Annexure "A"

## UNSTARRED QUESTION NO. 469

**By Shri Manindra Debbarma.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। কল্যাণপুর বাজারটির উন্নয়ন করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ? না থাকিলে তাহার কারণ ?

উত্তর

১। পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় কল্যাণপুর বাজার উন্নয়নের প্রস্তাব আছে।

## UNSTARRED QUESTION NO. 387.

**By Shri Sudaunwa Deb Barma.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২ এর এপ্রিল মাস থেকে অক্টোবর পর্যন্ত কয়জন কৃষক কৃষি ঋণের দরখাস্ত করেছেন তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

২। ঐ সময়ের মধ্যে কোন মহকুমায় কতজন উক্ত ঋণ পেয়েছেন।

৩। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ঋণের পরিমাণ কত?

৪। ঋণ প্রাপ্তদের মধ্যে বর্গাদার ও ভূমিহীন থাকলে তার সংখ্যা।

উত্তর

১।

| মহকুমার নাম। | দরখাস্তকারী কৃষকের সংখ্যা। |
|---|---|
| সদর | ১০,২১৬ |
| খোয়াই | ৩,২০৫ |
| সোনামুড়া | ২,৭৭০ |
| ধর্মনগর | ১,০১৮ |
| কৈলাসহর | ৪৫০ |
| কমলপুর | ১,৭৩৭ |
| সাব্রুম | ১,৬৪১ |
| অমরপুর | ১,১০৫ |
| উদয়পুর | ২,৫৭৮ |
| বিলোনিয়া | ৪,১০৫ |
| মোট— | ২৮,৮২৫ |

২।

| মহকুমার নাম। | ঋণ প্রাপকের সংখ্যা। |
|---|---|
| সদর | ১০,২১৫ |
| খোয়াই | ৩,২০৫ |
| সোনামুড়া | ২,৭৭০ |
| ধর্মনগর | ৩৮৬ |
| কৈলাসহর | ১৬৬ |
| কমলপুর | ৩১৯ |
| সাব্রুম | ৬৮২ |
| অমরপুর | ৪২৪ |
| উদয়পুর | ১,৪৫৮ |
| বিলোনিয়া | ১,০৪৮ |
| মোট— | ২০,৬৭৩ |

৩। সর্বোচ্চ— ১,৫০০ টাকা। সর্বনিম্ন— ১০০ টাকা।

৪। কোন ঋণ দেওয়া হয় নাই।

## UNSTARRED QUESTION NO. 148

**By—Shri Purna Mohan Tripura**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১) বিভিন্ন ধরণের বকেয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য কোন মহকুমায় ভূমি আইন অনুসারে ১৯৭২ সালে ০ পর্যন্ত কত সংশিত ও নীলাম নোটিশ জারী করা হয়েছে তার হিসাব ;

২) এই সকল নোটীশ কার্যাকরী না করা সম্পর্কে কি কোন নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এবং

৩) যদি নির্দেশ দেয়া হয়েছে, থাকে ; তবে তার মর্ম ?

উত্তর

| ১) মহকুমার নাম | দখল আদায়ের নোটীশের সংখ্যা | নীলাম নোটীশের সংখ্যা |
|---|---|---|
| সদর | ১৬,৩০১ | নাই |
| খোয়াই | ৫২১ | |
| সোনামুড়া | ২,৭৪২ | |
| কৈলাসহর | ৯৯ | নাই |
| ধর্মনগর | ৪,৩৬৬ | ৫৩ |
| কমলপুর | ৪৮২ | নাই |
| উদয়পুর | তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে। | |
| অমরপুর | | |
| বিলোনীয়া | | |
| সাব্রুম | | |

২) আপাততঃ খরা পরিস্থিতি অবসান না হওয়া পর্যান্ত ভূমি রাজস্ব, দাদন ঋণ ও পুনর্বাসন প্রাপ্ত ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকগণকে প্রদত্ত ঋণ আদায়ের জন্য সংশিত কার্যা স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই আদেশ কেবল মাত্র অসমর্থ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু যাহারা আদায় করিতে ইচ্ছুক তাহাদের বেলায় নহে।

৩) প্রশ্নের ২নং আইটেমের উত্তর দ্রষ্টব্য।

## UNSTARRED QUESTION NO. 457

**By Shri Sudhanwa Deb Barma**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

**প্রশ্ন**

১) ত্রিপুরায় কোন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান Tripura Land Revenue & Land Reforms Act, 1960 এর 178(1) ধারা মতে Administration এর কাছ থেকে সিলিং থেকে বেশী জমি রাখার অনুমতি পেয়েছিলেন তাদের নাম ও ঠিকানা।

২) তাদের মধ্যে কার কার Exemption র সুযোগ উক্ত আইনের 178(4) ধারা Administrator প্রত্যাহার করেছেন ?

**উত্তর**

১। ক) প্রতাপগড় চা বাগান, সদর,

খ) কল্যাণপুর চা বাগান, খোয়াই,

গ) লালগড় চা বাগান, সাব্রুম,

ঘ) মেখলীপাড়া চা বাগান, সদর,

ঙ) শ্রীঃ বিমল ব্যানার্জী,
পিতা—শ্রীশ চন্দ্র ব্যানার্জী, গ্রাম—পশ্চিম জুমের টেপা
পোঃ—নলছড়, সোনামুড়া।

২। প্রতাপগড় চা বাগান, সদর, যাহা চা বাগানের নিমিত্ত কাজে লাগায় নাই।

## UNSTARRED QUESTION NO. 478

**By—Shri Manindra Deb Barma**

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Revenue Department be pleased to state—

১। খোয়াই মহকুমা খোয়াই ব্লক এবং তেলিয়ামুড়া ব্লক এলাকায় চলতি বৎসরে কত টাকা কৃষি দাদন বাবদ অর্থ বিলি করা হইয়াছে এবং কত টাকা কারে বিলি করা হইয়াছে। পঞ্চায়েত ভিত্তিক হিসাব।

**উত্তর**

১। তেলিয়ামুড়া ও খোয়াই ব্লকে বিলিকৃত কৃষি ঋণ ও দাদন বাবত প্রদত্ত টাকার হিসাব :—

| ব্লকের নাম | কৃষি ঋণ | দাদন ঋণ |
|---|---|---|
| খোয়াই | ২,১২,৩০০ টাকা | ৬০,০০০ টাকা |
| তেলিয়ামুড়া | ২,৪৩,০০০ ,, | ১,১৪,০০০ ,, |

কৃষিঋণ প্রতি ক্ষেত্রে ১০০ টাকা হইতে ১০০০ টাকা এবং দাদন ঋণ হুন্ধ উপজাতি জুমিয়াদের প্রত্যেককে ৫০ টাকা পর্যান্ত দেওয়া হইয়াছে। পঞ্চায়েত ভিত্তিক হিসাব স গ্রহাধীন আছে।

## UNSTARRED QUESTION NO. 87
### By—Shri Nripehdra Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased ro state—

১। খোয়াই মহকুমার কোন্ গাঁওসভা এলাকার কয়টি টেষ্ট রিলিফ প্রকল্পে মোট কত টাকা এ বছর খরচ হয়েছে তার প্রকল্প ভিত্তিক হিসাব,

২। গত ২৫শে অক্টোবরে এই প্রকল্পের মধ্যে কয়টি চালু ছিল এবং কয়টির কাজ শেষ হয়েছে,

৩। এই কাজ সম্পর্কে সরকার কোন দুর্নীতির অভিযোগ পেলে তার বিবরণ ?

উত্তর

১) সংলগ্ন তালিকা দ্রষ্টব্য।

২) ১০৯টি প্রকল্প ১৯৭২ ইং সনের ২৫শে অক্টোবরের পূর্বেই শেষ হইয়াছিল এবং ২৫শে অক্টোবরের পরে ১৭২টি প্রকল্প চালু ছিল।

৩) উক্ত প্রকল্পগুলি সম্পর্কে দুর্নীতির কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া যায় নাই।

## LIST OF TEST RELIEF PROJECTS UNDER KHOWAI.

| Sl. No. | Name of Projects. | Name of Gaon Sabha | Total Expenditure. |
|---|---|---|---|
| 1. | Improvement of road from Aidunkur to Khampura. | East Champacherra | Rs 3,800·00 |
| 2. | Improvement of road from Champahour to Aidunkur. | East Champacherra | Rs. 4,900·00 |
| 3. | Improvement of road from West Champacherra to Bhati Maidan. | West Champacherra | Rs. 4,550 00 |
| 4. | Construction of a road from Kalabagan to Puroa Rajnagar (Tulasiku Bazar). | West Rajnagar | Rs. 4,500·00 |

| Sl. No. | Name of Projects. | Name of Gaon Sabha | Total expenditure. |
|---|---|---|---|
| 5. | Improvement of irrigation bund at Chowkider Hour (West Raj-nagar). | —do— | Ra. 2,000·00 |
| 6. | Construction of road from Rembabu Bari to Dagmabari. | Sikaribari | Rs. 5,000·00 |
| 7. | Construction of a road from Bharatchandranagar School to Takchaiya Colony. | East Rajnagar | Rs. 2,000·00 |
| 8. | Construcrion of a internal road at Dhalabil Colony. | Dhalabil Colony | Rs. 2,860·00 |
| 9. | Improvement of road from Lal-tilla Colony to K.P. Road. | North Ramchandra Ghat | Rs. 2,900·00 |
| 10. | Rapairs of road from Singhi cherra to Lathabari Primary School. | East Singhicherra | Rs. 4,640·00 |
| 11. | Improvement of road from Lal tilla Colony to Baijalbari S. B. School via Athalbari J. P. School. | North Ramchandra Ghat | Rs. 5,000·00 |
| 12. | Construction of bund at Dhala-bil Colony. | Dhalabil Colony | Rs. 1,000·00 |
| 13. | Improvement of road from Hatkata Bazar to Gournagar. | Gournagar | Rs. 2,390·00 |
| 14. | Reclamation of wast land at Dhalabil Colony. | Dhalabil Colony | Rs. 4,761·00 |
| 15. | Construction of road from Banbazar School to P. W. D. road of Chamubasti via Ban-bazar L.L. Colony at Barabil. | West Singhicherra | Rs. 4,000·00 |
| 16. | Construction of road from Gopalnagar to Lengtibari. | East Laxmicherra and Bachibari Goan Sabha | Rs. 4,647·00 |
| 17. | Construction of road from Bartilla to Belabari High School. | West Bachibari & West Laxmicherra | Rs. 3,473·00 |
| 18. | Construction of road from Asharam Bari road to Katchu-bari via West Karangicherra. | Karangicherra and Asharambari | Rs. 5,000·00 |

| Sl. No. | Name of Projects. | Name of Gaon Sabha. | Total expenditure. |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. | Improvement of road from Singhicherra to Ghitiatal Banikya Colony. | West Singhicherra | Rs. 3,000·00 |
| 20. | Improvement of road from Singhicherra Primary School to Murabari Police-Camp via Ghitithal Paul Colony. | —do— | Rs. 5,000·00 |
| 21. | Improvement of road from Bachaibari Bazar to Gopalnagar. | Bachaibari | Rs. 5,000-00 |
| 22. | Improvement of road at Paharmura. | Paharmura | Rs. 2,000·00 |
| 23. | Construction of road from Singhicherra Panchayat Office (Ghitiatal) to Lathabari School. | East Singhicherra | Rs 5,000·00 |
| 24. | Construction of road from 8 K.M. of Khowai Asharambari road to Behalabari. | Behalabari | Rs. 3,473·00 |
| 25. | Improvement of bund on Bemrucherra at Janardhan Choudury Para. | West Rajnagar | Rs. 1,500·00 |
| 26. | Construction of road from Hatimara to Rambabu Bari. | West Champacherra | Rs. 5,000·00 |
| 27. | Reclamation of murshy land at West Karanghicherra Goan Sabha. | West Karanghicherra | Rs. 4,800·00 |
| 28. | Reclamation of murshy land at West Laxmicherra Goan Sabha. | West Laxmicherra | Rs. 4,500·00 |
| 29. | Excavation of tank near S. E. Centre under Pahar Mura. | Paharmura | Rs. 4,000·00 |
| 30. | Excavation of one jute retting tank at East Dhalabil. | Gournagar | Rs. 1,000·00 |
| 31. | Construction of road from Bridge on Ichalicherra to Kalacherra Road near Khowai Bagan via Deuliatila. | —do— | Rs. 4,180·00 |

| Sl. No. | Name of Projects. | Name of Goan Sabha | Total expenditure. |
|---|---|---|---|
| 32. | Construction of road from Bartilla road to Behalabari High School. | Behalabari | Rs. 5,000·00 |
| 33. | Improvement of road from Khowai Teliamura road to Sonatala L.L. Colony. | Sonatala | Rs. 3,500·00 |
| 34. | Construction of road from the house of Sonatan Karmakar of Singhicherra Acharjee Colony to the house of Sachindra Deb Roy via house of Ananta Kumar Acharjee. | West Singhicherra. | Rs. 3,000.00 |
| 35. | Reclamation of murshy land a East Bachaibari. | East Bachaibari | Rs. 5,000.00 |
| 36. | Reclamation of waste land at West Bachaibari. | West Bachaibari | Rs. 5,000.00 |
| 37. | Construction of road from Latha Bari School to Jagalong Bari via Phultali. | East Singhicherra | Rs. 5,000.00 |
| 38. | Reclamation of waste land at Bagabill Jumia Colony. | Baga Bill | Rs. 4,000.00 |
| 39. | Improvement of road from South Tabla Bari to Ganki L. L. Colony. | Ganki | Rs. 5,000.00 |
| 40. | Reclamation of waste land at Ramchandraghat L. L. Colony. | East Ramchandraghat | Rs. 2,900.00 |
| 41. | Construction of road from Baijal Bari to Kwarbasa via Lankapura. | South Padmabill | Rs. 4,500.00 |
| 42. | Reclamation of waste land at Ganki Refugee Colony. | Ganki | Rs. 3,500 00 |
| 43. | Reclamation of waste land at Ratanpur Jumia Colony. | Ratanpur | Rs. 4,000.00 |
| 44. | Construction of road from Khowai Tea State to Padma-Bazar via Dhalabil. | Dhalabill, Padmabil | Rs. 3,500.00 |

| Sl. No. | Name of Projects | Name of Goan Sabha | Total expenditure |
|---|---|---|---|
| 45. | Construction of road from Hatkata Bazar to Mandaibari via Vaktapara under North Padmabili. | North Padmabill | Rs. 5,000.00 |
| 46. | Improvement of road Ratanpur to Belacherra Bazar. | Ratanpur & Belacherra | Rs. 5,000.00 |
| 47. | Improvement of road from Chebri to Ampura. | East Ramchandraghat | Rs. 5,000.00 |
| 48. | Construction of road from Belcherra Panchayat tilla to Bagabill-Katchamati School. | Bagabill | Rs. 5,000.00 |
| 49. | Reclamation of waste land at Ratanpur. | Ratanpur | Rs. 3,098.00 |
| 50. | Construction of road from Baijalbari to Hatkata Bazar under South Padmabill Gaon Sabha. | South Padmabill | Rs. 4,000.00 |
| 51. | Reclamation of waste land at Jamtilla. | Ganki | Rs. 4,000.00 |
| 52. | Reclamation of waste land at Jamtilla. | Ganki | Rs. 2,500.00 |
| 53. | Construction of road from Camapahour trijunction to Bachaibari near-Khatiabari School via hultal.. | East Champahaur | Rs. 5,000.00 |
| 54. | Reclamation and irregation of tilla land at lal tilla colony. | Ramchandraghat | Rs. 2,000.00 |
| 55. | Improvement of road from Laxminarayanpur to lal tilla S. B. School via Seeratala Bazar. | North Ramchandraghat | Rs. 2,000.00 |
| 56. | Construction of road from K. T. Road to West Rajnagar. | Chebri | Rs. 2,000.00 |
| 57. | Excavation of water outlay at Chargangki. | Ganki | Rs. 1,000.00 |

| Sl. No. | Name of Projects | Name of Goan Sabha | Total Expenditure |
|---|---|---|---|
| 58. | Construction of link road from Dwellitilla to Padmabill road Barker via Panchayat tilla. | Padmabill & Paharmura | Rs. 2,500.00 |
| 59. | Construction of road from Khengrabari to Bagabill Jumia Colony via Gakulbari. | Bagabill | Rs. 5,000.00 |
| 60. | Improvement of road from Bagabil Jumia Colony to Ratanpur Bazar. | Ratanpur & Bagabill | Rs. 4,000.00 |
| 61. | Construction of road from Mudibari to Dalantilla. | North Padmbill | Rs. 5,000.00 |
| 62. | Improvement of earthern bund of Bemrucherra at Dinakabrapara. | East Rajnagar | Rs. 2,000.00 |
| 63. | Reclamation of land at Takchaiya Colony. | Chamracherra | Rs. 2,500.00 |
| 64. | Construction of road from Murabari to Nath Colany. | Asharambari | Rs. 4,000.00 |
| 65. | Improvement of road from Behalabari-Asharambari road to Bidyabil. | Behalabari, Asharambari | Rs. 3.000.00 |
| 66. | Reclamation of waste land at Banbazar. | Asharambari | Rs. 4,800.00 |
| 67. | Construction of road from Lal tilla colony to Sewratali Bazar via lal tilla (3 K. M.) | North Ramchandraghat | Rs. 1,000.00 |
| 68. | Improvement of internal road at Lal tilla Colony. | —do- | Rs. 1.500.00 |
| 69. | Providing of R. C. C. Spun pipe culvert over Singhicherra Champahour road. | West Singhicherra | Rs. 540.00 |
| 70. | Reclamation and teracing on tilla land at West Singhicherra Hrishi Para. | -do— | Rs. 4,800.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 71. | Reclamation of waste land at Laltilla Colony. | West Singhicherra | Rs. 3,500.00 |
| 72. | Construction of road from S na Charan Primary School to Khowai Asharambari road. | —do— | Rs. 5,000.00 |
| 73. | Construction of road from Karangicherra Refugee Colony to Khowai—Udna road. | Asharambari | Rs. 5,000.00 |
| 74. | Construction of road from Legtibari to Behalabari. | Behalabari | Rs. 5,000.00 |
| 75. | Improvement of road from Champahour Bazar to Lathabari School. | Champacherra | Rs. 5,000.00 |
| 76. | Construction of road from Lathabari road to Bachaibari road via Bagi. | Bachaibari | Rs 5,000.00 |
| 77. | Reclamation of waste land at Bartilla. | West Laxmicherra | Rs. 3,000.00 |
| 78. | Improvement of road from Champahour to Takchaiya Colony. | Champacherra | Rs. 5,000.00 |
| 79. | Reclamation teracing on tilla land at Dhalabil L. L. Colony. | Gournagar | Rs. 4,800.00 |
| 80. | Construction of earth bund on Rungthungcherra. | Bagabil | Rs. 2,000.00 |
| 81. | Reclamation of waste land at Chama Bazar. | West Singhicherra | Rs. 2,500.00 |
| 82. | Reclamation of waste land at Ganda Basti. | West Bchaibari. | Rs. 4,800.00 |
| 83. | Reclamation and teracing on tilla land at Sonatala L. L. Colony. | Sonatala | Rs. 2,500.00 |
| 84. | Construction of 2 Nos. of carthern bund on Muhuri Cherra. | Ratanpur | Rs. 2,000.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 85. | Reclamation of waste land at Tablabari. | Ganki Goan Sabha | Rs. 4,000.00 |
| 86. | Reclamation of waste land at Asharambari. | Asharambari | Rs. 4,800.00 |
| 87. | Excavation of one jute retting tank Ghutiathal Paul Colony. | East Singhicherra | Rs. 750.00 |
| 88. | Excavation of one jute retting tank at Banikya Colony. | —do— | Rs. 750.00 |
| 89. | Excavation of one jute retting tank at Barabil. | West Singhicherra | Rs. 750.00 |
| 90. | Excavation of one jute retting tank at West Singhicherra | —do— | Rs. 750.00 |
| 91. | Excavation of one jute retting tank at Nath Colony. | East Singhicherra | Rs. 750.00 |
| 92. | Excavation of one jute retting tank at Sepoyhour. | West Singhicherra | Rs. 750.00 |
| 93. | Excavation of 2 Nos. jute retting tank at Laltilla L. L. Colony. | North Ramchandraghat | Rs. 1,000.00 |
| 94. | Excavation fo 4 Nos. jute retting tank at North Ramchandraghat. | —do— | Rs. 3,000.00 |
| 95. | Excavation of 2 Nos. jute retting tank at Nailiabari. | East Rajnagar | Rs. 1,500.00 |
| 96. | Excavation of one jute retting tank at Dhalabil colony. | Dhala bill | Rs. 750.00 |
| 97. | Excavation of one jute retting tank at Mahishmara. | Paharmura | Rs. 750.00 |
| 98. | Excavation of one jute retting tank at Paharmura. | —do— | Rs. 750.00 |
| 99. | Reclamation of teracing on tilla land at East Ramchandraghat L. L. colony. | East Ramchandraghat | Rs. 2,500.00 |
| 100 | Construction of 1 earthern bund over Muhuricherra. | Belcherra | Rs. 2,000.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 101. | Reclamation of waste land at Karanghicherra Refugee colony. | Asharambari | Rs. 1,500.00 |
| 102. | Excavation of 5 Nos. jute retting tank a West Laxmicherra. | Laxmicherra | Rs. 2,250.00 |
| 103. | Reclamation of waste land at Madarabari. | West Bachaibari | Rs. 1,500.00 |
| 104 | .Reclamation of waste land at Behalabari. | Behalabari | Rs. 1,500.00 |
| 105. | Construction of Road from Khowai—Asharambari road to Behalabari High School. | —do— | Rs. 2,000.00 |
| 106. | Reclamation of waste land at Gopalnagar L. L. colony. | East Bachaibari | Rs. 3,000.00 |
| 107. | Reclamation of waste land at West Rajnagar L.L. colony. | West Rajnagar | Rs. 2,000.00 |
| 108. | Construction of bund on Samrucherra at western side of Rabicharan Chowkidar Para. | West Rajnagar | Rs. 1,500.00 |
| 109. | Construction of bound on Samru cherra near Nilmani Choudhury para | East Rajnagar | Rs. 1,500.00 |
| 110. | Construction of bund of Samru cherra at Maticherra math. | East Rajnagar | Rs. 1,500.00 |
| 111. | Excavation of irrigation channal at Asharambari Paddy field. | Asharambari | Rs. 2 000.00 |
| 112. | Excavation of chennal at Battali. | East Rajnagar | Rs. 2,000.00 |
| 113. | Improvement of bund constructed for fishery-cum-drinking water. | Behalabarl | Rs. 1,000.00 |
| 114. | Excavation 1 jute retting tank at Battali. | East Ramchandraghat | Rs. 750.00 |

| 1 | 2 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|
| 115. | Construction of earthern bund on Mukracherra. | Bagabil | Rs. 2,000.00 |
| 116. | Excavation of channel at Shikari bari. | Shikaribari | Rs. 1,000.00 |
| 117. | Construction of Lalcherra at Asharambari. | East Champacherra | Rs. 1,000.00 |
| 118. | Construction of earthern bund on Champacherra at Hatimara. | East Champacherra | Rs. 1,000.00 |
| 119. | Construction of earthern bund on Gormacherra at Dagrambari. | Shikaribari | Rs. 1,000.00 |
| 120. | Construction of earthern bund on Tuikrama cherra. | Bagabil | Rs. 1,500.00 |
| 121. | Excavation of jute reting tank at Ratanpur. | Ratanpur | Rs. 1,500.00 |
| 122. | Construction of road from Manicherra Trijunction to Ratanpur Jumia Colony. | Ratanpur | Rs. 1,500.00 |
| 123. | Excavation of Channel constructed from Swamatal Podmabil to Lankapura, | North Radmabil | Rs. 2,000.00 |
| 124. | Construction of road from Paca Bridge at Chebri to Kalacherra road via Nilmohan Kabrapara, house of Paresh Debbarma, Batapura, Mohan Cherra, Battali. | East Ramcherra | Rs. 1,500,00 |

LIST OF TEST RELIEF PROJECTS UNDER TELIAMURA BLOCK.

| Sl. No. | Name of Project | Name of Goan Sabha | Total expenditure |
|---|---|---|---|
| 1. | Construction of road from 48 miles of A. A. road to Bahurampara. | Atharamura | Rs. 3,100.00 |

| Sl. No. | Name of projects | Name of Gaon Sabha. | Total expenditure |
|---|---|---|---|
| 2. | Improvement of Horticulture Gurdening of Khusidhan para. | Ganga Nagar | Rs. 1,250.00 |
| 3. | Construction of Bund at Amrita Ruyaja para. | Atharamura | Rs. 1,400.00 |
| 4. | Reclamation of gurden at Jurinari. | Ganganagar | Rs. 1,500.00 |
| 5. | Reclamation of Horticulture gurden at South Tuichin gram. | Tuichingram | Rs. 3,000.00 |
| 6. | Excavation of jute retting tank at Kutch Colony. | Maharanipur | Rs. 1,100.00 |
| 7. | Construction of bund on lunga for Fishary cum drinking water arrangement at Mitrajoy Reang Choudhury para. | Nonacharra | Rs. 3,150.00 |
| 8. | Construction of road from 49 M. P. of Atharamura A. A. road to Choudhury Marshum para (via Musarai para). | Atharamura | Rs. 3,750.00 |
| 9. | Construction of link road from Bisbasha Bari to Muktajoy para. | Atharamura | Rs. 4,500.00 |
| 10. | Reclamation of Horticulture garden at Chakuiba at Kala-Chandrabari. | Ganganagar | Rs. 1,500.00 |
| 11. | Construction of earthern bund for just retting tank at Thirthamani Reang para. | Nonacharra | Rs. 3,200.00 |
| 12. | Maintenance of road from 9/4 of Ambasa Bagapha road to Birjoy para. | Ganganagar | Rs. 2,900.00 |
| 13. | Excavation of channel for Improvement of Swam area of paddy land at North Tuichingram. | Tuichingram | Rs. 2,500 |

| 1 | 2 | | 3. |
|---|---|---|---|
| 14. | Construction of 35/2 F.P.M of A. A. Road. Haldiamuk. | Atharamura | Rs. 3,700.00 |
| 15. | Improvement of road from Akhrabari to Bagan Bazar. | Bagan Bazar | Rs. 4,900.00 |
| 16. | Construction of road from Santirbazar Police Camp to Rajnagar Police Camp. | Santinagar | Rs. 4,500.00 |
| 17. | Construction of road from Ramdurga Bari to Tuipag-labari via Gourangabari. | Badlabari | Rs. 4,700.00 |
| 18. | Improvement of road from Ampura to Belfung. | Ampura | Rs. 5,000·00 |
| 19. | Construction of road from Brindaban Ghat to Promod-nagar ( Natun Bazar ). | West Rajnagar & Promodenagar | Rs. 4,594 00 |
| 20. | Construction of jute retting tank at Durgapur Land Less Colony. | Duregapur | Rs. 1,500·00 |
| 21. | Construction of jute retting tank at Laxminarayanpur L. L. Colony. | Laxminarayanapur | Rs. 1,500·00 |
| 22. | Construction of road from Moharcherra Bazar to Molany Sardar para. | Moharcherra | Rs. 4,980 00 |
| 23. | Construction of road from Bairagipara to Ruprai para. | Madhya Kalyanpur | Rs. 4,500·00 |
| 24. | Construction of road from Dasurai Bari to Santinagar. | Ghilatali | Rs. 4,500·00 |
| 25. | Construction of road from Kunjaban to Ramdayalbari Landless colony. | Kunjaban | Rs. 5,000·00 |
| 26. | Construction of road of Jatin-dra Roajapara to Birjoypara under Karnamanopara. | Karnamanipara | Rs. 3,500·00 |
| 27. | Construction of road from Umalick para to Pemasing para. | Ganganagar | Rs. 4,000·00 |

| 1 | 8 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 28. | Construction of road from 18 M. P. of A. A. Road to Iswqnchow para. | Ganganagar | Rs. 4,000·00 |
| 29. | Improvement of road from Totabari Landless Colony to Debtabari. | Kamalnagar. | Rs. 3,500·00 |
| 30. | Construction of road from Kunjaban Bibir Mukam to Gariadapader para. | Kunjaban | Rs. 3,748·00 |
| 31. | Improvement of road from Krishnapur New Market to Ramkrishnapur M. T. Colony. | Krishnapur | Rs. 5,000·00 |
| 32. | Construction of road from Nabin Police para to Krishnapur. | Ghilatali | Rs. 2,000 00 |
| 33. | Construction of road from Jogapha Reang para to Tirtha-mani Reangpara. | Atharamura | Rs. 5,000·00 |
| 34. | Reclamation of Bund at Markumchara and direction of chenel. | Santinagar | Rs. 3,615·00 |
| 35. | Construction of jute retting tank at Uttar Pulinpur. | Uttar Pulinpur | Rs. 1,500·00 |
| 36. | Construction of road from Kashiamangal to Sardukar-kari. | Sardu Karkari | Rs. 5,000·00 |
| 37. | Construction of road from Gouranga Tilla to Kash-Kalyanpur. | Laxminarayanpur. | Rs. 5,000·00 |
| 38. | Construction of road from 43 M. P. of A. A. Road to Biladhar Reang para. | Atharamura | Rs 3,500·00 |
| 39. | Construction of road from Bramhma cherra Agri. Farm to Kakrachara. | Gakulnagar | Rs. 5,000 00 |
| 40. | Construction of road from Mainak to Nishi Kabra house. | Badlabari | Rs. 5,000:00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 41. | Construction of road from South Tuisingram to Chbri Nandi Baisnab road of North Tuisingram. | Chebi | Rs. 5,000·00 |
| 42. | Construction of road from Sachindranagar Colony : to Maharani Bazar. | Maharanipur | Rs. 5,000 00 |
| 43. | Reclamation and Teracing of Tilla land at Kuch Colony. | Maharanipur | Rs. 4,800·00 |
| 44. | Excavation of jute retting tank at South Pulinpur. | Promodenagar | Rs. 1,500·00 |
| 45. | Construction of road from Ramprasad para to Brikshada. | Ganganagar | Rs. 3,000·00 |
| 46. | Construction of Road from Udasing para to Billaprasad para ( Reaja para ). | Ganganagar | Rs. 1,000·00 |
| 47. | Construction of road from Chakmaghat to Ramkrishnapur M. T. Colony. | Laxmipur | Rs. 5,000·00 |
| 48. | Providing of Bund at Nabachandra para for fishery cum drinking water. | Atharamura | Rs. 2,500·00 |
| 49. | Construction of road from Bagrambari to Kalicharan para. | Nuna cherra | Rs. 3,500·00 |
| 50. | Construction of road from Paltonjoy Reang para to Jalaihid Reang Chw. para. | Karnapara | Rs. 3,400·00 |
| 51. | Reclamation of chenel at Lambucherra to Sarducherra | Teliamura | Rs. 1,0L0·00 |
| 52. | Construction of road from Hawaibari to Tuaikuibari | Hawaibari | Rs. 3,800·00 |
| 53. | Construction of road from Khowai-Teliamura road to Karailong H/S School. | Teliamura | Rs. 1,000·00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 54. | Improvement of internal at Kalitilla. | Teliamura | Rs. 1,000·00 |
| 55. | Improvement of Interal road at Santinagar. | —do— | Rs. 1,000·30 |
| 56. | Construction of Bund on Samrucherra at Jagmakabar-bari. | Badlabari | Rs. 1,000 00 |
| 57. | Construt'on of road from Krishnapur old market to Barker. | Krishnapur | Rs. 4,000,00 |
| 58. | Reclamation of land at Masuraipara. | Atharamura | Rs. 4,300·00 |
| 59. | Reclamation of land at Bil'adharpara. | – d – | Rs. 4,300·00 |
| 60. | Improvement of road from 49 M. P. of A.A Road to Abhirambari. | —do— | Rs. 1,000 00 |
| 61. | Improvement of road from Durgapur Asharam to Baraiguta. | Durgapur | Rs. 3,000·00 |
| 62. | Construction of road from Brajabashi para to Maitaha Reangpara. | Atharamura | Rs. 2,500·00 |
| 63. | Construction of road from Maitaha Reang para to Sivchandrapara. | —do— | Rs. 2,500·00 |
| 64. | Construction of road from Gabindabari to Karmajoy Reang bari. | —do— | Rs. 2,500·00 |
| 65. | Construction of road from Gabinda bariti Birbasibari. | —do— | Rs. 5,000·00 |
| 66. | Construction of road from Bangshi chara to Manutuicha. | —do— | Rs. 2,500·00 |
| 67. | Construction of road from Manutuaicha to Maludia. | —do— | Rs. 2,500·00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 68. | Construction of road from 41 M. P. of A. A Road to Amrita Roajabari. | Atharamura | Rs. 2,500·00 |
| 69. | Construction of Bund for fishery cum drinking Water at Nilmani para. | —do— | Rs. 2,500·00 |
| 70. | Construction of road from 46 M.P. of A. A. Road to Kunaraipara. | —do— | Rs, 5,000·00 |
| 71. | Construction of road from Brajabashipara to Kalaipara. | —do— | Rs. 500·00 |
| 72. | Construction of road from Haludia to Kakraichara. | —do— | Rs. 3,500·00 |
| 73. | Construction of road faom Kakraichara to Dagrabari. | Nunachera | Rs. 500·00 |

LIST OF TEST RELEF PROJECTS UNDER TELIAMURA BLOCK.

| Sl. No, | Name of Project | Name of Goan Sabha | Total expenditure |
|---|---|---|---|
| 74. | Construction of road from Kalicharan Bari to Mitraham Reang para. | Nunachera | Rs. 5,000·00 |
| 75. | Construction of road from Mitraham Reang para to Tui-maiha. | —do— | Rs. 3,500·00 |
| 76. | Reconsruction of Bund at Sunarai charra. | South-Ramchandraghat | Rs. 1.500·00 |
| 77. | Construction of road near house of Gaya Deb Barma of Gobinda Kabrapara to K. T. Road. | Kamalnagar | Rs. 5,000 00 |
| 78. | Reclamation of tilla land and Horticulture gardening at Ganganagar. | Ganganagar | Rs. 3,000·00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 79. | Construction of road from Gagan Choudhury para to Bairagipara. | Kalyanpur | Rs. 5,000·00 |
| 80. | Construction of road from Ampura to Aksharabari. | South Ramchandra-ghat | Rs. 1,500·00 |
| 81. | Excavation of chanel at South Kunjaban. | Kunjaban | Rs. 3,000·00 |
| 82. | Reclamation and taracing of tilla land at North Ghilatali L.L. Colony. | Ghilatali | Rs. 1,000 00 |
| 83. | Improvement of road from Maieng Bekrang to East Santi Nagar Colony. | Santinagar | Rs. 1,000·00 |
| 84. | Construction of irregation bund on Tuaichindricharra. | Sardukarkari | Rs 2.000·00 |
| 85. | Excavation of Chenal from Bateka hour to Mackhander, | Kamalnagar | Rs. 3,000·00 |
| 86. | Construction of bund over Brahmachara. | Teliamura | Rs. 1,900·00 |
| 87. | Excavation of jute retting tank at Kashkalyanpur. | Kalyanpur | Rs. 750·00 |
| 88. | Excavation of jute retting tank at Kunjaban L.L. Colony | Kunjaban | Rs. 750·00 |
| 89. | Excavation of 1 No. of jute retting tank at West Kunjaban. | —do— | Rs. 750·00 |
| 90. | Excavation of jute retting tank at South Kunjaban. | —do— | Rs. 750·00 |
| 91. | Excavation of jute retting tank at Ghilatali Kutch Colony. | Ghilatali | Rs. 750·00 |
| 92. | Excavation of jute retting tank at Bangshi Colony. | —do— | Rs. 750·00 |

LIST OF TEST RELIEF PROJECTS UNDER TELIAMURA BLOCK.

| Sl. No. | Name of Projects | Name of Goan Sabha | Total Expenditure |
|---|---|---|---|
| 93. | Excavation of Jute retting tank at Ghilatali Refugee Camp. | Ghilatali | Rs. 750·00 |
| 94. | Excavation of Jute retting tank at Ghilatali L.L Camp. | -do- | Rs. 750·00 |
| 95. | Excavation of Jute retting tank at Tatabari Colony. | Tatabari | Rs. 750·00 |
| 96. | Excavation of Jute retting tank at Barman Colony. | Tuichingrai | Rs. 750·00 |
| 97. | Excavation of Jute retting tank at Ramdayal L.L. Colony. | Ramdayalbari | Rs. 750·00 |
| 98. | Excavation of 3 Nos. Jute retting tank at Akrabari L.L. Colony. | South Ramchandaghat. | Rs. 200·00 |
| 99. | Tracing at Laxminarayanpur L. L. Colony. | Laxminarayanpur | Rs. 500·00 |
| 100. | Excavation of 2 Nos. of Jute retting tank at Sachindra L. L. Colony. | Maharanipur. | Rs. 1,500·00 |
| 101. | Excavation of 2 Nos. of Jute retting tank at Sachindranagar L. L. Colony. | Santinagar. | Rs. 1,500·00 |
| 102. | Excavation Chanel from Chalitabari to Moharchera. | Moharchhera. | Rs. 1,800·00 |
| 103. | Re-excavation of chennal from office tilla to Khowai river. | Krishnapur. | Rs. 2,000·00 |
| 104. | Excavation of chennal from Bund at Dhukhai Jamadar para to Murabari. | North Pulinpur. | Rs. 1,500·00 |
| 105. | Excavation of 2 Nos. of Jute retting tank at Borchera L. L. Colony. | Durgapur | Rs. 1,500·00 |
| 106. | Construction of earthern bund on Dulachhara at Samrai Deb Barmapara. | Nonachhera | Rs. 1,000·00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 107. | Construction of bund for fishery cum-drinking water at Abhirambari | Atharamura | Rs. 2,000·00 |
| 108. | Improvement of road from Krishnapur at Pukaibari. | Krishnapur | Rs. 4,000·00 |
| 109. | Excavation of 4 Nos. of Jute retting tank at Krishnapur. | -do- | Rs. 3,000·00 |
| 110. | Construction of road from Naksharrabari to Baijabari. | South Ramchandraghat | Rs. 2,000·00 |
| 111. | Excavation of 3 Nos. of Jute retting tank at Borchhera. | Durgapur. | Rs. 2,250·00 |
| 112. | Construction of erthern bund on Ajagar Chhera. | North Pulinpur | Rs. 1,000·00 |
| 113. | Construction of Bund at Gumsinghpara | Ganganagar. | Rs. 1,020·00 |
| 114. | Construction of road from 16 MP of A.A. Road to Ulamcherra | -do- | Rs. 2,500 00 |
| 115. | Construction of road from Belfung Choudhury bari to Melkha Colony. | Gayamanibari | Rs. 2,500·00 |
| 116. | Excavation of 2 Nos. of jute retting tank at Dhanchakma L. L. Colony. | South Pulinpur | Rs. 1,500·00 |
| 117. | Construction of Tuichindrai-cherra at Tuichakma. | -do- | Rs. 1,000·00 |
| 118. | Construction of bund at Melkabari | Gayamanibari | Rs. 1,000·00 |
| 119. | Excavation of jute retting tank at Amar Colony. | Kamalnagar | Rs. 750·00 |
| 120. | Excavation of jute retting tank at Raikutui Bari. | -do- | Rs. 750·00 |
| 121. | Excavation of 4 Nos. of jute retting tank at South Maharanipur. | South Maharanipur | Rs. 3,000·00 |
| 122. | Reclamation of Horticulture gurdening at Biladhar Para | Ganganagar | Rs. 2,500·00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 123. | Construction of bund at Gungraicherra. | Kunjaban | Rs. 2,000·00 |
| 124. | Construction of road from 23 M. P. of A. A. Road at Ramkaliapara. | Radharambari | Rs. 2,000·00 |
| 125. | Construction of tank at Batabari for fishery cum drinking water purpose. | Karmapara | Rs. 1,000·00 |
| 126. | Bund construction at Samrucherra. | Tuichingram | Rs. 1,500·00 |
| 127. | Excavation of jute retting tank at Watilong tilla. | Ghilatali | Rs. 750·00 |
| 128. | Construction of bund at Lambucherra and excavation of chennal at Teliamura R. F. | Teliamura R. F. | Rs. 2,000·00 |
| 129. | Excavation of tank at Chirai Bil | Ghilatali | Rs. 750·00 |
| 130. | Excavation of tank at Deb para. | -do- | Rs. 750·00 |
| 131. | Excavation of tank at Samrucherra. | Tuichingram | Rs. 2,000·00 |
| 132. | Excavation of tank on Maigangacherra. | Krishnapur. | Rs. 1,500·00 |
| 133. | Excavation of tank 2 Nos. at Durgapur. | Durgapur. | Rs. 1.500·00 |
| 134. | Excavation of tank at Nabajoypara. | Nonacherra | Rs. 1,000·00 |
| 135. | Excavation of tank at Sankrai Bari | Nonacherra | Rs. 750·00 |
| 136. | Excavation of tank at Belfung Bari | -do- | Rs. 750·00 |
| 137. | Excavation of tank at Mangla Bari | Gayamani Bari | Rs. 750·00 |
| 138. | Excavation of tank at Nograi Bari | Gayamani Bari | Rs. 750·0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 139. | Excavation of 2 Nos. tanks at South Promodenagar | Tuichigram | Rs. 1,500 00 |
| 140. | Excavation of tank at Nathpara | Kamalnagar | Rs. 750·00 |
| 141. | Construction of bund on Tuichindrai Cherra | Sardukarkari | Rs. 1,500·00 |
| 142. | Construction of 6 Nos. of jute retting tank at Badlabari | Badlabari | Rs. 4,500·00 |
| 143. | Construction of earthern band on Bemrucherra | Badlabari | Rs. 2,000·00 |
| 144. | Excavation of chennal from Arjun Kabrapara to Satyaram para | Tuichingram | Rs. 2,000·00 |
| 145. | Construcaton of road from Lal tilla to Ramkrishnapur M. T. Colony | Krishnapur | Rs. 1,500·00 |
| 146. | Construction of road from Churmohan Rupini Junior Basic School at Tuikibari | Hawaibari | Rs. 1,500,00 |
| 147. | Construction of road from Lambucherra to Langung-cherra | Hawaibari | Rs. 1 500·00 |
| 148. | Construction of road from Moloy Sarder Para to Duski Police O. P. | Hawaibari | Rs. 1,500·00 |
| 149. | Construction of bund for fishery Cum drinking water purpose at Paltonjoypara | Karmapara | Rs. 2,000·00 |
| 150. | Excavation of tank at Birendra Deb Barmapara | Tuichingram | Rs. 750·00 |
| 151. | Construction of bund for fishery cum drinking water purpose at Baidyapara | Nonacherra | Rs. 1,500·00 |
| 152. | Construction of road from Dhanchakma Para to Debendra Deb Barma Para | Gokulnagar | Rs. 2,000·00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 153. | Excavation of tank at Milkabari | Nonacherra | Rs. 750·00 |
| 154. | Excavation of tank at Mahendra Deb Barma para to Uttar Promodenagar | Tuichingram | Rs. 750 00 |
| 155. | Excavation of 2 Nos. tank at Baishak Deb Barma Para in South Promodenagar | Tuichingram | Rs. 1,500·00 |
| 156. | Excavation of 2 Nos. jute retting tank at Borcherra L. L. Colony | Durgapur | Rs. 1,500·00 |
| 157. | Construction of road from 32/2 M. P. of A. A. road to Brajadhan Dab Barma para. | Laxmipur | Rs. 2,000·00 |

## UNSTARRED QUESTION NO. 468

**By—Shri Manindra Deb Barma**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be plesed to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে তেলিয়ামুড়া রক অন্তর্গত প্রমোদনগর ( উত্তর ও দক্ষিণ ) পানীয় জলের অভাব আছে ? যদি ইহা সত্য হয় তবে ঐ এলাকায় টিউব ওয়েল অথবা রিং ওয়েল না দেওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১। সম্পূর্ণ সত্য নহে। প্রমোদনগর এলাকায় বর্তমানে দুইটি টিউবওয়েল আছে। তদুপরি আরও একখানা নতুন টিউবওয়েল চলতি আর্থিক বৎসরে মঞ্জুর করা হইয়াছে। টিওবওয়েলটির খনন কাজ অতিসত্বরই আরম্ভ হইবে।

## UNSTARRED QUESTION NO. 452

**By—Shri Samar Choudhury**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state—

১। ত্রিপুরায় রেশমগুটি ( কাট কোকন ) উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৬৭—৭২ গত অর্থ-নৈতিক পাচ বছরের বাৎসরিক হিসাব ;

২। **ইহা কি সত্য যে বৎসরের একবার মাত্র সরকার উৎপাদকগণের সারা বৎসরের জমে থাকা উৎপাদন ক্রয় করে থাকেন ;**

৩। **প্রতি মাসে সরকারী ক্রয়ের ব্যবস্থা চালু করা সম্পর্কে সরকার বিবেচনা করছেন কি ?**

৪। রেশমগুটি চাষ বৃদ্ধি করা সম্পর্কে সরকারের কি কি পরিকল্পনা আছে ?

**উত্তর**

১) ত্রিপুরায় উৎপাদিত কাটা রেশমগুটির পরিমাণ বিগত ১৯৬৭-৬৮ইং হইতে ১৯৭১-৭২ ইং পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের বাৎসরিক হিসাব নিম্নে বর্ণিত হইল :—

| বৎসর | | কাটাগুটি | | সূতা উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত কাটাগুটির পরিমাণ | | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯৬৭-৬৮ | — | ২,০০০ কে, জিঃ | + | ৫০ কেজিঃ | = | ২,০৫০ কেজি: |
| ১৯৬৮-৬৯ | — | ২,১০০ ,, | + | ৭৫ ,, | = | ২,১৭৫ ,, |
| ১৯৬৯-৭০ | — | ১,৬৪৭ ,, | + | ৫৫০ ,, | = | ২,১৯৭ ,, |
| ১৯৭০-৭১ | — | ১,৮১০ ,, | + | ৪৮০ ,, | = | ২,১৯০ ,, |
| ১৯৭১-৭২ | — | ১,৮৮৫ ,, | + | ৫৭৯ ,, | = | ২,৪৬৪ ,, |

২) না।

৩) প্রতি মাসে ক্রয় ব্যবস্থা চালু করার প্রয়োজন বর্ত্তমানে নাই। প্রয়োজন হইলে প্রতিমাসে ক্রয় ব্যবস্থা চালু করার বিষয় বিবেচনা করা হইবে।

৪) চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় রেশমগুটির উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি রূপায়িত করা হইয়াছে :—

ক) কেন্দ্রীয় খামার সহ বীজাগার স্থাপন।

খ) রেশম উপকেন্দ্র ৬টি।

গ) রেশম সংক্রান্ত শিক্ষণ কার্য্যসূচী।

ঘ) বিপণন সংস্থা।

ঙ) গুটিপোকা পালন গৃহনির্মাণের জন্য শতকরা ৫০ ভাগ সাহায্য।

চ) রেশম পলু প্রতিপালকদিগকে এক চতুর্থাংশ মূল্যে গুটি পোকা পালনের যন্ত্রপাতী প্রদান।

ছ) রেশমপলু প্রতিপালকদিগকে এক চতুর্থাংশ মূল্যে এরি সূতা কাটার জন্য মেশিন প্রদান।

## UNSTARRED QUESTION NO. 461

**By—Shri Kalidas Deb barma.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) জিরানীয়া ব্লকের অন্তর্গত বোরাহামে কোন পানীয় জলের ব্যবস্থা নাই, সত্য কিনা ?

২) যদি সত্য হয়, অবিলম্বে ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

উত্তর

১) বোরাহামে পানীয় জলের ব্যবস্থা নাই, ইহা সত্য নহে। বর্তমানে তথায় ২টী রিংওয়েল আছে। তাহা ছাড়া ২টী নতুন টিউবওয়েল বসানোর কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে।

২) প্রযোজ্য নহে।

Printed by the Superintendent, Government Printing,
Tripura Government Press, Agartala.

TGPA—3-3-73—175.